Year 54
4 & 6 issue
missing

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৫৪শ বর্ষ) ফাল্গুন, ১৪০৮ (১ম সংখ্যা



শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দদেবজী, জয়পুর

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ
যুগ্ম-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

—ঃ কার্য্যালয় ঃ—

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ✆ ৫৫৫-৮৯৭৩
২৮, হালদার বাগান লেন, কলকাতা—৭০০ ০০৪
E-Mail : vedantasamiti@vsnl.net

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ



সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন
শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন



প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ



কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, *বিদ্যারত্ন*

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

[মাসিক]

চতুঃপঞ্চাশৎ-বর্ষ (১ম- ১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাঙ্গ ৫১৫ গোবিন্দ হইতে ৫১৬ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৪০৮ ফাল্গুন হইতে ১৪০৯ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ২০০২ মার্চ্চ হইতে ২০০৩ ফেব্রুয়ারী।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহ-সম্পাদক ও প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন
শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

চতুঃপঞ্চাশৎ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অক্ষয়-তৃতীয়া-মাহাত্ম্য	৪।১৩৬
অর্থপঞ্চক—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১১।৪০৩
অবিদ্যা ও উবিদ্যা	৪।১৩৯
আনুগত্য	৯।৩৪৭
ইউরেশিয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার	৯।৩৫৬
কলি [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৫।১৬৩, ৬।২০৩
কলির ভগবান্	১।১০
কৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৩।১১৮
গুরুপাদপদ্মে রতিই ভক্তি—শ্রী	১১।৪৩৮, ১২।৪৫৫
গুরু-পূজনোৎসব—শ্রী	১১।৪৩০
গুরু-মহিমা-গীতি—শ্রী [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথি-বাসরে প্রদত্ত	১।২৮
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	৫।১৮৬, ৬।২৩০, ৭।২৭৭
গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা—শ্রীল [শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	৮।৩১৪, ৯।৩৫১, ১০।৩৮৪, ১১।৪৩৫
গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি	৪।১২২
গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্—শ্রী	৮।২৮১
গোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী	১।১
গৌড়ীয়ের চতুঃপঞ্চাশৎ-বর্ষ—শ্রী	১।৩৭
চামারের আত্মকাহিনী	১০।৩৭৫
চেতনা না হবে কভু ! [কবিতা]	৩।১০৩
চৈতন্য-শিক্ষামৃত—শ্রীশ্রী [বিজ্ঞাপন]	১।৪, ২।৫০
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৪।১৫৯
জগন্মোহনাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	১০।৩৬১
জম্মু-কাশ্মীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার	৮।৩১১
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৫।১৯৭
ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ	৬।২২৫, ৭।২৬৮
তুলসী-স্তবঃ—শ্রী	২।৪১, ৩।৮১, ৪।১২১

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
তুলসী-মাহাত্ম্য—শ্রী	১১।৪১৭
তৈর্থিক বিপ্র ও নিমাই	২।৬৯
দয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকম্—শ্রী	৫।১৬১
দীনের প্রতি দয়া [কবিতা]	৬।২২৪
দীনের ভক্ত্যর্ঘ্য	১২।৪৫৮
দুর্ব্বল ও বলবান্	৯।৩৩৩
দেবকী-গর্ভস্থিত-'বাসুদেব-স্তোত্র'-পঞ্চদশকম্	৯।৩২১
দেবকীদেবী-কৃতং 'বাসুদেব-স্তোত্রাষ্টকম্'—শ্রীশ্রী	১১।৪০১
দেহ নিজ নিকট নিবাস [কবিতা]	১০।৩৮৯
ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	২।৪৪, ৩।৮৩
নগর-সঙ্কীর্ত্তন	৮।৩০৪
নবযোগেন্দ্র ও নিমি—শ্রী	৩।১১০, ৫।১৮০
(নবদ্বীপধাম)-পরিক্রমায় আহ্বান [শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ]	১।৮
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৩।১১৪
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১২।৪৭৩
নন্দনন্দন ও বসুদেব-নন্দন—শ্রী	১।১৬, ৪।১৩১
নাম—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৫
নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ—শ্রী	৫।১৭৫
নামযজ্ঞে আহ্বান [কবিতা]	৮।৩১০
নিত্যলীলায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ	১০।৩৯০
নিবেদন [কবিতা]	৯।৩৫৫
নিন্দা [কবিতা]	৫।১৮৪
পর উপকারী কে?	৩।১০৪
প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে প্রদত্ত	১।৩৫
প্রয়াগ-মাহাত্ম্য	১১।৪২৩
প্রতিষ্ঠাশা-পরিবর্জ্জন	৭।২৪৪
প্রভুপাদের উপদেশামৃত—শ্রীল	২।৪৭, ৩।৮৬, ৪।১২৪, ৫।১৬৭, ৬।২০৭, ৭।২৪৭, ৮।২৮৯, ৯।৩২৯, ১০।৩৬৬, ১১।৪০৭, ১২।৪৪৭
প্রার্থনা-গীত [কবিতা]	৬।২৪০
প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার	১।৩০, ২।৭৪, ৪।১৫৩, ৫।১৯১, ৬।২৩৫, ১২।৪৬৬
বাল্যে নামাশ্রয় [কবিতা]	৪।১৫৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বিজ্ঞপ্তি-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজায়	১১।৪৩৩
বিশেষ নিবেদন	৪।১৫২, ১০।৩৮৮, ১২।৪৭১
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠে	৫।১৯৯
বেদান্ত-দর্শন	১২।৪৪৪
বৈষ্ণবধর্ম্মের ক্ষীণতা কেন?	৪।১২৯
বৈষ্ণব ঠাকুর—দয়ার সাগর	৯।৩৪১
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১২।৪৭২
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	১২।৪৬৩
ভগবৎ-কৃপা	৮।২৯৮
ভজনের প্রকৃত পথ কি?	৭।২৬০
ভাগবত-পরিচয় [কবিতা]	৭।২৭৫
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে প্রদত্ত	১।৩৬
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৮।৩১৯
ভ্রম-সংশোধন	৩।১২০
মহাপ্রসাদ	৬।২১৬, ৭।২৫৫
মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক সার্ব্বভৌম-ব্যাখ্যাত শাঙ্কর-নির্ব্বিশেষবাদ-খণ্ডন—শ্রীমন্	১।২০
মার্কণ্ডেয়-কৃতং শ্রীনারায়ণ-স্তব-দশকম্—শ্রী	৭।২৪১
যোগ	২।৬৩
রথযাত্রা-মহোৎসব-বিধি—শ্রী	৪।১৪৬
রাখে হরি মারে কে?	৩।৯৯
শিলচর গৌড়ীয় মঠে শুভপ্রবেশ ও স্নানযাত্রা-মহোৎসব [বিবরণ]	৬।২৩৯
শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি [শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের বিরহ-স্মৃতিতে প্রদত্ত ভাষণ]	১০।৩৯৫
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে নিরামিষ আহার বাধ্যতামূলক	৩।৯২
শৌক্র-ব্রাহ্মণ ও পারমার্থিক ব্রাহ্মণ	১।২৪, ২।৫৮, ৩।৯৫
শ্রৌতবাণী	১১।৪৩৪
সদ্‌গুণ ও ভক্তি [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১০।৩৬৩
সরস্বতী-গোস্বাম্যষ্টকম্—শ্রীল	৬।২০১
সহজ ও কৃত্রিম	১১।৪২৭

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
সংসার-কূপ	৮।২৯৪
সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীগৌর-নিতাই [কবিতা]	২।৮০
সন্দর্ভ-সার	৫।১৭২, ৬।২১২, ৭।২৫২, ৮।২৮৯, ৯।৩৩৭, ১০।৩৭০, ১১।৪১২, ১২।৪৪৯
সাধু এক পরশমণি	১০।৩৭৯
সাধুজনসঙ্গ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৮৫, ৯।৩২৫
সাধুসঙ্গে স্বরূপোপলব্ধি ও পরাভক্তি	২।৫৫
সুখ ও দুঃখ	৬।২২০
সৃষ্টিতত্ত্ব-রহস্য	১২।৪৫২
স্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকম্—শ্রী	১২।৪৪১
স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় সাগর মহারাজ	৫।১৯৪
হরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন—শ্রী	১।১২, ২।৫১, ৩।৯০
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

আজীবন সদস্যগণের তালিকা (২০০২-২০০৩)

১। শ্রীরাধেশ্যাম বসাক
উকিল পাড়া, থানা রোড, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

২। ডাঃ সুনীল কুমার সরকার
৩/৩৭, শ্রীগুরু সরণী, শ্রীনগরপল্লী, দুর্গাপুর—১৩।

৩। শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী
গৌরীপুর, ওয়ার্ড—৪, ধুবড়ী, আসাম।

৪। শ্রীমতী আলো দেবী
C/O-শ্রীদেবানন্দ দাসাধিকারী
অযোধ্যা, বনকাটি, বর্দ্ধমান।

৫। শ্রীমতী স্মিতা দাস
C/O-শ্রীসুজিত দাস
৩৫৭/এ, ইস্ট কোদালিয়া, নিউ ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা।

৬। শ্রীমতী বিশাখা দেবী
C/O-দিলীপ কুমার মিত্র
শরৎ বোস রোড, ত্রিকোণ পার্ক, দমদম ক্যান্ট, কলকাতা—৬৫।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

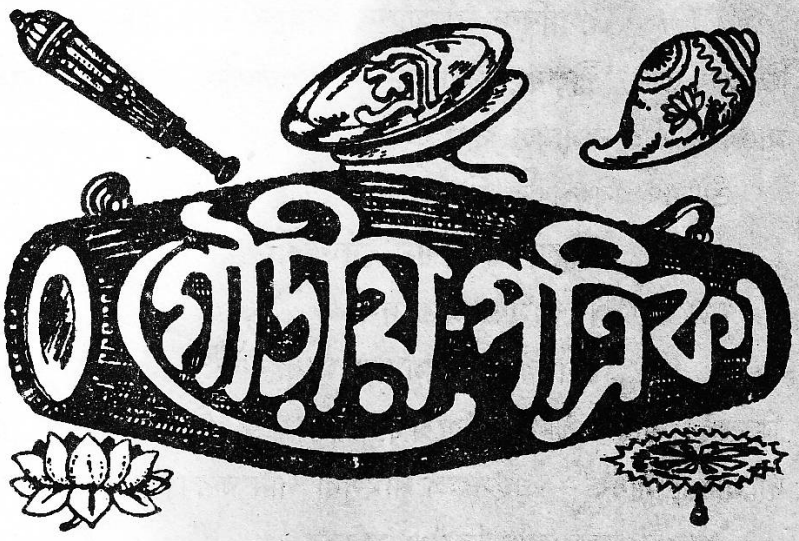

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৪শ বর্ষ | ১৫ গোবিন্দ, কারণোদশায়ী, ৫১৫ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৪০৮, ইং ১৪/৩/২০০২ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্‌

[লীলাশুক-শ্রীল-বিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতম্‌]

দুর্ব্বার-বাক্যং পরিগৃহ্য কৃষ্ণা
মৃগীব ভীতা তু কথং কথঞ্চিৎ।
সভাং প্রবিষ্টা মনসাজুহাব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৭।।

দ্রৌপদী (কৃষ্ণা) ভীতা হরিণীর ন্যায় সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া (দুঃশাসনের) অনিবারণীয় দুর্ব্বাক্য শ্রবণে "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" বলিয়া মনে মনে আহ্বান করিতে লাগিলেন।। ৫৭।।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাবর গোকুলেশ
গোপাল গোবর্দ্ধননাথ বিষ্ণো।

জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৮।।

হে জিহ্বে! তুমি "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধানাথ, গোকুলপতি, গোবর্দ্ধন-গিরিধারী, বিষ্ণু, গোবিন্দ, মাধব"—এই নামামৃত পান কর।। ৫৮।।

শ্রীনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে
শ্রীদেবকীনন্দন দৈত্যশত্রো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৫৯।।

হে জিহ্বে! তুমি "শ্রীনাথ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি, শ্রীদেবকীনন্দন, দৈত্যনাশন, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এইসকল নামসুধা পান কর।। ৫৯।।

গোপীপতে কংসরিপো মুকুন্দ
লক্ষ্মীপতে কেশব বাসুদেব।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬০।।

হে জিহ্বে! তুমি "গোপীপতি, কংসারি, মুকুন্দ, লক্ষ্মীপতি, কেশব, বাসুদেব, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এইসকল নাম-পীযূষ পান করিতে থাক।। ৬০।।

গোপীজনাহ্লাদকর ব্রজেশ
গোচারণারণ্যকৃতপ্রবেশ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬১।।

যিনি ব্রজগোপীবৃন্দের চিত্তবিনোদনকারী, যিনি ব্রজের ঈশ্বর, যিনি গোচারণার্থ বনে বিচরণশীল, হে জিহ্বে! তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—নামামৃত সর্ব্বদা পান কর।। ৬১।।

প্রাণেশ বিশ্বম্ভর কৈটভারে
বৈকুণ্ঠ নারায়ণ চক্রপাণে।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬২।।

হে জিহ্বে! তুমি "প্রাণেশ্বর, বিশ্বম্ভর, কৈটভারি, বৈকুণ্ঠ, নারায়ণ, চক্রপাণি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—শ্রীকৃষ্ণের এই নামামৃত নিরন্তর পান কর।। ৬২।।

হরে মুরারে মধুসূদনাদ্য
শ্রীরাম সীতাবর রাবণারে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৩।।

হে জিহ্বে! তুমি "হরি, মুরারি, মধুসূদন, আদিপুরুষ, শ্রীরাম, সীতাপতি, রাবণারি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামামৃত সদা পান করিতে থাক।। ৬৩।।

শ্রীযাদবেন্দ্রাদ্রিধরাম্বুজাক্ষ
গো-গোপ-গোপী-সুখদানদক্ষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৪।।

হে জিহ্বে! তুমি "যদুপতি, গিরিধারী, কমললোচন, গো-গোপ-গোপীজনসুখদাতা শিরোমণি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামসুধা নিরন্তর পান কর।। ৬৪।।

ধরাভরোত্তারণগোপবেষ
বিহারলীলা-কৃতবন্ধু-শেষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৫।।

যিনি ধরণীর ভার অপনোদন করিবার জন্য গোপবেষ ধারণ করিয়াছিলেন এবং লীলাবিহারের নিমিত্ত শেষশায়ী অনন্তদেবকে সহায় করিয়াছিলেন, হে জিহ্বে! সেই শ্রীকৃষ্ণের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামামৃত সর্ব্বদা পান কর।। ৬৫।।

বকী-বকাঘাসুর-ধেনুকারে
কেশী-তৃণাবর্ত্ত-বিঘাতদক্ষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৬।।

যিনি পূতনা, বকাসুর, অঘাসুর ও ধেনুকাসুরগণের বিনাশকারী এবং কেশীদৈত্য ও তৃণাবর্ত্ত অসুরকে বধ করিতে যিনি বিশেষ পটু ছিলেন ; হে জিহ্বে! সেই শ্রীকৃষ্ণের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামরস নিরন্তর পান কর।। ৬৬।।

শ্রীজানকীজীবন রামচন্দ্র
নিশাচরারে ভরতাগ্রজেশ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৭।।

"হে জানকীজীবন রামচন্দ্র! হে রাক্ষসারি! হে ভরত-জ্যেষ্ঠভ্রাতঃ! হে ঈশ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!'—এই অমৃতনাম হে জিহ্বে! তুমি নিরন্তর পান কর।। ৬৭।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

নারায়ণানন্ত হরে নৃসিংহ
প্রহ্লাদ-বাধাহর হে কৃপালো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৮।।

যিনি নারায়ণ, অনন্ত, হরি ও প্রহ্লাদের বিঘ্নবিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেব, করুণাময় হে জিহ্বে! সেই শ্রীহরির "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামামৃত পান কর।। ৬৮।।

লীলা-মনুষ্যাকৃতি-রামরূপ
প্রতাপ-দাসীকৃত-সর্ব্বভূপ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৬৯।।

যিনি লীলাবিলাসচ্ছলে মনুষ্যাকার ধারণ করত রামরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং যিনি অসীম প্রতাপে সমস্ত নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন, হে জিহ্বে! সেই নন্দনন্দনের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামামৃত সর্ব্বদা পান কর।। ৬৯।।

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৭০।।

হে জিহ্বে! তুমি "শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, মুরারি, নাথ, নারায়ণ, বাসুদেব, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামামৃতরস নিরন্তর পান কর।। ৭০।।

বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চি-
দহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।। ৭১।।

সহজলভ্য সুমধুর শ্রীহরিনাম মুখে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলেও বিষয়াসক্ত মানব ভগবন্নাম-গ্রহণে পরাঙ্মুখ। ইহা হইতে আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? কিন্তু হে আমার জিহ্বে! তুমি "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামামৃত অনুক্ষণ পান কর।। ৭১।।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে
শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত
শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত
আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

শ্রীনাম

সম্প্রতি অনেকে 'নাম-গান করিতেছি' বলিয়া নানাবিধ অশুদ্ধভাব-সংযুক্ত গানসকল গাইয়া থাকেন। তাহা ভাল নয়। প্রথমে এইমাত্র দ্রষ্টব্য যে, নাম-গানে কেবল ভগবল্লীলা-সূচক নাম থাকিবে, আর কোন বাজে কথা থাকিবে না। তবে যদি শুদ্ধভক্তিসম্মত দুই একটী ভাব থাকে, তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। মুক্তি ও ভুক্তি-পিপাসাসূচক কোন কথা থাকিলে নামের নামত্ব থাকে না, নামাভাস হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন-কৃত নাম ও ভাবসূচক গান ব্যতীত কোন বাজে গান করা উচিত নয়। যে-যে-রূপ নাম গান করা উচিত, তাহার উদাহরণ-স্বরূপ মহাজন-মত-সম্মত এই (শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম গান—"নদীয়া নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে," শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিংশোত্তর-শতনাম-সঙ্কীর্ত্তন—"নগরে নগরে গোরা গায়" প্রভৃতি) কয়েকটী পদ পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। নামহট্টের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ এইসকল নাম ও এইরূপ নামগান করিবেন ও করাইবেন।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রের আজ্ঞা

অপার-রসপয়োনিধি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি গৌড়জন-চিত্ত-চকোর-সুধাকর শ্রীশ্রীশচী-নন্দন মহাপ্রভু একদিবস নিখিল জীবের প্রতি কৃপা করত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে, ১৩শ অধ্যায়ে ইহা লিখিত আছে,—

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা।।
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা।।

প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস পরমেশ্বরের সেই আজ্ঞা প্রতিপালন-জন্য অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সাহায্যে ঘরে ঘরে নামপ্রচার করিয়াছিলেন। "বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা"—এই কথাগুলিতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ আজ্ঞা লক্ষিত হয়। "বল কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার অর্থ এই যে,—হে জীব, তোমরা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কর। "ভজ কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে,—হে জীব, তোমরা নামের রূপ-গুণ-লীলারূপ পাপড়ীগুলি প্রস্ফুটিত কর এবং সেই নামরূপ পুষ্পের সুখভোগ কর। 'কর কৃষ্ণ-শিক্ষা" এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে,—হে কৃষ্ণভক্তগণ! সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া সেই নাম-পুষ্পের মধুস্বরূপ পরম-রস ভোগ কর। আমরা

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

এই প্রবন্ধে প্রথম আজ্ঞাটি কিয়ৎপরিমাণে বুঝাইয়া দিব। পরে অন্যান্য প্রবন্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আজ্ঞার বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, সকলে নিরন্তর হরিনাম কর। নিরন্তর হরিনাম কর,—এই আজ্ঞার এইরূপ তাৎপর্য্য নয় যে, দেহ-চেষ্টা, গৃহকার্য্যে ও অন্যের প্রতি ব্যবহাব-শূন্য হইয়া নিরন্তর হরিনাম কর। দেহ-চেষ্টাশূন্য হইলে অল্পক্ষণেই দেহনাশ হইতে পারে। সে-স্থলে হরিনাম আর কিরূপে কে করিবে? যখন নিরন্তর হরিনাম লইতে মানবগণকে আজ্ঞা দিয়াছেন, তখন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছাদি—সকলেই স্বীয় স্বীয় অবস্থায় অবস্থিত হইয়া হরিনাম করিবেন, ইহাই একমাত্র তাৎপর্য্য। স্বীয় স্বীয় অবস্থায় সুন্দররূপে অবস্থিত থাকা আবশ্যক। কেননা, সেই সেই অবস্থায় দেহচেষ্টা সুন্দররূপে চলিবে, অকালে দেহপাত হইবে না। দেহচেষ্টা ও অন্যের সহিত ব্যবহার দেহচেষ্টার অনুগত। সে-সমস্তই সুন্দররূপে চলিবে। তবে সেইসকল চেষ্টা নিষ্পাপ ও নিরূপদ্রবভাবে আচরিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম আজ্ঞাটি যখন প্রচার করেন, তখন এইরূপ বলিয়াছেন ; যথা,—

কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া।।
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ।।
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৮২-৮৪)

প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস নাম-প্রচারের আজ্ঞা লাভ করিয়া গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে গিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে জীব, কৃষ্ণই জীবের জীবন। কৃষ্ণনামই জীবের ধন। তোমরা নিরন্তর সেই নামের আলোচনা কর। কেবল এইমাত্র দৃষ্টি রাখিবে যে, দেহ-গেহাদির চেষ্টায় যেন কোনপ্রকার অনাচার না হয়।" 'অনাচার'-শব্দের অর্থ অসদাচার। অনৃত-ভাষণ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য, চৌর্য্য, লাম্পট্য, পরের অপকার, জীব-হিংসা, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি বহুবিধ পাপই অসদাচার বা অনাচার। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং এইরূপ 'অনাচার'-শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্, সব নিমু মুঞি।।
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর।।

অনাচার ছাড়িয়া হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেওয়ায় পক্ষান্তরে সদাচার আচরণপূর্ব্বক হরিনাম লইবার উপদেশ হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ।।
যত সব সদ্য চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া।।

প্রভু কহিলেন,—হে বিপ্র! তুমি অধর্ম্ম-পথ একেবারে পরিত্যাগ কর। আর অধর্ম্ম-আচরণ করিও না। কেবল অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না, কিন্তু যত্ন-সহকারে ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর। ধর্ম্ম যথা,—

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবম্।।
সন্তোষঃ সমদৃক্‌সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্।।
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব।।
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্।।
নৃণামযং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি।।

(ভাঃ ১১।৭।৮-১২)

নারদ কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! সত্য, দয়া, সদ্বিষয়-অভ্যাস, শৌচ, তিতিক্ষা, ঈক্ষা অর্থাৎ যুক্তাযুক্ত-বিবেক, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সাধু-সেবা, ক্রমবৈরাগ্য, জীবের অপগতি-বিচার, বৃথালাপ-নিবৃত্তি, আত্মানুসন্ধান, যথাযোগ্য-পাত্রে অন্নাদি বণ্টন করিয়া গ্রহণ, অতিথিকে দেবতাবুদ্ধি, সর্ব্বমানবে কৃষ্ণসম্বন্ধ-দর্শন, হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, হরি-স্মরণ, সেবা, পূজা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—এই ত্রিশটী ধর্ম্ম মানবমাত্রেরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানিবে।

হে ভ্রাতৃবর্গ! জীবনযাত্রার জন্য যে ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই কর এবং নিরন্তর হরিনাম করিতে থাক,—এইমাত্র উপদেশ।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"প্রত্যেকের গৃহ এক একটী আশ্রম। তথায় ভগবদনুশীলনের জন্য আমরা অবস্থান করিব। কেবলমাত্র আহার-নিদ্রাদির জন্য যে-গৃহে বাস করা হয়, তাহা নরকের দ্বার-স্বরূপ। তামসিক দ্রব্যাদি আহারের দ্বারা জীবের চিত্ত অধিকতরভাবে ভগবদ্‌বৈমুখ্য লাভ করে, সুতরাং তাহা একান্ত বর্জ্জনীয়।"

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

(শ্রীনবদ্বীপধাম)-পরিক্রমায় আহ্বান

পরম কারুণিক প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব জীবের প্রতি অশেষ দয়াপরবশ হইয়া শুদ্ধভক্তি-পথের নির্ম্মাতা ও প্রদর্শকের লীলা দেখাইয়াছেন।

তিনি ও তাঁহার নিজ-জনগণ প্রকট-লীলায় যে যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার অনুগমন করাই শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিলে আমাদের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ ঘটিবে এবং আমরা সেই গুরুগণের শ্রীচরণ-কমল হইতে শিক্ষা-লতিকা অবলম্বন করিতে পারিব। আমরা নিজেদের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা প্রবল করিয়া নিজ জড় অহঙ্কারে ভোক্তৃবুদ্ধিতে যে গুর্ব্ববজ্ঞা করি, তাহা কখনই ভক্তিপথ নহে। শ্রীগুরুবর্গের পদানুসরণে তাঁহাদের নির্দ্দেশমত যে-সকল অনুষ্ঠান সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল। আমরা শুদ্ধভক্তের দাস, সুতরাং আমাদেরই ভজনীয় বস্তু শুদ্ধভক্ত। শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে অহৈতুকী ও ঐকান্তিকী ভক্তি অবস্থিত। তাহা কর্ম্ম-মিশ্রা বা জ্ঞান-মিশ্রা বা বিদ্ধভক্তি নহে।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালে আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাই ভক্তিধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই—সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির সেবা। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও তদীয় ভৃত্যগণ শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের মূল। শ্রীচৈতন্য-করুণা-কল্পদ্রুমের স্কন্ধ-শাখা-প্রশাখাই ভক্তিপথ-পথিকের একমাত্র আশ্রয়। সেই বৃক্ষের প্রেমফল-নির্য্যাস, প্রেমময়-বিগ্রহ রসস্বরূপ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর। ভক্তি-পথের পথিক আমাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পদানুসরণ বিনা ইহ ও পরজগতে অন্য কোন কৃত্য নাই। সুতরাং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিয়া আমরা স্ব-স্বরূপ বিস্মৃতি হইতে নিত্যকালের জন্য অবসর পাই।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বসতিস্থলে আমরা নিত্য আবাস স্থাপন করিব। এইজন্যই শ্রীধামত্রয়ে শ্রীহরিমন্দির-মঠাদি সংস্থাপন—আমাদের ভক্তি ঐহিক অনুষ্ঠান। আমরা শুনিয়াছি, কৃষ্ণবসতি-স্থলেই জাতরুচি ব্যক্তির প্রীতি। যেখানে কৃষ্ণবসতি নাই, সেই স্থানই 'গৃহ' ; গৃহব্রতগণের বুদ্ধি অপরের দ্বারা, নিজের দ্বারা বা পরস্পরের সাহায্যক্রমে কখনই হরিপদে নিযুক্ত হইতে পারে না। সেইজন্য **গ্রাম্য গৃহবাস অপেক্ষা নির্গুণ কৃষ্ণ-নিকেতনে বাস করাই ভক্তি-পথাশ্রয়। এই রাজসিক গৃহ-পরিত্যাগ ও গৃহব্রতের সঙ্গত্যাগের নামই—চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস।** খণ্ড, জড়ীয়-জ্ঞানের সমষ্টি নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানে ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ নাই, ভক্তি-প্রসঙ্গ-বিগ্রহ কার্ষ্ণ নাই, আছে কেবল—নির্জ্জনতা, মায়ার ধ্যান ও ধারণা। সেই মায়ামুক্ত হইয়া, মায়াসঙ্গ পরিহার করিয়া ভক্তসঙ্গে তৎসঙ্ঘারামে বাস করিলেই "প্রীতিতদ্বসতিস্থলে"—এই বাক্যের সার্থকতা হয়।

কৃষ্ণভক্তগণ! গৌরভক্তগণ! গৌর-কৃষ্ণভক্তগণ! তোমাদের জন্য * * বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠাদিতে সপরিকর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ প্রকট হইয়াছেন। এই

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

সকল মঠে কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির কোন আবাহন নাই। মঠবাসিগণ যাবতীয় বৈকুণ্ঠে হরিগুণগান আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রপঞ্চে দেবীধামের সর্ব্বত্রই বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির আবাহন করাইতেছেন। প্রত্যেক শুদ্ধভক্তের হৃদয়রূপ জঙ্গম-হরিমন্দিরে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শুদ্ধ ভজন হইতেছে—অহর্নিশ দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সেই গৌরলীলা প্রকটিত হইতেছেন। কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যের ঔদার্য্য-প্রকাশকারী শ্রীগৌরসুন্দরের কেবল-সেবাই ভক্তগণের নিদর্শন হইয়াছে।

ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ শুদ্ধভক্ত এক্ষণে ভক্তিপথের আবর্জ্জনা অপসারণ প্রভৃতি নীরাজন কার্য্যে ব্যস্ত। অনর্থযুক্ত বিমুখ জনগণকে এই ভক্তিপথ সহজে অবলম্বন করাইবার জন্যই তাঁহাদের অস্তিত্ব। যিনি যতই হরিভজনে নিযুক্ত হইবেন, তিনি ততই স্বীয় অনর্থমুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবাদ্বারা কৃষ্ণপ্রীতি পুষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন। যিনি ভক্তিপথের সেবায় সিদ্ধহস্ত, তিনিই পরমহংস শুদ্ধভক্ত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরজনের বহুল ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহের প্রবর্ত্তনকারী মহাপুরুষ। তাঁহার আশ্রিত অনুচরবর্গ নানাভাবে তাঁহারই সেবাকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শ্রীগৌরহরির প্রেরণাক্রমে নিযুক্ত।

শ্রীমঠে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অবস্থিতি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবী তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধামে বাস করিয়া শ্রীনামের অনুশীলন করেন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক হেয়তা অথবা কাম-ক্রোধাদি মৎসরতা-ধর্ম্ম এই অপ্রাকৃত বস্তুতে আরোপ না করিলেই জীবগণের বন্ধন-মোচন হইবে।

শুদ্ধভক্তগণ সম্প্রতি "কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ"—এই শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ-মত হরিভক্তিকথা ও হরিনাম-কীর্ত্তনে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া—তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া সমগ্র জগৎকে সম্মান-প্রদর্শনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে শ্রীধামের চতুষ্পার্শ্বে, শ্রীগৌড়মণ্ডলে এবং জগতের সর্ব্বত্র পরিক্রমা করিবেন। শুধু তাহা নহে, তাঁহারা যাবতীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গ্রন্থও প্রচার করিবেন,—ইহাই তাঁহাদিগের কীর্ত্তন। তাঁহারা যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন,—ইহাই তাঁহাদের 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'। তাঁহারা গৃহব্রত হইয়া অনবধানে হরিনাম করিবেন না—নামাপরাধ করিবেন না। নামাপরাধ হইতেই যাবতীয় জাগতিক পাপ উৎপত্তি লাভ করে। সুতরাং নাম-কীর্ত্তনের এই দুর্ভিক্ষের দিনে এই শ্রীরূপানুগ কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের জগতে শুভাগমন—ভোগী ও ত্যাগীর মাৎসর্য্য নির্ম্মূলিত হইবার একমাত্র পথ্য ও ঔষধ। তাই বলি, হে ভক্তিপথের পথিকগণ! আপনারা বিষয়ের চতুর্দ্দিকে আবদ্ধনয়ন বলীবর্দ্দের ন্যায় অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিবেন না, শ্রীধাম পরিক্রমা করুন ; কৃষ্ণচিন্তাক্রমে কৃষ্ণের চিন্তাকারী মন নিগৃহীত হইবে, তবেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলায় নিত্যাধিকার লাভ করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থের অধিকারী হইবেন।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

চতুর্দ্দশ-ভুবনপতি প্রেমময়-বিগ্রহ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে আবির্ভূত হইয়া অপ্রাকৃত শ্রীধাম নবদ্বীপকে প্রপঞ্চে প্রকট করাইয়াছিলেন। শ্রীমাথুর-মণ্ডলের ন্যায় শ্রীগৌরমণ্ডলও একবিংশ যোজন, তন্মধ্যভাগে পঞ্চযোজন,, মতান্তরে ষোলক্রোশ শ্রীধাম-নবদ্বীপ। নবদ্বীপের মূলভূমি যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের অভাবে যেরূপ তিনশত বর্ষকাল হইতে প্রাকৃত-সহজিয়া, স্মার্ত্ত, গৃহী-বাউল ও অন্যান্য অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করায়, সর্ব্বসাধারণ জনগণ বৈষ্ণবকে সঙ্কীর্ণ-হৃদয়, অবৈদিক, কাণ্ডজ্ঞানহীন, শিশ্নোদর-পরায়ণ, মূর্খ, আভিজাত্য-বর্জ্জিত, সমাজ-বিপ্লবকারী, ইন্দ্রিয়-দাস মনে করেন, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অভিন্ন মাথুর-মণ্ডলরূপ শ্রীগৌড়মণ্ডলও লোক-চক্ষুরূপ বিস্মৃতির অতল-জলধি-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় স্বীয় উপাস্যদেব শ্রীশচীনন্দনের ইচ্ছায় প্রপঞ্চে শুভাগমন করিয়া জীবগণের হৃদয়ে যে অন্যাভিলাষ কর্ম্মফড়ল-ভোগ ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ মায়াবাদের প্রচণ্ড তাণ্ডবনৃত্য ভুবনকম্পিত করিতেছিল, তাহাতে বাধা দিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত পারমহংস্য-বৈষ্ণব-দর্শনালোকদ্বারা পাণ্ডিত্যাভিমান-অন্ধকার অপসারিত করেন। জড়শৌক্র-বংশ-অভিমানে স্ফীত নামাপরাধীর দল নাম-বিক্রয়ে ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও অপরাধে ডুবিয়া অপরাধময় অবস্থাতেই 'ভক্তি' বলিয়া যে ঘৃণিত কাপট্য 'ধর্ম্ম' নামে প্রচার করিতেছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়—প্রদর্শন করেন। সেই মহাত্মা শ্রীধামের আলোক জগতে ব্যক্ত করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডল দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীজীব গোস্বামী এবং অপরাপর প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করিয়াছেন ; শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বয়ং যে কেবল শ্রীধাম পরিক্রমা করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা ভক্তগণের জন্য পরিক্রমা নিদর্শনও রাখিয়া গিয়াছেন। সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট শ্রীগৌরপদাঙ্কিতভূমির চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার অনুগত দাসবৃন্দের সেবাফলে এ বৎসরও শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

কলির ভগবান্

আমরা কলির ভগবান্ বলিতে শাস্ত্রে লিখিত বুদ্ধ-কল্কির কথা বলিতে বসি নাই। বুদ্ধ ও কল্কিদেব শক্ত্যাবেশ অবতার ; তবে অবতারী পুরুষ সবসময়েই স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইতে পারেন, শাস্ত্রীয় লক্ষণের দ্বারা তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৬ শ্লোকে দেখা যায়,—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

অর্থাৎ হে শৌনকাদি ঋষিগণ, যেরূপ অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বসাগর শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতারসমূহ প্রকটিত হন। ভাগবতের এই প্রমাণের সুযোগ লইয়া আজকাল বহু ভগবানের উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরাজীতে একটী কথা আছে,—Devil can quote scriptures, অর্থাৎ শয়তানও শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লেখ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—শয়তানগণ তাহাদের শয়তানি জগতের লোকের নিকট আদৃত করিবার জন্য শাস্ত্র-প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সরল-হৃদয় ব্যক্তিগণের বিশ্বাস আকর্ষণ করে। বর্ত্তমান কলিযুগে আমরা ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে লক্ষ্য করিতেছি। যাঁহারা ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে চাহেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর ভগবত্তায় কখনই আকৃষ্ট হইবেন না।

কিঞ্চিদধিক শতবৎসর পূর্ব্বে এক জেলের ব্রাহ্মণের বংশে একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি কোন ধর্ম্মেই কোনপ্রকার সিদ্ধি নাই ইহা উপলব্ধি করিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্ম যাজন করিতে থাকেন। হিন্দুধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া মুসলমানগণের মসজিদে গিয়া মুক্তকচ্ছে "আল্লা হুঁ আকবর"—এই কলমা পড়িতে লাগিলেন। তাহাতেও কোন সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া পুনরায় খৃষ্টানধর্ম্মের গির্জ্জায় গিয়া "Oh God, save me from my sin" বলিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। ইহাতেও তিনি কোনপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মদের দলে কিছুদিন ঘোরাফেরা করেন। তৎপরে তিনি কোন ধর্ম্মেরই কোন ফল নাই মনে করিয়া সব ধর্ম্মই সমান কলিয়া বিচার করেন। ইহার পরে "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" বলিয়া প্রচারিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে "যত মত তত পথ" বলিয়া থাকেন। তাঁহার লোক-সংগ্রহের স্পৃহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি "পুন-র্মূষিকো ভব"—এই ন্যায়ানুসারে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করেন। হিন্দুধর্ম্মেও তাঁহার বিশেষ আস্থা না থাকায় কোনসময়ে শিবের উপাসনা, কোনসময়ে কালীর উপাসনা, কোনসময়ে পঞ্চোপাসকগণের কৃষ্ণোপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইহাতে কোনপ্রকার সুফল লাভ করিতে না পারিয়া তণ্ডুল-প্রদাতা ঢেঁকীর উপাসনা করেন। চিত্তের এই প্রকার অপ্রসন্নতা-হেতু তিনি পৃথক্ কোন ঈশ্বরের উপাসনা হইতে বিরত হইয়া নিজেকেই নিজে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হইতেই তিনিই 'ভগবান্' এইরূপ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ সকলে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে ঐরূপভাবে প্রচার করিতে থাকেন। পরিশেষে তিনি একজন প্রসিদ্ধ 'ভগবান্' হইয়া পড়েন।

ইংরাজীতে আমরা একটী কথা শুনিতে পাই,—Everybody's property is no body's property, অর্থাৎ যে সম্পত্তি সকলেরই তাহা কাহারও নহে। অর্থাৎ কেহই তাহাতে যত্ন-আগ্রহ করে না। সুতরাং যে সকল ধর্ম্ম যাজন

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

করে, সে কোন ধর্ম্মেরই যাজক নহে—ইহাই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বিচার। এই শ্রেণীর ভগবানের যাহারা সেবক বা স্তাবক, তাহারা কলির ভগবানের সেবকমধ্যে পরিগণিত। তাহাদের কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস নাই, সুতরাং সব ধর্ম্মই এক। যদি কোন একটী ধর্ম্ম যাজন করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, তবে অন্য ধর্ম্ম যাজন করিবার আবশ্যকতা কি? ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালার পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি পাঁচ-সাত-দশ-বিশ রকমের ধর্ম্ম বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। যুক্তির খাতিরে বলিতে হয়, ইহার কোনটিতেই সিদ্ধি নাই। যদি প্রত্যেকটিতেই সিদ্ধি থাকে, আর সেই সিদ্ধি যদি একই হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি সাধন করিবার প্রয়োজন কি? তবে যদি কেহ বলেন,—প্রত্যেক সাধনেরই সিদ্ধি পৃথক্ ; সুতরাং সিদ্ধির তারতম্য জন্যই প্রত্যেক ধর্ম্মের তারতম্য আছে এবং এই তারতম্যমূলক সিদ্ধি যদি কাহারও প্রয়োজন হয়, তবে তিনি মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, হিন্দু প্রভৃতি যে কোন ধর্ম্মের যাজন করিতে পারেন। তবে ইহা কিন্তু "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" হইল না। এ-সম্বন্ধে আমাদের আরও বক্তব্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। আমরা একটী মাসিক পত্রিকা পড়িয়া এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে উদ্দীপনা পাইয়াছি।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে দীন-অকিঞ্চনের

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন

আজ একটা বিশেষ দিন। কাহারও জন্মদিন উপলক্ষে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের বিশেষ পূজার আয়োজন হ'য়েছে। শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়ে তুর্য্যাশ্রমিগণ প্রতিবর্ষে নিজ নিজ জন্মদিনে পূর্ব্বগুরুর পূজা বিধান ক'রে থাকেন। গুর্ব্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাসপূজার যে আবাহন হ'য়ে থাকে, তা'তে ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব এবং সমগ্র বৈয়াসকি-সম্প্রদায়েরই পূজা বিহিত হয়। বিচার এইটাই যে—ব্যাসানুগত্য ছাড়া গুরুপূজার কোন বাস্তব ফল নাই। শ্রীব্যাসদেব—ভগবানেরই অভিন্নমূর্ত্তি, প্রকাশবিগ্রহ। ভগবান্ নিজেই নিজকে প্রকাশ ক'রতে অক্ষরাত্মক বেদশাস্ত্ররূপে প্রকটিত হ'য়েছেন। আবার সেই বেদও সাধারণভাবে বুদ্ধির অগম্য ব'লে তা'র বিস্তারের প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। তখন তিনিই ব্যাসরূপে সেই বিস্তার-কার্য্য ক'রে থাকেন। কারণ তিনিই স্বয়ং তত্ত্ববস্তু—তিনি স্বয়ং নিজেকে নিজে না জানা'লে, কেউই তাঁ'কে যথাযথভাবে জান্‌তে পারে না। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্‌বেদ বিদেব চাহম্।" শ্রীকৃষ্ণ ব'লছেন,—আমিই ত' সেই বেদপ্রতিপাদ্য বস্তু, আমিই বেদের তাৎপর্য্যবেত্তা, আমিই বেদান্তপ্রকাশক। সুতরাং সেই ব্যাসানুগত্য ছাড়া ভগবান্‌কে জানার আর কোন সুষ্ঠু

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

উপায় নাই। শ্রীগুরুদেব সেই শ্রীব্যাসদেবেরই প্রতিনিধিত্ব ক'রে ভগবৎতত্ত্ব প্রকাশ করেন। এইজন্য শ্রীগুরুপূজা-অর্থে ব্যাসপূজাকেই লক্ষ্য করা হয়—এইটাই ব্যাসানুগ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসতত্ত্ব—একই তত্ত্ব। তাই শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর—শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ ; এর দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎসেবা, সেটাই লক্ষিত হয়।

শাস্ত্র বলেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" 'তদ্বিজ্ঞানার্থং'—কেবল তত্ত্বজ্ঞান নয়, বিজ্ঞান-সমন্বিত তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমভক্তির তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রতে হ'বে। কেবল তত্ত্বজ্ঞানে অনেকক্ষেত্রে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা হ'য়ে থাকে, তা'তে জীবের অবিদ্যা হ'তে পরিত্রাণ লাভ হয় না। কারণ, নির্ব্বিশেষ ব'লতে শাস্ত্রে আসলে যে জিনিষকে লক্ষ্য করা হয়, তা প্রাকৃত বিচারসম্পন্ন মানুষ গ্রহণ ক'রতে পারে না। তাদের কল্পনায় যে নির্ব্বিশেষ-ধারণা, ব্রহ্ম ত' সেই বস্তু নন। সর্ব্বকারণকারণ ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশিষ্ট হন, তবে জগতে এত সব বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য এল কোথা থেকে? সুতরাং তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রারম্ভেই আমার গণ্ডগোল ঘটে গেলে তার ফলে কখনই আত্মপ্রসাদ লাভ হ'তে পারে না। শ্রীব্যাসদেব সূত্রের প্রারম্ভেই ব'ললেন,—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।' আমি ব্রহ্মকে জানি না—তিনি কে, কি তাঁ'র পরিচয়, তাঁ'র সাথে আমার কি সম্বন্ধ?—এইসব জান্‌তে চাই, বুঝ্‌তে চাই। এই জ্ঞান যদি আমার থাক্‌ত, তবে আমার সে জিজ্ঞাসা থাক্‌ত না। সুতরাং আমার সেই জ্ঞানপ্রদ শিক্ষক প্রয়োজন। অতএব এইখানেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কথা অনুস্যূত হ'য়ে আছে। তাই শ্রুতি ব'লছেন,—'গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।' 'গুরুমেব'—নিশ্চয় ক'রে বলা হচ্ছে, 'গুরু' ব্যতীত আর কোন Source থেকে সেই ব্রহ্মবস্তুকে জানা যা'বে না। সুতরাং তাঁর নিকটেই অভিগচ্ছেৎ—অভিগমন ক'রতে হ'বে। অভিগমন মানে? Approaching with service, temperament, honest enquiry.

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।"

গীতায় এখানে অভিগমনের ব্যাখ্যা রয়েছে। 'প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই বিচার নিয়ে গমনের নাম অভিগমন। প্রণিপাত—আত্মনিবেদন, এইটা সর্ব্বপ্রথমেই দরকার। তারপর পরিপ্রশ্ন—Honest enquiry—সত্যিকারের জানার জন্য, বুঝার জন্য প্রশ্ন—বন্ধা তর্কের উদ্দেশ্যে নয়। এবং সেবা—Serving temperament, এটা না থা'কলে reciprocationটা ভাল হ'বে না।

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-লক্ষণম্।।"

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

সম্প্রীতি স্থাপিত না হ'লে আমি তাঁ'র হৃদয়ের আশয় বুঝ্‌তে পারব না। সুতরাং অভিগমন না হ'লে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হ'বে না, কেবল সময় নষ্ট হ'বে। কিন্তু যাঁ'র কাছে এইপ্রকার অভিগমনের বিচার র'য়েছে—তিনি কি-প্রকার? কি তাঁ'র বৈশিষ্ট্য। শাস্ত্র ব'লছেন,—"শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" তিনি শ্রৌতপন্থী ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু। ব্রহ্ম কি বস্তু—তা একমাত্র শ্রৌতপন্থাতেই জানা যায়—কোনরকম Mental speculation বা তর্কপন্থায় তিনি বিষয়বস্তু নন।

"অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।।"

প্রকৃতির যিনি অতীত, তাঁ'কে প্রকৃতির অন্তর্গত যুক্তি দিয়ে মাপা চলে না—সেইপ্রকার চেষ্টায় কোন বুদ্ধিমত্তা প্রমাণিত হয় না। সেইজন্যই শ্রৌতপন্থা ছাড়া তাঁ'কে জান্‌বার বুঝ্‌বার আর কোন উপায় নেই। শ্রৌতপন্থা মানে—হুট্ ক'রে কেউ ব'লল, তারপর সেই কথা অজ্ঞপরম্পরায় চল্‌তে লা'গল—এইপ্রকার নয়। শ্রৌতপন্থায় মূল বক্তা হ'লেন ভগবান্ স্বয়ংই এবং শ্রোতা হলেন তাঁ'রই বিশেষ কোন কৃপাপাত্র। পূর্ব্বেই আমাদের আলোচনায় এই বিচারটা এসেছে—ব্রহ্ম কি বস্তু, তা স্বয়ং ব্রহ্ম না জা'নালে কেহই তাঁ'কে সঠিক জান্‌তে পারে না। তাই জগৎস্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মা ব'লছেন,,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজাদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্যং একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।"

হে প্রভো, হে ভগবন্, তোমার কৃপালেশ ছাড়া চিরকাল অনুসন্ধান ক'রেও কেহই তোমাকে জা'নতে পারে না। "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে। সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।।" উপনিষদ্ বলছেন,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।" খুব পাণ্ডিত্য আছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে, তা' দিয়ে ভগবান্‌কে জে'নে নিব, বু'ঝে নিব, আমার মনমত তাঁ'কে গ'ড়ে নিব—হবে না তা'। তিনি যাঁ'কে গ্রহণ ক'রবেন, 'তেন লভ্যঃ'—সেই তাঁ'কে লাভ করে। ভগবান্ তাই নিজেই ব্রহ্মার সাথে Communicate ক'রলেন। কেন ক'রলেন? ব্রহ্মার ভগবান্‌কে জা'নার জন্য বিশেষ চেষ্টা ছিল, কিন্তু সব চেষ্টা বাদ দিয়ে, আরোহপন্থা পরিহার ক'রে তিনি শরণাগত হ'লেন। ভগবান্ তাঁ'র কাছে তখন বেদ প্রকাশ ক'রলেন,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদ-সংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।"

কৃষ্ণ ব'লছেন,—সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি শরণাগত ব্রহ্মাকে শব্দব্রহ্ম—বেদ প্রদান ক'রেছিলাম। তা'তে কি আছে?—"ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।" আমার প্রতি প্রেমভক্তি লাভ হয়, সেই ভাগবত-ধর্ম্মের কথা তা'তে আছে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।"

হে ব্রহ্মন্! আমি যে তত্ত্ব, আমার যে ভাব, যে রূপ, যে গুণ, যে কর্ম্ম, সেই তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তোমার লাভ হোক্। সুতরাং সেই স্বয়ং তত্ত্ববস্তু থেকেই শ্রৌতপন্থার উদয়। এইভাবেই চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রকাশ।

"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।।"

শ্রী-সম্প্রদায়, ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, রুদ্র-সম্প্রদায় ও সনক-সম্প্রদায়—এই চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়—এই চারিটী শ্রৌতপন্থা। আর বাকী সব অশ্রৌত বিচার—স্বকপোলকল্পনা। 'ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নিরাকার'—এছাড়া ব্রহ্মের আর কোন বিচার যারা মানে না, তারা অশ্রৌতপন্থী। যে শ্রুতিতে ভগবানের নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হ'য়েছে, সেই শ্রুতিতেই ত' তাঁ'র সবিশেষত্বের কথাও বলা আছে,—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয় সবিশেষমেব।।"

সুতরাং দু'টী বিচার ত' যুগপৎ আছে। কিন্তু তারমধ্যেও সবিশেষত্বই অধিক বলবান্, কারণ সবিশেষত্বই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ, নির্ব্বিশেষত্ব ত' কেবল তটস্থ-বিচার, ব্যতিরেক-বিচার। 'নির্ব্বিশেষ' মানে যা'র কোন জড়-বিশেষতা, প্রাকৃত-বিশেষতা নেই। আর 'সবিশেষ' মানে যিনি অপ্রাকৃত বিশেষতাযুক্ত, অপ্রাকৃতরূপ, অপ্রাকৃত গুণ, অপ্রাকৃত বিলাস-সমন্বিত। দুটো বিচারই ত' এক তাৎপর্য্যপর—বিরোধিতা কোথায়? যাঁ'রা এর মধ্যে বিরোধ দর্শন করেন—যাঁ'রা নির্ব্বিশেষত্বকেই কেবল পারমার্থিক বলেন, আর সবিশেষত্বকে ব্যবহারিক, মিথ্যা, ছেলেভুলানো, তাৎকালিক—এইরূপ বেদবাক্যে অর্থবাদ করেন, তাঁ'রা ব্রহ্মনিষ্ঠ নন, তাঁ'রা অপরাধী। ব্রহ্মের একটা মা'নব, অপরটা আমার সুবিধানুযায়ী হয় না ব'লে পরিত্যাগ ক'রব, ব্যবহারিক ব'লব—এতে ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু শ্রীগুরুদেব "শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠম্"—তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি উভয়বিচারেরই সুসামঞ্জস্যকারী।

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।।"

যিনি উত্তম শ্রেয়ঃ কি, আত্যন্তিক মঙ্গল কি, কিসে তা' লাভ হয়, তা' জা'নতে চান, বুঝ্তে চান, তিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত গুরুর শরণাগত হ'বেন। শব্দ-ব্রহ্ম মানে নামব্রহ্ম—বাচকব্রহ্ম ; পরব্রহ্ম মানে নামীব্রহ্ম—বাচ্যব্রহ্ম—"শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূঃ।" "বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ম্।"—ভগবানের এই উভয়স্বরূপেই তিনি নিষ্ণাত—Realised soul—তিনি Professional

prist নন বা Platform speaker নন। তিনি তত্ত্বদর্শী—তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন, অনুভব করেন। তত্ত্ববস্তু মানে—ভগবান্, তত্ত্ববস্তু মানে—ভগবন্নাম, ভগবদ্‌গুণ, ভগবদ্‌রূপ, ভগবৎপরিকর, ভগবল্লীলা, ভগবদ্ধাম। এই সবকিছু নিয়েই ত' তত্ত্ববস্তু। শ্রীগুরুদেব সেই তত্ত্বদর্শী। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

শ্রীনন্দ-নন্দন ও বসুদেব-নন্দন

নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—স্বয়ংরূপ ভগবান্—অংশী ভগবান্—মূল ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্ বা পরমেশ্বর। নন্দনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া অনাদি এবং বাসুদেব, বলদেব, নারায়ণ এবং রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণেরও আদি অর্থাৎ মূলকারণ। তাই জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।। (ব্রঃ সং ৫।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্বকারণ-প্রধান।।
অনন্ত-বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত-অবতার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার।।
সচ্চিদানন্দতনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ।।
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৩-১৩৫)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর।।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ—'পর' নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম।।
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫২-১৫৩, ১৫৫)

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন।। (চৈঃ চঃ মঃ ২১।৩৪)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

'স্বয়ং রূপ', 'স্বয়ং প্রকাশ',—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে এককৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি।।
স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এ দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬৬, ২৪০)

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা পাই,—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।। (ভাঃ ১।৩।২৮)

বসুদেবনন্দন বাসুদেব, নন্দনন্দন কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ। বাসুদেব কংস-কারাগারে দেবকীর হৃদয় হইতে চতুর্ভুজরূপে প্রকাশিত হন, আর স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোকুলে নন্দ-গৃহে যশোদা-গর্ভ হইতে দ্বিভুজরূপে আবির্ভূত হন। দেবকীনন্দন কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ। কিন্তু যশোদানন্দন নিত্যকাল দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। বাসুদেব যখন দ্বিভুজ তখন তাঁহাকে বৈভবপ্রকাশ এবং যখন চতুর্ভুজ তখন তাঁহাকে প্রাভব-বিলাস বলা হয়। নন্দনন্দনের গোপ-বেশ, গোপ-অভিমান, আর বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ, নিজকে ক্ষত্রিয় জ্ঞান। নন্দনন্দনে ৬৪ গুণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ।।
যে-কালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভব-প্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে, নাম—প্রাভব-বিলাস।।
স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, 'আমি—ক্ষত্রিয়'-জ্ঞান।।
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইঁহা অধিক উল্লাস।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৭৫-১৭৮)

বসুদেবনন্দন বাসুদেব নন্দনন্দন কৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তিনি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন। ভগবৎ-তত্ত্বে কোন ভেদ নাই, তবে রসের উৎকর্ষ বা মাধুর্য্যের আধিক্যে ভগবৎ-তত্ত্বের মধ্যে মধুর বৈশিষ্ট্য আছে।

নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র যান না। তিনি মুখ্যা গোপী শ্রীরাধা ও তাঁহার কায়ব্যূহ অন্যান্য গোপীগণের সহিত নিত্যকাল বৃন্দাবনে বিহার করিয়া থাকেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণোঽন্য যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি।।

দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা।।

(লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে ১৬৫ সংখ্যাধৃত যামল-বচন)

এখন প্রশ্ন—নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না সত্য, কিন্তু প্রকট-লীলায় একই কৃষ্ণকে বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় গমনাগমন করিতে দেখা যায়। ইহার মীমাংসা কি? তদুত্তরে শ্রীল রূপপ্রভু বলিয়াছেন,—

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্।।

(লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ ২৬৮)

শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় নন্দনন্দনত্ব-আচ্ছাদন ও স্বীয় বাসুদেবত্ব প্রকাশ করত মথুরাপুরীতে গমন করেন।

নন্দনন্দন কৃষ্ণ কেবল-মাধুর্য্যবিগ্রহ। কিন্তু বাসুদেব ঐশ্বর্য্যমিশ্র-মাধুর্য্য-বিগ্রহ। বৃন্দাবন-নাথ কৃষ্ণের নিজের ঈশ্বর-বুদ্ধি আচ্ছাদিত। কিন্তু বাসুদেবের ঈশ্বর-অভিমান আছে। নন্দ-যশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণেরও কৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি নাই, পরন্তু নিজপুত্র, নিজ বন্ধু প্রভৃতি আপনজ্ঞান প্রবল। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্ব চিত্ত করে আকর্ষণ।।
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জ্ঞানে ব্রজজন।।
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে।।
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন।।
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১২৭-১৩১)

কৃষ্ণ মুরলীধর বা বংশীবদন, কিন্তু বাসুদেব শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর বা চক্রপাণি। কৃষ্ণ রাধানাথ, গোপীবল্লভ ও রাস-রসিক, আর বাসুদেব মহিষীগণের পতি বা রুক্মিণীনাথ। কৃষ্ণ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের দেবতা বা উপাস্য, আর বাসুদেব "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দেবতা। শ্রীকৃষ্ণের ধাম হইল বৃন্দাবন, আর বাসুদেবের ধাম হইল দ্বারকা-মথুরা। নন্দনন্দন—গোলোক-বৃন্দাবনবিহারী, আর বাসুদেব-দ্বারকানাথ। কৃষ্ণ অনাদি, কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি। কৃষ্ণের নাম

হইল গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন। এই নন্দনন্দন কৃষ্ণই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ঠাকুর বা অভীষ্টদেব। বসুদেব-নন্দন বাসুদেব গৌড়ীয়গণের উপাস্য নহেন, ইনি দ্বারকাবাসী যাদব, নারদ ও পাণ্ডবগণের উপাস্য।

কৃষ্ণের রাসলীলা আছে, কিন্তু বাসুদেবের রাসলীলা নাই। বসুদেব-নন্দন গোপীগণের মন হরণ করিতে পারেন না ; কিন্তু নন্দনন্দন কৃষ্ণ লক্ষ্মী, মহিষী, গোপী প্রভৃতি সকলেরই মন হরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগোবিন্দের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বাসুদেবেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীনমদন'।
কামগায়ত্রী-কামবীজে যাঁর উপাসন।।
পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন।।
শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্ব চিত্তহর।।
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ।।
আপন-মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৭-১৩৮, ১৪২, ১৪৪, ১৪৭)

গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ।।
মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্বনৃত্য-দরশনে।
দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৭৯-১৮০)

বাসুদেব পুরুষোত্তম, আর কৃষ্ণ হইলেন লীলা-পুরুষোত্তম। দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য প্রবল; তথায় ঐশ্বর্য্য-প্রধান মাধুর্য্য, কিন্তু ব্রজে কেবল-মাধুর্য্য। নন্দনন্দন কৃষ্ণ কিশোরশেখর—নিত্যকিশোর, আর বাসুদেব যুবক-লীলাকারী। রাধানাথ কৃষ্ণই কামগায়ত্রীর উপাস্য-দেবতা। **(ক্রমশঃ)**

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

❋❋❋❋

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক সার্ব্বভৌম-ব্যাখ্যাত শাঙ্কর-নির্ব্বিশেষবাদ-খণ্ডন

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করত প্রেমবিহ্বলভাবে জগন্নাথ-দেবকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হওয়ায় মন্দিরমধ্যে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পতিত হইলে দৈবক্রমে রাজা প্রতাপরুদ্রের সভার প্রাচীন পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে দর্শন করেন। জগন্নাথ-সেবকগণ মহাপ্রভুর সৌন্দর্য্য এবং তাঁহার দেহে প্রকাশিত প্রেমবিকারসমূহ দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। বহুক্ষণ যাবৎ বাহ্যদশা প্রকাশ না পাওয়ায় এবং জগন্নাথের ভোগের বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া সার্ব্বভৌম নিজশিষ্য ও পড়িছাগণদ্বারা তাঁহাকে নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন এবং পবিত্র স্থানে শয়ন করাইয়া মহাপ্রভুর নাসাগ্রে সূক্ষ্ম তুলাদ্বারা ক্ষীণভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চলিতেছে দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। সার্ব্বভৌম মনে মনে বিচার করিলেন,—মহাপ্রভুর শরীরে যেরূপ মহাপ্রেমের বিকার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র অধিরূঢ় মহাভাব অবস্থায় নিত্যসিদ্ধ ভক্তের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু মনুষ্যের শরীরে ইহা কি-প্রকারে দেখা যাইতেছে! এমন সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও মুকুন্দ প্রভু প্রভৃতি মহাপ্রভুর সঙ্গীগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করত আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহারা সকলে উচ্চনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে মহাপ্রভুর বাহ্য প্রকাশ পাইল এবং 'হরি' 'হরি' বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। ইহাতে সার্ব্বভৌম অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মহাপ্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং সকলকে আজ তিনি মহাপ্রসাদ সেবা করাইবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সমুদ্রস্নানে প্রেরণ করিলেন। সার্ব্বভৌম অত্যন্ত ভক্তিভাবে সুবর্ণ থালিতে জগন্নাথ-প্রসাদ প্রদান করিয়া মহাপ্রভুকে সেবা করাইলেন। ভক্তগণকেও স্বহস্তে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিয়া সেবা করাইলেন। তৎপর নিজে প্রসাদ সেবা করিয়া গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে আগমন করত মহাপ্রভুকে 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া নমস্কার করিলেন। তদুত্তরে মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলিলেন। ইহাতে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী বলিয়া জানিলেন এবং নবদ্বীপ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ পরিচয় অবগত হইলেন এবং তাঁহার শুভকামনা করত তাঁহার হিতকর ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুর ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই জানাইলেন। গোপীনাথ মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিলে সার্ব্বভৌম ও শিষ্যগণ তাঁহার সিদ্ধান্তে নানাভাবে বিতর্ক উত্থাপিত করিল। গোপীনাথ শেষে ঈশ্বর কৃপা বিনা ঈশ্বরকে কেহ জানিতে পারেন না বলিয়া এই প্রসঙ্গ বন্ধ করিলেন।

অন্যদিবস মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমসঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিয়া ভট্টাচার্য্য-গৃহে শুভাগমন করিলে ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

ধর্ম্ম, সুতরাং তুমি নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ কর বলায় মহাপ্রভু তাঁহার মুখে সাতদিন ধরিয়া বেদান্ত শ্রবণ করিলেন, কিন্তু ভাল-মন্দ কিছুই মন্তব্য করিলেন না। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বুঝিতেছ কিনা জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু অত্যন্ত নম্রভাবে বলিলেন,—

প্রভু কহে,—"সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয়ত' বিকল।।
সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৩০, ১৩২)

উপনিষদে যে মুখ্য অর্থ বলা হইয়াছে, বেদান্তসূত্রে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তুমি অর্থ অভিধাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কল্পনা করিয়া গৌণার্থ করিতেছ। তাহাতে প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদিত হইতেছে। বেদ ও পুরাণ ব্রহ্মকে—বৃহদ্বস্তু ও ঈশ্বর বলিয়া জানাইয়াছে। ব্রহ্মই সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্, কিন্তু তোমার কল্পিত ভাষ্যে তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। শ্রুতিতে যে নির্ব্বিশেষ বলিয়া উক্তি দেখা যায়, তাহা প্রাকৃত বিশেষকে **নিষেধপর বাক্য** জানিতে হইবে। তাহা অপ্রাকৃত বিশেষপর নহে।

ব্রহ্ম-পদের সংজ্ঞা বাক্য—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।"—এই লক্ষণগুলি শ্রীব্যাসদেব "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ যাহাদ্বারা সাধিত হয়, তিনিই ব্রহ্মবস্তু। সুতরাং উপনিষদ্ বাক্য ও বেদান্ত সূত্র একই অর্থ প্রকাশ করিয়াছে।

উপনিষদের এই অর্থই বেদান্ত সূত্রের ২য় সূত্রে সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ 'অন্য জগতঃ জন্মাদি যতঃ।' অর্থাৎ এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বা ধ্বংস যাঁহা হইতে সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং উপনিষদ্ বা বেদ এবং বেদান্ত সূত্র ব্রহ্মতত্ত্বকেই এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ বলিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে,—

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়।।
'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৪৩-১৪৪)

আরও বলা হইয়াছে,—'একোঽহম্ বহু স্যাম্। সঃ ঐক্ষত।'—এই দুই বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় প্রকাশ পায় না। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, ইহাতে

ব্রহ্ম-ইচ্ছারূপ কার্য্য করা প্রকাশ পায় এবং মনের কার্য্যই ইচ্ছা করা হওয়ায় সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ একস্বরূপেও তিনি মনের অধিকারী ছিলেন বুঝাইতেছে এবং সেই মন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাঁহার ছিল বলিয়া সেই মন প্রাকৃত হইতে পারে না। তাহা অপ্রাকৃত মনকেই বুঝায়। অতএব ব্রহ্ম অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জানিতে হইবে। তাঁহার ইন্দ্রিয় প্রাকৃত নহে—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়হীন—ইহা বুঝাইবার জন্যই 'নিরাকার'-শব্দ ব্যবহৃত।

"ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত-শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন।।
সে কালে নাহিক জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন।।
ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ।।
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৪৫-১৪৮)

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।।" (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অর্থাৎ নন্দ-গোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদিগের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।

'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে, শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ।।

হস্ত ও চরণ না থাকিলেও গ্রহণ করা ও গমন করা ব্রহ্মের পক্ষে সম্ভব হওয়ায় তাঁহার হস্ত-পদাদির অপ্রাকৃতত্ব বুঝাইতেছে। অতএব শ্রুতিশাস্ত্র ব্রহ্মকে সবিশেষ এবং প্রাকৃত বিশেষহীন বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

তিনি নিঃশক্তিকও নহেন। উপনিষদে দেখা যায়,—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।' অর্থাৎ তাঁহার এক পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা শক্তি আছে, তাহা বিবিধরূপে প্রকাশিত আছেন। গীতাশাস্ত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।। (গীতা ৭।৪-৫)

সুতরাং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রাকৃত বস্তু নহে, তাহা সচ্চিদানন্দ আকার বিশিষ্ট। বুদ্ধ বেদ না মানায় নাস্তিক বা শূন্যবাদী ; কিন্তু শঙ্করের নির্ব্বিশেষবাদ বেদ মানিয়াও

অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলায় প্রচ্ছন্নভাবে বুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া যায়।

'পরিণাম-বাদ'—ব্যাস-সূত্রের সম্মত।

অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭০)

ঈশ্বর বা ব্রহ্মই অচিন্ত্যশক্তিতে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। তাহাতে ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া যান না। ব্রহ্মবিকার বলিলে ব্রহ্মশক্তির বিকার বুঝাইবে। তাহাতে ব্রহ্মের কোন হানি হয় না। প্রাকৃত মণি হইতে স্বর্ণ প্রকাশ পাইলেও মণি যেরূপ বিকৃত হয় না, সেরূপ অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকারী থাকেন, জানিতে হইবে।

এইপ্রকার শাঙ্কর-কল্পিত ভাষ্যের দোষ দেখাইলে সার্ব্বভৌম নির্ব্বাক হইলেন। অতঃপর মহাপ্রভু বলিলেন,—আচার্য্য শঙ্কর ঈশ্বরের আজ্ঞাতেই এই কল্পিত শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, যথা ;—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৬২।৩১)

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা।।

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৫।৭)

অর্থাৎ মহাদেব কহিলেন,—আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসচ্ছাস্ত্ররূপ মায়াবাদ—যাহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা শূন্যবাদ-রূপ মত প্রচার করিব।

অতঃপর মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিলেন,—ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। দেহারামী, মনোরামী ত' দূরের কথা, যাঁহারা আত্মবস্তুতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ভজনে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" অর্থাৎ মুক্তির পরেও অপ্রাকৃত সেবোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া প্রকৃষ্ট মুক্তগণ ভগবানের ভজন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়,—

"আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।" (ভাঃ ১।৭।১০)

অর্থাৎ আত্মাতেই যাঁহাদিগের রতি, এরূপ বাসনাগ্রন্থিশূন্য মুনিগণও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তিবিধান করিয়া থাকেন।

ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অদ্বৈতসিদ্ধির হেয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিকে অসার বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং মহাপ্রভুকে ঐ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু ভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—তুমি কি অর্থ কর, তাহা আগে শুনাও, পরে আমি যাহা জানি বলিব। ভট্টাচার্য্য পাণ্ডিত্য-

প্রতিভায় নয়প্রকার অর্থ শাস্ত্রমত লইয়া করিলেন। মহাপ্রভু তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—'এতদ্ভিন্ন শ্লোকের আরও অভিপ্রায় আছে।' ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে সার্ব্বভৌমের নয়প্রকার অর্থ স্পর্শ না করিয়াই শ্লোকের ১১শ পদ প্রাধান্যে ১৮ প্রকার অর্থ প্রকাশ করিলেন। তাহা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি নিজকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করিলেন। তাহাতে মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রথমে চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইলেন। তৎপর শ্যাম ও বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপও সার্ব্বভৌমকে দেখাইলেন। সার্ব্বভৌম তখন প্রভুর কৃপায় সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নামপ্রেম-দানাদির মহত্ত্ব বর্ণন করিলেন এবং একদণ্ড-মধ্যে শত শ্লোকে মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। সর্ব্বশেষে মহাপ্রভুর আলিঙ্গন লাভ করিয়া প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্য্যস্তমহং প্রপদ্যে।।

এই শ্লোকটী রচনা করিয়া মহাপ্রভুর মহাবদান্য অবতারীত্বে প্রতিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিলেন। বৈরাগ্যবিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপধারী এক সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শৌক্র-ব্রাহ্মণ ও পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ

ভগবানের সৃষ্ট অনন্ত জীবের মধ্যে মানবই শ্রেষ্ঠ। মানবের মধ্যেও অসংখ্য জাতি। সমস্ত জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী জাতিকেই মুখ্য বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই চারিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করিলে ভগবান্ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অধিকার হয় না। শাস্ত্র ও সমাজ-মতে শূদ্র অর্থাৎ অব্রাহ্মণের হরিসেবার অধিকার নাই। শাস্ত্র ব্রাহ্মণকে শ্রীহরির শরীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "বিপ্রা হরেস্তনু" (ভাঃ ১০।৫।৪১)। ব্রাহ্মণ ভূমণ্ডলস্থ প্রত্যক্ষ দেবতা। ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্রের জন্ম হইয়াছে। মনুসংহিতায় মনু বলিয়াছেন,—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষুক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে।।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের যথাশাস্ত্র বিবাহিতা সবর্ণা পত্নীর উৎপন্ন পুত্রগণ মাতৃপিতৃ জাতীয়ই হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী পত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণ,

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীর পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈশ্যপত্নীর পুত্র বৈশ্য এবং শূদ্র শূদ্রাপত্নীর পুত্র শূদ্র হইয়া থাকে।" এইস্থলে মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন,—জাতি জন্মগত। 'জন' ধাতু হইতে জাতি-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাই জন্মই জাতির পরিচায়ক। জাতি জন্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় জাতি-ব্রাহ্মণকেই শৌক্র ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হয়।

ব্রাহ্মণ দুইপ্রকার অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতি-নিবন্ধন বা শৌক্র-নিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণ-নিবন্ধন। জাতি-ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীশঙ্করতীর্থজীউ 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠা হরি-ভক্তিপরায়ণঃ' নামক বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে পরমার্থ-বিরোধী। মনুসংহিতা, মহাভারত ও অন্যান্য দুই-একটী গ্রন্থের দুই-একটী শ্লোক উদ্ধৃতি করিয়া তিনি যে নিজের মত পুষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধির ব্যাপারে তাহাতে তাঁহার অজ্ঞতাকেই লক্ষ্য করায়। সকল শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ পারমার্থিক ব্রাহ্মণেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। মনুসংহিতা পারমার্থিক সংবিধানের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ। দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম 'মনু' জীবের পারমার্থিক কল্যাণের চিন্তা করিয়া ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থের সহিত মনুর বাক্যের কোন অসামঞ্জস্যতা থাকিতে পারে না। মনু যেক্ষেত্রে শৌক্র-ব্রাহ্মণ বা জাতি-ব্রাহ্মণের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে জাতি-ব্রাহ্মণ পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে। মহাভারতের আদি-মধ্য-অন্ত্যে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের মহিমাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ জাতি-ব্রাহ্মণ বা শৌক্র-ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আলোচনা করা হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন,—

"সর্ব্ববর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ।"

"ব্রাহ্মণাদি বর্ণ তত্তদ্বর্ণস্থ স্ত্রী-গর্ভে সন্তান উৎপন্ন করিলে পুত্র পিতার বর্ণ লাভ করে।" হারীত সংহিতার ১ম অধ্যায় ১৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈব উৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্য কন্যায়াং ব্রাহ্মণেন বিবাহিতায়াং ভার্য্যায়াং জাতঃ পুত্র স এব ব্রাহ্মণঃ।"

"বিবাহিতা ব্রাহ্মণ কন্যাতে ব্রাহ্মণ-বীর্য্যদ্বারা উৎপন্ন পুত্র 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" মনুসংহিতায় মনুর উক্তি,—

"ব্রাহ্মণঃ সম্ভবেনৈব দেবানামপি দৈবতম্।"

"জন্মিবামাত্রই ব্রাহ্মণ মনুষ্য ও দেবতাদিগেরও পূজ্য।"

ব্যাসসংহিতা ৪।৪৭ শ্লোক হইতে পাওয়া যায়,—

"ব্রাহ্মণ সম্ভবাচ্চৈব দেবানামপি দৈবতম্।"

"যিনি ব্রাহ্মণ, তিনি জন্ম হইতেই দেবগণেরও পূজ্য।"

শ্রীশঙ্করতীর্থজীউ তাঁহার পুস্তিকায় উপরোক্ত শ্লোকসমূহকে অবলম্বন করিয়া

কেবলমাত্র শৌক্র-ব্রাহ্মণের জন্য যে শ্রেষ্ঠ আসনের দাবী করিয়াছেন, তাহা অমূলক। সত্যযুগে মানবগণের 'হংস'-নামে একমাত্র বর্ণ ছিল, ত্রেতাযুগে গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ হয়। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" (গীতা ৪।১৩) শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গুণকর্ম্মানুসারে তাঁহা-কর্ত্তৃক চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ৭।১১।৩৫) বলিয়াছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।

"মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যেখানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।" কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। বর্ণবিচারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের মধ্যে শূদ্রকেই নিকৃষ্ট বলা হয়। কিন্তু পরমার্থ-বিচারে ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তিমাত্রেই শূদ্র। শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য—এই কয়েকটী ব্রাহ্মণ লক্ষণ। শৌক্র-ব্রাহ্মণ বা জাতি-ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণসমূহ পরিলক্ষিত না হইলে তাহাকে অবশ্যই অব্রাহ্মণ বা শূদ্র-আখ্যায় আখ্যায়িত করিলে কোন অপরাধ হয় না। মহাভারতের বনপর্ব্বে (১৮০ অধ্যায় ২৬ শ্লোক) যুধিষ্ঠির মহারাজ সর্পকে বলিয়াছেন,—

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ।।

"হে সর্প, যাঁহাতে ব্রাহ্মণ-স্বভাব দেখা যাইবে, তিনি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া কথিত। ব্রাহ্মণ-স্বভাব না থাকিলে তিনি শূদ্র।" মহাভারতের শল্যপর্ব্বের ১৮৯ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে পাওয়া যায়,—

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ।।

"শূদ্রে যদি বিপ্র-লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র-লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শূদ্র 'শূদ্র' বাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ 'ব্রাহ্মণ' হইতে পারে না।" বৃত্ত-বিচারেই বর্ণ-নিরূপণ সম্ভব, উহা শৌক্রবিচারে আবদ্ধ নহে। তাই মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের (১৪৩।৫০-৫১) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—"জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি—কোনটীই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।"

সাধারণতঃ জাতিদ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে। ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন ব্যক্তির দেহ যদি ব্রাহ্মণ হইত, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির শরীর দাহনে দাহকের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইত। কিন্তু ইহাতে দাহককে পাপ আশ্রয় করে না, সেইজন্য দেহ ব্রাহ্মণ নহে। জাতিও ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, যেহেতু অন্য জাতির

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

মধ্যেও অনেক জাত্যুদ্ভূত মহর্ষিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাসদেব, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ, জম্বুক হইতে জম্বুকঋষি ও কলস হইতে অগস্ত্য প্রমুখ উৎপন্ন হইয়া পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা বজ্রসূচিকোপনিষৎ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। বীতহব্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ, আবার অসৎকুলে উৎপন্ন হইয়াও বৈভাণ্ডক ঋষি ব্রাহ্মণ। কান্যকুব্জাধিপতি গাধির তনয় ক্ষত্রিয় হইয়াও তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে, তাহা প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে বর্ণন করিলাম না। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণময় জগৎ সৃষ্টি করেন, পরে স্ব-স্ব-কর্ম্মপ্রভাবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে—ইহা মহাভারতের শল্যপর্ব্বের (১৮৮।১০) "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং" শ্লোক হইতে জানা যায়। পূর্ব্বকালে শৌক্র-ব্রাহ্মণমাত্রেই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই মনু ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ পরমার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্রাহ্মণগণেরই বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে পূজার পাত্র বলিয়া সম্মান দিয়াছেন। পরমার্থহীন শৌক্র-ব্রাহ্মণ কখনও মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের প্রশংসার পাত্র নহেন। পূর্ব্বে জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, শ্রীশঙ্করতীর্থজীউর বাক্যানুযায়ী শৌক্র-জন্ম-পরম্পরা ধরিলে বর্ত্তমানে সকলকেই ত' ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। তবে তিনি ব্রাহ্মণ জাতির বাহিরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতির কথা স্বীকার করিতেছেন কেন? ব্রাহ্মণকে শূদ্রাদি বলায় তাঁহার অপরাধ কেন হইবে না? বাস্তবিকপক্ষে শৌক্রজন্মের দ্বারা নহে, গুণ-কর্ম্মের দ্বারাই যে ব্রাহ্মণত্ব ও অন্যান্য বর্ণ নিরূপিত হয়—অবশ্যই তিনি শাস্ত্রের এই অভিমতকে স্বীকার করিয়া লইবেন আশা করি। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—"যদ্রূপ সিংহের শাবককে সিংহই বলা হয়, কখনও গাধা বা অন্য কোন পশু বলা হয় না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত সন্তানকে অবশ্য ব্রাহ্মণই বলিতে হইবে, শূদ্র বা অন্য কিছু বলা যাইবে না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে,—সিংহের শাবক পশুর মধ্যে গণ্য বলিয়া তাহার মানবের ন্যায় দানব বা দেবতার গুণ লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্র কর্ম্মানুসারে পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা অথবা শূদ্রতা উভয়ের যে কোন একটী যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রের সহিত সম্পর্কহীন চিকিৎসকের ছেলেকে চিকিৎসক-জ্ঞানে রোগীর চিকিৎসার জন্য লইয়া গেলে যেমন রোগীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই, তেমনই অব্রহ্মজ্ঞ (পরমার্থের সহিত সম্পর্কহীন) ব্রাহ্মণের সন্তানকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া "তাতস্য কূপঃ" ন্যায়ে পুরোহিতের কার্য্যে নিযুক্ত করিলে গৃহস্থের কোনকালে মঙ্গল হইবে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ



☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে

শ্রীগুরু-মহিমা-গীতি

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত, সমিতির অধ্যক্ষ, শ্রীভক্তি বামন স্বামী ।
গুরুর আজ্ঞাতে, আচার্য্য-আসনেতে, উপবিষ্ট হৈলে তুমি ॥১॥
গুরুত্ব তোমার, উপলব্ধি যা'র, সেই পূজে তব পদ ।
শিষ্য-জীবনে, লৌকিক বিধানে, পূজা নাহি হয় তব ॥২॥
নবম প্রমেয়, কৃষ্ণপ্রেম হয়, বিতরিতে এ নিত্যধন ।
একদা পৌষ মাসে, কৃষ্ণ-নবমীতে, কৈলে হেথা আগমন ॥৩॥
'শ্রীভক্তিবেদান্ত', —এ নাম-মাহাত্ম্য, তোমাতেই শোভা পায় ।
বেদান্ত-ভক্তি-রস, যা'তে কৃষ্ণ বশ, তুমি মত্ত সদা তায় ॥৪॥
দেবতা বামন, বলি-সন্নিধান, ত্রিপাদ ভূমি করে যাচ্ঞা ।
(এ যুগে) নিতাই-হরিদাস, মাগে সবার পাশ, 'বল কৃষ্ণ'—এই ভিক্ষা ॥৫॥
তুমি ন্যাসিবেশে, জীবের সকাশে, করিছ সতত ভিক্ষা ;—
'বল শ্রীগৌরাঙ্গ, ভজ শ্রীগৌরাঙ্গ, কর শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষা ॥'৬॥
চাহি' এ তিন ভিক্ষা, দিছ শিক্ষা-দীক্ষা, (গুরু) 'শ্রীবামন' নাম ধরি' ।
অবিরত পূত, তোমার প্রসাদ, এ ভব-তরণে তরী ॥৭॥
গুরুর দিব্যগুণ, তুমি যত জান, অন্যে তত নাহি জানে ।
অন্তরে তোমার, বসতি তাঁহার, তোমার প্রীতির টানে ॥৮॥
'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান', নহে মর্ত্ত্যজন, 'বিনোদমঞ্জরী' তিনি ।
তাঁ'র তোমা' প্রতি, ছিল বড় প্রীতি, তোমারে 'মঞ্জরী' জানি' ॥ ৯॥
ব্রজগোপী পারে, চিনিতে গোপীরে, অপরে চিনিতে নারে ।
'শ্রীগুরু কেশব', তব গোপী-স্বভাব, সহজে বুঝতে পারে ॥১০॥
তুমি রূপানুগ, রাধার বৈভব, গুরুরূপী মহাজন ।
তব পদদ্বয়, মোদের আশ্রয়, কর কৃপা অনুক্ষণ ॥১১॥
ভক্ত্যঙ্গ যাজনে, প্রথমে যতনে, গুরু-কৃপা প্রয়োজন ।
সদ্‌গুরু কৃপায়, তত্ত্ব জানা যায়, মিলে কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥১২॥
গুরু-কৃপালোকে, ভব-রোগ টুটে, চেতনের বিকাশ হয় ।
তবে জীব-হৃদি, করে উপলব্ধি, শ্রীগুরুর পরিচয় ॥১৩॥
পরেশানুভব, ইতরে বিরাগ, একত্রে সাধিত হ'লে ।
ভক্তির স্বরূপ, হয় অনুভব, মায়াবন্ধ যায় খুলে ॥১৪॥
অকিঞ্চন, দান্ত, সমচিত্ত, শান্ত, —হেন মহা গুণগণ ।
তোমাতে সতত, রহে অনুস্যূত, জানে তাহা ভক্তগণ ॥১৫॥
মালিকায় নাম, জপিছ অবিরাম, সংখ্যা রাখি' সাবধানে ।
শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-, প্রতিকূল-বাক্য, শুনিতে না পার কানে ॥১৬॥

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

গৌর-শিক্ষা-সার,　　করিয়া প্রচার,　　উদ্ধারিলে বহু পাপী ।
আচারের দ্বারে,　　জানা'লে সবারে,　　কৃষ্ণভক্তিই বলবতী ॥১৭॥
সর্ব্বশাস্ত্রে তব,　　পাণ্ডিত্য অগাধ,　　বাগ্মিতা প্রশংসনীয় ।
জ্ঞানী, যোগীরাও,　　প্রণমে তোমায়,　　তুমি সবার পূজনীয় ॥১৮॥
হে গৌড়ীয় গুরু,　　বাঞ্ছাকল্পতরু,　　তুমি রাগাত্মিক জন ।
দেবেরও দুর্ল্লভ,　　তব পূত পদ,　　মোদের হৃদয় ধন ॥১৯॥
তব কৃপা বিনা,　　তোমার মহিমা,　　কেহ না জানিতে পারে ।
কৃপা কর যা'রে,　　সেই জানে তোমারে,　　তা'র হৃদে কৃষ্ণ স্ফুরে ॥২০॥
কৃষ্ণ-মহিমা শুনে,　　কৃষ্ণের দর্শনে,　　রুক্মিণী ব্যাকুল হয় ।
শয়নে, স্বপনে,　　নিদ্রায়, জাগরণে,　　কৃষ্ণ-ধ্যানে মগ্ন রয় ॥২১॥
কৃষ্ণ-ধ্যান ছেড়ে,　　মজিতে সংসারে,　　যতই যতন করে ।
তবু তাঁ'র মন,　　কৃষ্ণেতে মগন,　　কৃষ্ণেরে ভুলিতে নারে ॥২২॥
শুনি' কৃষ্ণ-গুণ,　　রুক্মিণীর মন,　　সদা কৃষ্ণ পানে ধায় ।
কৃষ্ণ-দরশন,　　হয়নি তখন,　　তা'তেই এমন হয় ॥২৩॥
আমি ত' গুরু-পদ,　　নেহারি স্পষ্টতঃ,　　স্পর্শনও করি তাঁ'রে ।
তবু মোর চিত্ত,　　হয় না ব্যাকুলিত,　　তাঁ'র সেবা করিবারে ॥২৪॥
শ্রীগুরু-মহাজনে,　　প্রিয়ের আসনে,　　বসাইতে পারি নাই ।
'ব্যাস গুরুদেব,　　প্রীতির আস্পদ',　　শুধু মুখে ব'লে যাই ॥২৫॥
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা,　　শূকরীর বিষ্ঠা,　　বুঝেও বুঝি না মনে ।
ভোগের বাসনা,　　ত্যজিতে পারি না,　　পড়ি' মায়ার বন্ধনে ॥২৬॥
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গে,　　শ্রীরাধা-গোবিন্দে,　　ধরিতাম যদি হৃদে ।
মোর এই চিত্ত,　　বন্দী না হইত,　　মায়ার দুর্ব্বার ফাঁদে ॥২৭॥
ওগো গুরুদেব,　　আমি শিষ্য তব,　　বৃথা হেন অভিমান ।
অনর্থ অসুবিধা,　　কুণ্ঠা আবিলতা,　　মোর হৃদে বিদ্যমান ॥২৮॥
শাস্ত্রেতে নেহারি,　　কহিয়াছে হরি,—　　'মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা' ।
(তাই) তব সন্তোষণে,　　তোমার পূজনে,　　ব্রতী রহি আজি সদা ॥২৯॥
নিষ্কপট চিত্তে,　　বিশ্রম্ভ ভাবেতে,　　সেবিতে তোমারে চাই ।
তোমার শিক্ষণ,　　তিরস্কার শাসন,　　আজীবন যেই পাই ॥৩০॥
তোমার কৃপাতে,　　ভজন-বাধা টুটে,　　মায়া-বন্ধ নাহি রয় ।
তোমার অধীনে,　　নিয়ন্ত্রিত জীবনে,　　কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয় ॥৩১॥
তব গুণ-কণ,　　করিনু স্মরণ,　　শোধিতে আমার হিয়া ।
প্রণমি' তোমারে,　　যাচি নত শিরে,　　তব পূত পদছায়া ॥৩২॥

ব্যাসপূজা-বাসর
তাং ৭।১।২০০২

ভবদীয় চরণসেবাভিলাষী—
—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অনুগৃহীত মদীয় শিক্ষাগুরুদেব শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ পাশ্চাত্ত্যে ও প্রাচ্যে বিপুল সাফল্যের সহিত প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে হনলুলুতে পৌছাইয়াছেন। শ্রীল মহারাজ ১১।১২।২০০১ তারিখ হইতে ১৬।১২।২০০১ তারিখ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর Frankfurt ও Ausfhrt এবং ১৭।১২।২০০১ হইতে ২৩।১২।২০০১ পর্য্যন্ত আমেরিকার লস্ এঞ্জেলস্ ও স্যান্‌ডিয়েগোতে প্রচারকার্য্য সমাপন করিয়া আমেরিকার ৫০তম প্রদেশ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী হনলুলুতে প্রবল উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেছেন। জার্ম্মানীতে শ্রীল মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'জৈবধর্ম্ম' (সদ্য ইংরাজী ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে) এবং কলিযুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

জৈবধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীল মহারাজ বলেন,—এই গ্রন্থে সপ্তম গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভজনের প্রাথমিক বা সর্ব্বনিম্ন অবস্থা হইতে বর্ণনা শুরু করিয়া ভজনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন। ভজনপিপাসু সাধকগণের জৈবধর্ম্ম অতি অবশ্যই অনুশীলনীয়। উক্ত গ্রন্থের প্রথম দুই তিনটী অধ্যায় ভালভাবে বুঝিতে পারিলে উহার কোন সিদ্ধান্তই বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। সর্ব্বোপরি অন্যান্য গোস্বামি-গ্রন্থ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রও অত্যন্ত সুগম হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্র-মণ্ডল অপেক্ষা সাধকগণের নিকট ঔদার্য্যলীলাপুরুষোত্তম শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি ও তদীয় ধাম শ্রীনবদ্বীপের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে
নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে।
আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে
নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ।।

এই শ্লোক উত্থাপন করিয়া বলেন,—নববন শ্রীধাম নবদ্বীপের কৃপা ব্যতীত ব্রজধামের কৃপা এবং শ্রীদ্বিজসুতের কৃপা ব্যতীত ব্রজনাগরের কৃপা সম্ভব নহে। অতএব প্রাথমিক অবস্থাতেই নয়, সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রীধাম নবদ্বীপের কৃপা অনস্বীকার্য্য ও অপরিহার্য্য।

জার্ম্মানীতে প্রচারসেবায় সহায়তা করিয়া শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধামাধব ব্রহ্মচারী, সস্ত্রীক শ্রীরামশ্রদ্ধা দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীহরের্নামানন্দ দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীসর্ব্বভাবনা দাসাধিকারী শ্রীসমিতির বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন।

লস্ এঞ্জেলস্ ও স্যান্‌ডিয়েগোতে 'নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, হেয় ও অচিরস্থায়ী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

কেন? কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণের গুরুগৃহে গমন' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শ্রীল মহারাজ সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করেন—শ্রীকৃষ্ণের গুরুর নাম কি?

গোপবৃন্দপাল—শ্রীসান্দীপনি মুনি।

শ্রীল মহারাজ—তিনি কে ছিলেন?

কৃপারাম প্রভু—তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত শিবের উপাসক 'শৈব' ছিলেন।

শ্রীল মহারাজ—তদানীন্তন ভারতবর্ষে অনেক বৈষ্ণব বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি একজন শৈবের নিকট শিক্ষালাভ করিতে গেলেন কেন?

শ্রোতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—তিনি ইচ্ছাময়, যাহা ইচ্ছা তাহা করেন। কেহ কেহ বলেন—তিনি ত' স্বয়ং ভগবান্, সকল শাস্ত্রের, জ্ঞানের ও বিদ্যার উৎস। তাঁহার কোন প্রকার গুরুগৃহে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। তথাপি লোকশিক্ষার্থ তিনি গিয়াছেন।

শ্রীল মহারাজ—শ্রোতাগণের নিকট সদুত্তর না পাইয়া অবশেষে শ্রীল মহারাজ শ্রীপাদ মাধব মহারাজকে ইহার রহস্য ব্যাখ্যা করিতে বলেন।

মাধব মহারাজ—পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ তাঁহাদের অধিকারানুসারে উত্তর প্রদান করিলেও ইহার একটী গূঢ় রহস্য আছে। শাস্ত্রে "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।" অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তিরই (জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগাদির নহে) অধীন। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহাজন পদাবলীতে দেখা যায়,—"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।" অতএব সর্ব্বত্রই ভক্তির প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি নরবৎ লীলার ন্যায় কোন ভক্তের পাঠশালায় যান, তাহলে ভক্তগণ তাঁহার ভক্তির প্রভাবে নিজ ইষ্টদেবকে বুঝিয়া লইবেন, অনুভব করিয়া লইবেন। যাঁহারা প্রেমপ্রাপ্তির জন্য ভক্ত এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া সাধন-ভজন করিতেছেন, তাঁহাকে পাঠশালায় পাইয়া তিনি কিভাবে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে শিক্ষা দিবেন? ইহা অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার। এজন্য ভগবান্ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, যদি আমি আমার ভক্তের পাঠশালায় না গিয়া অন্য কাহারও নিকট যাই, তাহা হইলে আমার শিক্ষাগ্রহণে কোন বাধা থাকিবে বা। শৈবগণ আমাকে বহু আয়াসেও চিনিতে পারিবেন না, কিন্তু ভক্তগণ আমাকে অনয়াসেই চিনিয়া লইবেন। এই সকল চিন্তা-ভাবনা করিয়াই স্বয়ং ভগবান্ শৈব শ্রীসান্দীপনি মুনির নিকট শিক্ষা গ্রহণার্থ গিয়াছিলেন।

সভান্তে শ্রোতাগণ শ্রীল মহারাজকে পরিপ্রশ্ন করিয়া বলেন, ইহার সদুত্তর পাইবার বা শুনিবার যোগ্য হইলে কৃপাপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হয়।

জনৈক শ্রোতা—শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবকে উপনয়ন-সংস্কার করাইলেন না কেন? এবং বসুদেব মহারাজই বা কেন শীঘ্রই উপনয়ন-সংস্কার করাইলেন?

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

শ্রীল মহারাজ—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণগণের ৮ বৎসরকাল পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়গণের ১২ বৎসর পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যগণের ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়ন-সংস্কারের সাধারণ বিধি। শ্রীনন্দবাবা নরবৎ-লীলাহেতু নিজেকে সাধারণ মনুষ্য মনে করিতেছেন। লীলাশক্তি যোগমায়া লীলাতে যাহাতে কোনপ্রকার অন্তরায় না হয় তজ্জন্য কখনই নন্দবাবাকে বুঝিতে দেন না এবং ব্রজবাসিগণকেও বুঝিতে দেন না যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। নন্দবাবা সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ বড় হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিয়মানুযায়ী ১২ বৎসরের পর ১৬ বৎসরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের উপনয়ন সংস্কার করাইবেন এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ দিবেন চিন্তা করিয়া সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের জন্য অন্তঃপুর নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন।

জনৈক শ্রোতা—মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ কি ব্রজে থাকাকালীন দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন? না মথুরাতেই তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল?

শ্রীল মহারাজ—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে থাকাকালীন গুরু শ্রীভাণ্ডরি মুনির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে একথা সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। মথুরাতে কেবল উপনয়ন-সংস্কার হইয়াছিল অর্থাৎ দ্বিজাতি সংস্কারের নিয়মানুসারে শ্রীবসুদেব মহারাজের পুরোহিত ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বসুদেব মহারাজ বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বৈশ্য-সংস্কার দূর করিয়া ক্ষত্রিয়-সংস্কার দিতে হইবে। তজ্জন্যই তিনি সত্বর ব্রজের কাহাকেও নিমন্ত্রণ না দিয়া উপনয়ন সংস্কার করাইলেন। বসুদেব মহারাজের ভয় ছিল, ব্রজে নিমন্ত্রণ দিলে ব্রজবাসিগণ আসিলে ব্রজের ভাবে উদ্দীপ্ত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে চলিয়া যাইবে, আর ব্রজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গমন করিলে শ্রীবলদেবও তাহারই অনুগমন করিবে—এই ভয়েই ব্রজে কোনপ্রকারে উপনয়ন-সংস্কারের সংবাদ পাঠান নাই।

জনৈক শ্রোতা—শ্রীকৃষ্ণ কি নরবৎ লীলানুসারে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেন? তিনি কি মন্ত্র জপ করিতেন?

শ্রীল মহারাজ—আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, আপনারা সন্ধ্যা-বন্দনাদি হরিনাম ইত্যাদি করিলে আপনাদের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও মাতাপিতাকে দেখিয়া উৎসাহান্বিত হইয়া মাতাপিতার মালাঝোলা লইয়া হরিনামের অনুকরণ করে। আপনাদিগকে আহ্নিক করিতে দেখিয়া তাহারাও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদ্দেশকে বস্ত্রাবৃত করিয়া ধ্যানের অনুকরণ করিয়া থাকে। এইভাবেই তাহাদের সংস্কার বলবতী হইয়া থাকে। তাহারা মাতাপিতা, পরিবারবর্গকে যেরূপ করিতে দেখে, তদ্রূপই অনুকরণ করিতে বা শিখিতে চেষ্টা করে। এইজন্যই বলা হয়,—Charity begin at home. তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরীকে দেখিয়া অত্যন্ত শিশু অবস্থা

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

হইতেই শ্রীনন্দবাবার ঠাকুরঘরে গিয়া বাবার ন্যায় ধ্যান করেন এবং দীক্ষার পর ত' অবশ্যই করিতেন। ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ স্নানানন্তর শ্রীনন্দবাবার ঠাকুরমন্দিরে গিয়া রত্নবেদীর উপর উপবেশন করিয়া বলিতেন,—"নারায়ণং স্মরামীতি কৃষ্ণো নেত্রে ন্যমীলয়ৎ।" অর্থাৎ 'আমি নারায়ণ স্মরণ করি' বলিয়া নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন।

আপনারা প্রশ্ন করিয়াছেন তিনি কি মন্ত্র জপ করিতেন? তিনিই জানেন তিনি কি মন্ত্র জপ করিতেন। আপনারা ভজনে পরিপক্কাবস্থা লাভ করিয়া ব্রজে গমন করিয়া নিজেরাই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তবে আপনারা যখন প্রশ্ন করিয়াছেন, যদিও ইহা সর্ব্বসমক্ষে অপ্রকাশনীয়, তথাপি যেহেতু আপনারা সবাই দীক্ষিত বৈষ্ণব, বহুদিন যাবৎ সাধন-ভজন করিতেছেন, তজ্জন্য গৌড়ীয় গুরুবর্গ যাহা বলিয়াছেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি মাত্র। শ্রীনন্দবাবার ধ্যেয় বা অভীষ্ট শ্রীনারায়ণ-পাদপদ্ম। কিন্তু বিদগ্ধ চূড়ামণি রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের বস্তু অন্যরূপ। তাঁহার প্রাণের আরাধ্যাদেবী প্রিয়তমা শ্রীরাধামূর্ত্তি। "রোমাঞ্চিতাঙ্গ স্তন্নামাঙ্কিত মন্ত্রং জজাপ সঃ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপুলকিত দেহে তন্ময়চিত্তে শ্রীরাধানামাঙ্কিত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

লস্ এঞ্জেলস্ ও স্যান্‌ডিয়েগোতে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীঋষভদেব দাসাধিকারী শ্রীসমিতির কৃপাভাজন হইয়াছেন।

হাওয়াইয়ের Waikiki, Like Like Highwayতে শ্রীল মহারাজ বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল মহারাজ Kamehameha Highwayতে প্রচারকার্য্যে ব্যস্ত আছেন। ১২।১।২০০২ তারিখ পর্য্যন্ত জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের 'বিরহ-তিথি' উপলক্ষে তাঁহার অপ্রাকৃত জীবন-চরিত ও অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম তথা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের 'শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা' উপলক্ষে তাঁহার অপ্রাকৃত জীবন-চরিত ও গুরুসেবানিষ্ঠা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ বহুমুখী আলোচনা করেন।

উক্ত তিথি দুইটী Kamehamehaতে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-দিবসে শ্রীল মহারাজ 'বিরহ-তিথি-মহোৎসব' কেন বলা হয়, তদ্বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশে বলিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীরূপ গোস্বামীর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।" এই উপদেশ আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ বলেন,—স্বয়ং ভগবান্ হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের কিছু অভিলাষ অপূর্ণ থাকিয়া যায়। অপূর্ণ অভিলাষ পূরণের জন্য তিনি শ্রীশচীনন্দন গৌরহরিরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার দুইটী প্রধান কার্য্য —(১) প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন ও (২) রাগমার্গ ভক্তি প্রচার। প্রথমটী তাঁহার নিজস্ব ব্যাপার।

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।

শ্রীস্বরূপ দামোদর-কৃত এই শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দিয়াছেন। দ্বিতীয়টী শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁহার স্বকৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং বিশেষ করিয়া শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীর চরণধূলি অর্থাৎ তাঁহার বিচারধারাই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়। তিনি স্বয়ং যুগপৎ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য পরিকর হইয়াও সাধক ও সিদ্ধরূপে যে ভজন বা সেবা পরিপাটী দেখাইয়াছেন, তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিলে আমাদের জীবনের সার্থকতা।

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীল মহারাজ বলেন, —"পূজ্যপাদ বামন মহারাজ অত্যন্ত বাল্যাবস্থাতে এমনকি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বহু শিষ্যের পূর্ব্বে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমায়াপুর ধামে যোগদান করেন। তিনি বিশ্বব্যাপী সমস্ত গৌড়ীয় মঠের অভিধান-স্বরূপ। তিনি যাহা একবার পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হন না। এমনকি তাঁহার ছাত্রাবস্থায় যে-সকল ইংরাজী প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, এই বৃদ্ধাবস্থাতেও তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ মনে আছে। কবিতার কথাই বা কি! সর্ব্বোপরি গৌড়ীয় গুরুবর্গের রচনাবলী, সিদ্ধান্ত, শ্লোকসমূহ যেন সর্ব্বদা তাঁহার নখদর্পণে রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান যুগ Computer scienceএর যুগ। Computerএর Memoryরও একটা সীমা আছে, কিন্তু পূজ্যপাদ মহারাজের Memory অসীম। বৈদিককালে আমরা বহু শ্রুতিধরের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তাহা অত্যন্ত বিরল, কেবলমাত্র শ্রীল বামন মহারাজের মধ্যে তাহা দেখা যায়। আমি বহুবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এইরূপ শ্রুতিধর চোখে পড়ে নাই। তাঁহাকে আমি বা আমরা কখনও আত্মপ্রশংসা বা কোন বৈষ্ণবের সমালোচনা করিতে শুনি নাই। দৈন্যের মূর্ত্ত প্রতীক তিনি। তাঁহার উদারতার জন্য আজও শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সাধের সমিতি সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। তাঁহার গুরুসেবার আদর্শ আমি পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। Internet হইতেও তাহা সকলেই জানিয়াছেন।"

সভা চলাকালীন জনৈক শ্রোতা জিজ্ঞাসা করেন, অষ্টোত্তর-শতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী-নামের প্রথমের দিকের প্রধান দশনামী সন্ন্যাসের নাম আপনার না দিয়া শেষের নাম কেন দিলেন?

তদুত্তরে শ্রীল মহারাজ বলেন যে,— অস্মদীয় গুরুদেব বহু বিচার-বিবেচনা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

করিয়াই এই নামসকল তাঁহার প্রথম তিন শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানের সময় দিয়াছেন। আজ পূজ্যপাদ মহারাজের আবির্ভাব-তিথি। অতএব তাঁহার সম্বন্ধেই বলিয়া দিতেছি। শ্রীবামন-শব্দের অর্থ,—(১) পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব তাঁহার গুরুসেবা, বৈষ্ণবসেবা-নিষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া (প্রশংসার্থে, বিস্ময়ার্থে) তোমার মন শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য উৎসর্গীকৃত হওয়ায় বামন, (২) ১০৪° জ্বরেও বৈষ্ণবসেবার আদেশ পাওয়ামাত্রই রন্ধনসেবায় নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। অন্য কেহ হইলে হয়ত' এইরূপ শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে 'বাম'ভাবে বা প্রকারান্তরে অসমর্থতা জ্ঞাপন করিয়া না বলিতেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণবসেবার জন্য বাম—না, ন—নয়। এজন্য তাঁহার নাম দিলেন বামন। (৩) আর একটী গূঢ় রহস্য বলিতেছি, আপনারা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করুন। আমাদের গৌড়ীয় গুরুবর্গ এবং তাঁহাদের অনুগতজন সকলেই স্বরূপতঃ বাম্য-ভাববিশিষ্ট, দাক্ষিণ্য-ভাবযুক্ত নহেন। অতএব তিনিও কি স্বরূপতঃ বাম্য (বাম) ভাববিশিষ্ট নহেন? বাম ন ইতি = বামন। নিশ্চিতরূপে স্বরূপতঃ বাম্যভাববিশিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব 'শ্রীবামন' নামকরণ করিয়াছেন। আপনারা ভজন করিতে করিতে উন্নতাবস্থায় পৌঁছাইলে এর ভাবার্থ বুঝিতে পারিবেন, আমি কেবলমাত্র দিগ্‌দর্শন করিলাম।

হাওয়াইতে প্রচারসেবায় সহযোগিতা করিয়া সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী ও সস্ত্রীক শ্রীরূপমনোহর দাসাধিকারী শ্রীসমিতির প্রশংসার্হ হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত মাধব

প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি

দয়াল প্রভুরে নমি,　　আশ্রয়-বিগ্রহ তুমি,
পাত্রাপাত্র না কর বিচার।
শরণ লইলা যে,　　উদ্ধারিয়া যাবে সে,
ভবসিন্ধু হইবে পার।।
কৃষ্ণপ্রেম রসনিধি,　　বিলাইলে নিরবধি,
গৌরজন বড়ই উদার।
সেই রস পাইবার,　　অনুক্ষণ আশা মোর,
গৌরজনে করি অঙ্গীকার।।
নিজ বুদ্ধি চেষ্টাদ্বারা,　　অহঙ্কার করে যারা,
ভস্মেতে যেন ঘৃত ঢালে।
গৌরপ্রিয় মহাজন,　　পদসেবা অনুক্ষণ,
করিলে দুর্ল্লভ বস্তু মিলে।।

চিত্ত বড় সুকঠোর, ঊষর ভূমির 'পর,
সাধন বীজ হইতেছে ব্যর্থ।
গুরু-বাক্য চিত্তে ধর, জড় আশা পরিহর,
ভক্তিলতা পাইবে সমর্থ।।
কলিযুগে কৃষ্ণ ভজন বড়ই কঠিন।
লাভ-পূজা-দেশপ্রেমে সব ভক্তিহীন।।
প্রেমরস আস্বাদিতে আশা যদি হয়।
শ্রীগুরু-চরণপদ্ম ভজহ নিশ্চয়।।
সবদিকে অনাচার বাড়ে দ্রুত অতি।
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জন বিনা নাহি আর গতি।।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু প্রার্থিণী—
—শ্রীযুক্তা চপলা দেবী, কুলটী

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

কোটি দণ্ডবৎ করি শ্রীগুরুর শ্রীচরণকমলে।
শরণাগতে রক্ষ, রাখো হে প্রভু শ্রীচরণ-তলে।।
ভজন-বিহীন দীন-হীন আমি তুচ্ছ কীটসম।
আত্মনিবেদন কর প্রভু গ্রহণ—প্রার্থনা মম।।
তুমি যাহা লেখা'বে লিখিব, তোমার ইচ্ছায় লেখা।
অগ্নির চেয়ে ঊর্দ্ধগামী হয় সেই অগ্নির শিখা।।
শক্তি-ভক্তিহীন আমি যদি পাই গুরু-কৃপাশক্তি।
লিখিতে ইচ্ছা হয় প্রভু, মোর মনের অভিব্যক্তি।।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা সদা জাগে প্রভু মোর মনে।
এসেছি আমি তোমারি কাছে জীবনের সন্ধিক্ষণে।।
সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল গন্ধে তাহা ছিল ভরপুর।
সেই ফুল কৃষ্ণসেবা বঞ্চিতা, ছিল মোহের ঘোর।।
জীবন-সন্ধ্যায় শ্রীগুরুর কথা হইল স্মরণ।
গন্ধবিহীন ঝরা ফুল শ্রীচরণে করি অর্পণ।।
জরাজীর্ণ তনু-মনে এ'সেছি আমি তব দুয়ারে।
দিয়ে অভয় পরম আশ্রয় রে'খেছ প্রভু মোরে।।
এ দীন-হীনে রে'খেছ চরণে তুমি অন্তর্য্যামী।
শ্রীচরণে গোবিন্দ-স্মরণে লয় হ'য়ে যাব আমি।।

তব নিকটে করপুটে ভিক্ষা মাগি তব করুণা।
গুরু-কৃপা মোর পরম পাওয়া, পরম সান্ত্বনা।।
হৃদয়-আসনে বসা'ব যতনে করি' গুরুপূজা।
দর্শন পাব সর্ব্বক্ষণ, গুরু—চিৎ জগতের রাজা।।
মনে হয় সদা চরণে বসি' কহি মনের কথা।
দর্শন, বলার সুযোগ মেলে না—এই বড় ব্যথা।।
স্মরণীয় ব্যাসপূজা-মহোৎসব শিলিগুড়ি ধাম।
শ্রীগুরু-মহারাজের পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম।।

শ্রীচরণাশ্রিতা দাসানুদাসী—
—**শ্রীযুক্তা শান্তি দেবী**, ডাকঘরা (কোচবিহার)

শ্রীগৌড়ীয়ের চতুঃপঞ্চাশৎ-বর্ষ

অশোক-অভয়-অমৃত-বাণী-প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়-প্রকাশে সঙ্কল্প

অধোক্ষজ সেবাবিজ্ঞানের কথা বিশ্বে ভাগ্যবান্ জীবগণের নিকট বিস্তার করিতে করিতে বৈকুণ্ঠদূত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ত্রিপঞ্চাশৎ-বর্ষ পূর্ণ করিয়া আজ চতুঃপঞ্চাশৎ-বর্ষে শুভপদার্পণ করিতেছেন। মরণের রাজ্যে অমৃতের দূত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অশোক-অভয়-অমৃতের বাণী বিতরণ করিতে করিতে শ্রীগৌড়ীয়-সর্ব্বস্ব সুকৃতি জনগণের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। মঙ্গলপ্রার্থী সৌভাগ্যশালী সজ্জনগণ সোৎসাহে নববর্ষের জন্য তাঁহার কৃপাসঙ্গ লাভ করিবেন। আমাদের জীবনের কোন ঠিক নাই ; সুতরাং আর কোনপ্রকারেই আমাদের শৈথিল্য-আহ্বানের প্রয়োজন নাই। আমরা নিত্যনূতন শ্রীগৌড়ীয়ের নবসঙ্গলাভে কোনপ্রকারেই বিমুখতা পোষণ করিব না। আজ তাঁহার নববর্ষারম্ভে আমরা নব-সেবোৎসাহে প্রবুদ্ধ হইয়া জাগতিক ক্ষণস্থায়ী সকল বিষয়ে ঔদাসীন্য-পোষণে তৎসেবা-লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উৎকণ্ঠিত হইব।

বর্ত্তমান বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ-নামক ভয়াবহ রূপ

প্রত্যহ দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর কোন না কোন প্রান্তে জঙ্গীদের সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ সম্পর্কে অবগত হইতেছি। বিগত বর্ষে আমেরিকার World Trade Centre ধ্বংস, ভারতের সংসদ-ভবন, জম্মু-কাশ্মীরের বিধান-সভা-ভবন ও কলকাতার মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে অতর্কিত জঙ্গী আক্রমণ বিশ্বের সকল সভ্য দেশকে এক চরম অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। ধর্ম্মের নামে ও জড়ীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থে জেহাদ বা জিগীর তুলিয়া আজ ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এই ভয়াবহ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

হিংসাত্মক কার্য্যকলাপে লিপ্ত হইতেছে। ঐ দেশের নেতৃবৃন্দ কখনও চিন্তা করেন না যে, এই সন্ত্রাসবাদ একসময় ব্যুমেরাং হইয়া নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে।

ঋষি-নীতিই বিশ্ব-সন্ত্রাসবাদ-দমনে সমর্থ

এই সন্ত্রাসবাদ-দমনে বিশ্বের সকল দেশ আজ অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু হিংসার দ্বারা কি কোনদিন হিংসাকে স্তব্ধ করা যাবে? হিংসাকে চিরতরে মানব-হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিতে হইলে আমাদের চাই উপযুক্ত নীতি-আদর্শ শিক্ষা। বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নীতি-আদর্শ বলিয়া আর কিছুই নাই। কেবল অর্থকরী এই শিক্ষায় মানুষের প্রকৃত কল্যাণ লাভ অসম্ভব। যতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার সর্ব্বস্তরে মুনি-ঋষিগণের শিক্ষা পুনঃ প্রচলিত না হইবে, ততদিন আমাদিগকে উহার ফলভোগ করিতেই হইবে। নীতি-আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই আজ বিশ্বের এই অবক্ষয়। অতএব শিক্ষাব্যবস্থায় ও সমাজের সর্ব্বস্তরে ঋষি-নীতি অবলম্বিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাসমন্বয়-বাণীই বাস্তবশান্তি-লাভের একমাত্র উপায়

মানবজাতির বাস্তব মঙ্গলের উপায় জানিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে মানবজাতিকে হৃদয়ের সহজ-সরল ভাব লইয়া মনে-প্রাণে মূল বাস্তব নীতি-আদর্শকে আদর ও গ্রহণ করিতে হইবে। আন্তরিকভাবে উহা গ্রহণ করিলে অন্তর-বাহিরে সম-ব্যবহারের কোনরূপ কার্পণ্য বা অভাব হইবে না। সমাজের সর্ব্বস্তরের সকলের জন্য প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে মহাসমন্বয়-বাণী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার আন্তরিক অনুগমন ও অনুসরণ একান্তভাবে প্রয়োজন। যতদিন না মানবজাতি কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রচেষ্টা পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগৌরহরির প্রেম-সৌন্দর্য্য অনুসরণ করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোনরূপ বাস্তব মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। মায়িক ব্রহ্মাণ্ড বা বাহ্যজগতের উপকার বা সেবা-প্রবৃত্তিই আমাদিগকে প্রেমরাজ্য হইতে সুদূরে নিক্ষেপ করিতেছে। তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম প্রেমময়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেই আমাদের সর্ব্বৈব মঙ্গল। ইহাই আমাদের বাস্তব সুখ-শান্তি।

বিরুদ্ধবাদীর অপসিদ্ধান্ত খণ্ডনপূর্ব্বক সৎসিদ্ধান্ত-স্থাপনে শ্রীগৌড়ীয় সদা সতর্ক প্রহরী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় অনেক সময় অসৎসিদ্ধান্ত ও দুষ্টমতসমূহ প্রবলভাবে খণ্ডিত হয়, তদ্দর্শনে কল্পু-শান্তিপ্রিয় বা সম্ভোগ-রসপ্রিয় অনেকে হয়ত' হৃদয়ে সুখানুভব করিতে পারেন না ; তাঁহাদের চরণেও আমাদের সকাতর নিবেদন এই যে, আমরা ও তাঁহারাও স্বরূপতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস—যে মহাপ্রভু কখনও সিদ্ধান্ত-বিরোধ, তত্ত্ব-বিরোধ, রসাভাস প্রভৃতি দোষ সহ্য করিতে পারেন না,—

"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ।।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

রস রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার।।

এইজন্য শ্রীস্বরূপ দামোদর ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষকরূপে মহাপ্রভুর সমীপে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। যাহাতে স্বরূপ-রূপের অনুমোদন নাই, যাহা মহাপ্রভুর নিতান্ত অপ্রীতিকর, যাহাতে মহাপ্রভুর ক্রোধ উৎপন্ন করে,—এরূপ মত কি আমাদের 'মহাপ্রভুর দাস' বা 'মহাপ্রভুর দাসের দাস' বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক স্বীকার করা উচিত? যদি পাঁচমিশালি ধর্ম্মমত বা জগতের বিভিন্ন মনোধর্ম্মীর যাবতীয় সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যায় এবং সকলই সমান, সকলই এক ভগবানকে লক্ষ্য করে—এইরূপ বলিয়া গোঁজামিল দেওয়া যায় এবং তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকটই সুখ্যাতি-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পাওয়া যায়, তথাপি কিন্তু উহাতে স্বরূপ-রূপের সন্তুষ্টি হয় না বা মহাপ্রভুর প্রিয়ভাজন হওয়া যায় না। তুলাদণ্ডের একদিকে সর্ব্বজনপ্রিয়তা আর অন্যদিকে মহাপ্রভু-প্রিয়তা রক্ষা করিলে কোন্‌টী গুরুতর হইবে? কোন্‌টীর মূল্যই বা অধিক হইবে? আমাদের মনে হয়, জগতের সকল মনোধর্ম্মী লোকেরও যদি অপ্রীতিকর হইতে হয়, তাহাও ভাল, তথাপি গৌর ও গৌরজনের যাহাতে অপ্রীতি হয়, সেইরূপ মত বা সেইরূপ চিন্তাস্রোত মুহূর্ত্তের জন্যও যেন আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার না করে। ইহাও আমাদের একটী বর্ষারম্ভে নিবেদন।

শ্রীগুরুবর্গ ও গৌড়ীয়-পাঠকগণের নিকট কৃপা-প্রার্থনা

শ্রীগৌড়ীয়ের গ্রাহক, অনুগ্রাহক প্রভৃতি সকলের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, তাঁহারা বহুমূল্য সময়ের কিয়দংশও যদি শ্রীগৌড়ীয়-কথা শুনিবার জন্য প্রদান করেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বস্বের একাংশদ্বারা শ্রীগৌড়ীয়ের যে কোনপ্রকার সেবা করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের সেবায় অধিকার পাইতে পারি। তাঁহারা যে-কথায় কোনপ্রকার আপত-মধুরতা নাই—কোনপ্রকার মনোহর সাজসজ্জা নাই—কোনপ্রকার গল্প-লহরী বা উদ্ভট-মস্তিষ্কের উর্ব্বর কল্পনাশক্তির পরিচয় নাই—উপন্যাস, নবন্যাসের ন্যায় পত্রে পত্রে কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র নাই—ইতর বার্ত্তাবহের ন্যায় দেহ-মনের প্রয়োজন-সাধক উপদেশ-সন্দেশ নাই, সেইসকল কর্কশ, অপ্রিয় সত্যকথাও ক্রমান্বয়ে শ্রবণ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করি এবং তাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের সহিষ্ণুতা-মন্ত্রে দীক্ষিত দেখিয়া, হৃদয়ে বিপুল আশা লইয়া আরও অধিক উৎসাহের সহিত যেন তাঁহাদিগকে সেবা করিতে পারি—ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

❑❑❑

❑ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪০৮ ; ১৪ মার্চ্চ, ২০০২

FORM–IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956]

1. Place of Publication–Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.

2. Periodicity of its Publication–Last day of every Bengali month, i.e. once in a month.

3. Printer's name–Tridandi Swami Shri Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj
Nationality–Indian Goudiya-Vaishnaba,
Address–Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.

4. Publisher's name–Do
Nationality–Do
Address–Do

5. Editor's name–Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Narayan Maharaj
Nationality–Indian Goudiya-Vaishnaba,
Address–Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.

6. Name and address of individuals who own the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the capital,– Tridandi Swami Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, Swami Bhakti Vedanta Acharyya hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./ *Swami B. V. Acharyya*
Signature of Publisher

Dated 28.2.2002

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।



লোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৪শ বর্ষ } ১৭ বিষ্ণু, বাসুদেব, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ চৈত্র, রবিবার, ১৪০৮, ইং ১৪/৪/২০০২ { ২য় সংখ্যা

সানুবাদ

শ্রীতুলসী-স্তবঃ

[শ্রীপদ্মপুরাণ-সৃষ্টিখণ্ড-ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ে]

শতানন্দ উবাচ—

নামোচ্চারে কৃতে তস্যাঃ প্রীণাত্যসুরদর্পহা।
পাপানি বিলয়ং যান্তি পুণ্যং ভবতি চাক্ষয়ম্।। ১ ।।

(শতানন্দ বলিলেন,—) শ্রীতুলসীদেবীর নাম উচ্চারণ করিলে দেবতাগণ প্রীত হন এবং সমূহ পাপ বিনষ্ট হয় ও অক্ষয়-পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।। ১।।

স কথং তুলসী লোকৈঃ পূজ্যতে বন্দতে ন হি।
দর্শনাদেব যস্যাস্তু দানং কোটিগবাং ভবেৎ।। ২।।

যাঁহার দর্শনমাত্রেই কোটিসংখ্যক গাভী দান হইয়া থাকে, অতএব কেন সেই তুলসীদেবী মানবগণ-কর্ত্তৃক পূজিত ও বন্দিত হইবেন না।। ২।।

ধন্যাস্তে মানবা লোকে যদ্‌গৃহে বিদ্যতে কলৌ।
শালগ্রামশিলার্থং তু তুলসী প্রত্যহং ক্ষিতৌ।। ৩।।

কলিকালে পৃথিবীতে প্রত্যহ শালগ্রামশিলা-পূজার নিমিত্ত যে গৃহে তুলসীদেবী বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহলোকে সেই মানব ধন্য।। ৩।।

তুলসীং যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তে করপল্লবাঃ।
কেশবার্থং কলৌ যে চ রোপয়ন্তীহ ভূতলে।। ৪।।

কলিকালে এই ভূলোকে যাঁহারা কেশবের প্রীতির নিমিত্ত শ্রীতুলসীদেবীকে রোপণ এবং চয়ন করেন, তাঁহাদিগের সেই হস্তসমূহ ধন্য।। ৪।।

কিং করিষ্যতি সংরুষ্টো যমপি সহ কিঙ্করৈঃ।
তুলসীদলেন দেবেশ পূজিতো যৈ দুঃখহা।। ৫।।

যাঁহারা তুলসী-পত্রদ্বারা দুঃখহারী দেবেশকে পূজা করেন, কিঙ্করগণের সহিত সংক্রুদ্ধ যমও তাঁহাদিগের কি করিতে পারেন ?? ৫।।

তীর্থযাত্রাদিগমনৈঃ ফলৈঃ সিধ্যন্তি কিং নরাঃ।
স্নানে দানে তথা ধ্যানে প্রাশনে কেশবার্চ্চনে।
তুলসী দহতে পাপং কীর্ত্তনে রোপণে কলৌ।। ৬।।

কলিকালে মানবগণ তীর্থযাত্রাদি-গমন-ফলদ্বারা কি বা প্রাপ্ত হন, কিন্তু স্নানে, দানে, ধ্যানে, ভোজনে, কেশবার্চ্চনে, কীর্ত্তনে ও রোপণে তুলসীদেবী সমস্ত পাপ দহন করেন ।। ৬।।

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়ে।
কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে।। ৭।।

হে কেশবপ্রিয়ে তুলসি! তুমি সর্ব্বদা অমৃতজন্মা অর্থাৎ অমর। আমি কেশবের সেবার নিমিত্ত তোমাকে চয়ন করিতেছি। হে শোভনে! আমার প্রতি বরদায়িনী হও।। ৭।।

ত্বদঙ্গসম্ভবৈর্নিত্যং পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি।। ৮।।

হে পবিত্রাঙ্গি, মলবিনাশিনি! কলিকালে আপনার অঙ্গজাত (তুলসীপত্র)-দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে পারি, সেইপ্রকার অনুগ্রহ বিধান করুন।। ৮।।

মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্য্যাদ্বিচিত্য তুলসীদলম্।
পূজনং বাসুদেবস্য লক্ষকোটিগুণং ভবেৎ।
প্রভাবং তব দেবেশি গায়ন্তি সুরসত্তমা।। ১০।।

এই মন্ত্রদ্বারা যিনি তুলসীপত্র চয়ন করিয়া বাসুদেবের অর্চ্চন করেন, তাঁহার

লক্ষ-কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে দেবেশি! শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।। ১০।।

মুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ পাতালে নাগরাট্ স্বয়ম্।
প্রভাবং তব দেবেশি গায়ন্তি সুরসত্তমাঃ।। ১১।।

হে সুরেশ্বরি! মুনিগণ, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ, পাতালস্থিত স্বয়ং নাগরাজ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবগণ আপনার মাহাত্ম্য গান করেন।। ১১।।

ন তে প্রভাবং জানন্তি দেবতাঃ কেশবাদৃতে।
গুণানাং পরিমাণন্তু কল্প-কোটিশতৈরপি।। ১২।।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেবতাগণ আপনার প্রভাব অবগত নহেন এবং তাঁহারা শতকোটীকল্পেও আপনার গুণের পরিমাণ করিতে সমর্থ নহেন।। ১২।।

কৃষ্ণানন্দাৎ সমুদ্ভূতা ক্ষীরোদমথনোদ্যমে।
উত্তমাঙ্গে পুরা যেন তুলসী বিষ্ণুনা ধৃতা।। ১৩।।

ক্ষীরসমুদ্র-মথনকালে পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ হইতে আপনি সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীবিষ্ণু আপনাকে শিরোদেশে ধারণ করিয়াছিলেন।। ১৩।।

প্রাপ্যৈতানি ত্বয়া দেবি বিষ্ণোরঙ্গানি সর্ব্বশঃ।
পবিত্রতা ত্বয়া প্রাপ্তা তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্।। ১৪।।

শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বাঙ্গে স্থানলাভ করিয়া আপনি পরমপাবনী হইয়াছেন। অতএব হে তুলসীদেবি! আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি ।। ১৪।।

তদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরুষ্ব মেঽবিঘ্নং যতো যামি পরাং গতিম্।। ১৫।।

যাহাতে আমার অঙ্গসম্ভূত পত্রসমূহদ্বারা আমি নিত্য শ্রীহরির পূজা করিতে পারি এবং নির্ব্বিঘ্নে পরমা গতি লাভ করিতে পারি, তাহা বিধান করুন।। ১৫।।

রোপিতা গোমতী-তীরে স্বয়ং কৃষ্ণেন পালিতা।
জগদ্ধিতায় তুলসী গোপীনাং হিতহেতবে।। ১৬।।

গোপীবৃন্দের হিতকামনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোমতী-তীরে আপনাকে রোপণ করিয়া পালন করিয়াছিলেন।।১৬।।

বৃন্দাবনে বিচরতা সেবিতা বিষ্ণুনা স্বয়ম্।
গোকুলস্য বিবৃদ্ধ্যর্থং কংসস্য নিধনায় চ।। ১৭।।

শ্রীগোকুলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং কংসের নিধনের জন্য স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ আপনার সেবা করিয়াছেন।। ১৭।।

***

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

চিৎ ও জড়ে সমন্বয় অসম্ভব

কোন খ্রীষ্টিয়ান্ পণ্ডিত একখানি ইংরাজী পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সহিত ধর্ম্মভাবের সামঞ্জস্য যে-প্রকার উচ্চজীবন-প্রার্থীদিগের নিকট গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে এমন আর কিছুই নহে। সদসৎ নির্দ্ধারিণী বুদ্ধি কি-প্রকারে মানবের জড়মূলক সিদ্ধান্তের সহিত একত্রাবস্থান করিতে পারে এবং কিরূপেই বা মনুষ্যের উচ্চ অর্থাৎ অপ্রাকৃত জীবন জড়বিজ্ঞান-নির্দ্ধারিত মানবের জড়মূলত্বসাধক সিদ্ধান্তের সহিত যুগপৎ স্বীকৃত হইতে পারে, এই দুইটী প্রমেয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের হৃদয়কে অবশ্য উদ্বিগ্ন করিতে থাকিবে। পারমার্থিক-বুদ্ধি এবং জড়-বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি এতদুভয়ের মধ্যে একটী বিবদমান ভাব আছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জীবননির্ণয়-স্থলে এই বিবদমান ভাবটী নিত্যবর্ত্তমান, প্রেমচেষ্টাস্থলে জ্ঞানচেষ্টাকে স্থাপন করিবার বাসনা হইতে উৎপন্ন হয়।

জীব জড়বস্তু হইতে পৃথক্ ও ইচ্ছাশক্তি চালনে সমর্থ

নরজীবনের জড়মূলত্ব সাধকভাবে সদসৎ বিচার এবং ধর্ম্মভাবের সহিত তাহার কতদূর সম্বন্ধ ইহা স্থির করিতে গেলে যে কোন প্রকার লাভ হইবে না, তাহা নয়। বরং সমস্ত মানবের পক্ষে এই অনুসন্ধানটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে একাল পর্য্যন্ত যতপ্রকার সামাজিক ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সমুদয়ই একটী বিশ্বাসের উপর অবস্থিত। বিশ্বাসটী এই যে, মানব একটী আধ্যাত্মিক পদার্থ এবং তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে মানসিক ও শারীরিক শক্তি চালন করিতে সক্ষম। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিশ্বাসকে দূর করিয়া তাহার স্থলে সেই বিশ্বাস হইতে বিলক্ষণ আর একটী বিশ্বাসকে আনিয়া স্থাপন করিতে চান।

জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি অত্যন্ত অসম্ভব

তাঁহার প্রস্তাবিত ভাব এই যে, মন এবং শরীরের শক্তিসমূহ হইতে একটী জড়যন্ত্রের ন্যায় মানব সৃষ্ট হইয়াছে। এই দুইটী ভাবের অত্যন্ত পার্থক্য লক্ষিত হইবে। শেষোক্ত ভাবটী স্বীকার করিতে গেলে ধর্ম্ম ও সৎকারের প্রাচীন মন্দির কেবল ভগ্ন করিয়া ফেলা হয় এমত নয়, কিন্তু তাহাদের প্রতীতি অমূলক ছবির ন্যায় এককালে তিরোহিত করিয়া দেওয়া হয়। সদসৎ চিন্তা, বিচার, দয়া, আশা এবং ক্ষমা—যাহা সম্প্রতি আমাদের সত্ত্বায় গম্ভীর সত্যরূপে প্রতীত আছে সে-সমস্ত এককালে খপুষ্পের ন্যায় অমূলক প্রতিচ্ছায়াভাবে পরিণত হইয়া পড়ে। সল্লোক ও অসল্লোকের মধ্রে পার্থক্যবুদ্ধি একেবারে উঠিয়া যায়। নরভোজী রাক্ষস এবং পরোপকারী যীশুখ্রীষ্ট

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

উভয়ই জড়ীয় পূর্ব্বভাবের জড়সন্ততিরূপে প্রতীয়মান হয়। তাহার মাধ্যাকর্ষণবল-নিক্ষিপ্ত পর্ব্বত হইতে নিপতিত প্রস্তর ফলকের ন্যায় জড়দ্রব্যবিশেষ হইয়া পড়ে, তাহাদের প্রশংসা ও নিন্দা এবং তাহাদের প্রতি রাগ-দ্বেষ কিছুই আবশ্যক হয় না। ডারউইন্, টিণ্ডল, হ্যাক্সলি প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পুরুষগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, তাহাদের মত এইরূপ বিকৃত সিদ্ধান্তকে ভয় করে না।

তর্কস্থলে বিজ্ঞান ও আত্মার অবিরোধ হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বী

নরজীবনের অন্তরঙ্গ রহস্য নির্ণয়স্থলে প্রাগুক্ত জড়মূলক মতকে সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই। মনুষ্য যে কেবল জড়জাত যন্ত্রবিশেষ ইহাই মাত্র মানিয়া লইতে হয়, ইহা না মানিলে আর জড়বাদীদিগের অগ্রগামী হইবার পথ দেখা যায় না। এস্থলে সরল জিজ্ঞাসুদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা জড়বাদীদিগকে তাহাদের নিজ সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বিচার করিতে বাধ্য করান এবং তাহাদের নিকট হইতে স্পষ্টবাক্যে আমরা সত্য বলিলাম কিনা ইহার উত্তর গ্রহণ করুন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লুএলিন্ ডেভিস নিজ প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

মনে করা যাউক যে বিজ্ঞান এবং আত্মার তত্ত্বের বিরোধ না থাকিলেও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে।

জড়বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা আত্মতাত্ত্বিক শ্রদ্ধেয়

এখন দেখা উচিত, ইঁহাদের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধার উপর কাহার বিশেষ অধিকার। উভয়কে সমান সম্মান দিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম ; কিন্তু তাহা আমরা করিতে পারি না। যখন জড়বাদিগণ বিজ্ঞানকে অধিক সম্মান দেওয়া উচিত এরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন আমাদের এরূপ প্রশ্ন করা অনধিকার চর্চ্চা নয়। তাঁহাদের বিজ্ঞান তাঁহাদের অপ্রাকৃত জীবন-সম্বন্ধীয় কোন ভাবেরই আভাস দেয় না। কেবল ক্রমোৎপত্তি, শক্তির রূপান্তরতা, স্বভাবের গতি ও সিদ্ধক্রম—এই সকল শব্দ ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল ভাবের প্রতি আদর তাঁহারা নিজেই করিয়া থাকেন। এই সকলকে তাঁহারা সুন্দরতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, অথচ তাঁহারা নিজেই কিছু বুঝিতে পারেন না। এইসকল তত্ত্বের অনুশীলন প্রয়াসে তাঁহারা অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী আমরা এইরূপ বিশেষ ব্যক্তি-সিদ্ধান্তের বাক্যকে অনাদর করি না, কিন্তু জড়বাদীদিগের বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখীন হইলে তাহার প্রতি কোনপ্রকার বিশেষ আদর প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা স্পষ্টই বলিয়া থাকি যে, বিজ্ঞান বৈশারদী বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মতত্ত্বের প্রতি আমাদের ভক্তি অধিক।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

আত্মতত্ত্ব পারমার্থিক ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন

আমাদের বিবেচনায় আসল প্রশ্ন এই যে, বৈকুণ্ঠ হইতে প্রেরিত আলোক তাঁহারা অবলম্বন করিবেন কি না? এখনকার কথা এই যে, তুমি বিজ্ঞানের অনুগত হইবে, না আত্মজ্ঞানের অনুগত হইবে? বিজ্ঞান বিগত-ব্যাপার এবং নিম্নগত ব্যাপারসকল লক্ষ্য করে। কিন্তু আত্মতত্ত্ব জীবের ভাবী ব্যাপার এবং ঊর্দ্ধগতির প্রতি দৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়-গৃহীত ব্যাপারসকল অনুসন্ধানপূর্ব্বক দেখিয়া থাকেন যে, বস্তু-সকলের কিরূপে ক্রমবিবর্ত্ত হইয়াছে। কিন্তু আত্মজ্ঞান পারমার্থিক জীবনের অমৃত পান করত কাব্য এবং শিল্প রচনা করিতে সক্ষম হন।

লুএলিন্ ডেভিসের মত শুদ্ধ নহে

লুএলিন্ ডেভিসের কথাগুলি সুন্দররূপে সজ্জিত হইলেও আমরা ইহাতে অনেক বিতর্কের স্থল পাই। ইহার সর্ব্বত্র এই কথাগুলি লক্ষিত হয়—যদিও আত্মজ্ঞান বিজ্ঞান অপেক্ষা কাব্য, শিল্প ও সামাজিক ভাবও ধর্ম্মপ্রসূত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধার উপর অধিক দাবী করিতে পারে, তথাপি জীবনের বৈজ্ঞানিক ভাব আমাদের কিছু না কিছু শ্রদ্ধার উপর দাবী রাখে, কেন না ইহা সত্য।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত সুতরাং হেয়

আমরা স্থির করি যে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আমাদের শ্রদ্ধার্হ হওয়া দূরে থাকুক, নিতান্ত হেয়। কেননা, যাহাকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলেন তাহাতে বিজ্ঞান-লক্ষণ কিছুই নাই। তাহাতে কতকগুলি কথা আছে যাহা প্রমাণিত হয় নাই এবং প্রমাণ হইবার যোগ্য নয়। দেখ, নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের আসল কথা কি? তাহাদের আসল কথা এই যে, মানবের আধ্যাত্মিক সত্তা নাই, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র এবং ইতিহাসের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে তাহার কোন কার্য্য নাই। খ্রীষ্টের কোন অনুগত গোস্বামী বলেন যে, খ্রীষ্টপ্রেমদ্বারা আমি এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্রমোৎপত্তি-সাধক বৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন তাহা নয়। হে খ্রীষ্টিয়ান, তোমার বিশ্বাস শুদ্ধ ভ্রম। তোমার খ্রীষ্টপ্রেম বৈদ্যুতিক সংবাদদাতার কার্য্য সম্বন্ধের ন্যায় সাংসারিক কার্য্যের নিতান্ত গৌণ কর্ত্তামাত্র। সুখ-দুঃখ, অশ্রু ও হাস্য, বিশ্বাস, আশা, উচ্চাভিলাষ এবং প্রেম ইহারই সামাজিক কার্য্যের গৌণ নিয়ন্তা।

ক্রমোৎপত্তিবাদের যুক্তি-খণ্ডন

ন্যায়মতে বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মানবজাতির বিশ্বাসের উপর এরূপ দাবীর হেতু কি, দেখা যাউক। আজকাল যাহাকে বৈজ্ঞানিক-জগৎ বলা হইয়াছে, তাহা ডারউইনের ক্রমোৎপত্তি সিদ্ধান্তের চরণে এতদূর সাষ্টাঙ্গ প্রণত যে, ডারউইনের সিদ্ধান্তটী যে একটী মতবাদমাত্র তাহা দেখাইতে হইলে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

বিশেষ সাহসের প্রয়োজন। ডারউইনের পরমভক্তগণ যে যে কথা স্বীকার করিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহাদের আজও প্রমাণের বিশেষ অভাব। কেবল এইমাত্র তাহা নহে—প্রমাণ চিরদিনই অভাব থাকিবে। এক জাতীয় বস্তু হইতে বহু জাতীয় আকৃতি ও বর্ণ কৃত্রিম উৎপত্তির দ্বারা হইতে পারে, দেখিয়া তাঁহারা এই স্থির করিয়াছেন যে, কোন মূল আকার হইতে আকার-বৈচিত্র্য জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতি কখনই দুইটী সর্ব্বপ্রকারে সমান বস্তু উৎপন্ন করেন না। বৃক্ষের এক পত্রের ন্যায় অন্য আর এক পত্র সে বৃক্ষে দেখা যায় না। কোন জন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাহার মাতা বা পিতার সমান হয় না। এই অতাত্ত্বিক ঘটনাগুলি দৃষ্টি করিয়া মালিগণ, পশুপালকগণ এবং তাহাদের ন্যায় অনেকেই বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত একজাতীয় বস্তু হইতে বহুপ্রকার আকৃতিশালী বস্তু অর্থাৎ উদ্ভিদ ও জন্তু উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত দুই জাতীয়কে একত্র করিয়া পৃথক্ জাতি নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হন নাই। মানব সৃষ্টির পর ক্রমোৎপত্তির কোন কার্য্য দেখা যায় না—একথা ক্রমোৎপত্তিবিদ্ পুরুষেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে, বহুকাল বিগত না হইলে একটী নূতনজাতীয় বস্তু উৎপত্তি হয় না, সুতরাং নূতন জাতি দর্শনের আশা এত শীঘ্র করা উচিত নয়। এখন কথা হইল যে—প্রতিদিবসের প্রতিঘণ্টার এবং প্রতি-মুহূর্ত্তের ঘটনাসকলে বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক একটী অদৃষ্ট-ফল-মতবাদ স্বীকার কর, যাহার স্বভাব বিচার করিলে তাহাকে প্রমেয় বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

***

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

প্রশ্ন— কে ভজনরহস্য জানিতে পারে?

উত্তর— শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ বিশ্রম্ভ-সেবকই ভজনরহস্য জানিতে পারেন।

যাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতি আছে, সেই গুরুনিষ্ঠ ভক্তই বিশ্রম্ভ-সেবক। শ্রুতি বলেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।

ভগবানে যেরূপ অচলা ভক্তি, সেইরূপ অচলা ভক্তি যাঁহার গুরুতে আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হয়।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

প্রঃ— আমরা কি ক'রে বল পাব?

উঃ— শ্রীগুরুদেবের সেবা আদর ও প্রীতির সহিত কর্‌লে হৃদয়ে প্রচুর বল আস্‌বে। গুরুসেবা ও নামসেবাদ্বারাই ভক্তিবল লাভ হবে।

প্রঃ— কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতে যাহা করা যায়, তাহা কি ভক্তি?

উঃ— কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মনের বৃত্তি। তাহা আত্মার বৃত্তি বা আত্মধর্ম্ম নহে। কর্ত্তব্য-বুদ্ধির ক্রিয়া মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের উপর, আর ভক্তির ক্রিয়া আত্মার ভূমিকায়। যাহা out of pure love নয়, তাহা শুদ্ধভক্তি নয়। প্রীতির সহিত যাহা করা যায়, তাহাই শুদ্ধভক্তি।

আত্মার বৃত্তি বা ধর্ম্ম হ'ল ভক্তি, আর মনের বৃত্তি বা ধর্ম্ম হ'ল কর্ত্তব্যবুদ্ধি। আত্মধর্ম্মই একমাত্র মঙ্গলের রাস্তা।

প্রঃ— অন্যাভিলাষ কি?

উঃ— জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণই করিব—এইরূপ ইতর অভিলাষই অন্যাভিলাষ।

প্রঃ— তৃণাদপি সুনীচতা কি?

উঃ— জাগতিক সুখ ও দুঃখকে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে disown করার যে policy, তাহাই তৃণাদপি সুনীচতা।

'তরোরিব সহিষ্ণুনা' বাক্যের সার্থকতা জীব তখনই বুঝ্‌তে পার্‌বে—যখন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-চেষ্টা হ'তে নিবৃত্ত হ'য়ে আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হবে।

প্রঃ— কর্ত্তাভিমান কিসে যাবে?

উঃ— তৃণাদপি সুনীচ হও অর্থাৎ নিজেকে ভগবৎসেবক ব'লে জান, তা' হ'লে কর্ত্তাভিমান আদৌ থাক্‌বে না। তখন সানন্দে হরিনাম কর্‌তে পার্‌বে। মন্ত্রসিদ্ধি হ'লে তখন আর অহঙ্কার থাকে না এবং সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করার সৌভাগ্য হয়।

প্রঃ— জীবের মঙ্গল কখন হয়?

উঃ— বাস্তব সত্যই তখনই আমাদের করায়ত্ত হয়, যখনই আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করি—গুরুর হ'য়ে কৃষ্ণ-সেবাকে জীবন করি।

প্রঃ— কৃষ্ণ কাহার প্রার্থনা শুনেন?

উঃ— হে কৃষ্ণ, আমি তোমার নিকট থেকে আমার নিজের কোন সুখ চাই না। তোমার যা ইচ্ছা, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। তা'তে যদি আমার কষ্টও হয়, তাহাই আমার সুখ। মঙ্গলময় আপনার ব্যবস্থায় কোন অমঙ্গল নাই। এরূপভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'লেই কৃষ্ণ তাঁ'র সেবকের নিবেদন গ্রহণ করেন, নতুবা গ্রহণ করেন না।

প্রঃ— প্রকৃত শিষ্য কে?

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

উঃ— ভগবান্ কৃষ্ণ আমার মঙ্গলের যাবতীয় ভার যাঁর করে অর্পণ ক'রেছেন, সেই গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে যদি আমি পূর্ণ শরণাগত হ'তে পারি, তবেই আমি প্রকৃত শিষ্য।

শ্রীগুরুদেব আমার মঙ্গলের জন্য যে ব্যবস্থা করেন, তাহা নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য, ইহাই প্রকৃত শিষ্যের বিচার ; নতুবা অমঙ্গল অনিবার্য্য।

যিনি ভোগী না হ'য়ে ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়-ভোগ না ক'রে গুর্ব্বানুগত্যে সতত ভগবৎ-সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য।

এ জগতের সবই গুরুসেবার উপকরণ—সবই কৃষ্ণ-সেবার বস্তু ; গুরু-সেবার উপকরণে ভোগবুদ্ধি হ'লে মঙ্গল হ'বে না—প্রত্যেক বস্তুতে গুরু-দর্শন না হ'লে অমঙ্গল অনিবার্য্য, প্রকৃত শিষ্য ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে সতত গুরু-কৃষ্ণ-সেবাকেই জীবন করেন।

প্রকৃত শিষ্য অন্তরে বাহিরে গুরু-দর্শন করেন। শিষ্য নিজেকে লঘু জানিলেও তাঁর লঘুদর্শন বা ভোগ্যদর্শন নাই। গুরু ছাড়া এ জগতে আমার আপন বল্‌তে আর কেহ নাই, এই সুবুদ্ধি নিষ্কপট শিষ্যের থাকেই। প্রকৃত শিষ্য গুরুদাস-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত এবং গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধিবিশিষ্ট। গুরুতে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও সহজ প্রীতি।

প্রকৃত শিষ্য গুরুকে পরমাত্মীয়রূপে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে, প্রীত্যাস্পদরূপে, নিত্য প্রভু, নিত্য সেব্য এবং জীবন-সর্ব্বস্ব ব'লে জানেন।

শিষ্য জানেন যে, শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও তাঁহার অভিন্ন মূর্ত্তি বা প্রকাশ-বিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণদাস্যলাভের সম্ভাবনা নাই। যাঁরা গুরুর দাস্য বা সেবা করেন, তাঁরাই প্রকৃত বৈষ্ণব বা প্রকৃত শিষ্য, আর বাদবাকী সকলেই অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা—সোজা কথায় ভোগী হ'বার বাসনাযুক্ত। কিন্তু মানুষ ভোগী হ'তে পারে না।

প্রঃ— এক জন্মে সিদ্ধি কি ক'রে হ'বে?

উঃ— স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শরণাগত হ'য়ে নিষ্কপটে ভজন কর্‌লে এক জন্মেই সিদ্ধি হবে।

প্রঃ— ভগবান্‌কে জান্‌বার উপায় কি?

উঃ— শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে ভগবানের কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুন্‌তে হ'বে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপত্তি ব্যতীত ভগবান্‌কে জান্‌বার অন্য উপায় নাই। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হন, তিনিই ভগবান্‌কে জান্‌তে পারেন।

প্রঃ— ভীষণ নামাপরাধ কি?

উঃ— শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধিই মারাত্মক অপরাধ, ভীষণ নামাপরাধ। গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি হ'লে কোটী জন্মেও আমাদের মঙ্গল হ'বে না। তখন নানা বিঘ্ন এসে

[২] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

আমাদিগকে অভিলাষ-সাগরে ভাসাইয়া বিপন্ন কর্‌বে। এক শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আর কেউ আমাদিগকে দুঃসঙ্গের হাত হ'তে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি থাকার জন্যই জীব তৎপাদপদ্মে আত্মনিবেদন কর্‌তে পার্‌ছে না।

প্রঃ— আচার্য্য কি করেন?

আচার্য্য ভগবানের সংবাদ-বাহক। তিনি বৈকুণ্ঠের সংবাদ আমাদের কাছে এনে দেন। গুরুমুখবিগলিত সেই বৈকুণ্ঠ-সংবাদ কেবলমাত্র সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। পূর্ণ শরণাগত হ'লে আচার্য্যের কৃপায় সবই পাওয়া যাবে। বৈকুণ্ঠের লোক ছাড়া বৈকুণ্ঠের কথা ঠিক ঠিক কেহ বল্‌তে পারে না। যিনি কলকাতা দেখেছেন, তাঁর কাছেই কলকাতার কথা শুন্‌তে হ'বে, তবেই খাঁটি সংবাদটা পাওয়া যাবে।

প্রঃ— সন্ন্যাস কাহাকে বলে?

উঃ— অনুক্ষণ হরিভজনই প্রকৃত সন্ন্যাস। ভগবদ্ভক্তের সন্ন্যাস—ভুক্তি ও মুক্তির সহিত। ভক্তগণ ভোগ-কামনা ও মুক্তি-কামনার সহিত সন্ন্যাস করিয়া ভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় করেন।

প্রঃ— সাধুর কাজ কি?

উঃ— সাধুর কার্য্য হচ্ছে—Absolute এর touch এ (ভগবানের সংস্পর্শে) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই থাকা। এরূপ Living source বা জীবন্ত সাধুর সঙ্গ হ'লে—তাঁর কাছে হরিকথা শুন্‌লে ভগবানে বিশ্বাস নিশ্চয়ই হ'বে এবং সেবাপ্রবৃত্তিও জাগ্‌বে। সাধু হ'বার জন্যই সাধুসঙ্গ কর্‌তে হ'বে। প্রণত বা শরণাগত হ'য়ে সাধুসঙ্গ কর্‌লে সমস্ত অসুবিধা নিশ্চয়ই কেটে যাবে। নিজের আশ্রিত বা সঙ্গীকে নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী করাই সাধুর কাজ। সাধুসঙ্গ জিনিষটী Batteryর actionএর মত। জগতের বহির্ম্মুখ লোককে ভগবানের প্রতি উন্মুখ করাই সাধুর কার্য্য এবং ইহাই প্রকৃত জীবে দয়া। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'লে মঙ্গল হ'বেই হ'বে। প্রণত হ'য়ে সাধুর কথা শুন্‌তে হ'বে এবং সেইভাবে সেবাময় জীবন যাপন কর্‌তে হ'বে, তবেই প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গ হ'বে। আমাদের মত বদ্ধ জীবগণকে মায়ার হাত হ'তে উদ্ধার করাই সাধুর কার্য্য। **(ক্রমশঃ)**

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৬ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীকৃষ্ণ সেই তত্ত্বদর্শী গুরুদেবকেই নিজস্বরূপ ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেৎ কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।"

শ্রীগুরুদেবই স্বয়ং কৃষ্ণ—এই বিচার নয়। যারা করেন, তারা পাষণ্ডী, নারকী ব'লে শাস্ত্রে বলা হ'য়েছে। ভগবান্ এবং ভগবৎপরিকর অভিন্নতত্ত্ব, কিন্তু তাই ব'লে একই বস্তু নন। ভগবৎপরিকর—ভগবৎসেবাবিধানকারী ; আর গুরুদেব—ভগবৎসেবাপ্রকাশক। সুতরাং ভগবৎপরিকরেই সেই গুরুত্ব নিহিত আছে।

"যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।।"

সূর্য্য থেকে যেমন সূর্য্যের আলো ভিন্ন ক'রে নেওয়া যায় না, সেইহেতু অভিন্ন, তেমনই ভগবান্ আর শ্রীগুরুদেব। আবার সূর্য্যের অধীনই যেমন তার আলো, তেমনই শ্রীগুরুদেব ভগবদধীন তত্ত্ব—তাঁর সেবকতত্ত্ব। এজন্য শাস্ত্রে গুরুদেবকে অভিন্ন কৃষ্ণ বলা হ'য়েছে। "শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতাসহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তম-ত্বেনৈব মন্যন্তে।।"

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।"
"গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।।"

সুতরাং সর্ব্বত্রই ত' বলা হচ্ছে—গুরুদেব ভগবৎপ্রিয়তম জন—এইজন্যই তাঁর ভগবদভিন্নত্ব। শ্রীল প্রভুপাদ তাই ব'লেছেন,—"বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি শ্রীকৃষ্ণ। আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম।" এইজন্যই বলা হচ্ছে তিনি কৃষ্ণস্বরূপ—স্বয়ং কৃষ্ণ নন। কেন কৃষ্ণস্বরূপ? কারণ, "কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে।" "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাদ ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম স্বয়ং বৃহৎ তত্ত্ব। আবার, তিনি তাঁর আশ্রিত তত্ত্বকে বৃহত্ত্ব প্রদান করেন, তাই তিনি ব্রহ্ম। বৃহতের সান্নিধ্যে ক্ষুদ্রত্ব দূরীভূত হয়—যেমন আলোর প্রভাবে অন্ধকার বিদূরিত হয় তদ্রূপ।

"কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া—অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।।"
"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়িদৃষ্টেঽখিলাত্মনি।"

ভগবৎসান্নিধ্যে জীবের যাবতীয় অবিদ্যার হৃদয়গ্রন্থি দূর হ'য়ে যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়—সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হ'য়ে যায়। এইভাবে জীবের যত ক্ষুদ্রত্ব, লঘুত্ব, সব দূর হ'য়ে যায়। আর কৃষ্ণের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ যে গুরুত্ব, তা সেই জীবে সঞ্চারিত হয়। "পরম দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তারা হইল পতিতপাবন।" তখন 'নগ্ন-মাতৃকা'-ন্যায়ে তাঁর পূর্ব্ব ক্ষুদ্রত্ব বিচার ক'রলে অপরাধ হয়।

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।।"

আপতদর্শন দিয়ে গুরুত্ব নির্ণীত হয় না—স্বরূপধর্ম্মের প্রকাশেই গুরুত্ব প্রকাশিত হয়। তাই বলা হ'য়েছে 'শূদ্র কেনে নয়।' ভগবদ্ভক্ত কি শূদ্র? কখনই নয়।

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্ত জনার্দ্দনে।।"

অত্রি ঋষি এই বিচারটী পরিষ্কার ক'রে দি'য়েছেন,—ভগবদ্ভক্তগণকে কখনই শূদ্র বলা যাবে না, তাঁরা সকলে ভাগবত—পারমার্থিক বিপ্র। তাঁদের মধ্যে ত' কোনপ্রকার শোক-ধর্ম্ম নাই। কিন্তু 'শোচনাৎ ইতি শূদ্রঃ।' তাই সর্ব্বশোক-পরিমুক্ত ভাগবতগণকে শূদ্র ব'ললে মহা অপরাধ হয়। তবে কা'দেরকে শূদ্র বলা যাবে? "সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্ত জনার্দ্দনে।" ভগবানের প্রতি যাদের ভক্তি হয়নি, মতি লাভ হয়নি, তারা সবসময় শোক-মোহ-ভয়গ্রস্ত, অতএব তারা শূদ্র। ভগবদ্ভক্তিই ত' একমাত্র 'শোক-মোহ-ভয়াপহা', তাঁকে অবলম্বন না ক'রলে জীবের শূদ্রত্ব যায় না। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ভাগবতগণের মধ্যে সে-সব ক্ষুদ্রত্বের স্থান নাই। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা মানে কি Theoritical কিছু? যাবতীয় সমস্ত Theory ঠোঁটস্থ ক'রে রাখলাম, কিন্তু হৃদয়স্থ হয়নি কিছুই, বা আংশিক হ'য়েছে—কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা কি সেইরকম কিছু? না, কৃষ্ণতত্ত্বে যিনি সুদৃঢ়ভাবে Practical, কেবল Theory মাত্র নয়, সহজভাবে তাতে অভ্যস্ত, প্রতিষ্ঠিত—যাঁর কথায়, আচরণে কোন বিরোধ নাই—কৃষ্ণৈকশরণ যাঁর স্বরূপলক্ষণ, তাঁর কথাই বলা হ'য়েছে। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃষ্ণসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত—Adjusted, dovetailed। তাই সেখানে ষড়্বেগের কোন disturbance নাই।

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থ-বেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।"

যিনি এই ষড়্বেগজয়ী, তিনি জগদ্‌গুরু। রেচক, পূরক, কুম্ভক, যম, নিয়ম,

প্রাণায়াম ক'রে, ইন্দ্রিয়গুলিকে Totaly disengage ক'রে ষড়্বেগ দমনের কথা নয়—ইন্দ্রিয়গুলিকে ক'রে ষড়্বেগদমন, সেটীই যথার্থ।

"যমাদিভিঃ যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বদ্ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।।"

সুতরাং কৃষ্ণভক্তই যথার্থ ষড়্বেগজয়ী, তাঁরাই প্রকৃত জগদ্গুরু।

'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্'—শ্রীকৃষ্ণই মূল জগদ্গুরু, তাঁর গুরুত্বে সকলের গুরুত্ব। তিনি অন্যকে গুরুত্ব প্রদান করেন।—

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।।
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ।।"

এইভাবে ভগবান্ তাঁর আশ্রিতগণকে শক্তিসঞ্চার ক'রে গুরুরূপে জীবকল্যাণের জন্য জগতে প্রেরণ করেন। ভগবৎশক্তি-সঞ্চারিত না হ'লে জীবের গুরুত্ব লাভ হয় না—লঘু জীব ভগবৎশক্তি-অভাবে বিষয়-তরঙ্গে নিমগ্ন হ'য়ে পড়ে। ভগবৎশক্তিলব্ধ গুরুর তা' হয় না। এইজন্যই ব'লছেন,—'কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।" শ্রীল প্রভুপাদ তাই এইপ্রসঙ্গে ব'লেছেন,—"হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবে দয়াবিশিষ্ট হও। হিংসা করার জন্য গুরুগিরি করো না। নিজে বিষয়ে ডুবে যা'বার জন্য গুরুগিরি করো না। কিন্তু যদি তুমি আমার নিষ্কপট ভৃত্য হ'তে পার, আমার শক্তি লাভ ক'রে থাক, তাহলে তোমার কোন ভয় নাই।" অর্থাৎ নিষ্কপট ভগবদ্ভক্তেই ভগবৎশক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তি লাভ না হ'লে তখন জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীবহিংসা হ'য়ে যায়। জীবহিংসা মানে? প্রভুপাদ ব'লছেন,—"জীবহিংসা-শব্দে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাঁহাদের মন রাখিয়া কথা বলা।" অর্থাৎ শাস্ত্রের নিরপেক্ষ সত্য কথা গোপন ক'রে মনোধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়ে জীবের বুভুক্ষুতা বা মুমুক্ষুতায় ইন্ধন যোগানোই জীবহিংসা। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—তারা সব অন্যাভিলাষী, অশরণাগত, আরোহবাদী। তাঁরা গুরু-সজ্জায় ভীষণ জীবহিংসা করেন। কর্ম্মপ্রয়াস, জ্ঞানপ্রয়াস বা যোগপ্রয়াসে জীবের আত্মধর্ম্ম বিকশিত হ'বার ত' কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁরা অবৈষ্ণব। তাঁরা অনেকস্থলে যে ভগবান্ বিষ্ণুকে স্বীকার করেন, তা কেবল সুবিধা লাভের জন্য। বিষ্ণুকে যাঁরা তাৎকালিক, সোপাধিক বিচার করেন—তাঁদের শ্রীবিষ্ণুকে স্বীকার মূল্যহীনই ব'লতে হবে। পঞ্চোপাসনা-মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা দেখা যায়, তাঁর ত' কোন নিত্যতা নাই। তাঁরা বিষ্ণুর সাথে নিজের নিত্য সম্বন্ধটা বুঝেন না—নিত্য বিষ্ণুদাসত্বের পরিচয় স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁদের বৈষ্ণবতা—বিদ্ধ বৈষ্ণবতা। পঞ্চোপাসকগণ সকলেই নির্ব্বিশেষ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মের সবিশেষতাকে মায়িক গুণের অধীন ব'লে তাঁরা বিচার করেন। সুতরাং তাঁরা অপরাধী—"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। যমদণ্ড্য নাহি আর ইহার উপর।।" তাঁদের স্বরূপতঃ যে বৈষ্ণব-পরিচয়, তা আচ্ছাদিত থাকে। সেইজন্য তাঁদের অমঙ্গল থেকে রেহাই নাই। সেক্ষেত্রে তাঁরা অন্যের অমঙ্গল কিভাবে দূর ক'রতে পারে? এজন্য শাস্ত্রে বলছেন,—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।।"

অবৈষ্ণব-প্রদত্ত মন্ত্রে নরকগতিই মাত্র সার হয়। সেজন্য পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকটেই যথাবিধি মন্ত্র গ্রহণ ক'রতে হয়। আর অবৈষ্ণব-গুরুর কি গতি হয়?

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।।"

যিনি শাস্ত্রকথা উল্টোপাল্টাভাবে, নিজের সুবিধামত ব্যাখ্যা করেন, আর যিনি তা শুনেন—উভয়েই অন্যায়বশতঃ অক্ষয়কাল যাবৎ নরকবাস করেন। একমাত্র ভগবদ্ভক্তিতেই জীবের সমস্ত অমঙ্গল নাশ হয়। ভগবদ্ভক্তিতেই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ সুসামঞ্জস্যভাবে একতাৎপর্য্যপর হ'য়ে অবস্থান করে, সেখানে তাদের পরস্পর কোন দ্বন্দ্ব, লড়াই নাই।

"যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।"

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ বা অন্যান্য ব্রতদ্বারা যা' যা' ভিন্নভাবে লাভ হ'য়ে থাকে, তা' সকলই আমার ভক্তগণ অনায়াসেই লাভ করে। সুতরাং ভক্তিতেই ত' সমস্ত সিদ্ধ হ'য়ে আছে—এটী ত' স্বয়ং ভগবানেরই Verdict—এতে কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। সেই ভগবদ্ভক্তি-প্রকাশক যে বৈষ্ণবগুরু, তাঁর মহিমা স্বয়ং বিষ্ণুতুল্য।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"

ভগবানে যে-প্রকার পরাভক্তি, সেইপ্রকার বৈষ্ণবগুরুতে—তিনি মহাত্মা, মহাভাগবত। শাস্ত্রের অর্থ ঠিক ঠিকভাবে তাঁর কাছেই প্রকাশিত হয়। বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের সাথে পরস্পর মধুর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে, সেইটা বুঝ্তে হবে। এইজন্যই মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ"—কথাটা এসেছে। বিষয় ও আশ্রয়তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা না থাক্লে সব গণ্ডগোল হ'য়ে গেল। বিষয়বিগ্রহ ভগবান্—সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব তদ্রূপ কোন জীব নন—তিনি সর্ব্বদেবময়—

তিনি ঈশ্বর। এই বিচার না রাখ্‌লে গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি হবে। তখন মহাবিপদ। নিজের প্রাকৃতত্ব কস্মিন্‌কালেও দূর হবে না। তজ্জন্য একটা কথা আছে—'গুরুদেবতাত্মা'। যিনি গুরুদেবকে দেবতা জ্ঞান করেন এবং আত্মা অর্থাৎ প্রিয় ব'লে জানেন—তিনিই গুরুদেবতাত্মা। গুরুদেবতাত্মা না হ'লে 'বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা' হয় না—গুরুদেবতাত্মা না হ'লে কৃষ্ণভজন হয় না।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ।।"

কৃষ্ণভজন ও গুরুসেবা—পরস্পরের এত ওতপ্রোত সম্পর্ক। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সাধুসঙ্গে স্বরূপোপলব্ধি ও পরাভক্তি

সত্য ও মিথ্যা দুইপ্রকার প্রতীতি। পরন্তু ইহাদের ফল বিপরীত অর্থাৎ সত্যের ফল যথার্থ এবং মিথ্যার ফল অযথার্থ অর্থাৎ সত্য হয় না। যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহা মনে করা মিথ্যা। যেমন, যিনি মূর্খ তাহাকে বিদ্বান্ মনে করিলে বঞ্চিত হইতে হয়। সর্ব্বত্রই এই বিচার বর্ত্তমান। সুতরাং আমি কে?—এ বিষয়ে যাহা সত্য তাহা ধারণা করিলে সত্য ফল লাভ ঘটে। যাহা আমার তাহাকে আমার বলিলে যথার্থ ফল হয় ; যাহা আমার নহে তাহাকে আমার বলিলে যথার্থ ফল হয় না। অন্য ব্যক্তির জমিতে আমার মনে করিয়া শস্য উৎপাদন করিলেও শস্যাদির অধিকারী অন্য ব্যক্তিই হইয়া থাকে, পরিশ্রম বা খরচাদি করা সার্থক না হইয়া বৃথা হইয়া যায়।

মনুষ্য ব্যতীত অন্য প্রাণীর এই বিচার করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হইয়াছে। নতুবা মিথ্যা-অভিমানী জীবকে এমন কি মনুষ্যকেও অধম বলা হইয়া থাকে। মনুষ্যেতর প্রাণী শরীর ও আত্মার পার্থক্য বুঝে না। এমন কি যে মনুষ্য ইহা বুঝে না, তাহাকে পশু আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাহারা শরীরের ধর্ম্ম আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি ক্রিয়াতেই প্রমত্ত, তাঁহারা মনুষ্য হইলেও পশু বলিয়া গণ্য হয়।

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষাম্ অধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।।

সুতরাং আত্মার ধর্ম্মই সত্য এবং শরীরের ধর্ম্মই মিথ্যা—ইহা সনাতন শাস্ত্রের বিচার। যে-সমস্ত দেশে শরীরের ধর্ম্মই মুখ্যভাবে পালিত হইয়া থাকে, সেই দেশকে মিথ্যাশ্রয়ী বলা অন্যায় হয় না। তাহাদের আহার-নিদ্রাদি ব্যাপারের উন্নতিকে প্রকৃত উন্নতি না বলিয়া মিথ্যাভূত উন্নতি বলিয়া জানিতে হইবে। তদ্দ্বারা সেই সমস্ত দেশবাসী

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

পরাশক্তি বা পরম সুখ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টা বিপরীত ফল প্রসব করে—ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

কর্ম্মণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃনাম্।। (ভাঃ ১১।৩।১৮)

রাষ্ট্রগত সমবেত চেষ্টা বা মৈথুন-ক্রিয়াগত চেষ্টা সুখ বা শান্তি লাভের পরিবর্ত্তে বিপরীত ফল বা অশান্তিই প্রদান করে ; যেহেতু তাহা মিথ্যামূলক দেহজনিত ব্যাপার। আত্মসম্বন্ধীয় সত্যবিষয়ক ব্যাপার নহে। সুবৃহৎ অট্টালিকা, মূল্যবান বিত্তসম্পত্তি, পরমপ্রিয় স্ত্রী-পুত্রাদি ধ্বংসশীল বলিয়া ইহাদিগকে প্রীতি বা আসক্তি স্থাপন করিলে অবশ্যই ভয় ও উদ্বেগ পাইতে হইবে। ইহারা যতই রূপ ও গুণসম্পন্ন হইবে, ততই অধিক পরিমাণে ভয় ও উদ্বেগ পাইতে হইবে—ইহা সত্য। অল্পমূল্যের দ্রব্য নষ্ট হইলে অল্প দুঃখ হইয়া থাকে ; কিন্তু বহুমূল্যের বস্তু বিনষ্ট হইলে কষ্টও বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। এই সমস্ত বস্তুতে মমত্ববুদ্ধিই দুঃখের কারণ। অন্যের পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার দুঃখ যেমন তত অধিক হয় না, যেহেতু তাহার প্রতি আমার বুদ্ধি করি না ; কিন্তু নিজপুত্রের প্রতি আমার বুদ্ধি থাকায় অধিক দুঃখপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ধ্বংসযোগ্য বস্তুতে মমত্ববুদ্ধিই দুঃখের কারণ জানিতে হইবে। আর তাহাতে মমত্বহীনতাই দুঃখহীনতা হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে,—

নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ।। (ভাঃ ১১।৩।১৯)

সুতরাং মিথ্যাবস্তু বা মায়িক বস্তুতে আসক্ত না থাকিয়া সত্যবস্তু বা আত্মবস্তুতে আসক্তি করাই নিত্য শান্তি লাভের একমাত্র পন্থা।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রীসদতি।। (ভাঃ ১।২।৬)

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।।
(কঠ ২।২।১৩)

জীব যখন দেহসুখচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আত্মসুখ-চেষ্টা করিতে পারে, তখনই সে সত্য বস্তুতে অভিমানী হইয়া বাস্তব সুখ লাভ করিতে সক্ষম হয়। দেহের প্রীতি বা ইন্দ্রিয়ের সুখচেষ্টা না করিয়া যখন জীব পরমাত্মা বস্তুতে মমত্ববুদ্ধিতে আসক্ত হয়, তখনই সে সত্যাশ্রয়ী হয় বলিয়া পরাশান্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। পরন্তু অর্থাৎ দেহাভিমানী বা দেহসুখরত দুঃসঙ্গে অবস্থান করিয়া আত্মবস্তুতে বা সত্যবস্তুতে আসক্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না। ভাগ্যফলে যাহাদের সৎসঙ্গ লাভ ঘটে তাহারাই আত্মতত্ত্বে আসক্ত হইতে যোগ্য হয়।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।।
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৪।৩৩)

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।।
(ভাঃ ৫।৫।২)

সঙ্গপ্রভাবে জীবের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে। অসৎসঙ্গ করিলে অসদ্বস্তুতে আসক্তি এবং সৎসঙ্গদ্বারাই সৎসঙ্গে প্রবৃত্তি জন্মায়। সিংহশাবক শিশুকাল হইতে মেষপালে থাকায় যদ্রূপ তৃণ ভক্ষণ ও মেষের ন্যায় ডাকিতে শিখিয়াছিল, তদ্রূপ চোরের সঙ্গফলে চোর এবং সাধুর সঙ্গফলে সাধু হওয়া যায়। মনুষ্য যদি দেহকে আত্মা বলিয়া মিথ্যাশ্রয়ী ব্যক্তিদিগের সঙ্গে বাস করে, তবে নিজেও মিথ্যাশ্রয়ী হইয়া সত্যভ্রষ্ট হইবে। মায়ামোহিত জীব যে আত্মবস্তু তাহা বিস্মৃত হইয়া ধ্বংসশীল দেহকেই নিজস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করে তাহা নিজে নিজে বুঝিতে পারে না। বহুজন্মের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার ফলে সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সাধুর সঙ্গ হইতে সৎ বা আত্মবস্তুতে মমত্ববুদ্ধি জন্মে।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।
(ভাঃ ৩।২৫।১৫)

সৎসঙ্গে অবস্থান বা বাস করিলে শ্রদ্ধা হইতে ক্রমশঃ প্রেমভক্তি লাভ করা যায়। কিন্তু বদ্ধজীব অসৎসঙ্গকেই বা দেহসুখ-চেষ্টাকারী ব্যক্তিতেই রুচিবিশিষ্ট বলিয়া সাধুসঙ্গে রুচিহীন হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের সুকৃতি সঞ্চিত থাকে, তাহারাই সাধুগণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। যেমন, ধর্ম্মসভায় সমবেত ব্যক্তিগণই সাধুর কথা শ্রবণ করেন ; শ্রবণের পর সুকৃতিহীন ব্যক্তিরা পূর্ব্ববৎ স্ত্রী-পুত্রাদিতে যত্নবান্ থাকেন, কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে দুই একজন সাধুদিগের নিকট হরিকথা বা আত্মধর্ম্মের কথা শুনিতে আগ্রহী হইতে দেখা যায়। সুতরাং এই সুকৃতিকে সাধুসঙ্গের মূল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সুকৃতি কিভাবে অর্জ্জিত হয়? তদুত্তরে দেখা যায়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ভাল অর্থশৎ আত্মকল্যাণকর কার্য্য জীবের হইয়া যায়। যেমন, একাদশীর দিন খাদ্যাভাবে উপবাসী থাকিতে হইল, ইহা অনিচ্ছাকৃতভাবে সুকৃতি বা ভক্তিমূলক হইল। কোন সাধুব্যক্তিকে কিছু দান করা হইলে ইচ্ছাকৃতভাবে সুকৃতি হইয়া থাকে। মনুষ্যেতর প্রাণীরও এইরূপ সুকৃতি সঞ্চয় হইয়া থাকে। গাভী দুগ্ধ দেয়, তাহার পালকেরা তাহা পান করে। কোনদিন তাহাদের গৃহে যদি কোন সাধুব্যক্তি আসেন এবং গৃহস্বামী

তাঁহাকে কিছু দুগ্ধ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহাতে গৃহস্বামীর ও গাভীটীরও সুকৃতি হইয়া গেল। এইরূপ সুকৃতিপুষ্ট জীবেরই সাধুর প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। এই শ্রদ্ধাই প্রেমভক্তির মূল বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধা জন্মিলে শাস্ত্রবাক্যে ও সাধুর বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তখন সে মিথ্যা বা মায়ার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যাচরণে আগ্রহী হয়। নিজকে কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইতে থাকে এবং সাধুগণের অনুসরণে কৃষ্ণসেবা করিতে ইচ্ছা করে। মিথ্যা মায়া বা স্ত্রীপুত্রাদির সেবা পরিত্যাগ করিতে যত্নবান্ হয়। সুকৃতিহীন ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না। সুকৃতিযুক্ত জীবের "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" বলিয়া বিশ্বাস এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা করিলে সকলের সেবা সম্পাদিত হইয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। এই বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও দেহ-সম্বন্ধীয় ব্যক্তি-দিগের প্রতি কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিতে শক্তি লাভ করে। সুতরাং সাধুসঙ্গই জীবকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

আর প্রকৃষ্ট সাধুর সঙ্গফলে সত্যবস্তু ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া মানুষের ভগবানের প্রতি প্রীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ভগবৎপ্রীতি বা প্রেমই জীবের পরমধর্ম্ম এবং পরাশান্তি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শৌক্র-ব্রাহ্মণ ও পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৪ পৃষ্ঠার পর]

কলিকালে শৌক্র ব্রাহ্মণগণের শূদ্রত্ব লাভের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে। বিষ্ণুযামলের "অশুদ্ধাঃ শুদ্রকল্পা" শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—"কলিতে শৌক্র-ব্রাহ্মণ-গণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা—শূদ্রসদৃশ মাত্র। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গের নির্ম্মলতা নাই।" কলিকালে শৌক্র-ব্রাহ্মণগণ শূদ্রধর্ম্মে অবস্থান করিবেন—ইহা পদ্মপুরাণের "কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রধর্ম্মিণঃ" শ্লোক হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। বরাহপুরাণে উক্ত রহিয়াছে,—

রাক্ষসাং কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্।।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দেবদ্বিজদ্রোহী যে-সকল অসুর বর্ত্তমান ছিল, তাহারাই কলিযুগে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া শ্রৌতপথাবলম্বী ব্যক্তিগণকে উৎপীড়ন করিবে।" কলিযুগে শৌক্র-ব্রাহ্মণের পতনের কথা শ্রীশঙ্করতীর্থজীউ স্বয়ং স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি

তাঁহার পুস্তিকায় লিখিয়াছেন,—"যুগপ্রভাবে কলিকালে সকল বর্ণেরই পতন হইয়াছে, কোন বর্ণই আর স্বধর্ম্মে নিষ্ঠিত নহে, সর্ব্ববর্ণের প্রায় লোকই স্বধর্ম্মত্যাগী ও পরধর্ম্মগ্রাহী, অতএব কোন বর্ণের নিন্দা করা অন্ধ হইয়া অন্ধের নিন্দা করার মত, পতিত হইয়া পতিতের নিন্দা করা পাপ, যুগধর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই আছেন।" শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য লোকের সম্মুখে তুলিয়া ধরা 'নিন্দা'-পদবাচ্য নহে। শাস্ত্রের মঙ্গলময়ী বাক্যের অস্বীকারের নামই 'নিন্দা'। পারমার্থিক-ব্রাহ্মণগণ তথা বৈষ্ণবগণের কোনকালে পতন হয় না। পরমার্থ-চিন্তা হইতে বিরত হইয়া কেবলমাত্র লৌকিক ব্যবহারকে সার করিবার ফলে শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের কলিকালে পতন অনিবার্য্য হইয়াছে। কলিকালে শৌক্র-ব্রাহ্মণ যেহেতু পতিত, তাই পতিত মানবসমূহ তাহাদের নিকট হইতে কিরূপে মঙ্গলের আশা করিবে? সাধু-শাস্ত্রের আশ্রয়ে শৌক্র-ব্রাহ্মণগণ ভগবদ্-ভক্তির পথে অগ্রসর হইলে তবে অতি লোভনীয় পারমার্থিক ব্রাহ্মণ তথা বৈষ্ণব-পদবী তাঁহারাও কলিকালে লাভ করিবেন। তখন তাঁহাদের আর পতনের কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

শ্রীশঙ্করতীর্থজীউ মহর্ষি পরাশরের "দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ" শ্লোকের উদ্ধৃতি দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"স্নান-সন্ধ্যা-পূজারহিত অর্থাৎ আচারবিহীন হইলেও ব্রাহ্মণ পূজ্যই থাকিবেন, আর শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হইলেও পূজনীয় হইতে পারে না। বল দেখি, কে দুষ্টা গাভীকে পরিত্যাগ করিয়া সুশীলাবোধে গর্দ্দভী দোহনে প্রবৃত্ত হয়।" মহাভারতে স্বয়ং দ্বারকার অধীশ্বর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণের বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উদ্ধৃতিও শ্রীশঙ্করতীর্থজীউ দিয়াছেন,—"অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ" অর্থাৎ "বেদবিদ্যাযুক্ত হউন অথবা বেদবিদ্যারহিত হউন ব্রাহ্মণ আমার শরীর।" তমোগুণাচ্ছন্ন মানবমাত্রেই শূদ্র। পাপবুদ্ধিবিশিষ্ট শূদ্র কখনই জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। আচারবিহীন শৌক্র-ব্রাহ্মণ ও তমোগুণাচ্ছন্ন শূদ্রের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। দুগ্ধের জন্যই লোকে গাভী পালন করে। গৃহস্থের দ্বারা লালিত-পালিত হইয়াও যে গাভী দুগ্ধ দান করে না, সে দুষ্টা। দুষ্টা গাভী ও সুশীলাবোধে গর্দ্দভী উভয়ের দোহনে যদ্রূপ দুগ্ধ পাওয়া যায় না, উভয়েই যেরূপ পরিত্যজ্য, তদ্রূপ আচারবিহীন ব্রাহ্মণ ও পাপবুদ্ধিবিশিষ্ট শূদ্রের দ্বারা কোন কল্যাণ সাধিত হয় না বলিয়া উভয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করাই বিধি। পরাশরের সময়ে ব্রাহ্মণমাত্রেই আচারসম্পন্ন ছিলেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আচারভ্রষ্ট হইয়া অনেককে মদ্য, মৎস্য, মাংস, আফিম প্রভৃতি অসদ্বস্তুতে আসক্ত হইতে দেখা যায়, তাহাদিগকেও কি ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে? পারমার্থিক ব্রাহ্মণ মূর্খ বা পণ্ডিত যেই হউক না কেন, অবশ্যই ভগবানের ন্যায় পূজ্য। আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মহাভারতের বনপর্ব্বের ২১৫ অধ্যায়ে পাওয়া যায়,—"যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও দুষ্কর্ম্মপরায়ণ হইয়া পতনীয়

অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সে শূদ্রতুল্য।" অত্রিসংহিতার ৩৭২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—"যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বেদ বা ভগবৎ-তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করেন, সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ পশু বলিয়া খ্যাত হন।" মহাভারতের বনপর্ব্বের ১৮০।১২-১৬ শ্লোকে পাওয়া যায়,—"সত্যাদি লক্ষণ যদি শূদ্রে থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইবেন। কামাদি শূদ্রের লক্ষণসমূহ ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না, আবার শমাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্রমধ্যে থাকে না। শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি শমাদি গুণদ্বারা ভূষিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি 'ব্রাহ্মণ', আর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি কামাদি গুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই 'শূদ্র'—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

মহাভারতের শল্যপর্ব্বের ১৮৮।১৩ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে,—"হিংসা, মিথ্যা-ভাষণ, লোভ ও সর্ব্বকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, অসৎ কার্য্যদ্বারা শুচিভ্রষ্ট হইয়া দ্বিজগণ শূদ্রবর্ণতা প্রাপ্ত হয়।" শিখা-সূত্রধারী দ্বিজের গায়ত্রীত্যাগ মহাপাপ-জনক—ইহা উল্লেখ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে শ্রীশঙ্করতীর্থজীউ ব্রাহ্মণের আচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি যে দক্ষস্মৃতি, ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট ও যমস্মৃতি—এই তিনটী গ্রন্থে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন, তাহাতেও ব্রাহ্মণের আচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। ছান্দোগ্যপরিশিষ্টে উক্ত রহিয়াছে,—"অনর্হঃ কর্ম্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ" অর্থাৎ উপবীত দ্বিজ বৈদিক সন্ধ্যা না করিলে কোন ধর্ম্মে-কর্ম্মে অধিকারীই হয় না।" দক্ষস্মৃতি বলিয়াছেন,—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচি নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাদ্ভবেৎ।।

'সন্ধ্যা না করিলে ব্রাহ্মণ নিয়ত অশুচি থাকেন, কোন ধর্ম্মে-কর্ম্মে অধিকারী হন না এবং যে কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করেন, তাহার ফল পান না।" যমস্মৃতিতে পাওয়া যায়,—

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্।।

"যে-সকল ব্রাহ্মণ নিয়মাবলম্বী হইয়া বৈদিক সন্ধ্যা করেন, তাঁহারা পাপমুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন।"

ছন্দোবদ্ধ কোন মন্ত্র পাঠ বা বেদাধ্যয়নে শূদ্রের কোন অধিকার নাই। বেদাধ্যয়নে একমাত্র উপবীত দ্বিজেরই অধিকার। মনুসংহিতায় (১০।৭৫) মনু বলিয়াছেন,—"অধ্যাপনং HH অগ্রজন্মনঃ" অর্থাৎ "বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যাপন একমাত্র ব্রাহ্মণদেবই কার্য্য।"

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

অধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা।
শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ নাখ্যেতব্যং কদাচন।। (ভবিষ্যপুরাণ)
শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কর্ম্ম মহদ্ যশঃ।।
(মহাভারত শল্যপর্ব্ব)

শ্রীশঙ্করতীর্থজীউ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন,—"শূদ্রের যখন শাস্ত্রতঃ বেদাধ্যয়নের অধিকার নাই, তখন কাহাকেও মন্ত্রদানের অধিকার কোথা হইতে প্রাপ্ত হইবে? HH কলিযুগপ্রভাবে ভ্রষ্টবুদ্ধি হইয়া স্ত্রী যেমন পরপুরুষগামিনী হইয়া নরকের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া রাখিবে, তেমনই শূদ্রও গুরুগিরি করিয়া নিজের ও শিষ্যের নরক গুলজারের পথটি সরল করিয়া রাখিবে, ইহা সত্য বটে। HH ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের সেবকগণকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা, প্রচার করা এবং তাঁহাদিগকে আচার্য্য বা গুরুপদে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা মহাপাপজনক, দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই বিরাট পুরুষের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে অবনত করিয়া অন্য কাহাকে উন্নত করিবার চেষ্টা দুরাশা, আর নিজের মাথা কটিয়া সেই স্থানে পা রাখিয়া হাঁটিবার চেষ্টা—দুইই সমান।"

ব্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যান্নান্যবর্ণজমাদরাৎ।
শ্রুত্বাহন্যবর্ণজাদ্রাজন্! বাচকান্নরকং ব্রজেৎ।। (ভবিষ্যপুরাণ)
শ্বচর্ম্মণি যথা দুগ্ধং সদা ত্যজ্যং মহর্ষিভিঃ।
শূদ্রমুখাত্তথা বাক্যং শুনোচ্ছিষ্টং হবির্যথা।। (হারীত স্মৃতি)
মোহাদ্বা কামতঃ শূদ্রঃ পুরাণং সংহিতাং স্মৃতিম্।
পঠন্নরকমাপ্নোতি পিতৃভিঃ সহ কুদনম্।। (কালিকাপুরাণ)
শ্রোতব্যমিতি শূদ্রেণ নাখ্যেতব্যং কদাচন।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং নরসিংহস্য পূজনম্।। (নৃসিংহপুরাণ)

শ্রীশঙ্করতীর্থজীউর শাস্ত্রবিরোধী কাল্পনিক চিন্তাধারাকে পারমার্থিকগণ কখনই বহুমানন করিবেন না। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া যিনি হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন, তিনিই বৈষ্ণব তথা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। শৌক্র-ব্রাহ্মণ বা অন্য কেহই হউক না কেন, হরিসেবাবিমুখ মাত্রেই শূদ্র। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যে কোন জাতিই হউক না কেন, তাঁহারা শূদ্র বলিয়া গণনীয়।" "সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।" অপ্রাকৃত জগতে শূদ্রত্ব নাই। পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণ তথা বৈষ্ণবগণ অপ্রাকৃত জগতের বস্তু ও বর্ণাশ্রমের অতীত ; তাঁহারা জাতি ও কুলের অন্তর্গত নহেন। ব্রাহ্মণতা জাগতিক কোন বংশ-পরম্পরাগত শৌক্র জাতিগত নহে। জাগতিক জ্ঞানরহিত ত্রিগুণাতীত অচিন্ত্য দিব্যজ্ঞানলাভেই ব্রাহ্মণতা।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

ভোগী, মোহান্ধ, প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্রাহ্মণব্রুবগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে নরতনু লাভ করিয়া বেদাধ্যয়ন ও ভগবজ্জ্ঞানশূন্য হইয়াও ব্রাহ্মণাভিমান করেন, ইহা কেবল অজ্ঞান শূদ্রতার পরিচয়কে বহন করে। জাতি-কুলাদি লইয়া শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টের বিচার আসিতে পারে না। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিই নিকৃষ্ট। তাহার সহিত কোনপ্রকারেই দেওয়া-নেওয়া, গুহ্যকথা বলা ও শুনা, খাওয়া ও খাওয়ান—এই ছয়প্রকার সঙ্গ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কৃষ্ণবিমুখ শৌক্র-ব্রাহ্মণ মাত্রেই যেহেতু শূদ্র, তাহার মন্ত্রদান ত' দূরের কথা, বেদাধ্যয়নেও অধিকার নাই আর শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি হরিভক্তি লাভ করিয়া বৈষ্ণবতা প্রাপ্ত হন, তিনি মন্ত্রদানে সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিবার ক্ষমতা রাখেন। শ্রীশঙ্করতীর্থজীউর বাক্যানুযায়ী কলিকালে শৌক্র-ব্রাহ্মণগণ যেহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা নিশ্চয়ই সশিষ্যে নরকগুলজারের পথটি পরিষ্কার করিবেন। কৃষ্ণের ও রামচন্দ্রের সেবকগণকে কুল ও জাতির অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টার ন্যায় অপরাধ আর কিছুই নাই। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা মহাপাপজনক, ধৃষ্টতা ও দুঃসাহসের লক্ষণ। পদ্মপুরাণ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারীকে 'নারকী' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি যস্য বা নারকী সঃ।" বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীশঙ্করতীর্থজীউর ন্যায় বৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন, এই চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক চেষ্টাবিশেষ।

বৈষ্ণব তথা পারিমার্থিক-ব্রাহ্মণগণ কখনও শূদ্র নহেন, শৌক্র-ব্রাহ্মণের গুরু ; তাঁহারা নীচকুল বা বংশকে পবিত্র করিবার জন্য নীচকুল বা নীচবংশে আবির্ভূত হন। বৈষ্ণবের কর্ম্মফলবাধ্য কোন জন্ম নাই। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি আশ্রয় করিয়াও যে-সকল শৌক্র-ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবগণের প্রতি বর্ণগত অবরতা আরোপ করেন, তাহাদের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা খুবই কম। শূদ্র অথবা অব্রাহ্মণের দীক্ষা দান করিবার অধিকার নাই সত্য, কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিমাত্রেই গুরুর কার্য্য করিতে পারেন।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—সেই গুরু হয়।। (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭)

শাস্ত্রের অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ।।

"সমস্ত বৈদিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব না হয়, তবে সে গুরু হইবার যোগ্য নহে। কিন্তু যদি নীচকুলোদ্ভূত চণ্ডাল কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞানসম্পন্ন বৈষ্ণব হন, তবে তিনি গুরু হইতে পারেন।"

নারদপঞ্চরাত্র "বর্ণোত্তমেঽথবা গুরৌ" শ্লোকে বলিয়াছেন,—"স্বদেশে অথবা বিদেশে বৈষ্ণব তথা পারমার্থিক বিদ্যমান থাকিলে আত্মকল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অপর

কাহারও নিকট দীক্ষাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।" পুরোহিত ব্রাহ্মণই গুরু হইয়া থাকেন—ইহা শ্রীশঙ্করতীর্থজীউর মতানুযায়ী হিন্দুসাধারণের আবাল্য বহুশ্রুত কথা, শাস্ত্রের কথা নহে। তিনি লিখিয়াছেন,—"ভক্ত চণ্ডাল এই জন্মেই জাতি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইবেন এবং তাঁহার জাতি-ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় অধিকার শাস্ত্র অধ্যয়ন, শাস্ত্র অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও দানগ্রহণে অধিকার লাভ হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণশ্রেষ্ঠদিগকে দীক্ষাদানে অধিকারী হইবেন, মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে কুত্রাপি এরূপ আদেশ করেন নাই, আর মনুর বিরুদ্ধবাদীর বচন বেদবিরুদ্ধ ও সদা পরিত্যজ্য।" শাস্ত্র বলেন,—ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অপ্রাকৃত হরিসেবায় অধিকার নাই। সকাম শৌক্র-ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈষ্ণবকে শূদ্র বা চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবার বৃত্তি জাগরূক। বৈষ্ণবগণের পাপোত্থ শূদ্রতা বা চণ্ডালত্ব ব্যতীত অপর গতি নাই বলিতেও কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু তাদৃশ বিচার হরিসেবার বিশেষ অন্তরায়। যিনি ভক্ত তথা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তিনি চণ্ডাল বা শূদ্র থাকেন কি করিয়া? ইহা যে "সোনার পাথরবাটি" অথবা "নগ্নমাতৃকার" ন্যায় হাস্যাস্পদ ব্যাপার। মনু কখনও শঙ্করতীর্থজীউর ন্যায় বৈষ্ণব তথা পারমার্থিক ব্রাহ্মণকে শূদ্র বা চণ্ডাল বলিয়া শাস্ত্র তথা বেদবিরোধী কার্য্য করেন নাই। মনুসংহিতায় মনু "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" শ্লোকে পারমার্থিক ব্রাহ্মণ তথা বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণীয় ব্যক্তিগণের গুরু, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কার্য্যতঃ তাঁহার ব্যক্তিগত মতই বেদবিরুদ্ধ, অতএব পরিত্যজ্য। বৈষ্ণব যদি শূদ্র বা পাপিষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিযুক্ত শৌক্র ব্রাহ্মণগণ কখনই শ্রীল নরহরি ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল কৃষ্ণদাস ঠাকুর, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল রসিকানন্দ, শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, শ্রীনবীন হোড় ঠাকুর প্রভৃতিকে গুরুপদে বরণ করিতেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে স্থিত শৌক্র বা জাতি ব্রাহ্মণাভিমান লইয়া হরিসেবা করিলে কখনই হরিভক্তির সম্ভাবনা নাই। **(ক্রমশঃ)**

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

যোগ

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যোগ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"ননু সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি বিরতিরূপায়াং জ্ঞান-নিষ্ঠায়াং সন্ন্যাসশব্দশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধে যোগশব্দশ্চ পঠ্যতে।"

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ—চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১৮টী অধ্যায় আছে। প্রতিটী অধ্যায়ের বিষয়স্বরূপে এক একটী যোগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—বিষাদযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্ম-সন্ন্যাস-

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

যোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, তারকব্রহ্মযোগ, রাজগুহ্যযোগ, বিভূতিযোগ, বিশ্বরূপদর্শনযোগ, ভক্তিযোগ, প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকযোগ, গুণত্রয়-বিভাবযোগ, পুরুষোত্তম-যোগ, দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগ-যোগ, শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ ও মোক্ষ বা পরমার্থনির্ণয়-যোগ। এই গীতাশাস্ত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা যোগশাস্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এককথায় শ্রীভগবানের সেবায় মনঃসংযোগকে যোগ বলা হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"যোগ একটী সোপান বিশেষ। জীবের জীবনের অতি নীচ অবস্থার অর্থাৎ জড়তুল্য জড়বিষয় আবিষ্টতার অবস্থা হইতে বিশুদ্ধ চিৎ অবস্থা পর্য্যন্ত একটী সোপান আষছ। সেই সোপানেরই এক একটী নাম আছে। কিন্তু যোগই সমস্ত সোপানের নাম। একটী উৎকৃষ্ট বিষয় না পাইলে নিকৃষ্ট বিষয় ত্যাগ হয় না।" আত্মানন্দ রসাস্বাদন না হওয়া পর্য্যন্ত কোনই লাভ নাই।

যোগ-শব্দের নানাপ্রকার অর্থ পাওয়া যায়। অমরকোষ বলিয়াছেন,—"যোগঃ সংহনন উপায়-ধ্যান-সঙ্গতিযুক্তিষু।" উহার একটী অর্থ হইতেছে উপায়, কৌশল বা সাধন। অর্থাৎ যে উপায়ের দ্বারা মনকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট করা যায়, তাহাকে যোগ বলে। আবার ভগবানের সৃষ্টিকৌশল বুঝাইতে যোগ। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।"

আমাদের হৃদয় একটী আকাশ। এই হৃদয়াকাশে অমৃতস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বিরাজ করিতেছেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে লাভ করিবার যে পন্থা বা উপায় তাহাই যোগ। আমাদের দুইটী তালুর মধ্যে স্তনের ন্যায় মাংসপিণ্ড রহিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া সুষুম্না-নামক নাড়ী কপাল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। যোগিগণের মতে সেই সুষুম্না নাড়ীই ব্রহ্মলাভের পথ। মানুষের দেহে পাঁচটী নাড়ী আছে ; যথা,—ইড়া, পিঙ্গলা, বজ্রাক্ষ, সুষুম্না ও চিত্রিণী। শ্বাসবায়ু সুষুম্না-পথে আজ্ঞা চক্রে ভেদ করিয়া সহস্রারে গিয়া গায়ত্রী হইয়া যায় এবং হৃদয়-আকাশে সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ আত্মদর্শন লাভ হয়।

কর্ম্মিগণ দেহান্তে প্রথমে আকাশপথে ব্রহ্মলোকের মার্গস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না নাড়ীযোগে অগ্নি অভিমানী দেবতার নিকট যান। সেখানে কল্মষ বিধৌত হইয়া উপরিস্থিত শিশু মারাকার চক্রস্থ আদিত্যাদি ধ্রুবান্ত পদসমূহে গমন করেন। তারপর বিশ্বাত্মক পুরুষের নাভিস্থানীয় সেই বিষ্ণুচক্রকে নির্ম্মল লিঙ্গশরীরের দ্বারা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণের স্থান মহর্লোক—যে স্থানে মহাকল্পায়ু ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ ক্রীড়া করেন, সেই স্থান প্রাপ্ত হন। অনন্তর যদি কৌতূহলযুক্ত হইয়া কল্প পর্য্যন্ত সেইখানেই থাকিতে ইচ্ছা করেন, তবে কল্পান্তসময়ে যখন অনন্তদেবের মুখাগ্নিদ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ হয়, তখন ঐ স্থানও উষ্ণপ্রাপ্ত হওয়াতে মহর্লোকের ঊর্দ্ধ দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থায়ী সত্যলোকে গমন করেন। এইস্থানে সিদ্ধেশ্বরগণ-সেবিত বিমানসমূহ বিরাজিত।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

সেইস্থানে 'চিত্ত'হেতু যে দুঃখ তাহা ভিন্ন শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, ভয় কিছুই নাই। সেই চিত্তহেতু দুঃখের প্রকার এই যে,—যাহারা বৈষ্ণবযোগ জানেন না, এইরূপ ত্রিলোকস্থ জনগণের দুরন্ত দুঃখ দেখিয়া তাহাদের প্রতি কৃপার উদ্ভব হয়। তৎপর নির্ভয়যোগী পৃথিবী-তত্ত্ব হইতে জলমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং জ্যোতির্ম্ময় হইয়া বায়ুকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরে ভোগাবসানে ঐ বায়ুস্বরূপে পরমাত্ম মূর্ত্তিস্বরূপ আকাশরূপ প্রাপ্ত হন। ঐ যোগী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গন্ধ, রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রস, চক্ষুগ্রাহ্য রূপ, ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্পর্শ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকাশের গুণ শব্দ, কর্ম্মেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তত্তৎ-ক্রিয়াসমূহকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। অতঃপর সেই যোগিপুরুষ স্থূলভূত, সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহের লয়স্থান এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া সেই অহঙ্কারের সহিত বিজ্ঞানতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্বে গমন করেন। সেই স্থান হইতে গুণ-সমূহের সম্যক্ লয়স্থান প্রধানে গমন করিয়া থাকেন। অনন্তর প্রধানস্বরূপেই আনন্দময় হইয়া উপাধিসমূহের অবসানে অবিকৃত আনন্দস্বরূপ শান্ত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। যে পুরুষ এইপ্রকারে ভাগবতী গতি লাভ করেন—তাঁহার আর এই সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

যখন যোগীর চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় এবং আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়—তখন সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনার স্পৃহা কোনমতেই থাকে না। বাতাসের দ্বারা দীপশিখা কম্পিত হয়। কিন্তু যেখানে বাতাস নাই, সেখানে দীপ চঞ্চল হয় না—অচঞ্চল অবস্থায় থাকে। সেইপ্রকার প্রকৃত যোগের দ্বারা সংযতচিত্ত যোগীর মন কোনওদিন চঞ্চল হয় না। এইপ্রকার মনকে যোগনিষ্ঠ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। পরে যোগী পরমাত্মা সাক্ষাৎকারও লাভ করিয়া থাকেন। শারীরিক চেষ্টাসমূহ ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে বসিয়া থাকিলেই, তাহাকে যোগী বলা যাইবে না। যিনি কর্ম্মফল নিরপেক্ষ হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই যোগী। সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি—ইহারা কেহই পৃথক্ নয়। যিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগে ফলের আসক্তি বর্জ্জন করিয়া ঈশ্বরে সমস্ত ফল অর্পণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী।

যিনি মনকে জয় করিয়াছেন, তিনি রাগাদিশূন্য প্রশান্ত আত্মা। শীত ও উষ্ণ, মান ও অপমান, সুখ ও দুঃখ সমজ্ঞানসম্পন্ন জিতাত্মা ব্যক্তির মন বিচলিত হয় না। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিই যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হন। যোগী ব্যক্তি একাকী সতত নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া দেহ ও চিত্তকে সংযমপূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা ও পরিগ্রহরহিত হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন। অতি উচ্চও নয়, আবার অতি নিম্নও নয়—এরূপ পবিত্রস্থানে কুশাসনের উপর মৃগচর্ম্মাসন ও তদুপরি বস্ত্রাসন আবৃত করিয়া মনকে একাগ্র করত চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্য সংযমপূর্ব্বক অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন। এইরূপ

যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর জড় সম্বন্ধিনী চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধা হয়। যদি হরিভক্তিপরায়ণতার অভাব না হয়, তবে যোগী পরাশান্তি অর্থাৎ জড়মোক্ষ ও চিৎপ্রকৃতিকে লাভ করেন।

অষ্টাদশ সিদ্ধিও যোগের অবান্তর ফল। যোগীর পক্ষে অধিক ভ্রমণ, তৈলমর্দ্দন, হিংসা, পরবিদ্বেষ, অহঙ্কার, কৌটিল্য, মিথ্যা ব্যবহার, প্রাণীহিংসা, পরস্ত্রীসঙ্গ, বাচালতা, অত্যাসক্তি, অপ্রিয় আচরণ প্রভৃতি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ।।

(ভাঃ ১১।১৪।১৪)

যিনি আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাদৃশ পুরুষ আমা ব্যতীত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, অনিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষপদ লাভে ইচ্ছা করেন না।

বিষয় চিন্তাশীল পুরুষের চিত্ত বিষয়ের প্রতিই আসক্ত হইয়া থাকে। পরন্তু যিনি অনুক্ষণ আমার চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত পরমাত্মরূপী আমাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকে।

সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্।
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ।। (ভাঃ ১১।১৪।৩২)

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সমতল আসনে ঋজুদেহে যথাসুখে উপবিষ্ট হইয়া ক্রোড়দেশে উত্তানভাবে উপর্য্যুপরি হস্তদ্বয় সংস্থাপিত করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি সংযোগ-পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় নিগ্রহশীল পুরুষ পূরক, কুম্ভক ও রেচকক্রমে প্রাণবায়ুর মার্গ শোধন ও রেচক, কুম্ভক, পূরক এইরূপে বিপরীতক্রমেও প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন।

এইসব হঠযোগ বা কর্ম্মযোগ, বিচারযোগ বা রাজযোগ প্রভৃতি প্রকারসমূহ ভক্তিযোগের অংশ। সুতরাং যোগিগণের যে-সকল পদ্ধতি তাহার পরিসমাপ্তি কেবলমাত্র ভক্তিযোগেই ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল যৌগিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতেই যে নিবৃত্তির উদয় হয়, তাহাই হইতেছে ভক্তিযোগ। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।। (গীতা ৬।৩২)

হে অর্জ্জুন! যিনি নিজের সাদৃশ্যে সর্ব্বজীবে সুখ বা দুঃখকে নিজের সহিত সমান দর্শন করেন, সেই যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার মত।

অনেকে বলেন,—ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে যোগী হইবার কথা বলিয়াছেন। যেমন—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন।। (গীতা ৪।৪৬)

"যোগী তপস্বিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অর্থাৎ শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগ হও।" কিন্তু ইহার পরের শ্লোকটী আলোচনাকরিলেই প্রকৃত যোগী কাহাকে বলা যাইবে, তাহা স্পষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার পরেই ভগবান্ বলিলেন,—

যোগনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।। (গীতা ৬।৪৭)

যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাতে আসক্ত মনদ্বারা আমাকে ভজন করেন—তিনি সকল প্রকার যোগিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার অভিমত।

যতপ্রকার যোগী আছেন, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগ অনুষ্ঠানকারী যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবানের ভজনা করেন, তিনি যোগিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ। সকাম কর্ম্মীকে যোগী বলা যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ যোগী ও ভক্তি-অনুষ্ঠাতা—ইঁহারা যোগী। বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—যোগ একটী সোপানময় মার্গ বিশেষ। সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম। তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ জ্ঞানযোগ হয়। তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগ রূপ তৃতীয় ক্রম হয়। তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তিযোগ রূপ চতুর্থক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহারই নাম যোগ। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ড যোগসকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্য কল্যাণই উদ্দেশ্য তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রত্যেক ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠালাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার উপরিস্থ ক্রমগুলির জন্য পূর্ব্বক্রমনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোনক্রমে আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না। অতএব যে-ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নাম সংযুক্ত। একটী খণ্ডযোগই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। এইজন্যই কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী, কেহ বা ভক্তযোগী বলিয়া পরিচিত হন।

ভগবান্ বলিলেন,—"হে পার্থ! যাঁহার চরম উদ্দেশ্য আমাতে ভক্তি করা, তিনি অন্য তিনপ্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি সেইপ্রকার যোগী হও। যাঁহাদের মন আমাতে নিবিষ্ট এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার ভজন করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠযোগী।" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী এবং ভগবদ্ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ। সুতরাং ভগবানেই সমাহিত চিত্ত হইয়া যুক্তভাবে অবস্থান করার নাম যোগ অর্থাৎ ভগবানের

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

সেবারূপ কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিলেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় এবং তাহাতেই সর্ব্ববিধ যোগের চরম ফল পাওয়া যাইবে—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
প্রভু কহে,—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।।
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার।।
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ।।
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,—এই উক্তি তিনবার।।
আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করেন মহাপ্রভু কৃষ্ণ ভজ গিয়া।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

করিতে শ্রীকৃষ্ণ- নাম উচ্চারণ,
পুলকিত দেহ গদ্‌গদ বচন।
বৈবর্ণ বেপথু, হবে সংঘটন,
নিরন্তর নেত্রে ববে অশ্রুধার।।
কবে হবে বল সেদিন আমার।

সুতরাং চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবর অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে—শ্রীভগবানের নাম-সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন হওয়া।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।

—**শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী**

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

তৈর্থিক বিপ্র ও নিমাই

পরম সুকৃতিসম্পন্ন এক ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ তীর্থ-পর্য্যটন করিতে করিতে দৈবাৎ একদিন শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গোপালমন্ত্রের উপাসক এবং গোপালের নৈবেদ্য ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। সেই বিপ্রের কণ্ঠে শ্রীবালগোপাল ও শ্রীশালগ্রাম ভূষণরূপে বিরাজিত আছেন। ব্রাহ্মণের শরীরে ব্রহ্মণ্যতেজ পরিস্ফুট হইতেছে এবং তিনি মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতেছেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র উঠিয়া প্রণিপাত করিলেন এবং অতিথি-ধর্ম্মব্যবহার যেরূপ করিতে হয়, তাহা করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুস্থ হইয়া বসিলে পর শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তাঁহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্র বলিলেন,—আমি উদাসীন এবং দেশান্তরী, চিত্তের বিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মিশ্র বলিলেন,—জগতের ভাগ্যেই সাধু-সজ্জন পর্য্যটন করিয়া থাকেন।

এই বলিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বিপ্রের রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। বিপ্রও সন্তুষ্ট হইয়া রন্ধনকার্য্য সমাধা করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণে ভোগ নিবেদন করিতে বসিলেন। এদিকে সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন ব্রাহ্মণের আবাহন-মাত্রেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্ব অঙ্গ ধূলাময়, মূর্ত্তি দিগম্বর, হাসিয়া বিপ্রের অন্ন হাতে লইয়া তিনি একগ্রাস ভক্ষণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দেখিয়া হায়, হায় করিয়া উঠিলেন ও ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—চঞ্চল বালক অন্ন চুরি করিয়া খাইল। মিশ্র আসিয়া দেখিলেন,—নিমাই ভাত খাইতেছে, আর হাসিতেছে। ক্রোধে মিশ্র মিশ্র শিশুকে মারিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বিপ্র মিশ্রের হাত ধরিয়া ফেলিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—বালকের কি জ্ঞান আছে, যে তাহাকে মারিতে যাইতেছ? আমার শপথ উহাকে মারিতে পারিবে না। লজ্জায়, দুঃখে মিশ্র শিরে হস্ত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বিপ্র বলিলেন,—মিশ্র, তুমি দুঃখ করিও না ; ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সব হইয়া থাকে। তোমার গৃহে যদি ফলমূল কিছু থাকে, তাহাই আমাকে দাও, আমি তাহাই আহার করিব। মিশ্র বলিলেন,—তাহা হইতে পারে না, গৃহে রন্ধনের সমস্ত দ্রব্যই আছে, পুনরায় যদি তুমি রন্ধন কর, তবে আমি সন্তুষ্ট হইব। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই ব্রাহ্মণকে রন্ধনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা ব্রাহ্মণ পুনরায় রন্ধনে স্বীকৃত হইলেন। সকলেই আনন্দিত হইয়া রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন ; বিপ্রও রন্ধন করিতে বসিলেন। তখন সকলেই বলিতে লাগিলেন,—নিমাই অত্যন্ত চঞ্চল, ব্রাহ্মণ যতক্ষণ রন্ধন এবং ভোজন সমাপ্ত না করেন, ততক্ষণ শিশুকে অন্যত্র লইয়া

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

রাখিতে হইবে। তাহা শুনিয়া শ্রীশচীদেবী নিমাইকে কোলে করিয়া অন্য বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

সব নারীগণ নিমাইকে বলিতে লাগিলেন,—এমন করিয়া কি ব্রাহ্মণের অন্ন খাইতে হয়? প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—আমার দোষ কি? বিপ্র আমাকে খাইবার জন্য ডাকিল, তাই আমি গিয়া অন্ন খাইলাম। সকলে পুনরায় বলিলেন,—বালক! এখন তুমি কি করিবে? তোমার যে জাতি-কুল সব গেল। কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন্ কুল, কেহ চেনে না ; তাঁ'র ভাত খাইয়া জাতি রাখিবে কিরূপে? প্রভু হাসিয়া নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—আমি ত' গোয়ালা, ব্রাহ্মণের অন্ন আমি সর্ব্বকালই খাইয়া থাকি। ব্রাহ্মণের অন্ন খাইলে কি গোপের জাতি যায়? শিশুর কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন, কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

এদিকে ব্রাহ্মণ পুনরায় রন্ধন সমাপ্ত করিয়া ধ্যানে শ্রীবালগোপালকে নিবেদন করিতেছেন, এমন সময় অন্তর্যামী শ্রীগৌর-গোপাল ব্রাহ্মণের আহ্বানে সকল লোককে মোহিত করিয়া হাসিতে হাসিতে ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের অলক্ষ্যে বালক একমুষ্টি অন্ন তুলিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণ দেখিয়া হায়, হায় করিয়া উঠিলেন। জগন্নাথ মিশ্র ক্রোধে বালকের পিছু ধাওয়া করিলেন। বালক ভয়ে এক ঘরের ভিতরে পলাইয়া রহিলেন। মিশ্র ক্রোধে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, —এরূপ মহাচোর শিশু কা'র ঘরে আছে, পুনঃ পুনঃ অতিথি বিপ্রের অন্ন নষ্ট করিতেছে। উহাকে আমি নিশ্চয়ই মারিব। পুনরায় ব্রাহ্মণ আসিয়া মিশ্রকে নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন,—মিশ্র, বালকের কোন দোষ নাই। আমাকে ভগবান্ আজ অন্ন লিখেন নাই, তাই এরূপ হইতেছে। মিশ্র মনোদুঃখে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীবিশ্বরূপ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীবিশ্বরূপের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ইঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সকলে বলিলেন,—ইঁনিও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। শুনিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীবিশ্বরূপও ব্রাহ্মণকে প্রণতি করিয়া বসিলেন এবং ব্রাহ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—আপনাকে দেখিয়া আমি খুব আনন্দিত হইলাম এবং আপনার ন্যায় অতিথি পাওয়াও মহাভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এইসব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। বিপ্র বলিলেন,— তুমি মনে কোনই দুঃখ করিও না, আমি কিছু ফলমূল ভোজন করিয়া থাকিব। বনবাসী আমি, প্রত্যহ অন্ন কোথায় পাই? বনে ফলমূল খাইয়াই থাকি। কদাচিৎ কোনদিন অন্ন খাই। তোমার দর্শনে আমি যে আনন্দ পাইলাম, তাহাতে কোটী কোটীবার ভোজন করিলাম। শ্রীবিশ্বরূপ বলিলেন,—তোমাকে বলিতে ভয় করি, যদি তুমি পুনরায় কৃষ্ণের নৈবেদ্য রন্ধন কর, তবে আমার গোষ্ঠীর সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া পরানন্দ-সুখ হয়।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

তদুত্তরে বিপ্র বলিলেন,—দুই দুইবার রন্ধন করিলাম, কৃষ্ণ খাইতে দিলেন না ; তাহাতেই বুঝিলাম, অদ্য আমার অদৃষ্টে অন্ন লেখা নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

কোটী ভক্ষ্য দ্রব্য যদি থাকে নিজ ঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে।।
যে দিনে কৃষ্ণের যা'রে লিখন না হয়।
কোটী যত্ন করুক, তথাপি সিদ্ধ নয়।।

বিপ্র বলিলেন,—অদ্য আর পাক করিবার যত্ন করিও না, আমি ফলমূলই কিছু আহার করিব। কিন্তু বিশ্বরূপ অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া রন্ধনের জন্য ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীবিশ্বরূপের রূপে-গুণে ব্রাহ্মণ এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—আচ্ছা, আমি রন্ধন করিব। তখন সকলে পুনরায় রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন করিতে চলিলেন। এবার চঞ্চল শিশুকে সকলে আবদ্ধ করিয়া রহিলেন। যে ঘরে নিমাই পলাইয়াছিলেন, যাহাতে সেই ঘর হইতে বাহিরে আসিতে না পারেন, তজ্জন্য মিশ্র সেই ঘরের দুয়ারে বসিয়া রহিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন,—ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দাও, যাহাতে শিশু বাহিরে আসিতে না পারে। মিশ্রও বলিলেন,—এই যুক্তি ভাল। ঘরের ভিতর হইতে স্ত্রীগণ আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিলেন যে,—আর চিন্তার কারণ নাই, শিশু এইবার ঘুমাইয়া পড়িল, আর কিছুই জানিতে পারিবে না, ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে আহার করিতে পারিবেন। এদিকে বিপ্র রন্ধন শেষ করিয়া ধ্যানে কৃষ্ণকে নিবেদন করিতেছেন, অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন জানিতে পারিলেন। এইবার ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রকে দর্শন দান করিবেন। তাঁহার ইচ্ছায় সকলেই সেইসময় তাঁহার মায়াভিভূত হইয়া নিদ্রায় অচেষ্ট হইয়া পড়িলেন। বালকও যে স্থানে ব্রাহ্মণ অন্ন নিবেদন করিতেছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালককে দেখিয়াই বিপ্র হায়, হায় করিয়া উঠিলেন, কিন্তু সকলে নিদ্রাভিভূত, কেহই কিছু শুনিতে পাইলেন না। এইবার নিমাই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—হে বিপ্র, তুমি আমার মন্ত্র জপ করিয়া আমাকে আহ্বান কর, আমি থাকিতে না পারিয়া তোমার কাছে আসি, আমার কি দোষ বল? আমাকে দর্শন করিবার জন্য তুমি সর্ব্বদাই চিন্তাবিশিষ্ট, অতএব তোমাকে আমি দর্শন দিলাম, তুমি দর্শন কর।

সেইক্ষণে বিপ্র দেখে পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চতুর্ভুজরূপ।।
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়।।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

শ্রীবৎসকৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার।।
নব গুঞ্জবেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে।।
হাসিয়া দোলায় দুই নয়নকমল।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকরকুণ্ডল।।
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন নূপুর।
নখমণিকিরণে তিমির গেল দূর।।
অপূর্ব্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইখানে।
বৃন্দাবন দেখে, নাদ করে পক্ষিগণে।।
গোপগোপী গাভীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে।
যত ধ্যান করে, তত দেখে পরতেকে।।
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি' সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল তখন।।
করুণাসমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তান অঙ্গের উপর।।
শ্রীহস্তপরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইল জড়, না স্ফুরে বচন।।
পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে মহা কুতূহলে।।
কম্পস্বেদপুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জল যেন গঙ্গানদী বহে।।
ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন।।
দেখিয়া বিপ্রের আর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর।।
প্রভু বলে,—শুন, শুন, অয়ে বিপ্রবর।
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর।।
নিরবধি ভাব তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব দেখা আমি দিলাম তোমারে।।
আর জন্মে এইরূপে নন্দগৃহে আমি।
দেখা দিল তোমারে, না স্মর তাহা তুমি।।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

যবে আমি অবতীর্ণ হইলাম গোকুলে।
সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে।।
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দঘরে।
এই মতে তুমি অন্ন নিবেদ আমারে।।
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই' তোর অন্ন দেখাইনু এইরূপ।।
এতেক আমার তুমি জন্ম জন্ম দাস।
দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ।।

এইরূপে বিপ্রকে দর্শন দান করিয়া ও নিজতত্ত্ব অবগত করাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ঘরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ শিশুভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন। যোগনিদ্রাপ্রভাবে কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিয়া সেই বিপ্রবর আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং সেই প্রসাদান্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন ও প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন। আনন্দের আতিশয্যে বিপ্র নাচিতে ও হাসিতে লাগিলেন এবং জয় বালগোপাল বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। বিপ্রের হুঙ্কারে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল ; তাহা দেখিয়া বিপ্র আত্মসম্বরণ করিলেন। এবার নির্ব্বিঘ্নে বিপ্রের ভোজন দেখিয়া সকলেই খুব সুখী হইলেন। কিন্তু প্রভুর মায়ায় এসব রহস্য কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দরও এই রহস্য তাঁহার অবতার থাকাকাল পর্য্যন্ত কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

শ্রীগৌরসুন্দরের এই লীলা হইতে আমাদের শিক্ষার বিষয় এই যে, স্বয়ং শ্রীভগবান্ই হউন বা শ্রীভগবদ্ভক্তই হউন, তাঁহারা যদি সাক্ষাদ্ভাবে আমাদের সম্মুখে বিচরণ করেন, তবুও তাঁহারা যদি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত না করেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে দেখিয়াও দেখিতে বা জানিয়াও জানিতে পারি না। অতি সৌভাগ্য ও সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তির সহিত ভগবৎকৃপার একত্র সম্মিলন হইলেই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নতুবা আরোহপন্থায় বা মাপিয়া লওয়া ধর্ম্মে অবস্থিত থাকাকালে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করেন না।

"প্রত্যেকের গৃহ এক একটী আশ্রম। তথায় ভগবদনুশীলনের জন্য আমরা অবস্থান করিব। কেবলমাত্র আহার-নিদ্রাদির জন্য যে-গৃহে বাস করা হয়, তাহা নরকের দ্বার-স্বরূপ। তামসিক দ্রব্যাদি আহারের দ্বারা জীবের চিত্ত অধিকতরভাবে ভগবদ্‌বৈমুখ্য লাভ করে, সুতরাং তাহা একান্ত বর্জ্জনীয়।"

—**শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী**

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার

হাওয়াইয়ের প্রসিদ্ধ Malekaha পার্ক ও Kahukaতে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ভজন-রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভজন-রহস্য সম্বন্ধে শ্রীল মহারাজ বলেন,—"ভজন-রহস্য সত্যসত্যই রহস্যের এক সম্পুট বিশেষ। ইহার প্রথম যামসাধনের অন্তর্গত নিশান্ত ভজন অর্থাৎ ভজনে প্রবেশাধিকারের রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই রহস্যের নাম শ্রদ্ধা। ইহাতে সাধুসঙ্গে থাকিয়া গুরুপদাশ্রয়-পূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শ্রীনামভজন করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্যদেশে অনেকেই মনে করিয়া থাকেন আমরা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া নিজেরাই ভজন করিয়া লইব, বৃথা গুরুকরণের প্রয়োজন নাই। ইহাতে সময় নষ্ট হয় মাত্র। তাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা যেমন প্রাক্ মহাবিদ্যালয় পর্য্যন্ত শিক্ষা ছেলেমেয়েদিগকে বিদ্যালয়ে একটী দিনও না পাঠাইয়া পূর্ণ করিতে পারেন, তদ্রূপ ভজনের ক্ষেত্রেও দীক্ষাদির আবশ্যকতা নাই। এ বিষয়ে শ্রীল মহারাজ বলেন যে, ভজনরাজ্যের ব্যাপারটী এরূপ নহে। ভজন কেবলমাত্র নিজের চেষ্টাতেই সম্ভব নহে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাসাপেক্ষও বটে। তজ্জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী দামবন্ধন-লীলায় বলিয়াছেন,—"কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে।" এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রেও দেখা যায়,—

গুরুদীক্ষা বিহীনস্য ন ভক্তি ন সদ্‌গতিম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতা ভবেৎ।।

শ্রীগুরুদীক্ষা সম্বন্ধে মনুষ্যের কথাই বা কি? মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র শ্রীবশিষ্ঠ ঋষির নিকট হইতে, লীলা পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভাগুরী মুনির নিকট হইতে এবং প্রেমপুরুষোত্তম অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জগদ্বাসীকে দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

দ্বিতীয় যামসাধনে সাধুসঙ্গে অনর্থ-নিবৃত্তি, তৃতীয়ে ভজননিষ্ঠা, চতুর্থে রুচি, পঞ্চমে আসক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস্যত্বের প্রার্থনা, ষষ্ঠে সিদ্ধির বাহ্যলক্ষণ অর্থাৎ ভাব, সপ্তমে সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ প্রেম। এই অবস্থায় বিরহানুভূতির সহিত নামভজনে প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন সম্ভব। অষ্টমযামে প্রেমভজনের রহস্য লুক্কায়িত আছে। এই অবস্থাতেই শিক্ষাষ্টক-কথিত "সর্ব্বাত্মস্নপনম্" দশা সম্ভব হইয়া থাকে।

শ্রীল মহারাজ হাওয়াইতে প্রচার সমাপ্ত করিয়া নিউজিল্যাণ্ডে পৌঁছান। তথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির ও ভারতীয় মন্দিরে ২৬।১।২০০২—২।২।২০০২ তারিখ পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্ম ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁহার অপ্রাকৃত জীবনী চরিত ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রীল সনাতন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

গোস্বামীর আদেশে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী দক্ষিণ ভারত হইতে বৈষ্ণবীয় স্মৃতির বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ করিয়া 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা', 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্ব্বে তাঁহার বৈদিক দশম সংস্কারের নিয়মানুসারে কোন সংস্কারই ছিল না বলিলেই চলে। শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রণীত 'ষট্‌সন্দর্ভ' বর্ত্তমানে আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহাও শ্রীল ভট্ট গোস্বামী প্রথম কারিকারূপে লিখিয়া-ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীজীব গোস্বামী বিষয়ানুসারে সাজাইয়া নিজটীকা সমেত প্রকাশ করেন। শ্রীল ভট্ট গোস্বামীর ভক্তিতে বশীভূত হইয়া তাঁহার সেবা যথাযথরূপে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে শালগ্রামশিলা শ্রীরাধারমণরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই শ্রীবিগ্রহে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের আরাধ্য সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন—তিনেরই দর্শন অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ফিজিতে ৩।২।২০০২—৯।২।২০০২ পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্ম ও যোগ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেন। যোগ-শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীল মহারাজ বলেন,—ভগবদ্বিমুখ জীবকে যে কোনপ্রকারে ভগবানের প্রতি উন্মুখ করান হল যোগ। বিভিন্ন স্থানে ও শাস্ত্রে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেম-পুরুষোত্তম শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি এইসকল যোগকে 'বাহ্য' বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহাদের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তিরস্কৃত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগৎ পার্কে গিয়া শরীরের কিছু কসরৎ এবং কৃত্রিম উপায়ে হা হা, হি হি করাকে যোগ বলিয়া মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক যোগ আদৌ তাহা নহে, যোগের বিকৃত রূপ মাত্র। সর্ব্বমান্য শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগের কথা থাকিলেও যোগের চরম তাৎপর্য্য ভক্তিযোগেই দেখা যায়।

অতঃপর শ্রীল মহারাজ ভক্তগণসহ অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছান। তথায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠ শ্রীগিরিরাজ গৌড়ীয় মঠ (Murwilliumbah), Brisbane, Chessnock, Sydney প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন। অষ্ট্রেলিয়া প্রচারের প্রধান প্রধান আলোচ্য ছিল,—শ্রীবসন্ত-পঞ্চমী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জীবন-চরিত বিশদভাবে আলোচনা করেন। শ্রীগৌরশক্তি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সম্বন্ধে শ্রীল মহারাজ বলেন,—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভক্তিদেবীর মূর্ত্তিমান্ প্রতীক, ভূশক্তির অবতার। কিভাবে ভক্তি করিতে হয়, ভক্তিতে আবিষ্ট হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন তাহা তিনি আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা দেন। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর সাধকরূপ এবং সিদ্ধরূপ—দুইটী দিক্ আলোচিত হইলেও তাঁহার সাধক-চরিত্রের উপর বিশেষ আলোকপাত করেন শ্রীল মহারাজ। ভজন করিতে হইলে দাসগোস্বামীর

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

ভজন-পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই। কিভাবে বৈষ্ণবগণকে সম্মান করিতে হয় তাহা তিনি শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আনুগত্যে থাকিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম যে আনুগত্যময়ী ধর্ম্ম, তাহা তিনি প্রতি পদে পদে প্রদর্শন করাইয়াছেন।

ভজন করিতে আরম্ভ করিলে সাধকের মনে কি কি ভাব বা দশা উপস্থিত হয়, তাহা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার 'মাধুর্য্য-কাদম্বিনী'-গ্রন্থে 'উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়সঙ্গরা, নিয়মক্ষমা, তরঙ্গরঙ্গিণী'তে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইসকল অনর্থ দূরীভূত হইলেও নিষ্ঠা প্রকট হওয়ার পূর্ব্বে সাধককে আরও কিছু দশা—লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায়, রসাস্বাদ অতিক্রম করিতে হয়। নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতিতে সাধকের মনোবৃত্তি কিরূপ হয়, তাহা তিনি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। এই বিষয়গুলি সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া যত্নসহকারে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য সম্বন্ধে শ্রীল মহারাজ বলেন,—শ্রীহরি বা ভগবান্ হইতে তত্ত্বগত অভিন্ন হওয়ায় 'অদ্বৈত' এবং ভক্তিশিক্ষক হওয়ায় তিনি 'আচার্য্য' আখ্যায় আখ্যায়িত। সাধারণরূপে দেখা যায়, সকল অবতারগণ এমনকি স্বয়ং অবতারীও যুগের শেষভাগে জগতে প্রকট হইয়া থাকেন। কিন্তু ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কলির প্রথম সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্যই আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যের বন্দনা করিয়াছেন,—

বন্দে আচার্য্যমদ্বৈতং ভক্তাবতারমীশ্বরম্।
যস্য জ্ঞাত্বা মনোবৃত্তিং চৈতন্যোঽবতরেদ্ভুবি।।

ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আমি বন্দনা করিতেছি, যাঁহার হৃদ্গত ভাব জানিয়া শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে কিভাবে সম্মান করিতে হয় নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে প্রথম শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়া জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে শ্রীল মহারাজজী বলেন,—(১) যিনি সদা সর্ব্বদা নিত্যবস্তুতে বা নিত্যবস্তুর সেবাতে আনন্দিত থাকেন এবং আশ্রিতজনকে অকাতরে নিত্যবস্তুর সেবা প্রদান করেন তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ। (২) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে কিছু হৃদয়বিদারক সেবা (সীতাকে বনবাসে পাঠান) করান। লক্ষ্মণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের এই সমস্ত আদেশ নিঃশব্দে পালন করিলেও হৃদয়ের অন্তরতম প্রকোষ্ঠ হইতে সমর্থন করিতে না পারায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, ভবিষ্যতে আর অনুজ ভাইরূপে না আসিয়া অগ্রজরূপে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

আসিব। তাহা হইলে আমাকে আর এরূপ হৃদয়বিদারক আদেশ পালন করিতে হইবে না। আমিই আদেশ প্রদান করিব। এইজন্যই দ্বাপরযুগে অগ্রজভ্রাতা শ্রীবলদেবরূপে এবং কলিযুগেও অগ্রজ নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হন। (৩) সমস্ত জীবতত্ত্বের উৎস বলদেব প্রভু বা নিত্যানন্দ প্রভু। (৪) জগজ্জীবকে উদ্ধার করিয়া ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছাইবার জন্য তিনি সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব ছিলেন। জগাই-মাধাই উদ্ধার ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মার খাইয়াও প্রেম তিনি প্রদান করিয়াছেন। পতিত জীবের প্রতি করুণার্দ্র হৃদয় অনুভব করিয়া ভাগবত-প্রণেতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরি-হরি-ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।।

আমি দয়াল-দাতাশিরোমণি, অহৈতুক কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণভক্তিরূপ বৃক্ষের মূল-স্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ভজন করি। যিনি পতিত জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া করুণা-বিগলিত হৃদয়ে প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়া বাহু বিস্তার করিয়া হে ভাই! তোমরা সকলে মিলিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিরন্তর হরিনামধ্বনি কর, তোমরা হরিনামধ্বনি নিরন্তর করিলে তোমাদের সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারের দায়িত্ব আমার উপর আসিবে—এইরূপ বলিয়া নিত্যানন্দ প্রভু পরিভ্রমণ করিতে থাকেন।

অষ্ট্রেলিয়া প্রচার সমাপনান্তে শ্রীল মহারাজ ১।৩।২০০২ তারিখে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের আজাদহিন্দ ফৌজ গঠনের স্থান সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করেন। ১।৩।২০০২—১৫।৩।২০০২ তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীল মহারাজ সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়াতে প্রচার করেন। উক্ত স্থানদ্বয়ে তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে তাঁহার গুরুসেবার বৈশিষ্ট্য ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রাকৃত জীবন-চরিত সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁহাদের জীবন-চরিত এবং গুরুতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হন। ধর্ম্মসভার পর কতিপয় শ্রদ্ধালু জিজ্ঞাসু গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু পরিপ্রশ্ন করেন।—

জনৈক শ্রোতা—দীক্ষাগুরু কি কখনও পরিত্যজ্য হইতে পারে?

শ্রীল মহারাজ—না, কখনই নয়। তবে এ বিষয়ে বিশেষ বিচার আছে।

শ্রোতা—বিশেষ বিচার কি, তাহা একটু ব্যাখ্যা করিলে আমাদের ন্যায় সাধারণ শ্রদ্ধালুর বিশেষ উপকার হয়।

শ্রীল মহারাজ—আপনারা চীনা হইলেও আশা করি রামায়ণ, মহাভারতের নাম

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল , ২০০২

শুনিয়া থাকিবেন। তখন বহুশ্রোতা হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা জানি এবং দূরদর্শনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়া জানান।

শ্রীল মহারাজ—মহাভারতে বর্ণন করা হইয়াছে,—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।।

অর্থাৎ জাগতিক ভোগবিষয়ে লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেকরহিত, ভক্তিরহিত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ভক্তিবিরোধী পথে গমনকারী ব্যক্তি So called গুরু। এইরূপ গুরু পরিত্যাগই বিধেয়, অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—কেহ বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য' শ্লোক স্মরণ করিয়া So called গুরুকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর নিকট হইতে পুনরায় দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য। পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ না করিলে কোনক্রমেই ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

জনৈক শ্রোতা—জাগতিক ভোগবিষয়ে লিপ্ত বলিতে কি বুঝায়?

শ্রীল মহারাজ—সদ্‌গুরুর লক্ষণে বলা হইয়াছে,—সদ্‌গুরু সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ভগবদনুভূতিসম্পন্ন ও জাগতিক ভোগবিষয় হইতে বিরক্ত হইবেন। জাগতিক ভোগবিষয় বলিতে Women, wealth, wine এবং dance in night club, divorce, drink, duplicity প্রভৃতিকে বুঝায়। ইহা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবেন।

জনৈক শ্রোতা—ভজন করিতে হইলে কি গুরু অবশ্যই করিতে হইবে? দীক্ষা গ্রহণ কি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়? আমার ত' মনে হয় গুরু একজন Agent, broker বা mediator.। আমি আমার জীবনে দুইবার ধোকা খাইয়াছি, ঠকিয়াছি। অতএব mediator এর নিকট না গিয়া direct কৃষ্ণভজন করাই আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

শ্রীল মহারাজ—শ্রীমান আশ্রম মহারাজ এই প্রশ্নের জবাব দিবেন।

শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ—শ্রীল মহারাজ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছেন। ধ্রুব মহারাজ তপস্যা করিতে আসিয়াছেন ভগবানকে লাভ করিবার জন্য; কিন্তু গুরুকরণ হয় নাই। ভগবান্ নারদ ঋষিকে পাঠাইয়া দীক্ষামন্ত্র দান করাইলেন। আমিও আপনার ন্যায় আমার পারমার্থিক জীবনে দুইবার ঠকিয়াছি। শ্রীগুরুদেব এই জগতের ন্যায় broker, agent বা mediator নন। শ্রীগুরুদেবের কৃপা অনস্বীকার্য্য।

শ্রীল মহারাজ—শ্রীপুণ্ডরীক ব্রহ্মচারী এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করুক।

শ্রীপুণ্ডরীক ব্রহ্মচারী—শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ ঠিকই বলিয়াছেন। আমরা শাস্ত্রে দেখিয়াছি, গুরুবর্গের নিকট শুনিয়াছি,—"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।"

ভগবান্ রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। আরও শুনিয়াছি,—

"গুরু-গোবিন্দ দোনো খড়ে কাকে লাগু পাঁউ।
বলিহারি শ্রীগুরুদেবকো গোবিন্দ দিও বতাই।।"

শ্রীল মহারাজ—শ্রীমাধব মহারাজ বিষয়টীকে আরও স্পষ্ট করুক।

শ্রীপাদ মাধব মহারাজ—আপনারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তাগণের নিকট অনেক বিষয়েই শ্রবণ করিলেন, তথাপি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা স্মৃতিচারণ করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এ বিষয়ে ভগবানের কি মত তাহা আলোচনা করিলে বিষয়বস্তুটী পরিষ্কার হইয়া যাইবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী হরিভক্তিবিলাসে ভগবদুক্তি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন,—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।।

কোন ভক্ত ভগবানের সেবাপূজা করিবার জন্য আকুলপ্রাণ হইলে শ্রীভগবান্ বলেন,—হে বৎস! তুমি সর্ব্বপ্রথম নিজ শ্রীগুরুদেবের সেবাপূজা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া আমার সেবাপূজা কর। এইরূপ করিলে তুমি সহজেই সিদ্ধিলাভ করিবে। ইহার ব্যতিক্রমে তোমার সবকিছুই নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রণেতা শ্রীচৈতন্যযুগের ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত পরিচর্য্যারতাত্মনাম্।।

Direct ভগবানের সেবা করিলে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে। এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় রহিয়াছে, সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের অর্থাৎ সদ্গুরু বা সদ্বৈষ্ণবের সেবায় তৎপর সাধকের সিদ্ধিবিষয়ে কোনপ্রকার সংশয় নাই বা সন্দেহের অবকাশ নাই, থাকিতেও পারে না।

আরও দেখা যায়,—'গুরু ছাড়ি' গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে।"

কোন একসময় অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এক ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য সভায় পদার্পণ করিবামাত্র কতিপয় ছাত্র বৈষ্ণবগণের শিখা দেখিয়া Ariel, ariel বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠে। অতঃপর শ্রীল গুরুপাদপদ্ম মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত করিয়াই ariel, ariel বলিয়াই বক্তৃতা আরম্ভ করেন এবং ইহার বৈজ্ঞানিক ও পারমার্থিক ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দেন। ইহা পারমার্থিক ariel, বৈকুণ্ঠবার্ত্তা ধরিবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের বাহ্যিক বেবিশেষ। ইহজগতের রেডিও বা টেলিভিশনের ariel বা antina নহে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

আপনারা শ্রীগুরুদেবকে agent, broker বা mediator শ্রীগুরুতত্ত্বকে বা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। সদ্‌গুরু ইহজগতের money making broker নহেন। শ্রীগুরুদেব ভগবানের নিজজন। মায়ামুগ্ধ জীবকে ভগবচ্চরণে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীভগবান্ নিজজনকে agent করিয়া পাঠাইয়াছেন। বৈষ্ণবী ভাষায় শ্রীগুরুদেবকে মহাজন বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভুকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে wholesale dealer বানাইয়াছেন। এইভাবে retailorও অনেক নিযুক্ত করিয়াছেন। লীলাপুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর, মর্য্যাদাপুরুষোত্তম দাশরথি রাম, প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি সকলেই দীক্ষাগুরু গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ আচরণের দ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। অতএব গুরুদীক্ষা ব্যতীত ভজনরাজ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে, দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ অবশ্য প্রয়োজন।

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরি স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্।।

যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরু এবং প্রিয়ত্বহেতু গুরুই শ্রীহরির ন্যায় পূজ্য। শ্রীগুরুদেব যাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, ভগবানও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীগৌর-নিতাই

ওই ত' প্রেমের সিন্ধু পাথার গৌর-নিতাই দু'ভাই নাচে।
শুষ্কমরু ঊষর ধূসর তাপিত পতিত সবাই বাঁচে।।
মহাভাবের ভাবটী মধুর ভাবের ভাবি দু'ভাই মরি!
ভয় কিরে আর পাপী-তাপী? বল্‌রে নিতাই গৌরহরি।।
প্রণবেরি মূর্ত্তি সাকার, হরির নামে আপনহারা।
আত্মতীর্থ ক্ষেত্র প্রয়াগ, গাঙ যমুনার মিলনধারা।।
গোলোক-পুলক-মন্দাকিনীর, লহর গীতির ভাবের তরি।
বল্‌রে সবাই পরাণ খুলে, বল্‌রে নিতাই গৌরহরি।।
পূর্ণ সাধার বীণার তান এ হরিনামের মধুর বোলে।
সহজ সুরের স্বরগ্রাম এ জীবের হৃদয় আপনি ভোলে।।
নিত্য মধুর মন্ত্র, নামের, বল্‌রে সবাই হৃদয় ভরি।
বল্‌নারে ভাই বল্‌না কেবল, বল্‌না নিতাই গৌরহরি।।

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সামন্ত, বর্দ্ধমান

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ চৈত্র, ১৪০৮ ; ১৪ এপ্রিল, ২০০২

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৪শ বর্ষ } ১৮ মধুসূদন, অনিরুদ্ধ, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ বৈশাখ, বুধবার, ১৪০৯, ইং ১৫/৫/২০০২ {৩য় সংখ্যা

সানুবাদ

শ্রীতুলসী-স্তবঃ

[শ্রীপদ্মপুরাণ-সৃষ্টিখণ্ড-ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ে]

বশিষ্ঠবচনাৎ পূর্ব্বং রামেণ সরযূতটে।
রাক্ষসানাং বধার্থায় রোপিতা ত্বং জগৎপ্রিয়ে।
রোপিতা তপসো বৃদ্ধ্যৈ তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্।। ১৮।।

পূর্ব্বে শ্রীবশিষ্ঠ-বচনানুসারে রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র সরযূনদীর তীরে আপনাকে রোপণ করিয়াছিলেন। হে জগৎপ্রিয়ে তুলসীদেবি! তপস্যাবৃদ্ধির জন্য আমি আপনাকে নমস্কার করি ।। ১৮।।

বিয়োগে বাসুদেবস্য ধ্যাত্বা ত্বাং জনকাত্মজা।
অশোকবনমধ্যে তু প্রিয়েণ সহ সঙ্গতা।। ১৯।।

জনকাত্মজা সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের বিয়োগে আপনাকে ধ্যান করিয়া নিজপ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।। ১৯।।

শঙ্করার্থং পুরা দেবি পার্ব্বত্যা তং হিমালয়ে।
রোপিতা সেবিতা সিদ্ধ্যৈ তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্।। ২০।।

পুরাকালে শ্রীশঙ্করের নিমিত্ত শ্রীপার্ব্বতী হিমালয়ে তপস্যা-সিদ্ধিমানসে শ্রীতুলসী রোপণ করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। অতএব হে দেবি! আপনাকে আমি প্রণাম করি।। ২০।।

ধর্ম্মারণ্যে গয়ায়াঞ্চ সেবিতা পিতৃভিঃ স্বয়ম্।
সেবিতা তুলসী পুণ্যা আত্মনো হিতমিচ্ছতা।। ২১।।

ধর্ম্মারণ্য ও গয়াতে পিতৃপুরুষগণ স্বয়ং নিজ নিজ মঙ্গল কামনা করিয়া পতিতপাবনী শ্রীতুলসীর সেবা করেন।। ২১।।

রোপিতা রামচন্দ্রেণ সেবিতা লক্ষ্মণেন চ।
সীতয়া পালিতা ভক্ত্যা তুলসী দণ্ডকে বনে।। ২২।।

দণ্ডকবনে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীতুলসীকে রোপণ করিয়াছিলেন, শ্রীলক্ষ্মণ তাঁহাকে সেবা করিয়াছিলেন এবং ভক্তিভরে শ্রীসীতাদেবী পালন করিয়াছিলেন।। ২২।।

ত্রৈলোক্যব্যাপিনী গঙ্গা যথা শাস্ত্রেষু গীয়তে।
তথৈব তুলসীদেবী দৃশ্যতে সচরাচরে।। ২৩।।

ত্রৈলোক্যব্যাপিনী শ্রীগঙ্গার মহিমা যেরূপ শাস্ত্রে গীত হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীতুলসীদেবীও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হন।। ২৩।।

ঋষ্যমূকে চ বসতা কপিরাজেন সেবিতা।
তুলসী বালিনাশায় তারাসঙ্গমহেতবে।। ২৪।।

ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অবস্থানকালে কপিরাজ শ্রীসুগ্রীব বালির নাশের নিমিত্ত ও তারার সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীতুলসীদেবীর সেবা করিয়াছিলেন।। ২৪।।

প্রণম্য তুলসীদেবীং সাগরোৎক্রমণং কৃতম্।
কৃতকার্য্যঃ প্রহৃষ্টশ্চ হনূমান্ পুনরাগতঃ।। ২৫।।

শ্রীহনূমান শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণাম করিয়া সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়াছিলেন এবং কৃত-কার্য্য হইয়া পরম হৃষ্টচিত্তে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া পুনরায় (শ্রীরামচন্দ্র-সমীপে) আসিয়াছিলেন।। ২৫।।

তুলসীগ্রহণং কৃত্বা বিমুক্তো যাতি পাতকৈঃ।
অথবা মুনিশার্দ্দূলা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।। ২৬।।

হে মুনিসত্তমগণ! শ্রীতুলসী চর্ব্বণ করিয়া জীবগণ সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয় অথবা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতেও পরিত্রাণ পায়।। ২৬।।

তুলসীপত্রগলিতং যত্তোয়ং শিরসা বহেৎ।
গঙ্গাস্নানমবাপ্নোতি দশধেনুফলপ্রদম্।। ২৭।।

যিনি শ্রীতুলসীপত্রধৌত জল শিরে গ্রহণ করেন, তিনি দশটী ধেনুদানের অথবা শ্রীগঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হন।। ২৭।।

প্রসীদ দেবি দেবেশি প্রসীদ হরিবল্লভে।
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতে তুলসি ত্বাং নমাম্যহম্।। ২৮।।

হে শ্রীহরির বল্লভে! হে সুরেশ্বরি! হে ক্ষীরোদ-সমুদ্র-মথনোদ্ভূতা শ্রীতুলসী-দেবি! আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।। ২৮।।

দ্বাদশ্যাং জাগরে রাত্রৌ যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ।। ২৯।।

দ্বাদশীর রাত্রিতে জাগরণ করিয়া যিনি শ্রীতুলসীর স্তব পাঠ করেন, শ্রীকেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন।। ২৯।।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪ পৃষ্ঠার পর]

জড়বাদ স্বীকারের গুরুতর প্রতিবন্ধক

জড়বাদ স্বীকার করার পক্ষে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক থাকিলেও তদপেক্ষা গুরুতর আর একটী প্রতিবন্ধক আছে। ক্রমোৎপত্তিবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার অধিকার নির্ণয়স্থলে ইহাকে একটী সামান্য প্রক্রিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে শক্তি হইতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহার মূল ও স্বভাব সম্বন্ধে এই বাদ নিতান্ত নিস্তব্ধ। যে-পর্য্যন্ত ভূমিস্তরসমূহে উদ্ভিদ্ ও জন্তুদিগের আকৃতি ও নির্ম্মাণসম্বন্ধে এই মতের ক্রিয়া হইতে থাকে, সে-পর্য্যন্ত এই ক্রিয়ারও মূলানুসন্ধান প্রবৃত্তি কার্য্য করে না। এই মতে তন্ত্রবাদী যথেষ্ট। কিন্তু সম্বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ যখন দেখিতে থাকেন যে,—অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয় পরিপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে যে সময়ে অনুসন্ধান করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সম্মুখে অনেক প্রকার সত্তা প্রতীত হয়, যাহার সম্বন্ধ-প্রাপ্ত বস্তু আত্ম-প্রত্যয়ের সীমার বাহিরে নাই।

ক্রমোৎপত্তিবাদের হেয়তা ও ধৃষ্টতা

যখন আমরা আনন্দ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ, বাক্য ও ক্রিয়া বিষয় চিন্তা করি, তখন তাহাদের উৎপত্তিক্রমের মূল জানিতে পারি না, কেবল যখন সৃষ্টিশক্তির তত্ত্বসিদ্ধান্ত করি, তখনই তাহা জানিতে পারি। ক্রমোৎপত্তিবাদী সাহসের সহিত কিন্তু প্রমাণশূন্য হইয়া বলিতে থাকেন যে, এই শক্তি জড়যন্ত্রোদিত এবং আত্মপ্রত্যয়ের সম্বন্ধবিহীন। কি-প্রকারে জড়যন্ত্রোদিত এবং আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধশূন্য কোনপ্রকার শক্তি আধ্যাত্মিক স্বতন্ত্রতাপূর্ণ জীবসকলকে উৎপত্তি করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ক্রমোৎপত্তিবাদী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

কোন সিদ্ধান্ত করিতে চায় না। পক্ষান্তরে তিনি স্বীকার করিয়া থাকেন যে, এই তত্ত্বটী অপরিজ্ঞাত এবং অবিচিন্ত্য। তথাপি তাঁহার জড়বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় অবিচারপূর্ব্বক তিনি বলিয়া থাকেন, যাঁহারা ক্রমোৎপত্তিবাদের সত্যতা সন্দেহ করেন, তাঁহারা অতত্ত্বজ্ঞ এবং বাদদূষিত।

জড়ীয় মতাবাদ সসীম ও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত

হারবার্ট স্পেন্সার, হাক্‌সলি প্রভৃতির উদ্ভাবিত বিজ্ঞান করণাপাটব-সম্ভূত প্রমাদ-বিশেষ। অপক্ক চিকিৎসক যেরূপ অযথা ঔষধ প্রয়োগদ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানিগণ জৈবজীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধিসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রমাদজনিত ক্লেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। জড়ীয় মতবাদ যে নিতান্ত সীমাবিশিষ্ট এবং ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবে পরিপূর্ণ—ইহা দেখাইয়া দিলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিরোধে সেই ভ্রান্তদিগের শিক্ষা কিছুমাত্র কার্য্য করিতে পারিবে না।

খ্রীষ্টিয় মতের Soul ও বেদের আত্মা এক নহে

এই প্রবন্ধটী কোন খ্রীষ্টিয়ান্ লেখনী হইতে নিঃসৃত, ইহাতে সন্দেহ নাই। লেখক জড়বাদ অস্বীকারপূর্ব্বক যেটুকু আধ্যাত্মিকবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা খ্রীষ্টিয়ান্ ধর্ম্মোচিত সঙ্কোচিত আত্মবাদ মাত্র। খ্রীষ্টিয়ানধর্ম্মে যে একটী 'Soul' শব্দ আছে, তাহা স্থাপনা করিতে গেলে নিতান্ত জড়বাদীদিগের মতের খণ্ডন করা আবশ্যক, কেন না জড়শক্তিগত বিধিসকলকে অতিক্রম করিয়া সেই Soul বর্ত্তমান। পরন্তু **খ্রীষ্টিয়ান্ মত-ভাবিত Soul যে শুদ্ধ আত্মা তাহা নয়।** বেদশাস্ত্রে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ মন্তব্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে যে আত্মার উদ্দেশ আছে, সে আত্মা নিতান্ত জড়বাদ ও মিশ্র-জড়বাদ হইতে পৃথক্। **খ্রীষ্টিয়ানের আত্মা মিশ্র জড়বাদের অন্তর্গত। মন ও মনের ধর্ম্ম সমস্তই খ্রীষ্টিয়ানের আত্মা। কিন্তু শুদ্ধ আত্মা মন হইতে অত্যন্ত উচ্চ ও শুদ্ধ।**

জড়বাদ অপেক্ষা খ্রীষ্টিয় আত্মবাদও শ্রেষ্ঠ

লিঙ্গ-শরীরকে খ্রীষ্টিয়ানগণ আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসের অনুগত একটী স্বর্গ ও একটী নরকের কল্পনা করিয়াছেন ও সেই বিশ্বাসের অনুগত একটী ঈশ্বর ও একটী শয়তানের বিশ্বাসকে অস্বীকার করেন। যাহা হউক খ্রীষ্টিয়ানগণ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিলেও সর্ব্বপ্রকার জড়বাদীর পূজনীয়, কেন না সর্ব্বপ্রকার জড়বাদেই আত্মতত্ত্বের অন্বেষণমাত্রই নাই। খ্রীষ্টিয়ানগণের স্থূল ও জড়বন্ধন-মুক্তি-পূর্ব্বিকা আত্মপথে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়—ইহাই তাহাদের মঙ্গলের বীজ। এই

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৮ : ১৫ মে, ২০০২

শ্রদ্ধাভাস জন্মজন্মান্তরে সৎসঙ্গরূপ সুকৃতিবলে অনন্যা ভক্তিতে শ্রদ্ধারূপে পরিণত হইবে। জড়বাদিগণ দুর্ভাগা। তাহাদের মরণান্তে জড়ধর্ম্ম প্রাপ্তিই ফল। 'ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা''—এই ভগবদ্বাক্যই ইহার প্রমাণ। "যান্তি দেবব্রতা দেবান্'—এই বাক্যদ্বারা খ্রীষ্টিয়ানগণ দেবতত্ত্বের স্বর্গলোক লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। বেদার্থবিৎ বৈষ্ণবগণ "যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্"—এই বাক্যক্রমে শুদ্ধ আত্মবস্তুর যাজনপূর্ব্বক পরমাত্মস্বরূপ ভগবৎ-সেবা লাভ করেন।

জড়বাদিগণই ভূত-পূজক—'ভূতেজ্যা' এবং ইহাদের সভ্যতা আধুনিক ও আসুরিক

জড়বাদীদিগকেই ভূতেজ্যা বলা যায়, কেননা তাহারা জড়ভূত ও জড়ভূতদিগের বিধি ও জড়শক্তি আলোচনাপূর্ব্বক যতপ্রকার ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তি বিধি নির্ণয় করিয়াছে এবং সেই বিধিকে জগচ্চক্রের প্রধান বিধি বলিয়া মানিয়াছে। তাহারা মরণান্তে আত্মতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া জড়মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ আত্মশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া জড়শক্তি প্রধান হইয়া জড়ীভূত হয়। ইহাদিগের অবস্থা শোচনীয়। ইহারা স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। এই অপরাধেই তাহারা চরমে অধিকতর বঞ্চিত হয়। এইপ্রকার ক্রমোৎপত্তিবাদ আর্য্যপুরুষদিগের মধ্যে বহুতর অধঃপতিত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ কালে কালে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে কিছুমাত্র নূতনতা নাই। **পাশ্চাত্ত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সভ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়।** সেই সব দেশে সুতরাং টিণ্ডল্, হাক্‌সলি, ডারউইন্ প্রভৃতি পণ্ডিতমধ্যে পরিগণিত। পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী করা যায়, তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভগবদ্‌গীতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে আসুর-প্রবৃত্তি-বর্ণনে "জগদাহুরনীশ্বরম্", "অপরস্পরসম্ভূতম্" ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তিবাদ এই সকল যে আসুর-প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়—তাহা কথিত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতিবাদী ও ক্রমোৎপত্তিবাদিগণের প্রতি উপদেশ

এই সকল বাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বে প্রবেশ করা স্বার্থ-সাধক জীবের কর্ত্তব্য। জড়জগতের বৈচিত্র্য সমস্ত স্বীকারপূর্ব্বক তাহাতে অধিকর্ত্তার লীলা, আলোচনা করত ভগবৎপ্রেমের অনুসন্ধান করা উচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদে আবদ্ধ থাকা বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্ত্তব্য নয়। প্রক্রিয়ান্বেষী শিল্পীদিগের পক্ষে সেই সেই বিজ্ঞান বহু মাননীয়। শিল্প-বিদ্যা ও বিজ্ঞান-বিদ্যাকে উন্নতি করিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণের সেবা করাই কর্ত্তব্য। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়, যাঁহারা তাহার আলোচনায় নিযুক্ত তাঁহাদের সামান্য শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে আবদ্ধ হওয়ার অবসর নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের শরীর নির্ব্বাহী ব্যাপার সকলের

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

সাধনের জন্য অন্যান্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। হে ভ্রাত, ক্রমোন্নতিবাদি! হে ভ্রাত, ক্রমোৎপত্তিবাদি! তোমরা আপনাপন কার্য্য কর, তাহাতে তোমাদের এবং জগতের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমরা অনধিকারচর্চ্চাপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের দোষগুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভাল মানুষ হইয়া কার্য্য করিলে আমরা তোমাদিগকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিব।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫০ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—কি বিচার গ্রহণ কর্‌লে মঙ্গল হবেই?

উঃ—বিশ্বকে ভগবৎ-সেবক দেখ্‌লে আর কোন দুঃখ থাকে না। স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শরণাগত হ'য়ে নিষ্কপটে ভজন কর্‌লে এক জন্মেই ভগবৎপ্রাপ্তি হ'বে।

ভগবান্‌কে যিনি দেখিয়ে দিতে পারেন, যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন, তাঁর কাছেই ভগবানের সেবার কথা শুন্‌তে হ'বে, তা' হ'লেই মঙ্গল হ'বে।

ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ ভক্তিচক্ষে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে দর্শন করেন। এরূপ সাধুর সঙ্গ ও কৃপা হ'লে আমরাও হৃদয়ে ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাব।

আমরা আর একটুকু সময়ও নষ্ট না ক'রে সতত ভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত হ'ব। সৎসঙ্গেই সেবা কর্‌তে হ'বে। সবসময় সৎসঙ্গে থাক্‌লে সেবাপ্রবৃত্তি বাড়্‌তে থাক্‌বে।

ভগবান্ শরণাগত ভক্তের সকল বাঞ্ছাই পূর্ণ করেন এবং তাহাকে কখনও প্রত্যাখ্যান করেন না। 'কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।'

আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করার ক্ষমতা একমাত্র ভগবানেরই আছে, এতদ্ব্যতীত অপর কাহারও সে-শক্তি নাই—এই বিশ্বাস দৃঢ় হ'লেই আমরা নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, সুখী ও সফলকাম হ'তে পার্‌ব।

মঙ্গলময় কৃষ্ণের মঙ্গলদাতৃত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস হ'লে আমাদের মঙ্গল নিশ্চয়ই হ'বে। ভগবৎপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগত হ'লে যে কি মহা-মঙ্গল হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

প্রঃ—শ্রীবিগ্রহ কি সাক্ষাৎ ভগবান্?

উঃ—নিশ্চয়ই। কৃষ্ণবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" শ্রীবিগ্রহ ভগবানের অর্চ্চাবতার। নিজ হৃদয়দেবতাই বাহিরে শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত।

প্রঃ—গুরু কোথায় পাব?

উঃ—করুণাময় কৃষ্ণ যাঁকে আপনার গুরু ব'লে প্রেরণ কর্‌বেন, তিনিই বাহিরে

মহান্তগুরুরূপে আপনার নিকট প্রকাশিত হ'বেন। ভগবৎ-কৃপায় গুরু মিল্‌বে এবং গুরু-কৃপায় ভগবান্‌কে পাওয়া যাবে।

নিজ নিজ ভাগ্য-অনুসারে গুরু মিলে। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি দেখে তাদের নিকট সেইরূপ গুরুই প্রেরণ করেন। যাঁরা ভগবানের নিকট নিষ্কপট কৃপা চান, যাঁরা নিত্যমঙ্গল লাভের জন্য ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, ভগবান্ সেই সরল নিষ্কপট ব্যক্তিগণের প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে তাঁ'দিগকে কৃপা কর্‌বার জন্য তাঁদের নিকট নিজেই গুরুরূপে প্রকাশিত হন। আর যাঁরা ভগবানের নিকট কপট কৃপা চান, তাঁদের চিত্তবৃত্তি-অনুসারে ভগবানের মায়া তাঁদের কাছে তদনুযায়ী গুরু প্রেরণ ক'রে থাকেন।

নিষ্কপট ব্যক্তির কখনও অসুবিধা হয় না। তিনি অচিরেই সদ্‌গুরুর সন্ধান পান।

প্রঃ—সাধুসঙ্গ কি সর্ব্বক্ষণ করণীয়?

উঃ—সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাক্‌তে হ'বে। সৎসঙ্গ ব্যতীত দুর্ব্বল আমি কিছুতেই বাঁচতে পার্‌ব না। সৎসঙ্গ থেকে তফাৎ হ'য়ে থাক্‌লে আমাদের 'প্রভু' হ'বার দুর্ব্বুদ্ধি আস্‌বে। সবসময় সাধুগুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী না থাক্‌লে বিপদে পড়ে যেতে হ'বে। নিরাশ্রয় হ'লেই মায়া আমাদিগকে ধর্‌বে। তখন আমরা মায়ার নফর হ'য়ে সংসারে ঘুরে বেড়াব।

প্রঃ—সংসার থেকে কি ক'রে উদ্ধার পাব?

উঃ—ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেহ কোনকালে সংসার থেকে উদ্ধার হ'তে পার্‌বে না। আমরা কৃষ্ণের নিত্য কেনা গোলাম—এই কথাটা ভুলে গেলেই মায়ার গোলাম হ'য়ে পড়্‌তে হ'বে। ভগবৎ-সেবাই হল ভক্তি, আর ভোগেচ্ছাই অভক্তি বা সংসার। এই সর্ব্বনাশকর সংসার হ'তে বাঁচবার একমাত্র উপায়—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে গুরু-বৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ। প্রীতির সহিত হরিকথা শুন্‌লে সংসার কর্‌বার প্রবৃত্তি থেমে যাবে।

প্রঃ—আমরা কি শিষ্য কর্‌ব?

উঃ—শুদ্ধভক্ত বা মুক্ত না হ'য়ে শিষ্য কর্‌তে নাই। আগে সদ্‌গুরু আশ্রয় ক'রে নিজে শিষ্য হ'তে হ'বে এবং গুরুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। তৎপরে সেইসব কথাগুলি নিজজীবনে আচরণ ক'রে দৈন্যের সহিত কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে নিজেও গুরু হ'তে হবে। মতলব ক'রে চিরকাল লঘু থাক্‌ব, এটা আত্মবঞ্চনা। গুরু হ'তে হ'বে মানে—কৃষ্ণভক্ত হ'তে হ'বে—সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাক্‌তে হ'বে।

শিষ্য কর্‌তেই হ'বে এরূপ কথা নয়। তবে ভগবানের ইচ্ছা হ'লে কোন কোন শুদ্ধভক্ত লোকের মঙ্গলের জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন। এতে তাঁদের কোন অভিসন্ধি

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

থাকে না। লঘুকে গুরু করা, বহির্ম্মুখকে উন্মুখ করা, সকলকে কৃষ্ণভক্ত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

প্রঃ—গুরু কি কৃষ্ণধনে ধনী?

উঃ—ভগবানের মালিক—শ্রীগুরুদেব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের সম্পত্তি বা ধন। এজন্য গুরুই ভগবান্‌কে দিতে পারেন। গুরুর প্রসাদেই কৃষ্ণের কৃপা ও দর্শন লাভ হয়।

প্রঃ—ভগবদ্দর্শন করা মানে কি?

উঃ—ভগবদ্দর্শন করার অর্থ—Cent percent engagement of the senses in the service of Godhead অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবানের সেবাই আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা ও ভগবদ্দর্শন। গুরুকৃপায় ভজনপ্রভাবে অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিই কৃষ্ণদর্শন।

প্রঃ—অন্তর্দর্শন কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভোগ্যদর্শন, আকারদর্শন বা বহির্দর্শন ছেড়ে দিয়ে অন্তর্দর্শন বিশেষ দরকার। অন্তর্দর্শন না হ'লে বহির্দর্শন থাক্‌বেই। বহির্দর্শন ত' মায়াদর্শন।

খামের অভ্যন্তরস্থ চিঠির বিষয়ে উদ্‌গ্রীব হ'লে বাহিরের খামখানা দেখ্‌বার আর অবসর থাকে না। বিশ্বকে ভগবৎ-সেবকরূপে দর্শন হ'লে আমাদের বহির্দর্শন থাক্‌বে না। বিশ্বের সর্ব্বত্রই ভগবান্ বিরাজিত। প্রত্যেক হৃদয় ভগবানের বসতিস্থল।

আমার হৃদয়-মন্দিরে ভগবান্ সতত অবস্থান করিতেছেন আমাকে সেবাসুযোগ প্রদান কর্‌বার জন্য—এই চিন্তা বা দর্শন প্রবল হ'লে 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' ন্যায়ে সর্ব্বত্র ইষ্টদর্শন হ'বে। তখন আর বহির্দর্শন, ইতরদর্শন, লঘুদর্শন বা বিশ্বদর্শন থাক্‌বে না। তখনই 'বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে' মনে হ'বে।

প্রঃ—আমরা কি নিজেকে নিজে রক্ষা কর্‌তে পারি?

কখনই না। 'আমি নিজেকে রক্ষা করিব'—ইহা অভক্ত, অসুরের বিচার। এরূপ কুবিচার আসিলেই বিপদ্।

'কৃষ্ণই আমার রক্ষাকর্ত্তা, সুতরাং আমার আবার ভয় কিসের?'—ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় এই সুবিচারই গ্রহণীয়। ভগবানের কথায় উদাসীন হ'লে এবং ভগবানের উপর নির্ভরতা কমে গেলেই নানা কুবিচার ও অহঙ্কার এসে আমাদিগকে বিপন্ন কর্‌বে।

প্রঃ—কে উদ্ধার পায়?

উঃ—যখনই আমরা ভগবানের সেবা কর্‌ব ন, তখনই অন্য চিন্তা বা ভোগবুদ্ধি এসে আমাদিগকে গ্রাস কর্‌বে। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ এই বিপদ্ হ'তে আমাদিগকে রক্ষা কর্‌বার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু আমরা তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না কর্‌লে কি ক'রে রক্ষা পাব? কৃষ্ণ জীবকে গুরুরূপে রক্ষা ক'রে থাকেন। কৃষ্ণকৃপার মূর্ত্তি হ'লেন—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৮ ; ১৫ মে, ২০০২

গুরুকৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে সংসার হ'তে উদ্ধার ক'রে কৃষ্ণের নিকট যাবার জন্য এ জগতে আসেন। যে-সব ভাগ্যবান্ সজ্জন সেই গুরুদেবের কৃপা ও উপদেশ সাদরে গ্রহণ করেন, তাঁরাই সংসার থেকে উদ্ধার পেয়ে পরাশান্তির ধামে যেতে পারেন।

প্রঃ—মঙ্গল কি ক'রে হ'বে?

উঃ—'কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই জ্ঞান বা অনুভূতি যদি ভাগ্যক্রমে একবার এসে যায়, তা' হ'লে সমস্ত অমঙ্গল পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় এবং যাবতীয় মঙ্গল করায়ত্ত হ'য়ে থাকে।

প্রঃ—মঙ্গলের রাস্তাটা কি?

উঃ—সম্পদে-বিপদে ভগবানে শরণাপত্তিই একমাত্র মঙ্গলের রাস্তা।

'কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা কর্‌বেন'—এই শরণাগতি ছেড়ে দিয়ে নিজে রক্ষাকর্ত্তা সাজ্‌তে গেলেই সর্ব্বনাশ। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণে নির্ভর কর্‌লেই মঙ্গল। নতুবা জন্ম জন্ম দুঃখ ভোগ কর্‌তেই হ'বে। আশ্রিতবৎসল ভগবান্ আশ্রিতের সকল ভারই গ্রহণ করেন। এখন আমরা আশ্রিত হ'লেই হ'ল।

প্রঃ—ভক্ত কে?

উঃ—যিনি কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজের সুখে জলাঞ্জলি দেন, যিনি কৃষ্ণসুখার্থ ভোগ ত্যাগ ক'রে নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাক্‌তে পারেন, তিনিই ভক্ত। তাঁরই মঙ্গল হয়।

কৃষ্ণকে সুখ দিবার প্রবৃত্তিই ভক্তি। স্বসুখকামী হ'য়ে নিজে সুখে থাক্‌ব, এটা অভক্তি। এতে দুঃখই হ'বে।

কৃষ্ণ সেজে—সংসারী হ'য়ে স্ত্রীসম্ভোগ কর্‌ব, এটা অভক্তের বিচার। এরূপ অভক্তের আদর্শ না নিয়ে ভক্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'লেই মঙ্গল। নিজেকে সতত কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না রাখ্‌লে ভোগী বা ত্যাগী হ'তে হ'বে—ভক্ত হওয়া যাবে না।

প্রঃ—ভগবদ্দর্শনের পথ কি?

উঃ—গুর্ব্বানুগত্যে সেবোন্মুখ হ'য়ে কৃষ্ণকৃপাপেক্ষাই ভগবদ্দর্শনের রাস্তা। 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোক ইহার প্রমাণ।

Transparent গুরুর মধ্য দিয়েই ভগবদ্দর্শন হয়। শুদ্ধভক্তিপথই ভগবদ্দর্শনের পথ। **(ক্রমশঃ)**

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৫ পৃষ্ঠার পর]

শাস্ত্রে বিভিন্নপ্রকার গুরুর কথা পাওয়া যায়,—চৈত্ত্যগুরু, বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু, শ্রবণগুরু, ভজনশিক্ষা গুরু, মন্ত্রগুরু প্রভৃতি। চৈত্ত্যগুরু—তিনি ভজনানুকূল বিবেক-প্রদাতা। প্রীতিপূর্ব্বক নিষ্কপটে যাঁর ভজনের চিত্তবৃত্তি আছে, তিনি তাঁকেই সেই সঠিক বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" অপরদিকে অন্যাভিলাষী জীবের কাছে তিনি মৌন অবলম্বন করেন, মায়ার দ্বারা তাঁকে কর্ম্মচক্রে—জন্ম-মৃত্যুচক্রে ভ্রমণ করান।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া।।"

জীব যেকালে দ্বিতীয়াভিনিবেশ ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত হয়, সেকালে তিনি অন্তর্যামিরূপে তার চিত্তে কৃষ্ণভক্তির বিবেক উদয় করেন—আর বাহিরে মহান্তস্বরূপে প্রকাশিত হন। তখনই বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু, শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু, ভজনশিক্ষাগুরু প্রভৃতির ক্রমান্বয়ে প্রকাশ হ'তে থাকে। প্রভুপাদ ব'লেছেন,—"আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাকে দয়া কর্‌বার জন্য উপস্থিত। ইঁহারা দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা গুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশ-বিশেষ।" বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু, শ্রবণগুরু অনেক সময় একই ব্যক্তি হন। শিক্ষাগুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন—কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে হ'বে, কিভাবে গুরুপাদপদ্মের সাথে ব্যবহার কর্‌তে হ'বে, তবে আমাদের মঙ্গললাভ হয় না। তিনি দীক্ষাগুরুর মর্য্যাদা, দীক্ষাগুরুর পূজা-শিক্ষা প্রদান করেন। সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা দীক্ষাগুরুর নিকট মন্ত্র-অনুগ্রহ লাভ কর্‌তে হ'বে। ভজনশিক্ষাগুরু ভজনপ্রণালী-শিক্ষা দান করেন। উভয়ে একই ব্যক্তি হন, কখনও তাঁরা পৃথক্ নন। কিন্তু সকলই সেই দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা গুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশ। এতে কোন প্রাকৃত-বিচারে ভেদবুদ্ধি, অসমবুদ্ধি কর্‌লে মহা অনর্থ এসে উপস্থিত হয়। গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি দূর না হ'লে বিভিন্ন ভেদবিচার এসে উৎপাত আরম্ভ করে। এ হ'তে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না কর্‌লে দুর্দ্দশা কাটে না। এজন্যই বলা হ'য়েছে—"শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম, বন্দো মুঞি সাবধান-মতে।"

এই এক বিশেষ দিনে আমি আমার গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য-চরিত্রই স্মরণ কর্‌ছি। তাঁর সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য—তাঁর অসমোর্দ্ধ গুরুনিষ্ঠা। 'গুরুদেবতাত্মা'-বিচারের তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রতিক্ষণ তাঁর গুরুসেবার জন্য এত উন্মুখতা—যার একমাত্র সর্ব্বোত্তম পাতিব্রত্য-ধর্ম্মেরই সাথে তুলনা হ'তে পারে। নিজের প্রাণ, দেহ সমস্তই তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রভুপাদের চরণে সমর্পিত ক'রেছিলেন। শ্রীরামানুজ-শিষ্য শ্রীকুরেশ

যেরূপে তাঁর প্রাণ-বিনিময়েও শ্রীগুরুসেবার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন, তদ্রূপ অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি প্রভুপাদকে নিজের প্রাণকে জলাঞ্জলি দিয়ে আসুর-বৃত্তির আস্ফালন হ'তে সংরক্ষণ ক'রেছিলেন। আর প্রভুপাদও ঐরূপ এক লীলা প্রকাশ ক'রে গুরুপাদপদ্মের হৃদয়ের অতুলনীয় গুরুনিষ্ঠা সর্ব্বসমক্ষে তুলে ধ'রে-ছিলেন। মহামহোপদেশক, মহোপদেশক শিষ্যগণের গুরুনিষ্ঠা যে এই নিভৃতে নিগূঢ় সেবনরত এক উপদেশক পণ্ডিতের গুরুনিষ্ঠার কাছে সূর্য্যের নিকট খদ্যোতের মত—সেটীই তিনি প্রকাশ ক'রে তাঁদের গর্ব্ব-আস্ফালন ধ্বংস ক'রেছিলেন। তত্ত্বসিদ্ধান্ত-বিচারেও তাঁর এত গুরুনিষ্ঠা, তাতে সকলেই স্তম্ভিত হ'য়ে যেতেন। কোন একসময়ে কোন তত্ত্বসিদ্ধান্ত নিয়ে প্রভুপাদের বিচারধারাকে অতিক্রম করার চেষ্টা হ'লে তিনি গর্জ্জে উঠেছিলেন,—"আমি পূর্ব্ব গোস্বামিগণকে চিনি না, জানি না। আমি জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারাকে অভ্রান্ত সত্য ব'লে মানি। আমি প্রভুপাদের আলোকেই পূর্ব্ব গোস্বামিবর্গকে জান্‌বার বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ব। 'আচার্য্যের যেই মত, সেই মত সার। আর মত যত যাউক ছারখার।।'—এটাই আমার বিচার।" তখন সকলেই বিস্ময়ে তাঁর এই বিচারের কাছে মাথা নত ক'রেছিলেন। তাঁর এই ঘটনায় বিশেষ শিক্ষণীয় দিক্ আছে। 'গুরুনিষ্ঠা', 'গুরুভক্তি' কথাগুলি অনেকক্ষেত্রেই অস্থানে প্রয়োগ হয়। গুরুব্রুবের প্রতি নিষ্ঠা—তাতে অধঃপতন অনিবার্য্য। 'গুরু' মানেই যিনি বাস্তববস্তু, কৃষ্ণবস্তু। বিভিন্ন অপসম্প্রদায়ে যে তথাকথিত গুরু সব আছেন, তাঁরা কৃষ্ণস্বরূপ নন। আমরা পূর্ব্বেও তা' আলোচনা ক'রেছি। সেখানে যে নিষ্ঠা, ভক্তি, তা' জীবের অবিদ্যাবশতঃই ঘটে থাকে। সুতরাং তা' আদৌ 'গুরুনিষ্ঠা', 'গুরুভক্তি'-শব্দবাচ্য নয়। এস্থলে প্রভুপাদের প্রতি গুরুপাদপদ্মের যে নিষ্ঠা—সেটা তাঁর প্রভুপাদের সাথে অন্তরঙ্গ-সম্বন্ধের পরিচয়—বাস্তববস্তুর সহিত নিবিড় সম্বন্ধের পরিচয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গোস্বামিগণের বিচারে কোন ভ্রান্তি নাই, তা গুরুপাদপদ্ম বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু সে-সব বিচারে দুর্ব্বুদ্ধিগ্রস্ত জীব অনেক ভুল বুঝ্‌তে পারে। কিন্তু প্রভুপাদের বিচারাদর্শ অবলম্বন কর্‌লে তাদের সেই বিচারভ্রান্তিতে লিপ্ত হ'বার সম্ভাবনা নাই।

প্রভুপাদের সাথে সম্বন্ধিত যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হ'লে—তিনি মঠবাসী, ত্যাগী, গৃহস্থ কিংবা কোন সাধারণ ব্যক্তিই বা হন, তিনি আনন্দে গদ্গাদ হ'য়ে যেতেন। তাঁর আন্তরিকতা অকপটভাবে প্রকাশ পেত। "গুরুসেবক হয় মান্য আপনার।" প্রভুপাদের সাথে কাহারও কোনরূপ সেবাসম্বন্ধ ঘটে থাক্‌লে, তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ কর্‌তেন—ঋণী বোধ কর্‌তেন। সেই বোধ হ'তে তিনি তাঁদেরকে বহু বহু অর্থানুকূল্য কর্‌তেন। কারণ, প্রভুপাদ একমাত্র তাঁরই হৃদয়ের বস্তু—তাঁর সম্বন্ধে সম্বন্ধিত ব্যক্তির সাথেই তাঁর সমস্ত প্রীতি। অপরদিকে প্রভুপাদের সেবার ছলনায় যাঁরা তাঁর বিরোধাচরণ ক'রেছিলেন, তাঁদের প্রতি তিনি বজ্রাদপি কঠোর। এটীই ত'

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

স্বাভাবিক—সম্বন্ধবোধ থেকেই এসব আসে। গুরুদেব—শ্রীরাধাগোবিন্দের যাবতীয় সেবার Sole custodian, সর্ব্বসত্ত্বসংরক্ষক। শ্রীরাধাগোবিন্দের যাবতীয় সেবা যা অনুষ্ঠিত হয়, তা' গুরুপাদপদ্মেরই সেবা। গুরুদেব কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের সাথে এমনই adjusted যে, কৃষ্ণের সুখবিধানেই গুরুদেবের আনন্দবিধান হয়—তাঁর আনন্দলাভের আর অন্য কোন source নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণের সেবাবিধানে শ্রীগুরুদেবেরই সেবা সম্পাদিত হয়। তাই সকলেই গুরুদেবের সেবক। সেই সেবাসূত্রে যিনি বা যাঁরা একক্ষণের জন্যও সংযুক্ত হ'য়েছেন, তিনি তাঁদের প্রতি ঋণী বোধ কর্‌তেন, কারণ প্রভুপাদ যেন একমাত্র তাঁরই হৃদয়ের ধন ছিলেন।

গুরুপাদপদ্মের এই অসমোর্দ্ধ গুরুনিষ্ঠাই তাঁর মুখ্য পরিচয়। তাঁর অন্যান্য অসংখ্য বহু বহু গুণ, বৈশিষ্ট্য, পরিচয় আছে—সে-সব মুখ্য-পরিচয়েরই অধীন। সময়াভাবে সেই সব অতিমর্ত্ত্য-বৈশিষ্ট্য আলোচনা সম্ভব হল না। ব্যাসপূজা মানে—গুরুচরণাশ্রয়, গুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ। সেইটীই আমার সাধ্যমত আমি সম্পাদন করার প্রয়াস কর্‌লাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অহৈতুক করুণাবশতঃ আমার প্রতি প্রসন্ন হোন্—এই নিবেদন। আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন—যাতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। আমার শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন আমি সাক্ষাদ্ভাবে আপনাদের সম্মুখে তাঁর গুণাবলী কীর্ত্তন কর্‌তে পারলাম না ব'লে আমায় সকলে ক্ষমা কর্‌বেন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে নিরামিষ আহার বাধ্যতামূলক

জগতে বহু ধর্ম্ম বর্ত্তমান এবং সকল ধর্ম্মই সমান বলিয়া সাধারণের বিচার। কিন্তু ইহাদের মধ্যে আহার ও আচারের পার্থক্য কেন? ইহা বিচার করিলে সিদ্ধান্তিত হয় যে, সাত্ত্বিক আহার ও রাজসিক-তামসিক আহার অনুসারে ধর্ম্ম পৃথক্ ফলজনক, কখনই এক হইতে পারে না। মায়ার সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণানুসারে ধর্ম্মও এক নহে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকরূপে অবশ্যই উচ্চাবচ ভাবাপন্ন। ত্রিগুণের প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া গুণাতীত হওয়াই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। সুতরাং মৎস্য-মাংসাদি ভক্ষণ, সুরাপান ও স্ত্রী-সম্ভোগ প্রভৃতিতে আসক্তধর্ম্ম কখনই গুণাতীত ধর্ম্মের মর্য্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে গুণময় আহার-বিহার অবশ্যই পরিত্যাজ্য। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ। স্মৃতির্লব্ধে সর্ব্বগ্রন্থীনাং

বিপ্রমোক্ষঃ।।" একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মেই নিরামিষ আহার, মদ্যপান ও স্ত্রীসম্ভোগ-কার্য্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ আবশ্যিক।

বিগত সাগরমেলায় সমাগত কোন মিশনের জনৈক সন্ন্যাসবেষধারী একজন গৃহস্থ বৈষ্ণবের পুত্রকে গলদেশে কণ্ঠধারী এবং নিরামিষ ভোজনকারী দেখিয়া বলেন,—এই বালক এত অল্প বয়সে আমিষ ভোজন না করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে নাই। সে কি জগতের সেবা করিবে? নিকটস্থ তাঁহাদের মঠের একটী হৃষ্টপুষ্ট বালককে দেখাইয়া বলিলেন,—দেখুন ত' ইহার শরীর কত ক্ষমতাসম্পন্ন! আপনার শাকপাতা খাইয়া ছেলেদের কিভাবে সর্ব্বনাশ করিতেছেন! "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"—ইহা আপনাদের বুঝা প্রয়োজন। সাধুজীর নিকট শারীরিক বলই পারমার্থিক বলের উপযোগী। তাঁহার বিচারে মল্লবীরগণই ভগবান্‌কে পাইবেন। নিরামিষ আহারদ্বারা ভগবান্‌কে পাইবার উপযোগী নহে। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-বিভাগ নিরামিষ খাদ্যই শরীরে-বিশেষ উপযোগী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং মুম্বইয়ের হিন্দুজা প্রভৃতি বড় হাসপাতালে নিরামিষ বাধ্যতামূলক।

গীতার উক্ত হইয়াছে,—

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।। (গীতা ১৪।১৮)

সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধে গমন অর্থাৎ গুণাতীত অবস্থা লাভ করিবার যোগ্য রজঃগুণাপন্ন মধ্যে বর্ত্তমান থাকেন, তমোগুণীসকল হীনগতি অর্থাৎ অধঃপতিত হন। সিদ্ধাবস্থায় ব্যভিচার সাধকের আচরণীয় নহে। "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নে সর্ব্বভুজো যথা।" অন্যথায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই আচরণ-অনুসারে সনাতনধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শীর্ষদেশে অবস্থিত। অন্যগুলি আচরণ-অনুসারে তাহার সোপানস্বরূপ বর্ত্তমান।

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা'—শ্লোকটী বিচার করিলে দেখা যায়, অত্যন্ত ভোগে আসক্ত ব্যক্তিকে এই দুরাচার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, বিধি প্রদত্ত হয় নাই। বিবাহিত পত্নীগমন করিতে মানুষকে উপদেশ তাহাকে ঐ প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবার জন্য, তাহা ভোগপর বিধি নহে। স্ত্রীসম্ভোগ, আমিষ ভক্ষণ ও মাদকসেবা কখনই মঙ্গলজনক নহে, তাহা ধর্ম্মযাজীর অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও বিরুদ্ধ আচরণ জানিতে হইবে। সুতরাং যে ধর্ম্মে এই আচরণ অনুমোদিত সেই ধর্ম্ম উন্নত ধর্ম্মের মর্য্যাদা লাভে অযোগ্য বলিয়া জানিতে হইবে। এইহেতু সনাতন ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ফলের অধিকারী, অন্যে হইতে পারে না। সুতরাং প্রেমভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ এই স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও মাদকদ্রব্য অবশ্যই পরিবর্জ্জন করিবেন।

পারমার্থিক বিচার দূরে থাক, লৌকিক বিচার হইতে দেখা যায়—সেব্যের সেবা

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

করিতে গেলে সেবককে সেব্যের রুচির অনুকূলে চলিতে হয়। সেব্যের যাহা রুচিকর ও আনন্দদায়ক, সেবক সেইভাবে আহার-বিহার না করিলে সেবালাভে অযোগ্য হইতে হয়।

সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে এইজন্য বেশভূষা ও আচার-বিচারের পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা, মুসলমানধর্ম্মে দাড়ি ও লুঙ্গি, শিখধর্ম্মে মস্তকে কেশবন্ধন, গোঁফদাড়ি ও হাতে কড়্ প্রভৃতি, খৃষ্টানধর্ম্মেও ক্রশচিহ্ন ধারণ করিতে দেখা যায়। তদ্রূপ ভাগবতধর্ম্মে বা সনাতন ধর্ম্মেও মস্তকে শিখা, তিলক ধারণ এবং নিরামিষ ভোজন অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া থাকে। ইহাতে দোষ দর্শন করা বিদ্বেষসূচক ও মূর্খতা।

বেদাদি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে মনুষ্যজন্ম লাভ করত কৌমারকাল হইতেই ভাগবত ধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবানের সেবা করিতে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্।।

কৌমারকাল অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই এই ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করা আবশ্যক, যেহেতু জীবনের কোন নিশ্চয়তা নাই। পরন্তু এই মনুষ্যজন্ম ব্যতীত ভগবদ্ভজন সম্ভব নয়। সুতরাং জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই এই ধর্ম্ম আচরণ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বিচার। বদ্ধজীব ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। এই ভোগপ্রবৃত্তিই ভগবৎসেবার বিপরীত প্রবৃত্তি। ইহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা পরিত্যাগ না করিয়া পরন্তু ইহাকে প্রশ্রয় দিয়া কখনই পরমার্থসিদ্ধি হইতে পারে না। ভোগকার্য্যের পরিণাম—দুঃখ, তাহা পরমার্থের প্রতিকূল ; অনুকূল নহে। স্বয়ং ভগবান্ গীতাতে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন,—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।। (গীতা ৫।২২)
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশনম্।। (গীতা ৩।৪১)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞাননাশক পাপরূপ এই ভোগপ্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ কর।

সুতরাং এই ভোগপ্রবৃত্তি কামকে পাপ বলা হইয়াছে। ইহার সেবা করিলে প্রকৃত ধর্ম্ম যাজন করা সম্ভব নয়। যে-সকল ধর্ম্মে ইহা ত্যাগের বিধি নাই, সে-সকল ধর্ম্ম কখনই পরম মঙ্গলস্থানীয় হইতে পারে না। সনাতনধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ইহাকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে উপদেশ ও ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে জানিতে হইবে।

ভোগপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করত সেবাপ্রবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই সাধন বলে। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত বস্তুই শ্রীভগবানের ভোগ্য। সুতরাং ভগবানের ভোগের

বস্তুতে নিজভোগচেষ্টা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ইহা যতদিন পরিত্যাগ করিতে না পারা যায় ততদিন বদ্ধদশা কাটে না। ইহাই বহির্ম্মুখতা।

"কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।।
আমি 'নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে।।"

সাধু ও শাস্ত্রকৃপা লাভ করিয়া এই বুদ্ধি দূরীভূত হইয়া থাকে। অসাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভোগপরায়ণ ব্যক্তিসঙ্গে তাহা দূরীভূত হয় না। ইহাই শাস্ত্রের প্রধান উপদেশ,—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।।

(ভাঃ ৫।৫।২)

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ বৈষ্ণবসেবাকে সংসারমুক্তির ও প্রেমভক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকে নরকের দ্বার বলিয়াছেন। সুতরাং ব্যবায় আমিষ ও মদ্যসেবা বর্জ্জন করত ভগবন্নিষ্ঠ ভক্তগণের আশ্রয়ই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ বা ভগবৎপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শৌক্র-ব্রাহ্মণ ও পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৩ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীশঙ্করতীর্থজীউ তাঁহার পুস্তিকার মধ্যে লিখিয়াছেন,—'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ"—এই বচনের আক্ষরিক অর্থ মানিতে গেলে চণ্ডালকেও ব্রাহ্মণ বলিতে হয় এবং তাহা হইলে মনুবাক্যের সহিত বিরোধবশতঃ ঐ বচন নগণ্য, হেয় ও ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। অতএব ঐ বাক্য হরিভক্তির প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে। সত্যসত্যই এইরূপ ভক্ত-চণ্ডালের জাতি-ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। আজ পর্য্যন্ত ভক্ত-চণ্ডাল কোন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন কি? * * * পুরাণাদির বহুস্থানে ভগবদ্ভক্ত শূদ্রাদিকে অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। এইসকল বাক্য হরিভক্তির প্রশংসাসূচক। সত্যসত্যই ঐরূপ জাতিশূদ্রাদিকে জাতিব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা ঐ সকল বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। গুণে ভগবদ্ভক্ত শূদ্রাদি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসদৃশ হন বটে, পরন্তু যে জাতীয় দেহধারণ করিয়া তাঁহারা এই সংসারে আসিয়াছেন, আমরণ তাঁহাদিগকে সেই জাতীয় হইয়াই এই সংসারে সমাজে থাকিতে হইবে। একই জন্মে জাত্যন্তর প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত সনাতন ধর্ম্মগ্রন্থে কুত্রাপি নাই।" মনুর বাক্যের সহিত শাস্ত্রবাক্যের কোন বিরোধ থাকিতে

পারে না—তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মনু শাস্ত্রবাক্যের সংরক্ষক। তিনি গৌণভাবে সমাজে লৌকিক ব্যবহারের কথা যেমন বলিয়াছেন, তেমনই মুখ্যভাবে হরিভক্তির বিশেষ প্রশংসাও করিয়াছেন। বৈষ্ণব তথা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ জাতি ও কুলের অন্তর্ভুক্ত নয় বলিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রাকৃত জগতেই সীমাবদ্ধ, অপ্রাকৃত জগতে তাহার কোন গুরুত্ব নাই। চণ্ডালকুলোদ্ভূত পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ কখনও 'দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের" ন্যায় জাতিব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিয়া নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলেন না। নীচবর্ণের ভক্তি হইলেও পরাগতি লাভের জন্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণের প্রয়োজন হয় যাহারা মনে করেন, তাহাদের ভ্রম সংশোধনার্থে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার "মাং হি পার্থ"-শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ পাপযোনিপ্রাপ্ত চণ্ডালাদি সকলেই শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়া পরাগতি লাভ করে।" শূদ্রকুলোদ্ভূত হইয়াও যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা কখনও শূদ্র নহেন, তাঁহারা 'ভাগবত' বলিয়া কীর্ত্তিত হন। "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।' (পদ্মপুরাণ)। কুল বা বংশ পবিত্র করিবার ব্যাপারে ভগবদ্ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা বা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যতি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণবো নাম ধেয়ঃ।।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৯।৯) বলিয়াছেন,—"দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও কৃষ্ণে মন, প্রাণ, দেহ, চেষ্টা ও অর্থ সকলই অর্পিত ভগবদ্ভক্ত শ্বপচই শ্রেষ্ঠ। কেননা, সেই শ্বপচকুলোদ্ভূত ব্যক্তি স্বকীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভগবৎ-সেবাবিমুখ জাতিব্রাহ্মণ তাহাও পারে না।" শাস্ত্রে হরিভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের থেকেও অধম বলিয়াছেন।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।।

জাগতিক বিবাহ একটী সামাজিক প্রথা বা লৌকিক বিধি। ব্যবহারিক জগতে ইহার বহু মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক জগতে ইহার কানাকড়ি মূল্য নাই। শূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের শৌক্রব্রাহ্মণের কন্যাকে সম্প্রদান করিবার কি প্রয়োজন রহিয়াছে? তবে হ্যাঁ, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে যে সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হরিভজনে প্রয়াসী জাতিব্রাহ্মণের কন্যাকে বৈষ্ণবের হস্তে শ্রীল গোপালভট্ট-গোস্বামি-কৃত সাত্বত-শাস্ত্র "সৎক্রিয়াসার-পদ্ধতি"-অনুসারে সম্প্রদান করিতে দেখা যায়, তাহাতে কখনও শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘিত হয় না।

জাতিভেদের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া শঙ্করতীর্থ লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণবদের মন্দিরে ব্রাহ্মণগণই বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকে, অন্য জাতির ভক্তদের স্বহস্তে সেবা

করিবার অধিকার নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভক্তিমার্গেও জাতি-অনুসারে ভেদ আছে। যদি বেদের প্রতি আস্থা থাকে, তাহলে জাতিভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ জাতিভেদ বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ★★ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যদি জাতিভেদ না মানিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনও গয়াযাত্রাকালে ব্রাহ্মণের পাদোদক পাইবার জন্য আশা প্রকাশ করিতেন না। বৃন্দাবন-যাত্রাকালে যে গ্রামে ব্রাহ্মণ ছিলেন, সে গ্রামে ব্রাহ্মণদের অন্ন গ্রহণ করিতেন, যেখানে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সেখানে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব যদি জাতিভেদ না মানিতেন, তাহা হইলে তিনি অ-ব্রাহ্মণের হাতের অন্ন খাইতে পারিতেন এবং কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের অন্নই গ্রহণ করিতেন না। ★★ অস্পৃশ্যতার জন্য শাস্ত্র যে-সকল বিধান দিয়াছেন, সেইসকল বিধান পালন করা উচিত—ইহাও মহাপ্রভুর মত ছিল। ইহাতে প্রমাণিত যে, শ্রীল নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর, রূপ-সনাতনের ন্যায় অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তি পরমভক্ত হইলেও অস্পৃশ্যদের নিমিত্ত শাস্ত্র যে আচার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তাহারা অবশ্যই পালন করিবে।" এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের কয়েকটী পয়ারেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় মঠে অথবা অন্যান্য শুদ্ধ বৈষ্ণব-মন্দিরে ব্রাহ্মণগণই যে বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন, ইহা বাস্তবিক সত্যকথা ; তবে সেই ব্রাহ্মণ পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ। শৌক্র-ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের বিগ্রহ-সেবার কোন অধিকার নাই। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবদিগের পারমার্থিক-ব্রাহ্মণতায় আদর, শৌক্র-ব্রাহ্মণতায় আদর নাই। যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরই পারমার্থিক-ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎসেবার অধিকারী হন। ভক্তিতে অর্থাৎ কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার। (চৈঃ চঃ)। জাতিভেদ নহে, পারমার্থিক কল্যাণই বেদের চরম কথা। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে "যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।"—ইহা বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। কৃষ্ণভজন বিনা জাতি-কুলের অহঙ্কার নিরর্থক বুঝাইতে তিনি বিভিন্ন কুলোদ্ভূত ভক্তের অন্ন পরম আদরের সহিত কাড়িয়া খাইয়াছেন। গয়াযাত্রাকালে তিনি যে ব্রাহ্মণগণের পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র যেই হউক না কেন, হরিসেবাবিমুখ হইলে প্রত্যেকেই অব্রাহ্মণ বা শূদ্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু তজ্জন্য বৃন্দাবনযাত্রাকালে অব্রাহ্মণের অন্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র পারমার্থিক-ব্রাহ্মণগণের অন্ন গ্রহণ করিয়া জাতি-ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছিলেন। শঙ্করতীর্থের বিচারে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, রূপ-সনাতন ও অন্যান্য নিম্নোকুলোদ্ভূত পরমভক্ত সকলেই অস্পৃশ্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও নাকি তাঁহাদের সহিত অস্পৃশ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। শাস্ত্রবিরোধী মনগড়া কথা বলিয়া

লোককে ঠকানো যাইতে পারে, কিন্তু পারমার্থিকগণের চক্ষে কখনও ধূলা দিতে পারা যায় না। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া যদি অস্পশ্য হন, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে কেন 'নামাচার্য্য'-উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছিলেন? শুদ্ধভক্তির আচার্য্য অদ্বৈতপ্রভুও তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে কেন নির্দ্দেশ করিলেন?

আচার্য্য কহেন,—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়।।
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন।।

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।২১৯-২২০)

শ্রীহরিদাসের নির্য্যাণকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবর কোলে লইয়া ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহাকে সমুদ্রের বালুতটে সমাধি দিয়াছিলেন। ইহা কি অস্পৃশ্যতার লক্ষণ? রূপ-সনাতন ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদদ্বয়। শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরের সকল গূঢ়কথাই রূপ-সনাতন জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। মহাপ্রভু যাঁহাদিগকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গুরু বলিয়াছেন, যাঁহারা ভক্তিবলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তারণ করিতে পারেন এবং যাঁহাদের আলিঙ্গনে মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন, সেই রূপ-সনাতন নাকি শঙ্করতীর্থের দৃষ্টিতে অস্পৃশ্য! শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও অন্যান্য নিম্নকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব তথা পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ কেহই শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট অস্পৃশ্য নহেন, সকলেই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। শঙ্করতীর্থের ন্যায় যাহারা জাতি ও কুলের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া বৈষ্ণবকে জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদিগকে শূদ্র বলিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে অস্পৃশ্য। তাহাদিগের সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিলে তবেই মঙ্গল।

মানব জন্মিবামাত্রই শূদ্র। সংস্কারলাভে দ্বিজ, বেদাধ্যয়নে বিপ্র, বেদাধ্যয়নের ফল—ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মজ্ঞান অর্থে—যে জ্ঞান হইতে বৃহৎ জ্ঞান আর নাই অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় ও ভগবদ্‌কৃপালব্ধ দিব্যজ্ঞান। এই দিব্যজ্ঞানদ্বারাই একমাত্র দিব্যবস্তুর আধার শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস আস্বাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায়। ইহা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বংশগত জাতির অধিকারভুক্ত নহে, ইহাতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

রাখে হরি মারে কে?

শ্রীরামানুজাচার্য্যের পূত জীবন-চরিতের কিয়দংশ স্মরণ করিয়া 'রাখে হরি মারে কে?' প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।—

চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক। 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের আচার্য্য হলেন শ্রীরামানুজাচার্য্য। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তন করেন। চেন্নাই (মাদ্রাজ) হইতে ছাব্বিশ মাইল পশ্চিমে পেরেম্বুদুর। সেই পেরেম্বুদুরে ৪১১৮ কল্যব্দে, ৯৩৮ শকাব্দে, ১০১৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই চৈত্র শুক্লা-পঞ্চমী-তিথিতে বৃহস্পতিবার দ্রাবিড় ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকেশবাচার্য্য এবং মাতার নাম শ্রীমতী কান্তিমতী দেবী। শ্রীরঙ্গমে তাঁহার মাতুলালয় ছিল। তাঁহার মাতুলের নাম শ্রীশৈলপূর্ণ। শ্রীশৈলপূর্ণ দিব্যসূরি শ্রীযামুনাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁহার ভাগিনেয়কে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। লক্ষ্মণের ন্যায় বালকের অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য এবং অসাধারণ লক্ষণসমূহ দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার নাম রাখিলেন—'লক্ষ্মণ'। বালক লক্ষ্মণ বাল্যকাল হইতেই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হইলেন এবং বৈষ্ণবের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বৈষ্ণবসেবায় রুচিবিশিষ্ট হইলেন।

কাঞ্চিপূর্ণ-নামক এক বৈষ্ণব প্রতিদিন লক্ষ্মণের গৃহের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেন। একদিন বালক লক্ষ্মণ সেই বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন এবং গৃহে ডাকিয়া আনিয়া ভোজন করাইয়া তাঁহার পদসেবা করিতে যাইবেন, এমন সময় তিনি বিনম্রভাবে কহিলেন,—"বাবা! আপনি ব্রাহ্মণ সন্তান। আমি নীচ শূদ্র। আমাকে আপনি অপরাধী করিবেন না।"—এই বলিয়া লক্ষ্মণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ভক্তিভরে ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া বৈষ্ণব-মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে সাশ্রুনয়নে বলিলেন,—"প্রভো! বৈষ্ণব সর্ব্বজগতের গুরু, পতিতপাবন, বাঞ্ছাকল্পতরু। আপনি আমাকে বৈষ্ণবসেবা হইতে বঞ্চিত করিবেন না। আমাকে অমায়ায় কৃপা করুন। দেখুন, তিরুপ্পান্ আলোয়ার চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণগণের বন্দনীয় ও অর্চ্চনীয় হইয়াছিলেন।"—এই বলিয়া বৈষ্ণব-মহিমা বর্ণনমুখে পরম বৈষ্ণব কাঞ্চিপূর্ণের সেবা করিলেন।

যাহা হউক্, লক্ষ্মণের পিতামাতা তাঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাহার কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা শ্রীকেশবাচার্য্য পরলোক গমন করিলেন। লক্ষ্মণ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মাতৃদেবীর প্রচুর সেবাযত্ন করিতেন। সেই অবস্থাতেই তাঁহার পারমার্থিক ভাবের উদয় হইল এবং উহা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভাবোন্মত্ত হইয়া তিনি হরিভজনে মগ্ন হইলেন। তাঁহার বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের বাসনা

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

জাগিল। মাদ্রাজের পশ্চিমে কাঞ্চিপুরী বা কাঞ্জিভরম্ অবস্থিত। যেমন নবদ্বীপ একসময় Oxford of Bengal ছিল, তদ্রূপ দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে কাঞ্জিপুরী বিদ্যাশিক্ষার প্রধানকেন্দ্র বা পীঠস্থান ছিল। সেখানে শ্রীযাদবাচার্য্য-নামক এক বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। লক্ষ্মণদেশিক শ্রীযাদবাচার্য্যকে শাস্ত্রশিক্ষার গুরুরূপে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

সেইসময় এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। কাঞ্চিপুর রাজার কন্যাকে এক ব্রহ্ম-রাক্ষস ধরিয়াছিল, অর্থাৎ রাজকন্যা প্রেতাবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাতে রাজা খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সেই ব্রহ্মরাক্ষস বা প্রেত ছাড়াইবার জন্য তিনি মন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীযাদবাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। যাদবাচার্য্য অনেক চেষ্টা করিলেন বা মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করিলেন ; কিন্তু কোনক্রমেই তিনি প্রেত ছাড়াইতে পারিলেন না। পরন্তু সেই ব্রহ্মরাক্ষস যাদবাচার্য্যকে খুবই গালাগালি ও তিরস্কার করিয়া বলিল,—'যাদব, তুমি পূর্ব্বজন্মে গোসাপ ছিলে, কোনও এক অজ্ঞাত সুকৃতিবলে তুমি বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলে। সেই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনরূপ পরমসুকৃতির ফলে তুমি বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার প্রেত ছাড়াইবার ক্ষমতা নাই। তবে পরম ভাগবত শ্রীলক্ষ্মণ দেশিকের পাদোদক যদি রাজকুমারীকে পান করান হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে প্রেতের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবে। সেইমত লক্ষ্মণের পাদোদক দেওয়ামাত্রই প্রেত রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং রাজকুমারী সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সমবেত সকলেই লক্ষ্মণের জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন। কিন্তু এই ঘটনায় যাদবাচার্য্য খুবই লজ্জিত, অপমানিত ও মর্ম্মাহত হইলেন এবং মৎসরতাদোষে লক্ষ্মণের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ প্রতিষ্ঠাশাহীন অমানীমানদ বৈষ্ণব। তিনি সরল অন্তঃকরণে পূর্ব্ববৎ গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

একদিন লক্ষ্মণ যাদবাচার্য্যকে তৈল মাখাইতেছিলেন। সেইসময় যাদবাচার্য্যের এক শিষ্য আসিলেন। শিষ্যটী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"গুরুদেব! আমি ছান্দোগ্য উপনিষদের এই শ্লোকটীর অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি না। শ্লোকের অংশটী হইতেছে,—"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী।" এই 'কপ্যাসং'-শব্দের অর্থ কি? তখন যাদবাচার্য্য তাহাকে 'কপ্যাসং'-শব্দের অর্থ বলিলেন,—কপির আসন অর্থাৎ বানরের পশ্চাদ্ভাগ। তাহা হইলে ঐ শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে—সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বিষ্ণুর চক্ষু দুইটী বানরের পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় রক্তাভ পদ্মের মত। যাদবাচার্য্যের এইপ্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া লক্ষ্মণের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত ও আকুলিত হইয়া উঠিল। তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অশ্রু যাদবাচার্য্যের দেহে পতিত হইল। লক্ষ্মণকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৮ ; ১৫ মে, ২০০২

"লক্ষ্মণ! তুমি কাঁদিতেছ কেন?" লক্ষণ কোনওক্রমে নিজেকে সংযত করিয়া বড়ই ব্যথিত হৃদয়ে কহিলেন,—"আপনি কি ব্যাখ্যা করিলেন? আপনি কপ্যাসং-শব্দের যে ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা শুনিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। মরমে মরিয়া যাইতেছি। আমার হৃদয়ে যেন শেলবিদ্ধ হইয়াছে। আপনি ভগবানের চক্ষু দুইটীকে বানরের পশ্চাদ্ভাগের সহিত তুলনা করিলেন?—ইহাপেক্ষা অপরাধের কথা আর কি আছে? এই সীমাহীন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই এবং ইহার ক্ষমাও নাই।" লক্ষ্মণের এইপ্রকার বাক্য শুনিয়া যাদবাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাহার অর্থ কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মণদেশিক বলিলেন,—'কপ্যাসং'-শব্দের অর্থ বানরের পশ্চাদ্ভাগ নহে। 'কপি'-শব্দের অর্থ সূর্য্য। "কং জলং পিবতি ইতি কপি" এবং বিকাশনার্থ 'অস্'-ধাতু প্রয়োগ হইতেছে। 'আস্'-শব্দের অর্থ বিকশিত। সুতরাং 'কপ্যাসং'-শব্দের অর্থ হইতেছে সূর্য্য-বিকশিত। আর মন্ত্রটীর অর্থ হইতেছে—ভগবান্ বিষ্ণুর চক্ষু দুইটী সূর্য্য-বিকশিত পদ্মের ন্যায়। তিনি পদ্মপলাশলোচন হরি।" ইহা শুনিয়া যাদবাচার্য্য মনে মনে খুবই ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক তিনি বলিলেন,—"ইহা একপ্রকার অর্থ হইতে পারে বটে।" তিনি বুঝিলেন, এই বালক সামান্য বালক নহে। ভবিষ্যতে এই বালক আচার্য্য শঙ্করের মতের অর্থাৎ মায়াবাদের খণ্ডনকারী আমাদের শত্রু হইবে—সন্দেহ নাই। এইভাবে আরও কয়েকবার লক্ষ্মণ মায়াবাদী যাদবাচার্য্যের নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা খণ্ডনপূর্ব্বক ভগবানের সবিশেষত্ব প্রতিপাদন করেন। ইহাতে যাদবাচার্য্য ক্রোধান্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে প্রাণে মারিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ ত্রিবেণীস্নান উপলক্ষে তীর্থভ্রমণে যাইবেন। আরও অনেকে যাইবার প্রয়াসী হইয়াছেন। যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণকে যে পথে যাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ। উদ্দেশ্য—ঐ পথে গেলে লক্ষ্মণের মৃত্যু অনিবার্য্য। যাদবাচার্য্যের এক শিষ্য গোবিন্দ, তিনিও যাইবেন। তিনি আবার লক্ষ্মণের নিকট আত্মীয় ছিলেন। গোবিন্দ গোপনে তাঁহাকে যাদবের দুষ্ট অভিসন্ধির কথা জানাইলেন এবং পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে লক্ষ্মণ নির্দ্দেশিত-পথে না গিয়া অন্য পথে চলিতে লাগিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে খুবই পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়া একটী বৃক্ষে আশ্রয় লইলেন। এদিকে অদৃষ্টের পরিহাস। অপরের অমঙ্গল চিন্তা করিলে নিজেরই অমঙ্গল হইয়া থাকে। যাদবাচার্য্য অন্য অপরাপর যাত্রিগণসহ আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে প্রভূত কষ্ট পাইলেন। লক্ষ্মণ ও গোবিন্দ একসঙ্গে আসিয়াছিলেন। লক্ষ্মণকে অন্যপথে পাঠাইয়া দিয়া গোবিন্দ একাকী আসিলেন। গোবিন্দকে একাকী আসিতে দেখিয়া যাদবাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লক্ষ্মণ কোথায়?" গোবিন্দ কহিলেন,—'আমি ত' জানি না। সে ত' বনের মধ্যে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

কোথায় হারাইয়া গেল। আমি তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। একাকী কোনরকমে আসিয়াছি।" যাদবাচার্য্য ইহা শুনিয়া মনে মনে খুশী হইয়া ভাবিলেন,—'আপদ্ গিয়াছে। এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে নিশ্চয়ই লক্ষণ প্রাণ হারাইয়াছে। আর সে নিশ্চয়ই বাঁচিয়া নাই।' কিন্তু "রাখে হরি মারে কে?" এদিকে লক্ষ্মণ বৃক্ষের উপর বসিয়া ভগবানের অশোক-অভয়-অমৃত-আধারস্বরূপ শ্রীপাদপদ্ম চিন্তায় বিভোর হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে কোনরূপ চিন্তার লেশমাত্র নাই। ভাবিলেন,—"মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা।।"

ভগবান্ ভক্তরক্ষক। ভক্তের কোন চিন্তার কারণ নাই। এইভাবে লক্ষ্মণ নামে বিভোর। এমন সময় এক ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে পথের পথিক মনে করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে লক্ষণ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে রাত্রি হইয়া গেল। ব্যাধপত্নী যেন আর চলিতে পারিতেছেন না। তিনি পিপাসায় খুবই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গী লক্ষ্মণ তখন জলান্বেষণে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে ব্যাধ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন,—"এখন এই রাত্রিকালে গভীর অরণ্যমধ্যে কোথাও যাওয়া কোনওমতেই উচিত নয়। সকাল হউক্, জল আনিবে।" কিছুক্ষণ পরেই প্রভাত হইল। লক্ষ্মণ অনতিদূরে একটী কুণ্ড দেখিতে পাইয়া দৌড়াইয়া গেলেন। কিন্তু জল আনিবেন কিসে? পাত্র ত' কিছু নাই। তিনি অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া তিনবার জল আনিয়া ব্যাধপত্নীকে পান করাইলেন। পুনরায় যখন জল আনিয়া ফিরিলেন, তখন আর সেই ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। কোথায় দেখিতে পাইবেন! তাঁহারা ত' সত্য সত্যই ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী নহেন। স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণই যে ঐরূপে তাঁহাকে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত স্থান কাঞ্চিপুরীতে পৌঁছাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ কাঞ্চিপুরীতে শ্রীকান্তিপূর্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া সমূহ ঘটনা বর্ণন করিলে কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন,—"বাবা! ঐ ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী আর কেহই নন, স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ। ভগবান্ ভক্তকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। তুমি শ্রীবরদরাজের সেবায় নিমগ্ন হও। যে কুণ্ড হইতে জল আনিয়া ব্যাধপত্নীকে দিয়াছিলেন, সেই কুণ্ড হইতে জল আনিয়া প্রতিদিন বরদরাজের সেবা কর।"—এই বলিয়া তাঁহাকে সেবায় নিযুক্ত করিলেন। লক্ষ্মণও এইভাবে কাঞ্চিপূর্ণের আনুগত্যে বরদরাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

সুতরাং দুনিয়ার সমস্ত লোক বা সমস্ত শক্তি যদি একত্রিত হইয়া ভগবদ্ভক্তের প্রতি অসূয়াবশতঃ বিদ্বেষ আচরণ করে, তাহাতে ভক্তের কিছুই আসে যায় না, কারণ ভগবান্ রক্ষা করিলে তাঁহাকে মারিবার ক্ষমতা দুনিয়ার কাহারও নাই। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রসমূহে পাওয়া যায়।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"গোপীনাথ! আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি।
গোপীনাথ! আমি ত' মূরখ অতি।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি।
গোপীনাথ! তুমি ত' পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব পর।।"

তাই বলি—"রাখে হরি মারে কে?"

—**শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী**

চেতনা না হবে কভু!

কৃষ্ণ, আমি শিশু, জ্ঞানহীন পশু,
ভাল-মন্দ নাহি জানি।
অতি ক্ষুদ্র মন, বধির শ্রবণ,
আনন্দে উন্মত্ত প্রাণি।।
তোমার আদেশ, না মানি বিশেষ,
পদে পদে সদা পড়ি।
কাঁদিয়া আকুল, না দেখিগো কুল,
সহজে দাঁড়াতে নারি।।
ক্ষম বার বার, কত শতবার,
তথাপি পড়ি যে ভুলে।
সাধ দাঁড়াইতে, না দেয় রিপুতে,
শুধু মনের দুর্ব্বলে।।
না আছে সম্বল, অতি যে দুর্ব্বল,
সবলে দাঁড়াতে যায়।
সংসার পিচ্ছিলে, পড়ে যাই বলে,
আর না কিনারা পায়।।

কৃষ্ণ, জনম অবধি, শিশু নিরবধি,
খেলা করি ধূলা ল'য়ে।
ধূলাতে আনন্দ, ধূলাতেই অন্ধ,
ভুলে গেছি ধূলা পেয়ে।।
ধূলার গৃহেতে, খেলিগো সুখেতে,
ধূলা লয়ে হাসিখুশি।
মোদের অভয়, দাও দয়াময়,
বিপদ দুর্ব্বল নাশি।।
ভুল একবার, হলে কি গো আর,
লবে না কোলেতে তুলি'।
ঘৃণিত বলিয়া, যাবে কি চলিয়া,
আমাকে দূরেতে ফেলি'।।
কৃষ্ণ, তাহলে না আর, হব পরিষ্কার,
এ জনমে আর প্রভু।
রব অচেতন, ভূমেতে পতন,
চেতনা হবে না কভু।।

—শ্রীসতীশ সাধু

পর উপকারী কে?

প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী তাঁহার পূতধারায় শ্রীধাম নবদ্বীপের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। নবদ্বীপের প্রায় অর্দ্ধাংশ এক তীরে, অপরাংশ অপরতীরে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যখন গৃহস্থজীবনের আদর্শস্থাপনচ্ছলে স্বয়ং গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিতেছিলেন, সেইসময়ে নবদ্বীপে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। এইসকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যদিও অনেকে জড়বিদ্যাধনে ধনী ছিলেন, যদিও বা অনেকে কর্ম্মকাণ্ডে নিপুণ ছিলেন, অনেকেরই কৃষ্ণভক্তি ছিল না। বিশেষতঃ তৎকালে তথায় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন কতক ব্রাহ্মণব্রুব বাস করিত ; তাহারা মদ্যপান, গোমাংস-ভক্ষণ, পরস্বাপহরণ, পরদারাগমন প্রভৃতি কার্য্যে সাতিশয় আসক্ত ছিল। ইহাদিগের মধ্যে—

নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণকুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাই আর।।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৮ ; ১৫ মে, ২০০২

এই ব্রাহ্মণকুমার—

যত চোর-দস্যু তার মহা-সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি।।

ব্রাহ্মণ দয়ার আধার, সরলতার খনি, ক্ষমার আদর্শ, কিন্তু ইঁহার—

পরবধে দয়া মাত্র নাহিক শরীরে।

বিশেষতঃ সৎসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক—

নিরন্তর দস্যুগণ সংহতি বিহরে।।

ব্রাহ্মণকুমার প্রতিদিবসই এই জাতীয় কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকে। পতিতপাবন, অবধূত-শিরোমণি নিত্যানন্দপ্রভু পতিত-উদ্ধারকার্য্যে ও পাষণ্ডদলনকার্য্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেশে নদীয়ার পথে চলিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সুবর্ণ, প্রবাল, মণি, মুক্তা, দিব্যহার প্রভৃতি বহুমূল্য অলঙ্কার শোভা পাইত। অবধূতের দেহে বহুমূল্য অলঙ্কার দর্শনে—

হরিতে হইল দস্যু-ব্রাহ্মণের মন।

স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দপ্রভুকে নির্ব্বোধ পাগল ভাবিয়া—

মায়া করি' নিরবধি নিত্যানন্দসঙ্গে।
ভ্রময়ে তাঁহার ধন হরিবার রঙ্গে।।

কিন্তু, বোকা দস্যু বুঝিতে পারিল না বোকা বা পাগল কে? কাঁহাকে ফাঁকি দিবার জন্য সে বিবিধ ফাঁদ পাতিতেছে? পরমদয়াল নিত্যানন্দপ্রভু দস্যুর মনোবৃত্তি ও চেষ্টা সন্দর্শনে তাহার সকল পরিচয় পাইয়াও তাহাকে ঘৃণা না করিয়া তাহার উদ্ধারের উপায় করিলেন।

হিরণ্যপণ্ডিত-নামে নবদ্বীপে এক মহা অকিঞ্চন সুব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই ভাগ্যবন্তের গৃহে গিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিরলে বাস করিতে লাগিলেন। দস্যু ব্রাহ্মণ তাহার স্বার্থসিদ্ধির এই সুযোগ পাইয়া—

লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুক্তি।

★　　★　　★　　★

আরে ভাই সবে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি।।

ঐ দেখ ঐ অবধূতের গায়ে সোনা, মুক্তা, হীরা প্রভৃতি কত বহুমূল্য অলঙ্কার!

আমরা এতকাল দস্যুবৃত্তিদ্বারা কত অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছি, কিন্তু এই অলঙ্কারগুলি এত মূল্যবান্ যে এইগুলির মূল্য নির্দ্দেশ করা কঠিন। আর চণ্ডীমার কৃপায় একটা বড় শিকার জুটিয়াছে। হিরণ্যঠাকুর দরিদ্র লোক—ভাঙ্গা ঘর, লোকজন কেহ নাই। ভাই, সোনায় সোহাগা! একে ত' লোকটা পাগল, তার মধ্যে দরিদ্রের বাড়ীতে একা রহিয়াছে। সুতরাং—

ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায়।।

এইভাবে দস্যুগণ যুক্তি করিয়া রাত্রিকালে—

খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িল নিত্যানন্দ যেই স্থানে।।

নিশার অন্ধকারে দস্যুগণ দূরে একস্থানে বৃক্ষান্তরালে রহিয়া এক চর পাঠাইয়া জানিল, নিত্যানন্দপ্রভু ভোজন করিতেছেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া ভক্তগণ কৃষ্ণানন্দে মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। নিত্যানন্দপ্রভুর দাসগণমধ্যে—

কেহ করে সিংহনাদ, কেহ বা গর্জ্জন।

★ ★ ★ ★

রোদন করয়ে কেহ পরানন্দ রসে।
কেহ করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে।।
হৈ হৈ হায় হায় করে কোনজন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি, সবাই চেতন।।

কি মুস্কিলের কথা! লোকটা খাবে ত' খাক্! খাবার সময় অমন করিয়া পাষণ্ডগুলি আবার চীৎকার নাচানাচি কর্‌ছে! বড়ই অসুবিধা কর্‌লে। চর গিয়া এই সংবাদ দিল। চরমুখে নিত্যানন্দপ্রভু ও তাঁহার ভৃত্যগণের জাগরণের সংবাদ পাইয়া দস্যুগণ ভাবিল, কিছুকাল পরে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িবে। তখন স্বচ্ছন্দে চুরি করিবার সুবিধা হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা এই বলিয়া মনকলা খাইতে লাগিল,—

কেহ বলে, মুঞি নিব মুকুতার মালা।
কেহ বলে, মোহার সোনার তাড়বালা।।
কেহ বলে, মুঞি নিব কর্ণআভরণ।
স্বর্ণহার নিব মুঞি বলে কোন জন।।

এমন সময় নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় ভগবতী নিদ্রা আসিয়া সকল দস্যুর চেতনা অপহরণ করিলেন এবং একে একে সকলে মনকলা খাওয়া পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে নিদ্রার আবেশে ঢলিয়া পড়িল। সকলেই প্রভুর মায়ায় মোহিত ও অচেতন হইয়া তথায় পড়িয়া রহিল, এদিকে দিবাকর কাহারও সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিরপেক্ষতার ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার আদর্শ-বিগ্রহরূপে উজ্জ্বলদেহে বৃক্ষান্তরাল দিয়া ভূশায়িত দস্যুবৃন্দের নিদ্রাবিষ্ট নয়নে স্বীয় আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। কিন্তু তবুও তাহারা অচেতন। বনের অবেতনভুক্ ভৃত্য কাকগুলি কা কা-রবে যেন কৃতজ্ঞতাবশে দস্যুগণের বিপদ্‌বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। দস্যুগণ তখন ব্যস্ত হইয়া চক্ষু মেলিয়া

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

দেখিল, নিশার অন্ধকার নাই—পথে নির্জ্জনতা নাই। তখন তাড়াতাড়ি বনমধ্যে ঢাল-খাঁড়া ফেলিয়া সকলে বিগত রজনীর দুর্ব্বুদ্ধিতা ও পাপ বিধৌত করিবার জন্য গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল।

দুস্যগণ স্নানান্তে নিজ নিজ স্থানে গমন করিবার পূর্ব্বে পরস্পরকে নিদ্রায় অভিভূত হইবার জন্য দোষারোপ করিতে লাগিল। দস্যুপতি ব্রাহ্মণকুমার ভাবিল, ইহা কাহারই দোষ নহে,—

বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজিয়া গেলাঙ তে কারণে।।

সুতরাং—

ভাল করি' আজি সব মদ্য-মাংস দিয়া।
চল সবে একঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া।।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকল দস্যু মদ্যমাংস দিয়া চণ্ডীপূজা করিল। তাহারা মোহান্ধ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রভুত্ব বুঝিবে কি করিয়া? পেচক কি কখনও সূর্য্যের কিরণ দেখিতে পায়?

দস্যুগণ চণ্ডীকে তৃপ্ত করিয়াছি ভাবিয়া মনের আনন্দে ও উল্লাসে সেই দিন মহানিশায় যখন সমগ্র জগৎ নিদ্রিত, তখন পুনরায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আক্রমণ করিবার জন্য নানা অস্ত্র লইয়া বীরের বেষ নীলবস্ত্রাদি পরিয়া তথায় গিয়া দেখিল, কুটীরের চতুর্দ্দিকে বহু অস্ত্রধারী পদাতিক নিরন্তর হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহাদের সকলের গলায় মালা ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দন। ভিতরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিদ্রার অভিনয় করিতেছেন। কোন অবধূতকে দর্শনাভিলাষী কোন ধনীর সহিত এইসকল পদাতিক আসিয়া থাকিবে। সুতরাং ধনী শীঘ্রই চলিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকগণও চলিয়া যাইবে, তখন আমাদের সুবিধা হইবে, এইরূপ ভাবিয়া দস্যুপতি বলিল,—

অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চাপে দিন দশ বসি' থাকি ভাই।।

যখন দস্যুগণ দেখিতে পাইল, পদাতিকগণ চলিয়া গিয়াছে, অবধূত—

সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন-শয়ন।।

তখন—

আর বার যুক্তি করি' পাপী দস্যুগণ।
আইলেন নিত্যানন্দ-চন্দ্রের ভবন।।

সেইদিবস নিশাদেবী যেন ঘোরতম কৃষ্ণাম্বরে স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া এবং ধরাপৃষ্ঠে সেই কৃষ্ণাম্বর বিছাইয়া জগদ্বাসী জীবের চিত্তে ভীতি জন্মাইয়া বিহার

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

করিতেছিলেন। ফলে নদীয়ার পথঘাট নির্জ্জন। সেই অন্ধকার নীরবতা ও নির্জ্জনতার আশ্রয়ে দস্যুগণ সেই কুটীরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিবামাত্র—

সব হৈল অন্ধ কেহ চাহিতে না পারে।
সবে হৈল হত প্রাণ-বুদ্ধি-মনে।।

ফলে—

কেহ গিয়া পড়ে গড়-খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তারে কামড়াইয়া মারে।।
উচ্ছিষ্টগর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথায় মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে।।
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে।
সর্ব্ব অঙ্গে ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে।।
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্তপদ ভাঙ্গি কেহ করয়ে ক্রন্দন।।
সেইখানে কারো কারো গায়ে আইল জ্বর।

অকস্মাৎ এই দুরবস্থায় পড়িয়া দস্যুগণ নানা কথা ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে—

শিলাবৃষ্টি পড়ে সর্ব্ব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে।।

এমন সময়ে ভীষণ বজ্রপাতে সকলে ত্রাসে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মহাবৃষ্টিতে দস্যুগণ ভিজিতে লাগিল। নিত্যানন্দদ্রোহী আসিয়াছে জানিয়া ক্রোধে ইন্দ্রদেব তাঁহার কোপ ও বিক্রম প্রকাশ করিলেন।

এমন সময়ে দস্যুপতি ব্রাহ্মণকুমারের অকস্মাৎ স্মরণ হইল—নিত্যানন্দ মানুষ নহে। ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর, মনুষ্য কখনই এইরূপ করিতে পারে না। তিনি একদিন আমাদিগকে নিদ্রার ছলে মোহিত করিলেন। অপরদিন পদাতিক ঘেরিয়া থাকিল। তাঁহার এইসকল অদ্ভুত দয়ার কার্য্য আমি বুঝিতে পারি নাই। এত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন, হায়! তবু আমার চৈতন্য হয় নাই! আমি যেমন পাপিষ্ঠ, ঠিক তাহার যোগ্য শাস্তি হইয়াছে! আমি স্পর্দ্ধা করিয়া প্রভুর ধন অপহরণ করিবার বুদ্ধি করিয়াছি। হায়—

এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাহি আর।।
এত ভাবি দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ।।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৮ ; ১৫ মে, ২০০২

বিপন্ন অবস্থায় সেই মহানিশায় ব্রাহ্মণকুমার ভূপতিত হইয়া হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রভু ও উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া জানিল এবং এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিল,—

রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল।
রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্ব্বজীব-পাল।।
যে-জন আছাড় প্রভু পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়।।
এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহ তোমার স্মরণে দুঃখে তরে।।
সর্ব্ব মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে খণ্ডায় তার সংসার-বন্ধন।।
জন্ম জন্ম প্রভু তুমি মুঞি তোর দাস।
কিবা জীও মরো এই হউ মোর আশ।।

ব্রাহ্মণকুমার যখন আর্ত্ত হইয়া সরলভাবে শ্রীনিত্যানন্দের প্রভুত্ব স্বীকার করিল, তখন—

কৃপাময় নিত্যানন্দ-চন্দ্র অবতার।
শুনি' করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার।।

এইভাবে যখন সকল দস্যুর নিত্যানন্দস্মরণ হইল ও তাঁহার শরণাগত হইল, তখন সকলের জড়চক্ষু ও নিত্যচক্ষু দুইই খুলিয়া গেল। বহির্জগতের ঝড়বৃষ্টি কোথায় মুহূর্ত্তে পলাইয়া গেল। নিশাদেবী তাহার তিমিরাঞ্চল সরাইয়া লইলেন। দস্যুগণ পথ দেখিয়া নিজ নিজ ঘরে গিয়া গঙ্গাস্নান করিল।

দস্যুসেনাপতি দ্বিজ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরণতলে পড়িলেন। প্রভো! আমায় রক্ষা করুন, উদ্ধার করুন—বলিয়া তিনি প্রভুর সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন। তখন তাঁহার—

আপাদমস্তক পুলকিত সব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহাকম্প।।
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি করে প্রেমে।
বাহ্য নাহি জানে বিপ্র করয়ে ক্রন্দনে।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা আপনি নাচে হরষিত হৈয়া।।

দস্যুব্রাহ্মণের এইপ্রকার ভাবাবেশ দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে তাঁহার চিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে আক্রমণের বুদ্ধি—তাঁহার দেহস্থ অলঙ্কার অপহরণের চেষ্টা সকলই কাঁদিয়া

কাঁদিয়া বলিলেন এবং নিত্যানন্দের কৃপায় যে ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার একান্ত স্মরণ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে যে সকলের উদ্ধার হইয়াছিল, একথা ব্রাহ্মণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন নিত্যানন্দপ্রভু ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—

শুন দ্বিজ যত পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্ সব নিমু মুঞি।।
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর।।
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ।।
যত সব দুস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া।।

এই বলিয়া নিত্যানন্দ আপন গলার মালা ব্রাহ্মণের গলায় পরাইয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকে মহাজয়ধ্বনি হইল। ব্রাহ্মণের সকল বন্ধন দূর হইল। যে ব্রাহ্মণকুমার দস্যু-সেনাপতি বলিয়া পরিচিত ছিল, আজ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় তিনি ও তাঁহার সঙ্গী দস্যুসকলে—

ধর্ম্মপথে আসি' লইল চৈতন্য-শরণ।

এবং

ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু-ব্যবহার।।
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ।।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দ প্রভু করণা-সাগর।।

❖❖❖

শ্রীনবযোগেন্দ্র ও শ্রীনিমি

ব্রহ্মনন্দন শ্রীস্বায়ম্ভুব মনুর শ্রীপ্রিয়ব্রত ও উত্থানপাদ—এই দুই পুত্র। শ্রীউত্থান-পাদের পুত্র শ্রীধ্রুব। শ্রীপ্রিয়ব্রতের পুত্রের নাম—শ্রীআগ্নিধ্র, তাঁহার পুত্র শ্রীনাভি এবং শ্রীনাভির পুত্র শ্রীঋষভদেব। শ্রীঋষভদেব ভগবদবতার। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীভরত শ্রীভগবানের খুব প্রিয় ছিলেন। এই ভরত রাজ্যাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীহরির আরাধনা করিয়া তিনজন্মে শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম রাজ (ক্ষত্রিয়) জন্ম, দ্বিতীয় মৃগজন্ম এবং

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

তৃতীয় ব্রাহ্মণ-জন্ম বা পরমহংস-জন্ম। তাঁহার নামানুসারেই এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই দেশের নাম অজনাভ ছিল। তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে ৯ জন এই ভারতবর্ষ-মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়টী ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং ৮১ জন কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ ছিলেন। অবশিষ্ট ৯ জন মহাপুণ্যশীল পরমার্থ-নিরূপণতৎপর দিগম্বর আত্মবিদ্যাবিশারদ মুনিধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহারা কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন-নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহারাই শ্রীনবযোগেন্দ্র-নামে কথিত হন।

শ্রীনবযোগেন্দ্র একদিন যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে বিদেহরাজ নিমির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ নিমি উক্ত মুনিগণকে শ্রীভগবদ্ভক্ত জানিয়া প্রীতিসহকারে উপবেশন করাইয়া যথাযথভাবে তাঁহাদের পূজা করিলেন। অনন্তর জনকরাজ শ্রীনিমি বলিলেন,—"হে মুনিগণ! আমি আপনাদিগকে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ বলিয়া মনে করিতেছি। কারণ, শ্রীভগবানের নিজজনগণই লোকমঙ্গলের জন্য—সকল জীবকে ভগবৎসেবোন্মুখ করিবার জন্য সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কর্ম্মফলবাধ্য জীব নহেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের ন্যায় দয়ালু। অজ্ঞ জীব সেই বিষ্ণুজনগণকে আহ্বান না করিলেও পরদুঃখদুঃখী তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বদ্ধজীবের অভাবমোচন করেন। জীবের পক্ষে পুরুষার্থসাধক এই নশ্বর মানবদেহলাভ দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে ভগবৎ প্রিয়জনের দর্শন বা সঙ্গ অতিশয় দুর্ল্লভ ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। হে মহাপুরুষগণ! অদ্য ভাগ্যক্রমে আপনাদের সুদুর্ল্লভ সঙ্গলাভ করিয়া আপনাদের নিকট মঙ্গলের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। এই সংসারে যদি ক্ষণার্দ্ধকালও সৎসঙ্গ লাভ করা যায়, তাহা পরমনিধিলাভস্বরূপ আনন্দজনক হইয়া থাকে। সাংসারিক জীবগণ নানাবিধ বিষয়কথায় অহোরাত্র যাপন করে, তাহাদের পরমার্থকথা শ্রবণ করিবার সময় নাই, তথাপি ঘটনাক্রমে অল্পকালের জন্য নিত্য ভগবদ্ভজনশীল সাধুগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিলে প্রাপঞ্চিক ক্লেশলাভের জন্য বদ্ধজীবের উৎসাহ হ্রাস হয়। মুক্তপুরুষগণের দর্শন, তাঁহাদের নিকটে হরিকথা-শ্রবণ এবং তাঁহাদের আচরণ-স্মরণাদিতে জীবের ভোগজনিত মায়াবদ্ধ হইবার প্রবৃত্তি হ্রাস পায় এবং ভগবানে সেবোন্মুখতা হয়। সেইজন্য আপনাদের নিকট প্রার্থনা, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া শরণাগতজনকে দর্শন ও সেবাদান করেন, তাদৃশ ভাগবতধর্ম্মে শ্রবণযোগ্য যদি আমাকে মনে করেন, তাহা হইলে কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন। আপনারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ, আপনাদের নিকট সেই ভাগবতধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিলে আমাদের পরমমঙ্গল লাভ হইবে।"

মিথিলাধিপতি মহাত্মা শ্রীনিমির কথা শ্রবণ করিয়া মুনিগণ শ্রীনিমিকে অভিনন্দিত করিয়া হরিকথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীনবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবি বলিলেন,—

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

"হে রাজন্! এই সংসারে দেহ-গেহ-সুত-দার-বিত্তাদিতে 'আমি আমার'-বুদ্ধি করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া জীবগণ ত্রিতাপ ভোগ করে। ভগবৎসেবক জীব ভগবৎসেবা ছাড়িয়া ভোগসুখে প্রমত্ত হওয়ায় ভগবদ্বিমুখতাবশতঃ দুঃখ পাইতেছে। ভগবান্ শ্রীহরির অভয় চরণকমলের আরাধনায় সেই শোক-মোহ-ভয়াদি অমঙ্গল সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইতে পারে। অকুতোভয় ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-সেবনে কোন ভীতির কারণ নাই। ভগবদ্ভক্তি ভয়, শোক ও মোহাদির হস্ত হইতে অভক্ত অপরাধী জীবকে উদ্ধার করেন। শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখে হরিভজনই ভাগবতধর্ম্ম। হে রাজন্! এই ভাগবতধর্ম্ম বা ভগবৎসেবা অবলম্বন করিলে মানব কখনও বিঘ্নকর্ত্তৃক স্তব্ধ কিংবা নেত্র নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও স্খলিত বা পতিত হন না। সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতাসত্ত্বেও শরণাগত জীবের কখনই প্রমাদ উপস্থিত হয় না। মানব বিধিবশতঃ অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যেসব কর্ম্ম করেন, তৎসমস্ত পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবেন। যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়, ভগবানের মায়ায় তাহার স্বরূপবিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে এবং তাহা হইতে দেহে আত্মবুদ্ধি হয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা জড়াভিমান হইতে ভয়ের উদয় হইয়া থাকে ; সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবকে নিত্যারাধ্য দেবতা ও প্রিয়তম-জ্ঞানে কামনান্তর-রহিত হইয়া ঐকান্তিকী ভক্তের সহিত গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীভগবানের আরাধনা করিবেন। এই সংসার সত্য হইলেও অনিত্য এবং স্বপ্নবৎ ক্ষণস্থায়ী। ইহা বাস্তবসত্য বা নিত্যসত্য নহে। ভগবৎসেবাদ্বারাই মনোনিগ্রহ হয়। তখন আর ভোগবুদ্ধি বা প্রভুত্বস্পৃহা থাকে না, সর্ব্বত্র সেবাবুদ্ধি বা ভগবৎসম্বন্ধ-দর্শন হয় এবং নিজেকেও ভগবৎসেবক বলিয়া উপলব্ধি হয়। ভক্তিদ্বারাই অভয় ও আনন্দলাভ হইয়া থাকে। ভোজনকারী পুরুষের যেরূপ প্রতিগ্রাসেই তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই ভক্তি, পরেশানুভব বা ভগবদনুভূতি এবং ইতরবিষয়ে বিরক্তি আসিবে। ভক্তি হইলে অজ্ঞান দূরীভূত হয় এবং পরমা শান্তি লাভ হয়। যাহা হইতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম। লৌকিক, বৈদিক যে কোন কর্ম্মই করা যাউক্ না কেন, তাহার ফল কৃষ্ণে অর্পিত হইলেই তাহাকে ভাগবতধর্ম্ম বলা হয়। কৃষ্ণভজন না করিলে কেহ সংসার হইতে উদ্ধার পায় না। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্ম-চরিতকথা শ্রবণ ও তাঁহার নাম-গুণাদি নির্লজ্জ হইয়া অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিলে নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। ভগবৎসেবার দ্বারাই জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও নিত্যানন্দ লাভ হয়। ভক্তসঙ্গদ্বারাই ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীনিমিরাজ প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিয়া সানন্দে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভক্তগণ যাদৃশ ধর্ম্ম ও যাদৃশ স্বভাববিশিষ্ট হইয়া যেরূপে এ জগতে অবস্থান করেন, যাহা বলেন এবং যে-সমস্ত লক্ষণে লক্ষিত হন, তাহা দয়া করিয়া বলুন।" তখন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৮ ; ১৫ মে, ২০০২

শ্রীহবি বলিতে লাগিলেন,—"যিনি সমস্ত প্রাণী ও পদার্থে নিজের ন্যায় প্রেম ও সর্ব্ববস্তুতে নিজের ইষ্টদেবের আবির্ভাব এবং ইষ্টদেবে ও আপনাতে সর্ব্বভূতের সত্তা দর্শন করেন, তিনি উত্তম-ভাগবত। যিনি নিজ উপাস্য ভগবানে প্রেমবিধান করেন অর্থাৎ তাঁহাতে আসক্ত হন, তদধীন ভক্তে বন্ধুভাব প্রদর্শন করেন, যাঁহারা ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন এবং ভগবানের বিরোধীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যম-ভাগবত। যিনি শ্রীহরির অর্চ্চাবিগ্রহেই কেবলমাত্র শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীহরির ভক্ত বা অন্যেরপ্রতি পূজাবিধান করেন না, তিনি কনিষ্ঠভক্ত বা প্রাকৃতভক্ত। তাঁহার ভক্তিপ্রবৃত্তি বা ভক্তিপ্রকৃতি সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাহা শুদ্ধভক্তি নহে। অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ-পূজার শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞান অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বর—এই শ্রদ্ধাটি তাঁহার আছে বলিয়া তাঁহাকে কনিষ্ঠভাগবত বলা হয়। যাঁহার শ্রীবিষ্ণুতে পরতত্ত্ববুদ্ধি বা শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা নাই, অথচ মূর্ত্তিপূজা করিয়া থাকেন—এই লক্ষণ দেখা যায়, তিনি কখনও ভক্ত-পদবাচ্য হইতে পারেন না। অর্থাৎ প্রাকৃতভক্ত অপেক্ষাও সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অধম বা পাষণ্ডী।

কনিষ্ঠ শ্রেণীর কনিষ্ঠের কোমল শ্রদ্ধা আছে, আর মধ্যম শ্রেণীর কনিষ্ঠের কিছু কিছু শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইতেছে। তিনি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি আদর শিখিতেছেন এবং শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনের প্রতি কিঞ্চিৎ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছেন। উত্তম শ্রেণীর কনিষ্ঠ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত। সেই শ্রদ্ধা—শরণাগতিমূলা। সেই শ্রদ্ধার লক্ষণ এই যে, তিনি নিজের যোগ ও ক্ষেমের প্রতি উদাসীন অর্থাৎ নিজের দেহ বা দেহ-সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের পোষণের জন্য অন্নাদি-আহরণ ও তৎসংরক্ষণার্থ চিন্তিত নহেন। তবে তাঁহাতে স্থায়িভাব-রতির উদয় হয় নাই ; শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি আদর করিবার বৃত্তি হইয়াছে এবং তিনি শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনেও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছেন।

মধ্যম-ভাগবত কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম—এই তিনপ্রকার। যিনি এই বিশ্বকে শ্রীবিষ্ণুর মায়াকল্পিতরূপে দর্শন করিয়া এবং ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা জাগতিক বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও তদ্বিষয়ে দ্বেষ ও হর্ষযুক্ত হন না, তিনি কনিষ্ঠ মধ্যম-মহাভাগবত। সৎকুল, তপস্যাদি কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম বা জাতির অভিমানে যাঁহার এই দেহে অহংভাব উদিত হয় না, কিন্তু যিনি প্রেমভক্তিযাজন করিবার অনুকূল ভজনের উপকরণরূপ শরীরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও হন না, অর্থাৎ ভোগ ও ত্যাগে আসক্ত হন না, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়। ইহাও কনিষ্ঠ মধ্যম-মহাভাগবতের অন্যতম লক্ষণ।

যাঁহার নিজচিত্তে ও দেহে স্ব-পর ভেদবুদ্ধি নাই অর্থাৎ যাঁহার উদয়ভেদবুদ্ধি নাই, যিনি 'সমস্ত জীবই আমার প্রভুর সংসারের জন'—এই বিচারে সর্ব্বভূতে সমদর্শী, রাগাদিরহিত, তিনিই মহাভাগবত। ইহাও কনিষ্ঠ মধ্যম-মহাভাগবতের লক্ষণ।

যিনি শ্রীহরির স্মৃতিনিবন্ধন দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি, বিনাশ,

ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা এবং দুঃখাদি সংসারধর্ম্মেরদ্বারা মোহগ্রস্ত হন না, তিনি মহাভাগবত। ইহা মধ্যম মধ্যম-মহাভাগবতের লক্ষণ। যাঁহার চিত্তে কাম, কর্ম্ম ও বীজ অর্থাৎ বাসনাসমূহের উৎপত্তি হয় না এবং শ্রীবাসুদেবই যাঁহার একমাত্র আশ্রয়, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়। ইহা মধ্যম মধ্যম-মহাভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা।

ত্রিলোকের রাজ্যলাভের জন্য যাঁহার স্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না, অর্থাৎ তৎপ্রতি প্রলুব্ধ হয় না এবং যিনি শ্রীহরিগতচিত্ত, শ্রীব্রহ্মাদি দেবগণেরও আরাধ্য দুর্ল্লভ শ্রীভগবৎপাদপদ্ম হইতে নিমেষার্দ্ধও বিচলিত হন না, তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। ইহা মধ্যম-মহাভাগবতের সর্ব্বোত্তম অবস্থা অর্থাৎ ইনি উত্তম মধ্যম-মহাভাগবত।

চন্দ্র উদিত হইলে যেরূপ সূর্য্যতাপ অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মহাবিক্রমশালী শ্রীচরণযুগলস্থ অঙ্গুলি-মখমণিসমূহের সুশীতল কিরণদ্বারা হৃদয়ের বাসনা বা সন্তাপ নিরস্ত হইলে ভক্তগণের হৃদয়ে পুনরায় উদয় হইতে পারে না।

যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও অর্থাৎ যাঁহার নামের আভাসের ফলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীহরির পদযুগল প্রণয়রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইলে শ্রীভগবান্ যে প্রণয়িভক্তের হৃদয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তিনি ভাগবত-প্রধান বা মহাভাগবতোত্তম।" (ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

গুজরাট-প্রদেশের হিংসা, দ্বেষের বহ্নির লেলিহান শিখায় উত্তপ্ত সমস্ত বিশ্ব। সমগ্র মানবজাতি উদ্বিগ্ন। সকল রাজনৈতিক দল উৎকণ্ঠিত। সকলেই চাহিতেছেন—'যুদ্ধ নয়, শান্তি।' কিন্তু সমাধান-সূত্র তাঁহাদের কাহারও জানা নাই। শ্রীরামজন্মভূমি-কেন্দ্রিক এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত যে মুঘল-শাসনকালে হইয়াছিল, তাহার মূলেও ছিল ঈর্ষা, মৎসরতা। বর্ত্তমান এই তথাকথিত 'ধর্ম্মনিরপেক্ষ' ভারতে সেই ঈর্ষা-মৎসরতা এক বিশাল মহীরুহ আকার ধারণ করিয়াছে। দ্বন্দ্বের বাদী-বিবাদী পক্ষদ্বয় এবং বিচারক-গোষ্ঠী সকলেই সেই মৎসর-বৃক্ষের এক এক কোটরের বসবাসকারী—এমতাবস্থায় সুষ্ঠু বিচার সুদূর পরাহত। তজ্জন্য শাসক-গোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকেও গ্রাহ্য না করিয়া হিংসানল দাবানলে পর্য্যবসিত হইতেছে। ইহার পরিণাম—'অপরং কিং ভবিষ্যতি?'

এইপ্রকার যখন বিশ্বের হৃদয়-বিদারক পরিস্থিতি, ঠিক তখনই সেই ভারতবর্ষেরই এক অংশে সমগ্র বিশ্ববাসী ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে পরম আনন্দে, পরম আর্ত্তিতে পরম কারুণিক প্রেমের ঠাকুর গোরার আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে পরম ঔদার্য্যমণ্ডিত ভূমি

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্যে একত্রিত হইতেছিলেন। যেস্থলে আত্মধর্ম্মের জাগরণ—সেস্থলে ধর্ম্ম-বর্ণের বিচার-বিরোধিতার স্থান কোথায়? নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জলাঞ্জলি দিয়া যখন কেবল এক বৃহৎস্বার্থ তথা বিভুস্বার্থের জন্য সকলেই উদ্বোধিত হন, তখন আত্মধর্ম্ম-নিহিত প্রেমের প্লাবনে সকলেই ত' উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন। ইহা কোন কল্পনা নহে—ইহা পরম সত্য, সুদৃঢ় সত্য, ইহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা।

পরিক্রমা আরম্ভের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গ-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা পরিক্রমা-বিষয়ে শঙ্কিত হইতেছিলেন যে, উক্ত পরিক্রমাকালেই আবার মুসলিম-সম্প্রদায়েরও যুগপৎ মহরম-পর্ব্বের অনুষ্ঠান থাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হইতে পারে। তজ্জন্য ঊর্দ্ধতন-কর্ত্তৃপক্ষ হইতে পরিক্রমা-পরিচালকগোষ্ঠীকে তাঁহাদের নিত্য বাৎসরিক এই অনুষ্ঠানটীকে কিছুদিন পিছাইয়া দিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলীর তথা জনপ্রতিনিধিগণের বালোচিত প্রস্তাবে সকলেই একপ্রকার স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। যাহা হউক্, গৌড়ীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিক্রমা-পরিচালকমণ্ডলী সকলেই একত্রে সরকারের উক্ত ধারণা নিতান্ত অমূলক বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন তথা উক্ত প্রস্তাব সসম্মানে অস্বীকার করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় চাঁদকাজী সঙ্কীর্ত্তন-বিরোধিতা আরম্ভ করিলে তিনি সঙ্কীর্ত্তন-মুখর আন্দোলনদ্বারাই চাঁদকাজীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তদবধি গৌড়ীয়-সম্প্রদায় ও নবদ্বীপবাসী মুসলিম-সম্প্রদায় প্রীতির সহিত সহাবস্থান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনাত্মক প্রেমধর্ম্মে হিংসার কোনই স্থান নাই—সকলকে যথাযথ সম্মান প্রদানের বিচারই এই সম্প্রদায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই প্রেমধর্ম্মে সমগ্র জগদ্বাসী উদ্বুদ্ধ হইলে সাম্প্রদায়িক কোলাহল সব স্তিমিত হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের সুশীতল কিরণছায়ায় সকলেরই প্রাণ জুড়াইবে—সন্দেহ নাই।

এই বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় যাত্রীসংখ্যা এতই বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ইহাই এ পর্য্যন্ত সর্ব্বাধিক-সংখ্যা বলিয়া অনেকের ধারণা। শ্রীমঠে শেষাবধি এক চুল পরিমাণ স্থানও অবশিষ্ট না থাকিলে, এমনকি নিকটস্থ সকল গৃহাদিও পর্য্যাপ্ত না হইলে, অবশেষে মণিপুরের রাণীর মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণও স্থান-সঙ্কুলানে অসমর্থ হইলে অনেকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন বা অন্যত্র গমনে বাধ্য হন। শুনা যায়, এ বছর গৌরাবির্ভাব-তিথি মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে পিছাইয়া পড়ায় এবং ফলতঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য বার্ষিক পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়া যাওয়ায় সকল গৃহকর্ত্তা ও কর্ত্রীগণ দলবদ্ধ হইয়া নিশ্চিন্তে শ্রীশচী-নন্দনের আবির্ভাব-উৎসব ও শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদানে লুব্ধ হইয়া পড়েন। তজ্জন্যই এবার জন-জোয়ারের ভরা-কোটাল লক্ষিত হইয়াছে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

কিন্তু শ্রীসমিতির সভাপতি ও আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীঅঙ্গ এবার কুশলে না থাকায় তিনি শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে সাক্ষাদ্‌রূপে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তজ্জন্য সমিতির আশ্রিত ভক্তগণ এইপ্রকার লোকারণ্যেও শূন্য বোধ করিতেছিলেন। যাহা হউক্ তাঁহারা শ্রীল গুরু-মহারাজের বিরহ-বেদনা বক্ষে ধারণ করিয়াই এবং তাঁহারই প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যেই সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে পরিক্রমা-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেন।

৯ই চৈত্র (ইং ২৩।৩।২০০২), শনিবার,—পরিক্রমার প্রথম দিবস। মঙ্গলারতির পশ্চাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নয়নাভিরাম বিজয়বিগ্রহ পাল্কীতে আরূঢ় হইলে পরিক্রমামণ্ডলী শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিপূর্ব্বক পরিক্রমার শুভসূচনা করেন। সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর অনুগমন করিতে থাকেন। জনস্রোত অবিচ্ছিন্নভাবে সবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। স্থানীয় নবদ্বীপ-বাসিগণ এত বিপুল জনস্রোত দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া ও অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপনের পর পরিক্রমামণ্ডলী সঙ্কীর্ত্তনসহযোগে সুরভিকুঞ্জ, সানন্দ-সুখদকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, সুবর্ণবিহার, শ্রীনৃসিংহপল্লী প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন।

পরদিবস অর্থাৎ ১০ই চৈত্র (ইং ২৪।৩।২০০২), রবিবার—পূর্ব্ববৎ নর্ত্তন ও কীর্ত্তন-সহযোগে সকলে প্রৌঢ়ামায়া তথা পোড়ামাতলা, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীর, সমাধি-মন্দির ও অন্তে নিদয়ার ঘাট গমন করেন। তথা হইতে শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া ও সেই সেই দ্বীপের মহিমা-মাহাত্ম্য আলোচনা করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১১ই চৈত্র (ইং ২৫।৩।২০০২), সোমবার—পরিক্রমার তৃতীয় দিবস ও আমলকী একাদশী-ব্রতোপবাস। উক্তদিবস অর্চ্চনাখ্য শ্রীঋতুদ্বীপের অন্তর্গত রাতুপুর (রাধাকুণ্ড), সমুদ্রগড় এবং সর্ব্বশেষে চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ দ্বিজবাণীনাথের শ্রীগৌর-গদাধর মন্দির প্রভৃতি স্থান দর্শন করা হয়।

পরদিবস অর্থাৎ ১২ই চৈত্র (ইং ২৬।৩।২০০২), মঙ্গলবার—শ্রীজহ্নুদ্বীপান্তর্গত বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আদিস্থান), জান্নগর (শ্রীজহ্নুমুনির স্থান) ও মোদদ্রুম-দ্বীপান্তর্গত মামগাছিস্থ ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীসারঙ্গ-মুরারীর শ্রীপাট, অর্কটীলা প্রভৃতি দর্শন করিয়া সকলে কৃতকৃতার্থ হন।

সন্ধ্যায় প্রকৃতিদেবী কিছুটা বিরূপ আকার ধারণ করায় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়। তখন সকলে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন হয়ত' বা আগামীকাল শ্রীধামমায়াপুর-পরিক্রমা ও তথায় মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিতে কর্ত্তৃপক্ষের খুবই অসুবিধার সম্মুখীন

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৮ ; ১৫ মে, ২০০২

হইতে হইবে। কিন্তু পরক্ষণে ঔদার্য্যলীলাময় শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় প্রকৃতিদেবী তাঁহার ভয়ঙ্কর রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত ও সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করায় অমন্দোদয়দয়া দানকারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম করুণায় কথা যাত্রীসকলে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরিক্রমার পঞ্চদিবস অর্থাৎ ১৩ই চৈত্র (ইং ২৭।৩।২০০২), বুধবার আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুর গমন করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রথম মিলনস্থান শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবন, সঙ্কীর্ত্তন-রাসমণ্ডল শ্রীবাস-ভবন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ও তৎপশ্চাৎ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, তাঁহার ভজন-কুটীর, তৎসেবিত শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারী, শ্রীগৌর-কিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি স্থান দর্শনানন্তর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্টের সংগৃহীত ভূখণ্ডে সকল ভক্তগণকে খেচরান্ন ও পরমান্ন প্রসাদ পরিবেশন করা হয়। অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলীতে আসিয়া ভক্তগণ আনন্দে পরিপ্লুত হন।

অবশেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী-তিথি—১৪ই চৈত্র (ইং ২৮।৩।২০০২), বৃহস্পতিবার—মঙ্গলারতির পর হইতেই শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে সমুদয় শ্রীগৌরলীলা সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ একে একে পাঠ করিয়া সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দে নিমগ্ন করেন। এইরূপে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তে নির্ব্বিঘ্নে গৌরলীলা-কথাসাগরে নিমগ্ন থাকায় কেহই ব্রতোপবাসের কৃচ্ছ্রতা অনুভব করেন নাই। সন্ধ্যাকালে সকলের সম্মুখে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তদনন্তর শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও অনুকল্প গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন গৌরলীলা অনুষ্ঠানদ্বারা সকলে রাত্রি জাগরণ করেন।

পরদিবস প্রাতঃকাল হইতে ব্রতভঙ্গ করিয়া যাত্রিগণ একে একে মহামিলনের আনন্দস্মৃতি পাথেয় করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বমোট সপ্তদিবসের এই মহামহোৎসব গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে পরম আদরণীয়। প্রতিবৎসর সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ সকল ব্যস্ততার মধ্যেও পুণ্যবরা শ্রীশ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমা-তিথির পূজা ও তদুপলক্ষে প্রেমময় নবদ্বীপ-ধামধূলিতে অভিষিক্ত হইতে প্রতীক্ষা করেন। যাঁহারা কোন কার্য্যবশতঃ এই ধামপরিক্রমায় যোগদান করিতে অসমর্থ হন, তাঁহারা ধামপ্রত্যাগতগণের মুখে ব্যাকুলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শ্রীধামের কথা, বৈষ্ণবগণের কথা শ্রবণ করিয়া সেই আনন্দ আস্বাদন করেন।

—নিজস্ব সংবাদ



☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অপার করুণায় এবং সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে দুর্গাপুরস্থ শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক-মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান ২১শে চৈত্র, ১৪০৮ (ইং ৪।৪।২০০২), বৃহস্পতিবার হইতে ২৩শে চৈত্র (ইং ৬।৪।২০০২), শনিবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে সমিতির মূলমঠ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাধু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ ও শ্রীনিতাইদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীক্ষীরোদশায়ী বাবাজী মহারাজ, শ্রীব্রজবিনোদ বাবাজী মহারাজ, শ্রীবাল্মিকীদাস বাবাজী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করেন। সমিতির আসামস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে যথাক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমহংস মহারাজ শুভাগমন করেন। এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমান শহরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ, বাঁকুড়া কেঞ্জেকুড়াস্থিত শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব সাধু মহারাজ, কলকাতা বেলগাছিয়াস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় ভারতী মহারাজ, হাওড়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান বোধায়ন মহারাজ ও মধ্যমগ্রাম হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় পুরী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক এই মহোৎসবে শুভবিজয় করিয়াছিলেন।

২১শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার যথারীতি মঙ্গলারতি ও প্রভাতী কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের মাধ্যমে 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করাই যে জীবের একমাত্র ধর্ম্ম', তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিততনুই শ্রীগৌরসুন্দর' তাহাও তিনি জানান। বৈকাল ৩ ঘটিকায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহ সুসজ্জিত শিবিকায় লইয়া অগণিত ভক্তবৃন্দ নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রায় বাহির হন। হরিকীর্ত্তনে আকাশ-বাতাস মুখরিত করত এই শোভাযাত্রা দুর্গাপুর শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করিয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে উপনীত হন। ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে প্রেমাবিষ্ট হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের পূজারী মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরতি ও ভোগপ্রদান করেন এবং

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৯ ; ১৫ মে, ২০০২

মহাপ্রসাদদ্বারা ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত করেন। অতঃপর শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শোভা-যাত্রা চণ্ডীদাস মার্কেটে উপস্থিত হয়। তথায় শ্রীযুক্ত নীরোদবরণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র দাস মহাশয় স্ব-স্ব দোকানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরতি ও ভোগ নিবেদন করেন এবং বিবিধ মিষ্টান্নের দ্বারা ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। তদনন্তর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অনন্তর সন্ধ্যারতির পর আয়োজিত ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজকে এবং DSP-র Dy. chief personel manager শ্রীযুক্ত জগদীশ দণ্ডপাট মহাশয়কে যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিরূপে বরণ করা হয়। অতঃপর প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব সাধু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গিরি মহারাজ "সনাতন ধর্ম্ম" সম্পর্কে বক্তৃতায় বলেন যে,—"সনাতন ধর্ম্ম জীবমাত্রেরই পালনীয়। যে ধর্ম্মে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব রহিয়াছে তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে উপাস্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, উপাসক জীবসমূহ এবং উপাসনা ভক্তি। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই সনাতন ধর্ম্ম।"

২২শে চৈত্র, শুক্রবার মঙ্গলারতির পর শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য ব্রহ্মচারীবৃন্দ সুললিতকণ্ঠে প্রভাতী কীর্ত্তন করেন। তৎপশ্চাৎ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ বন মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। পূর্ব্বদিনবৎ বৈকাল ৩ ঘটিকায় ভক্তবৃন্দ সমন্বিত হইয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রায় বহির্গত হন। উক্ত শোভাযাত্রা ও ভক্তগণের প্রেমাপ্লুত নৃত্য-কীর্ত্তনাদি দর্শন করিয়া দুর্গাপুরবাসিগণ তাঁহাদের ভক্তিপ্লুত উল্লাস প্রকাশ করিতে থাকেন। ধীরে ধীরে উক্ত শোভাযাত্রা অগ্রসর হইয়া দুর্গাপুর হরিসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রামময় রায় ও শ্রীযুত প্রদীপ কুমার সাহা মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইলে তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরতি ও ভোগরাগের দ্বারা বিশেষ আরাধনা করেন। পরে বিবিধ প্রসাদদ্বারা ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। অনন্তর উক্ত শোভাযাত্রা শ্রীহরিসভা-মন্দির হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর সন্ধ্যারতি ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রধান অতিথি শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ ও বিশিষ্ট অতিথি শ্রীজগদীশ দণ্ডপাট মহাশয়, শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ (খড়গপুর), শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় ভারতী মহারাজ (কলিকাতা), শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজয়

পুরী মহারাজ "শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব ও সেবা" বিষয়ে ভাষণ প্রদানকালে বলেন যে,—'শ্রীবিগ্রহ কোন প্রাকৃত বস্তু নহে ; পরন্তু অপ্রাকৃত, চিন্ময়। ভগবদ্ভক্ত হৃদয়ে যে আরাধ্য বস্তুকে চিন্তা করেন বাহিরে তাঁহাকেই শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশ করেন।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা যথা,—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিনে এক রূপ।
তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ।।

শ্রীবিগ্রহকে পুতুল মনে করিলে অপরাধ হয়। শাস্ত্র বলেন,—"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" শ্রীবিগ্রহ ভক্তের জন্য সাক্ষী দিতে গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'সাক্ষীগোপাল', ভক্তের জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ'-নামে পরিচিত। এই শ্রীবিগ্রহদ্বয় অদ্যাপিও উড়িষ্যাপ্রদেশে সেবিত হইতেছেন। অতঃপর সভাপতি মহারাজের ভাষণান্তে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

২৩শে চৈত্র, শনিবার অর্থাৎ উৎসবের সমাপ্তি-দিবসে মঙ্গলরাতির পর শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ব্রহ্মচারীবৃন্দ সুললিত কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করত ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। বেলা ৯ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ বন মহারাজ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীবৃন্দ হরিকথা পরিবেশন করেন। তদনন্তর শ্রীবিগ্রহের মধ্যাহ্ন ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। ভোগারাত্রিকান্তে আহূত, অনাহূত, রবাহূত প্রায় পঞ্চসহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

বৈকাল ৪ ঘটিকা হইতে ধর্ম্মসভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে পর যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিদ্বয়ের নাম ঘোষণা করা হয়। অনন্তর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাধু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ "বৈষ্ণবসেবার মহিমা ও শ্রীনামতত্ত্ব" সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। সাধকের পক্ষে বৈষ্ণবসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন উভয়ই বিশেষ প্রয়োজন, অন্যথায় সাধনায় সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত। সভাপতির ভাষণান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তনদ্বারা সভার কার্য্য সমাপ্ত করা হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ২য় সংখ্যা, ৪৩ পৃষ্ঠার ২১ পঙ্‌ক্তিতে 'যাহাতে আমার অঙ্গসম্ভূত' স্থলে **"যাহাতে আপনার অঙ্গসম্ভূত"** হইবে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ বৈশাখ, ১৪০৮ ; ১৫ মে, ২০০২

卐 স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥ 卐

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।



নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

卐 অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ 卐

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৪শ বর্ষ } ২৩ বামন, অনিরুদ্ধ, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ ৩২ আষাঢ়, বুধবার, ১৪০৯, ইং ১৭/৭/২০০২ { ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীদয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতম্]

ভয়ভঞ্জন-জয়শংসন-করুণায়তনয়নম্ ।
কনকোৎপল-জনকোজ্জ্বল-রসসাগর-চয়নম্ ॥
মুখরীকৃত-ধরণীতল-হরিকীর্ত্তন-রসনম্ ।
ক্ষিতিপাবন-ভবতারণ-পিহিতারুণ-বসনম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥ ১ ॥

যিনি সুবর্ণ কমল-উৎপাদনকারী (অপ্রাকৃত, উন্নত) উজ্জ্বল-রসসাগর হইতে উত্থিত (মূর্ত্তি), যাঁহার বিশাল ও কারুণ্যপূর্ণ লোচনযুগল (আর্ত্তগণের) ভয় নিবারণ ও (আশ্রিতগণের) বিজয় ঘোষণা করিতেছে, যাঁহার রসনা সমগ্র পৃথিবীকে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে (সর্ব্বদা) মুখরিত করিতেছে এবং যিনি জগৎপবিত্রকারী ও ভবতাপ-

বিদূরণকারী অরুণ (কাষায়) বসন পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছেন, শ্রীচরণানুচর-গণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তদীয় শুভ প্রকট-বাসরে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি ॥ ১ ॥

শরণাগত-ভজনব্রত-চিরপালন-চরণম্ ।
সুকৃতালয়-সরলাশয়-সুজনাখিল-বরণম্ ॥
হরিসাধন-কৃতবাধন-জনশাসন-কলনম্ ।
সচরাচর-করুণাকর-নিখিলাশিব-দলনম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥ ২ ॥

শরণাগত ভজনশীল ভক্তগণ নিত্যকাল যাঁহার শ্রীচরণতলে প্রতিপালিত হইতেছেন, যিনি সরলহৃদয়, সুকৃতিসম্পন্ন সমুদয় সজ্জনগণের বরেণ্য, শ্রীহরি-সেবায় বিঘ্নকারিগণকে(ও) যিনি শোধনাঙ্গীকার করিতেছেন এবং যিনি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি করুণার উৎসস্বরূপে নিখিল বিশ্বের অমঙ্গলরাশি খণ্ডন করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥ ২ ॥

অতিলৌকিক-গতিতৌলিক-রতিকৌতুক-বপুষম্ ।
অতিদৈবত-মতিবৈষ্ণব-যতি-বৈভব-পুরুষম্ ॥
সসনাতন-রঘুরূপক-পরমাণুগচরিতম্ ।
সুবিচারক ইব জীবক ইতি সাধুভিরুদিতম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥ ৩ ॥

যিনি লোকাতীত বিলাসসম্পন্ন, চিত্রকরের(ও) বাঞ্ছা এবং কৌতূহল-পূর্ত্তিকারী (সুন্দর) (অথবা চিত্রকর ও রতির কৌতুকপ্রদ) শ্রীমূর্ত্তিবিশিষ্ট, দেবতা অপেক্ষা(ও) উন্নতমতি এবং বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর (ত্রিদণ্ডি-যতির) ঐশ্বর্য্যস্বরূপ পুরুষপ্রবর, যিনি সসনাতন-রূপ-রঘুনাথের পরমাণুগত্যময় চরিত এবং শ্রীজীবপাদতুল্য (সুসিদ্ধান্ত-সম্পন্ন) রূপে সুবিচারক সাধুগণকর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥ ৩ ॥

সরসীতট-সুখদোটজ-নিকটপ্রিয়ভজনম্ ।
ললিতামুখ-ললনাকুল-পরমাদরযজনম্ ॥
ব্রজকানন-বহুমানন-কমলপ্রিয়নয়নম্ ।
গুণমঞ্জরি-গরিমাগুণহরিবাসনবয়নম্ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডতটে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে যিনি নিজ প্রিয়জনের ভজনপরায়ণ, ললিতাদি ব্রজললনাগণের(ও) পরমাদর-ভাজন, ব্রজবনে প্রসিদ্ধ কমল-মঞ্জরীর যিনি অত্যন্ত প্রিয় এবং যিনি গুণমঞ্জরীর গরিমা-গুণদ্বারা শ্রীহরির বাসভবন নির্ম্মাণ করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥ ৫ ॥

বিমলোৎসবমমলোৎকল-পুরুষোত্তম-জননম্ ।
পতিতোদ্ধৃতি-করুণাস্তৃতি-কৃতনূতন-পুলিনম্ ॥
মথুরাপুর-পুরুষোত্তম-সমগৌরপুরটনম্ ।
হরিকামক-হরিধামক-হরিনামক-রটনম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥ ৫ ॥

যিনি বিমলানন্দ-স্বরূপ বা বিমলাদেবীর প্রসন্নতা বা উল্লাসস্বরূপ, পবিত্র উৎকলে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জন্মলীলা প্রকাশ এবং নূতন পুলিন বা নবদ্বীপে নিজ পতিতোদ্ধার ও (প্রেম-প্রদানরূপ) করুণাবিস্তার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি ব্রজধাম ও পুরুষোত্তমধামসদৃশ গৌরধাম (শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ) পরিভ্রমণ করিয়া ব্রজকাম, বৈকুণ্ঠধাম ও কৃষ্ণনাম নিরন্তর প্রচার করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥ ৫ ॥

কলি

কলি সকল উৎপাতের কারণ

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ।।

(ভাঃ ১২।৩।৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই গভীর অর্থপূর্ণ বচনটী পাঠ করিয়া আমাদের সমস্ত দুঃখের কারণ আমরা বুঝিতে পারি। সম্প্রদায়-দীক্ষা লাভ করিয়া অর্চ্চনমার্গে প্রবেশ করিয়াও প্রেমলাভ করি না। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও আমাদের বিশুদ্ধা কৃষ্ণমতি জন্মে না। অনেক ব্রতাদি আচরণ করিয়াও আমরা নির্ম্মল ভক্তি লাভ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

করি না। গোস্বামি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমরা সরল গৌরভক্তি অর্জ্জন করিতে পারি না। অভ্যাগত বৈষ্ণবের নিকট ভেক ধারণ করিয়াও আমরা কেবল সংসার উপাসনা করিতে থাকি। কলিই আমাদের সকল উৎপাতের একমাত্র কারণ হইয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করে।

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্যোপাসনা পাষণ্ড-মত

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত উপাস্য দেবতার উপাস্য এবং জগতের পরম গুরু। কৃষ্ণোপাসনা সকল জীবের সার্ব্বকালিক কর্ত্তব্য হইলেও জীবসকল কলিকালে পাষণ্ড-মত ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাকে প্রায় ভুলিয়া থাকে এবং তৎপ্রতি অকৃত্রিম ভক্তিধর্ম্ম আচরণ করে না। এই শ্লোকের অর্থ আবার আর এক শ্লোকে রূপান্তরে কথিত হইয়াছে। যথা,—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।। (ভাঃ ১২।৩।৪৪)

সংসারী জীব সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ ও দুঃখে আতুর। যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নাম পতিত, স্খলিত বা বিকল হইয়া উচ্চারণ করিলে সেই ম্রিয়মাণ জীব সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করেন, হায়! কলিকালে তাঁহারা সেই পুরুষের নাম-যজনরূপ একমাত্র যজ্ঞে তাঁহাকে উপাসনা করেন না।

নাম-কীর্ত্তনই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তির হেতু

মূল তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মই জীবের বন্ধন। সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য নাম-সঙ্কীর্ত্তন একমাত্র উপায়। কেবল জ্ঞানই জীবের গতি নয়, কিন্তু ভক্তিই জীবের উত্তমা গতি। কলি এরূপ অধর্ম্ম-বন্ধু ও জীব-শত্রু যে, তাহার এই নির্দ্দিষ্টকালে জীবকে সঙ্কীর্ত্তনরূপ নির্ম্মল ধর্ম্মে স্থির হইতে দেয় না। সঙ্কীর্ত্তনকে কলিকালের একমাত্র ঔষধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।। (ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলি সমস্ত দোষের সমুদ্র হইলেও কলিকালের একটী মহাগুণ আছে, অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে সহসা জীব মুক্তসঙ্গ হইয়া পরা-ভক্তিকে লাভ করেন।

এখন দেখ ভাই! শাস্ত্র বলিতেছেন যে, সকল উপায় পরিত্যাগ করিয়া জীব কলিতে কেবল কীর্ত্তন করিবেন, আবার বলিয়াছেন যে, কলিতে জীব কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া উপাসনা প্রায়ই করে না। ইহার হেতু কি?

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

বাসনাজাত চিত্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত ও কর্ম্মের বশ

মনুষ্যের সঙ্কল-বিকল্পাত্মক মন বিষয়-বিচার করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে, কিন্তু চিত্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত থাকিয়া প্রেয়ঃ বিষয়ে ধাবমান হয়, বিবেককে স্থির হইতে দেয় না। অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিয়া এবং সল্লোকের উপদেশ শ্রবণ করিয়া জানিতে পারেন যে, মদ্যপান ও মাংস ভোজন করা মন্দ, কিন্তু লালসাক্রমে ঐ সকল কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারেন না। শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ সকলেই জানেন যে, হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি নাই ; তথাপি সামান্য কর্ম্ম-মীমাংসার বশবর্ত্তী হইয়া চিত্ত-প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিয়া থাকেন। প্রাক্তনীয় ও আধুনিক বাসনা হইতেই চিত্ত-প্রবৃত্তির জন্ম হয়।

সাধুসঙ্গ ও নামে রুচি হইতেই চিত্ত-সংযম হয়, যুক্তিদ্বারা নহে

বহুতর সৎসঙ্গ ও সদালোচনা ব্যতীত চিত্ত-প্রবৃত্তির বল কম হয় না। কেবল যুক্তি-জনিত বিবেক কিছু করিতে পারে না। অতএব ভক্তি-মীমাংসকগণ লিখিয়াছেন যে,—

স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্ববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৩২)

যে জীবের হরিনামে স্বল্পা রুচি অর্থাৎ চিত্ত-প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই জীবের ভক্তি হয়। কেবল যুক্তিদ্বারা কখনই ভক্তি হয় না। বেদে কেবল যুক্তির অপ্রতিষ্ঠা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কলিহত-জীবের হরিনামে রুচি সহজে হয় না। বিবেকদ্বারা তাঁহারা শুনিয়া থাকেন যে,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

(বৃহন্নারদীয় ৩৩।১২৬)

কলিতে ধর্ম্মের নামে পাপাচার ও কপটতা

যখন চিত্ত-প্রবৃত্তি বেশ্যালয়ে বা মদ্যে বা সুবর্ণ প্রয়াসে টানিয়া লয়, তখন কলিহত জীব কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজ চরিত্রের দোষ বাঁচাইতে গিয়া নানা পথ অবলম্বন করে। যুক্তিদ্বারা দেখাইতে থাকে যে, কিয়ৎ পরিণাম মদ্য ও মাংস ভোজন না করিলে মনুষ্যের বল রক্ষা হয় না। বেশ্যা-গমন ইত্যাদি যে মানবের আবশ্যক-পাপকার্য্য, তাহা নানা ভঙ্গীতে বলিতে থাকে। কপট-ভক্তি দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করে। হরিনাম কীর্ত্তন যে ভাল কর্ম্ম তাহা দেখাইয়া হরিকীর্ত্তনের দল করিয়া প্লেগ, মহামারী ও অন্যান্য পাপ-নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বার্থ-সাধক নগর-কীর্ত্তনাদি করিতে

থাকে। কর্ম্মিগণ অর্থপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া একটী কপট পন্থা বাহির করে। নাস্তিকগণ শূন্যের বা শূন্যপ্রায় কল্পিত-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া চালাইতে চায়। প্রতিদিনই জগতে এইপ্রকার কপট ক্রিয়া চলিতেছে। আবার উহাদের কথা এই যে, ভাল বস্তুর ভাণও ভাল। এই উপদেশ দিয়া তাঁহারা কপট বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কলির সেবা করিতেছেন।

কলির অধিকার ও স্থান-নির্ণয়

কলিই এই সমস্ত উৎপাতের মূল। কলির অধিকার বর্জ্জন করিয়া যাঁহারা চলিতে পারেন, তাঁহারাই শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন। আমরা নিজ নিজ উপকারের জন্য কলির অধিকার বিচার করিয়া দেখাইব।

শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ বর্ণনা আছে—কোন সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্ম্মবলে কলিকে নিগ্রহ করিলে কলি তাঁহার নিকট কোনও একটী স্থান যাচ্ঞা করিল। পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ওরে অধর্ম্মবন্ধো! তুমি মদীয় শাসনের মধ্যে অন্য কোন স্থান পাইবে না। চারিটী অধর্ম্ম স্থান তোমাকে দেওয়া গেল।

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ।।

(ভাঃ ১।১৭।৩৮)

কলির প্রার্থনামতে তাহাকে রাজা চারিটী স্থান অর্পণ করিলেন। দ্যূতক্রীড়া, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও প্রাণিবধ—এই চারিটী যথায় ঘটে, সেই স্থান কলিকে দিলেন।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্।।

(ভাঃ ১।১৭।৩৯)

একত্রাবস্থান যাচ্ঞা করায় রাজা তাঁহাকে স্বর্ণ ; পরে অসত্য ব্যবহার, মন, কাম, রজ, বৈর—এই কয়েকটীও দান করিলেন।

কলি-পঞ্চক ও তাহার স্থান-চতুষ্টয়

এই কথাগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখুন। যদি কলি হইতে দূরে থাকিয়া হরিভজন করিতে বাঞ্ছা থাকে, তবে দ্যূতক্রীড়া-স্থান, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও পশুবধ হইতে নিরস্ত থাকা আবশ্যক। সর্ব্বত্রই সুবর্ণ অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন। সেই সেই স্থানে স্বভাবতঃ অসত্য ব্যবহার, মদ, কাম, রজ, বৈর বিরাজমান। উক্ত চারিটী স্থান পৃথক্ পৃথক্ আলোচিত হইলে বিষয়টী বিশদ হইবে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৮ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—বৈকুণ্ঠের সংবাদ-আনয়নকারী পিয়নকে কিরূপে চেনা যাইবে এবং সংবাদের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বই বা কিরূপে জানা যাইবে?

উঃ—আমার প্রার্থনা অকপট হইলে সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কৃপায় সবই জানা যাইবে। বিদ্যার্থী ব্যক্তি বিদ্বানের কৃপা-সাহায্যেই বিদ্বান্‌কে চিনিতে পারে। হৃদয়স্থ ভগবান্‌ই আমাকে সব বিষয়ে সাহায্য করিবেন, আমি তাঁহার প্রতি নির্ভর করিলেই হইল।

কোন বস্তু বিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে জগতে দুইটী উপায় দেখিতে পাওয়া যায়। একটী জগতের অভিজ্ঞতাদ্বারা বস্তু জানিবার প্রয়াস, আর একটী জগতের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ জানিয়া যে রাজ্যের জ্ঞান, সেই রাজ্য হইতে অবতীর্ণ মহাপুরুষের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রুতিমূলে জ্ঞানলাভ।

প্রঃ—জাগতিক অভিজ্ঞতাই আমাদের সম্বল। তাহা বর্জ্জন করিয়া কোন অতিমর্ত্ত্য বস্তুতে কিরূপে শরণাগত হওয়া যাইবে?

উঃ— কঠিন মনে করিয়া ভীত হইলে চলিবে না। সত্যবস্তু জানিতে হইলে হৃদয়ে খুব বল চাই। সাঁতার শিখিতে হইলে প্রথমে জল দেখিয়া ভীত হইলে সাঁতার শেখা যাইবে না। শরণাগতি ব্যাপারটা কঠিন নয়, উহা আত্মার পক্ষে অতি সহজ ও স্বাভাবিক। শরণাগতির বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর।

প্রঃ—কি উপায়ে সেই সাহস অর্জ্জন করা যাইবে?

উঃ—ভগবানের কথা শুনিতে হইবে—ভগবানের এজেণ্টের নিকট হইতে শুনিতে হইবে। যখন সেই কথা শুনিব, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, কুতর্ক প্রভৃতিকে বন্ধ রাখিয়া দিতে হইবে। জীবন্ত সাধুর নিকট ভগবানের পরাক্রমপূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনিতে শুনিতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস আসিবে, তখন শরণাগতি বা আত্মার সহজধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে। সেই শরণাগত হৃদয়ে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বপ্রকাশ সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইবে। এই উপায়েই সত্য জানা যায়, অন্য কোন পন্থায় অকৈতব সত্য জানা অসম্ভব।

প্রঃ—শরণাগতি ও দৃঢ়তা কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভগবানে full confidence থাকা প্রয়োজন। হরিভজনেও এইরূপ firm determination থাকা দরকার—I must receive His

Grace, I must not go astray. I must always go on chanting His name. God will undoubtedly help me, if I am bonafide.

শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগতি হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপাই আমাদের সম্বল হোক্। তা' হ'লেই আমাদের মঙ্গল হ'বে।

প্রঃ—সদ্‌গুরু লাভের উপায় কি?

উঃ—কৃষ্ণের কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হয়। সদ্‌গুরুর কৃপায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের কৃপায় আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম লাভের সৌভাগ্য হয়। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের সেবালাভের সুযোগ হয়। আশ্রয়বিগ্রহের সেবা ও আনুগত্য বাদ দিয়ে বিষয়-বিগ্রহের সেবা হয় না। গুরুকৃপায় কৃষ্ণের পূর্ণ সুখবিধানই কৃষ্ণভজন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামী-রূপে শিখায় আপনে।।

প্রঃ—গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণভজন না করিলে কি কৃষ্ণভজন হয় না?

উঃ—কখনই না। আমরা একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনই করিব। এই কৃষ্ণানুশীলন কৃষ্ণভক্তের আনুগত্যে বা নির্দ্দেশেই হইয়া থাকে। শ্রীবার্ষভানবীদেবী কৃষ্ণের অনুকূলা। শ্রীরাধারই নামান্তর অনুকূলা। শ্রীবার্ষভানবীদেবীর প্রিয় নিজজনগণ সকলেই গুরুপাদপদ্ম। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আমরা অনুকূলার কৃষ্ণ অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণের উপাসক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধারই অধিক পক্ষপাতী। শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধার অভিন্নমূর্ত্তি। অনুকূলার আনুগত্যেই কৃষ্ণের অনুশীলন হইয়া থাকে। যেখানে অনুকূলার আনুগত্য অর্থাৎ গুরুর আনুগত্য নাই, সেখানে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণসুখানুসন্ধান থাকিতে পারে না। সেখানে আছে কেবল স্বসুখবাঞ্ছার তাণ্ডব নৃত্য। এইরূপ ভক্তিবিরোধী চিত্তবৃত্তি বা দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিয়া গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণের সেবা করিলেই সব সুবিধা হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা কৃষ্ণসুখানুসন্ধানের কথা ভুলিয়া গিয়া নিজের সুখে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। হায়! কৃষ্ণকে গৃহকর্ত্তা না করিয়া নিজেই গৃহকর্ত্তা সাজিয়া গৃহব্রত হইতেছি। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তবে জীবন থাকিতে থাকিতেই সাবধান হইব ; নতুবা বঞ্চিত হইতে হইবে, সুবর্ণসুযোগ পাইয়াও হারাইতে হইবে।

প্রঃ—সন্ন্যাসী সাজিলেই কি সুবিধা হইবে?

উঃ—কখনই না। বাহিরে পোষাকী সন্ন্যাসী হইলে সুবিধা হইবে না। গুরুদেবতাত্মা হইয়া গুরুসেবাকে জীবন করিতে পারিলেই প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া

যাইবে। এইরূপ গুরুনিষ্ঠ ও নামনিষ্ঠ ভক্ত-সন্ন্যাসী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবা না করিয়া যাহারা অসৎসঙ্গ করিবে, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। তাহারা কোনদিন ভগবান্‌কে জানিতে বা ভগবানের সেবা লাভ করিতে পারিবে না। এখানে সাধুবেশে মানুষকে ঠকাইতে পারা যায়। কিন্তু কর্ম্মফলদাতা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ত' আর তাহাদিগকে ছাড়িবেন না। যাঁহারা সাধু সাজিয়া অসৎসঙ্গে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিতেছেন। ভগবানের উপর নির্ভর না করিলে কেবল দুঃখই লাভ হইবে।

প্রঃ—এই জগৎ কি বদ্ধজীবের কারাগার?

উঃ—যাঁহারা এ জগতের কোন জিনিষ চান না সেই নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ বিচার করেন—এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমাদিগকে চিরকাল সুখ দিতে পারে ; এ জগতে নিত্যসুখদ কোন বস্তু নাই। এই পৃথিবীটা বদ্ধজীবের কারাগার। আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া এখানকার বন্দী হইয়া পড়িয়াছি। এইজন্য আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট! আমরা মনরূপ জেলদারোগার হুকুমমত এই কষ্টগুলিকে সুখ বলিয়া মনে করিতেছি এবং যথেষ্ট কষ্টও পাইতেছি। যে-সকল মূর্খ মায়িক জগতের বিষয়ভোগের প্রতি ধাবিত হইতেছে, তাহারা মায়ার ফাঁদে entangled হইয়া যাইবে।

যাহারা গৃহব্রত তাহার মনে করে—'আমাদের সেবক দরকার, আমরা গৃহব্রত হইয়া সুবিধা করিয়া লইব, আমরা নিজের ইন্দ্রিয়-পরিচালনাদ্বারা সব বুঝিয়া লইব।' রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, ধনী, পরার্থী, দেশনেতা, বিদ্বান্, কর্ম্মী প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষা মায়ার প্রভু হইবার চেষ্টামাত্র। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন,—'ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহিরের দিকে চালনা করিও না। তোমরা বহির্মুখী হইও না।' আমরা দেহাত্মবাদী বা গৃহব্রত হইয়া জগতে প্রভু সাজিয়াছি, আমরা জগৎকে ভোগনেত্রে দেখিতে গিয়া মনে করি, 'আমার সেবক সকলই আমার সেবার জন্য সাজান রহিয়াছে, ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতা সকলই আমার ভোগের জন্য সাজান আছে।' আমরা ভাবি—আমি জগতের ভোক্তা, জগতের সকলেই আমার সেবা করিবে। কিন্তু ভাবি না যে, এই জগৎ কাহার জন্য? বস্তুতঃ জগৎটা জগদীশ্বরের সেবার উপকরণ। হরিভজন না করিলে জগতের একটী তৃণও গ্রহণ করিবার অধিকার নাই।

প্রঃ—কৃষ্ণ কাহাকে আকর্ষণ করেন?

উঃ—কৃষ্ণবস্তুটী ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করেন। বাস্তব বস্তুই আকর্ষক। কৃষ্ণ কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে

না, তদ্রূপ সেব্য ভগবান্ সেবোন্মুখ ও সেবককেই আকর্ষণ করেন। সেবার মাধুর্য্যলোভে সেবোন্মুখ ও সেবকগণ আকৃষ্ট হন। মধ্যস্থলে বা মাঝপথে যদি সেবোন্মুখ ব্যক্তি অন্য বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তবে মূল আকর্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। একদিকে বন্ধনমূলক সংসারের আকর্ষণ, অন্যদিকে মঙ্গলজনক কৃষ্ণের আকর্ষণ। এ জগতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি আকর্ষক বস্তুগুলি আমার অতি নিকটে আছে। এজন্য দুর্ব্বল আমি তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাই। এমতাবস্থায় সাধুগুরুর নিকট অনবরত হরিকথা শুনিতে পারিলে আমরা নিকটস্থ শত্রুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব। আমরা কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট না হইলে মায়াদ্বারা আকৃষ্ট হইতেই হইবে। কৃষ্ণের নামরূপাদি আমাদিগকে আকৃষ্ট করিলে আমরা বর্ত্তমানে ভোক্তারূপে কৃষ্ণের সজ্জায় যে বসিয়া আছি, সেই অসুবিধা হইতে ছুটী পাইতে পারি। কৃষ্ণের কথা যত আলোচনা হইবে, ততই আমাদের ভোক্তাভিমান দূর হইবে, তখন কৃষ্ণ আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন।

প্রঃ—আমাদের সুবিধা বা মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

উঃ—গৃহব্রত বা গৃহাসক্ত হইলে ভয়ানক অসুবিধা। কিন্তু যিনি অনুক্ষণ কৃষ্ণের সেবা করেন, সেই গুরুদেবের আনুগত্য ও সেবা করিলে আমাদের আর কোন অসুবিধা থাকিবে না। ভগবদ্ভক্তের অনুগমন ও অনুসরণ ব্যতীত মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। মূলবস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা ভগবৎপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের সেবা অধিক মঙ্গলজনক। গুরুসেবাদ্বারাই আমাদের অধিকতর সুবিধা হইবে। গুরুসেবা করিলে পতিত জীবের উদ্ধার হয়। যাঁরা বাস্তবিক মঙ্গল চান, তাঁরা অবশ্যই সাদরে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবেন। গুরুবৈষ্ণব-সেবা কি? গুরুবৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছু করেন না। গুরুবৈষ্ণব-সেবার অর্থ—তাঁহাদিগকে ভগবৎসেবায় সহায়তা করা—সাধুগুরুর আজ্ঞা নির্ব্বিচারে সানন্দে পালন করা। এজন্য সর্ব্বাবস্থায় গুর্ব্বানুগত্য প্রয়োজন। গুর্ব্বানুগত্য বাদ দিয়া নিজে নিজে কৃষ্ণসেবা করিবার দাম্ভিকতা করিলে অসুবিধাই হয়। গুরুকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিলে সর্ব্বনাশ হয়। 'আমি হরিসেবা করি'—এটা কেবল দাম্ভিকতা। দাম্ভিকতাই পতনের প্রথম কারণ ও প্রধান কারণ। গুরুবৈষ্ণবের ছিদ্র দেখিলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। গুরুসেবা ব্যতীত জীবের কিছুতেই সুবিধা বা মঙ্গল হইবে না।

নিজ সুখের জন্য ব্যস্ত হইলে অমঙ্গল হয়। ঐকান্তিক না হইলে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুসেবা না করিলে ঐকান্তিক হওয়া যায় না। গুরুবৈষ্ণবসেবা ব্যতীত মায়াবদ্ধ জীবের পরিত্রাণ লাভের অন্য কোন উপায় নাই।

প্রঃ—শ্রীরাধারাণী কি মূল গুরু?

উঃ—হ্লাদিনীস্বরূপা পরাশক্তি শ্রীরাধিকাই সকল ভক্তের গুরু। এমন কি,

শ্রীরাধা কৃষ্ণেরও গুরু—কৃষ্ণ তাঁহার শিষ্য হইয়া নটের কার্য্য শিক্ষা করেন অর্থাৎ শ্রীরাধাই গুরুতত্ত্বের মূল।

শুদ্ধভক্তগণ অর্থাৎ মধুররস ব্যতীত অন্যান্য রসের ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মূল গুরু বলিয়া জানেন। কিন্তু মধুররসের রসিকগণের মূল গুরু হ'লেন—শ্রীরাধিকা।

প্রঃ—আমাদের ভগবদনুভূতি হচ্ছে না কেন?

উঃ—ভগবৎসেবক জীব ভগবান্ ও ভক্তের সঙ্গ ও সেবা অনুক্ষণ না কর্‌লে কি ক'রে ভগবদনুভূতি হ'বে? আমরা সাংসারিক বা জাগতিক ব্যপার নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌লে জগদীশ্বরের সাড়া কি ক'রে পাব? বর্ত্তমানে দুষ্ট আশার বশবর্ত্তী হ'য়ে আমাদের এমন একটী দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়েছে যে, এ জগতের সঙ্গে আমাদের ভারী কাজ প'ড়ে গেছে। Original fountain Head হ'তে দূরে স'রে প'ড়ে আমাদের এমন অসদ্বুদ্ধি হ'য়েছে। চোরাবালির উপর পা দিলে যেমন পা ব'সে যায়, সেইরূপ treacherous soil-রূপ phenominaর উপর নির্ভর ক'রে আমরা ডুবে যাচ্ছি। আমরা কৃষ্ণমুখী না হ'য়ে দুষ্টাশয়বিশিষ্ট হ'য়ে বহির্ম্মুখ চেষ্টার দ্বারা সময় কাটাচ্ছি। বিষ্ণুমায়া আমাদিগকে ভোগী বা কর্ম্মবীর ক'রে আবদ্ধ ক'রে দিচ্ছে। সুতরাং We should be cautious. We should require guidance at every step. আমরা খুব সাবধান হ'ব। আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপে নিয়ামক অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের আনুগত্য বিশেষ প্রয়োজন।

ভগবৎসেবা অপেক্ষা ভক্তসেবা অধিক মঙ্গলপ্রদ। ভগবৎসঙ্গ অপেক্ষা ভক্তসঙ্গদ্বারা জীবের বেশী উপকার হয়। ভগবানের স্থান অপেক্ষা ভক্তের স্থান অর্থাৎ গুরুগৃহ শুদ্ধভজনের অধিকতর অনুকূল। 'যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন'—এসব কথাগুলি ভাল ক'রে বুঝা দরকার। তা' না ক'রে আমরা যদি গুরুসেবায় উদাসীন হই, তা' হ'লে সেবক হ'তে পার্‌লাম না, অহঙ্কারী হ'য়ে গেলাম,—বহির্জগতের চিন্তাস্রোতেই আবদ্ধ থাক্‌লাম।

শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মের সেবার কথা ব্যতীত আর বড় কথা Theistic world এ নাই। সুতরাং অধোক্ষজ-সেবা বঞ্চিত হ'য়ে যা'তে আধ্যক্ষিক হ'য়ে না পড়ি, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করা দরকার। হরিভজনের প্রতি আমাদের তীব্র দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ অনেক জন্ম কেটে গেছে অন্যান্য কার্য্যে। এই জন্মেই যা'তে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাক্‌তে হ'বে। খুব সাবধান হ'য়ে আদর ও প্রীতির সহিত সর্ব্বক্ষণ গুরুকৃষ্ণের সেবা কর্‌লে ভগবদনুভূতি হ'বেই হ'বে।

সন্দর্ভ-সার

[শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২১]

দুর্য্যোধনকে যখন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন, তখন যাদবগণকে নিজ আবরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন—মহাভারতের উদ্যোগ-পর্ব্বে দেখা যায়। তবে যে যাদবগণের মৈরেয় পান করিয়া বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে এবং তাহারা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন শুনা যায়, শ্রীভগবৎপার্ষদে ইহা কিরূপে সম্ভব? উত্তর—এ-সকল পার্ষদ-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম, যথার্থ নহে। শ্রীঅর্জ্জুনের পরাজয় ও বিমোহ পর্য্যন্ত সকলই ইন্দ্রজালবৎ মায়া-কল্পিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবাক্য—"মহিষীহরণ, মৌষল-লীলা—সব মায়াময়।।"

ব্রহ্মশাপের কখনও অন্যথা ঘটে না, ইহা জানাইবার জন্য গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারী শ্রীভগবান্ উক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারক-তীর্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব প্রভৃতি মুনিগণ যখন যজ্ঞস্থল হইতে নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে যাদব-বালকগণ জাম্ববতী-পুত্র সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া মুনিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এই গর্ভবতী কি সন্তান প্রসব করিবেন, আপনারা আজ্ঞা করুন। মুনিগণ উহাদের দুষ্ট ব্যবহারে কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—ইনি তোমাদের কুলনাশন মুষল প্রসব করিবেন। তখন বালকগণ সাম্বের উদর-বস্ত্র মোচন করিয়া দেখেন, তথায় সত্যই একটী মুষল রহিয়াছে। তাহারা ভীত হইয়া উগ্রসেনের নিকট ঐ সকল বৃত্তান্ত জানাইলে তিনি উহা চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে বলেন। চূর্ণের সহিত নগণ্য ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড সমুদ্রে নিক্ষেপ হইবামাত্র এক বৃহৎ মৎস্য উহা গ্রাস করে ; আর চূর্ণসকল তরঙ্গ-আঘাতে তীরে লাগিয়া এরকা-তৃণ. সৃষ্টি করিল। ঐ মৎস্য জালে ধৃত হইলে তাহার উদর হইতে ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড নিষ্কাষিত হয় এবং জরা-ব্যাধ উহা শরের অগ্রভাগে যোজিত করিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণসহ প্রভাসতীর্থে গমন করেন। তথায় যাদবগণ মৈরেয় মধুপান করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হন এবং পরিশেষে এরকা-তৃণদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া নিধন প্রাপ্ত হন।

নিত্যপার্ষদ যাদবগণের দেহত্যাগাদি লীলা মায়িক, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে
সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে।।

(ভাঃ ১১।৩১।৯)

পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণের যাঁহারা তনুভৃৎ অর্থাৎ দেবর্ষি নারদের "প্রযুজ্যমানে ময়ি ত্বাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। প্রারব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণং ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকম্।।" (ভাঃ ১।৬।২৮)—আমাতে শুদ্ধা ভাগবতী তনু সংযুক্ত হইলে আমার প্রারব্ধ-কর্ম্মসকলের ভোগক্ষয় হেতু আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হইয়া গেল। এই উক্তি অনুসারে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধনী তনু অর্থাৎ অপ্রাকৃত (ভগবৎ-সেবোপযোগী) দেহ ধারণ করেন, তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যুরূপ চেষ্টা কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়া-বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন কোন ইন্দ্রজালবেত্তা নট জীবিত কোন প্রাণীকে কাটিয়া পোড়াইয়া পুনরায় সেই দেহকে জীবন্ত করিয়া দেখায়, এস্থলেও তাদৃশ বুঝিতে হইবে। বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বের স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে।

রাবণকর্ত্তৃক সীতা-অপহরণও ঐরূপ অর্থাৎ রাবণ মায়া-সীতাকে হরণ করিয়াছিল,—

সীতয়া রাধিতো বহ্নি ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা।। (বৃঃ অগ্নিপুরাণ)

সীতাকর্ত্তৃক আরাধিত অগ্নিদেব ছায়াসীতার আবির্ভাব করাইয়াছিলেন, দশানন রাবণ তাহাকেই অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু সীতাদেবী অগ্নিপুরে গমন করেন। রাবণবধের পর অগ্নি পরীক্ষার কালে যথার্থ সীতা উপস্থিত হন।

মৌষল-লীলার মায়িকত্ব শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে জানা যায়। তিনি দারুককে বলিয়াছিলেন,—

ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠঃ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়া-রচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ।। (ভাঃ ১১।৩০।৪৯)

তুমি আমার ধর্ম্মে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উপেক্ষক হইয়া এ সকল আমার মায়া-রচিত জানিয়া শান্তিলাভ কর।

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধা ধামাবিশৎ স্বকম্।। (ভাঃ ১১।৩১।৬)

যোগিগণ আগ্নেয়ী যোগধারণায় দেহ দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকাভিরাম ধারণাধ্যানের মঙ্গলস্বরূপ নিজতনু দগ্ধ না করিয়া নিজধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আগ্নেয্যা + অদগ্ধা—শ্রীস্বামিপাদ-টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চত্যাগকালে দেবগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তদ্বিষয়ে শ্রীভাগবতোক্তি,—

সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্।
গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ।। (ভাঃ ১১।৩১।৯)

যেমন আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইয়া লোকচক্ষুর অগোচরে চলিয়া যায়, কেহই

তাহা দেখিতে পায় না, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া কোন্‌দিকে অন্তর্দ্ধান করিলেন, তাহা ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও অলক্ষ্য হইয়াছিল।

অপ্রাকৃত-তনু যাদবগণের দেহত্যাগাদি ত' অসম্ভবই হইবে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপালিত, তাঁহাদেরও দেহনাশ অসম্ভব। যথা,—

মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণং পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্ মৃগয়ং সদেহম্।। (ভাঃ ১১।৩১।১২)

যিনি যমলোকগত গুরুপুত্রকে পঞ্চজন-কর্ত্তৃক ভক্ষিত যে দেহ, অবিকল সেই নরদেহেই আনয়ন করিয়াছিলেন। যদি কেহ বলে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যদুকুল রক্ষা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে, তজ্জন্য বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মতেজও কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাহার সাক্ষী তুমি (পরীক্ষিৎ)। তিনি ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হইতেছিলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অধিক কি, তিনি মৃত্যুঞ্জয় (যমের যম) মহাদেবকেও পরাজিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিয়া জরা-নামক ব্যাধ অনুতপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে লইয়াছিলেন। তিনি কি নিজের বা নিজজন যাদবগণের রক্ষায় সমর্থ ছিলেন না?

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, যাদবগণ সশরীরে নিজধামে গমন করুন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীকৃষ্ণ কিছুকাল মর্ত্ত্যলোকে থাকিলেন না কেন? উত্তর—যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর সৌহার্দ্দ্যহেতু কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। এজন্য ভাগবত বলিতেছেন,—

তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়েষ্বনন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং মর্ত্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্।।
(ভাঃ ১১।৩১।১৩)

যদিও অশেষ শক্তিধারী শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র হেতু, তথাপি নিজাশ্রিত জনগণের গতি প্রদর্শন করিবার জন্য অবশেষে নিজ বপুও এ জগতে রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই ; কারণ যাদবগণ ছাড়া মর্ত্ত্যজনের সহিত তাঁহার কি প্রয়োজন? অতএব যাদবগণের নিধনাদি মায়িক লীলাহেতু শ্রীভগবানের মত অন্তর্দ্ধানই সম্ভবপর। অন্য সাধারণ জনের মত নিধন সম্ভাবনা করা যায় না।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ উদ্ধবের উক্তি,—

মিথো যদৈষাং ভবিতা বিবাদো মধ্বামদাতাম্রবিলোচনানাম্।
নৈষাং বধোপায় ইয়ানতোঽন্যো ময্যুদ্যতেঽন্তর্দ্দধতে স্বয়ং স্ম।।
(ভাঃ ৩।৩।১৫)

মধুপানে মত্ত যাদবগণের পরস্পর বিবাদ তাহাদের বধোপায় নহে ; যাদবগণের পৃথিবী পরিত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অভিমত,—এই যাদবগণের যদি পরস্পর বিবাদ ঘটে তাহাও ইহাদের পৃথিবী পরিত্যাগ বিষয় বধোপায় হইবে না। ইহারা যদি আমার ইচ্ছানুসারে স্বয়ং অন্তর্দ্ধান করে, তবেই পৃথিবী ত্যাগ সম্ভব।

পার্ষদগণের ভগবদিচ্ছাক্রমে জন্মাদি হইয়া থাকে, একথা বিদুর মহাশয়ও বলিয়াছেন,—

অজস্য জন্মোৎপথনাশনায় কর্ম্মাণ্যকর্ত্তুর্গ্রহণায় পুংসাম্।
নন্বন্যথা কোঽর্হতি দেহযোগং পরো গুণানামুত কর্ম্মতন্ত্রম্।।

(ভাঃ ৩।১।৪৪)

প্রাকৃত-জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণের দুর্ব্বৃত্তগণের বিনাশের জন্য আবির্ভাবরূপ জন্ম, আর সত্ত্বাদি-গুণহেতুক কর্ত্তৃত্বরহিত তাঁহার কেবল লোক সংগ্রহার্থ জন্ম ; অন্যথা গুণাতীত কোন্ ব্যক্তি দেহ ধারণ করিতে এবং কর্ম্ম বিস্তার করিতে যোগ্য হয়? এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্ম নাই, তাঁহার পার্ষদ-গণেরও তাদৃশ জন্ম-কর্ম্ম নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ পরস্পর অচিন্ত্যভেদাভেদবিশিষ্ট। নামাভাস ও নামাপরাধ প্রতীতিতে শ্রীনামের প্রতীতি নাই, আবার শ্রীনামে নামাভাস ও নামাপরাধ প্রতীতির অভাব। নামাভাস ও নামাপরাধ শ্রীনাম নহে, আবার চিন্ময় শ্রীনাম হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও নাই। নামাভাস শ্রীনামসেবা নহে, শ্রীনামের সেবাও অপরাধ বা তদরহিত আভাসমাত্র নহে। একদিকে শ্রীনাম, অপরদিকে মূর্ত্ত নামাপরাধ, মধ্যবর্ত্তিস্থলে অপরাধ নির্ম্মুক্তিরূপ নামাভাস অর্থাৎ শ্রীনাম ও নামাপরাধের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে নামাভাসের অধিষ্ঠান। নামাভাস ও নামাপরাধশূন্য নামই শুদ্ধনাম।

অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত কেবল নামের অনুকূল প্রবৃত্তির সহিত যে নামালোচন, তাহাই শুদ্ধনাম। অন্যাভিলাষ থাকিলে কখনও শুদ্ধনাম হয় না। নামদ্বারা পাপক্ষয় বা মোক্ষলাভের অভিলাষাদি যতপ্রকার বাসনা আছে, সমস্তই অন্যাভিলাষের মধ্যে পরিগণ্য। নামের চিন্ময়ভাব স্পষ্ট উদয় করিয়া পরমানন্দানুভবের যে অভিলাষ, তাহা অন্যাভিলাষ নহে। **নামাপরাধে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম লাভ ; নামাভাসে মুক্তিলাভ এবং শুদ্ধনামে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়।** জড়জগতে যেহেতু হরিনামের

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

জন্ম হয় নাই, সেইহেতু তাহাতে জড়ের কোন সংস্পর্শ নাই। হরিনাম যেহেতু মায়াগুণে কখনই আবদ্ধ হন নাই, সেইহেতু তাহা নিত্যমুক্ত। মায়াবদ্ধ জীব জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। চিৎকিরণ জীব শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহার চিন্ময়শরীরে হরিনাম উচ্চারণের অধিকারী। ভক্তের ভক্তিপূত জিহ্বায় শুদ্ধনাম কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যিনি মুক্তিলাভ করেন নাই, তাঁহার মুখে কখনও শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয় না। কৃষ্ণনামই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তাই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণনামের সেবাই সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা। চেতনময় নামের দ্বারা চেতনময় শ্রীবিগ্রহের সেবা হয়। শুদ্ধনাম সাক্ষাৎ কামদেব। কাম ও কামদেব কখনও একইসঙ্গে অবস্থান করেন না। ভগবানের নাম ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামানয় গ্রহণ করিলে কোনকালেই মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, ভগবানের সেবার জন্যই ভগবানের নাম অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

নামাভাসের স্বরূপ

নামাপরাধের অভাব হইলেই নামাভাস হয়, কিন্তু নামাভাসের পরপারে পরব্যোমধামে নামসেবা অবস্থিত। অপরাধমুক্ত অবস্থায় এবং নামভজনে যোগ্যতা রাহিত্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস-শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। শুদ্ধনাম না হইলেই নামাভাস হইল। যে-স্থলে অজ্ঞতাবশতঃ অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নামের অশুদ্ধ লক্ষণ হয়, সেই স্থলে 'নামাভাস', যে-স্থলে মায়াবাদজনিত ধূর্ত্ততা, মুমুক্ষা ও ভোগবাঞ্ছা হইতে অশুদ্ধ নামের উদয়, সেস্থলে 'নামাপরাধ' হয়। যে-পর্য্যন্ত গুরুকৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবের অজ্ঞান অনর্থ থাকে, সুতরাং সে পর্য্যন্ত যে নাম উচ্চারণ করা হয়, তাহা নামাভাসই হয়, শুদ্ধনাম হয় না। নামাভাস জীবের প্রধান সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয় এবং ধর্ম্ম, ব্রত, যোগ ও সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ। বিশেষতঃ সৎকর্ম্ম যেরূপই হউক, তাহা জড়ময়, কিন্তু চিন্ময় হরিনাম ব্যতীত নামাভাসের স্বতন্ত্র প্রতীতি নাই। আবার নামাভাস নামও নহে, নামাপরাধও নহে। নামাভাস বলিতে নাম হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবিকেই বুঝায়। বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'জৈবধর্ম্মে' লিখিয়াছেন,—"ভুক্তি, মুক্তি অষ্টাদশসিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই নামাভাস হইতে লাভ হয়, কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ নামাভাস হইতে লাভ হয় না। যদি নামাভাসী শুদ্ধভক্তের সঙ্গক্রমে মধ্যম বৈষ্ণবপদে উন্নীত হইতে পারেন, তবেই শুদ্ধভক্তি লাভ করত শুদ্ধনামের ফলে প্রেমলাভ করেন।"

নামাভাসেই পাপ, পাপবাসনা ও অবিদ্যা নষ্ট হইয়া থাকে। তিনটীর কোন একটী অন্তঃকরণে থাকিলে শুদ্ধনাম একবারও জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না, জানিতে হইবে। বৈকুণ্ঠনাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইবামাত্রই সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিক হয়, তাহার পর নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়। নামোদয়ের পূর্ব্বে নামাভাস হয় অর্থাৎ নামাভাসের পরে নামোদয় হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে অবগত হওয়া যায়,—

হরিদাস কহেন,—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়।।
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম আদি পরকাশ।।
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।।

শাস্ত্র চারিপ্রকার নামাভাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

সাঙ্কেতং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।। (ভাঃ ৬।২।১৪)

"কেহ কেহ সঙ্কেতদ্বারা, কেহ কেহ পরিহাসদ্বারা, কেহ কেহ স্তোভদ্বারা, কেহ কেহ হেলনদ্বারা উচ্চারণ করত নামাভাস করেন।" নামাভাসে যে মুক্তি হয় তাহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। বহুকষ্টে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তিলাভ হয়, তাহা অনায়াসে নামাভাসেই সকলের হইয়া থাকে। অজামিল মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্রকে 'নারায়ণ'-নামে আহ্বান করিলে কৃষ্ণের নাম 'নারায়ণ' বলিয়া তাহার সাঙ্কেত্য-নামাভাসের ফললাভ ঘটে। ম্লেচ্ছগণ শূকরকে 'হারাম' 'হারাম' বলিয়া ঘৃণা করে, 'হারাম'-শব্দে 'হা রাম' এই দুইটী শব্দ থাকায় সাঙ্কেত্য নামগ্রহণফলে তাহাদের নরক যাতনা হইতে মুক্তি হয়। পণ্ডিতাভিমানী মুমুক্ষুগণ, অতত্ত্বজ্ঞ ম্লেচ্ছগণ এবং পরমার্থবিরোধী অসুরগণ পরিহাস করিয়া কৃষ্ণনামগ্রহণ করত মুক্তিলাভ করেন। অসম্মানপূর্ব্বক অন্যকে কৃষ্ণনাম করিতে বাধা প্রদান করিবার সময় যে নামগ্রহণ হয়, তাহাই 'স্তোভ'। একজন শুদ্ধবৈষ্ণব হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন, তখন একজন পাষণ্ড আসিয়া কদর্য্য মুখভঙ্গি করত বলিল,—"হ্যাঁ, তোর কেষ্ট বিষ্টু সকলই করিবে"—ইহাই স্তোভের উদাহরণ। তাহাতে সেই পাষণ্ডের মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে—নামাক্ষরের এইরূপ স্বাভাবিক বল। অনাদরপূর্ব্বক নামগ্রহণের নাম 'হেলন'। হেলায় নামগ্রহণ করিলে যবনদিগেরও মুক্তি হয়। ধূর্ত্ততার সহিত হেলন হইলে 'অপরাধ' হয়, আর অজ্ঞতার সহিত হেলন হইলে 'নামাভাস' হয়।

নামাপরাধের স্বরূপ

প্রপঞ্চে অপরাধযুক্ত জীবগণ অপরাধকেই নাম-সেবা বলিয়া ভ্রান্ত হয়। যাহাতে শ্রীনামের প্রতীতি নাই, অথচ শ্রীনাম ব্যতীত যাহার স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই, তাহাই 'নামাপরাধ'। প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাপরাধ'রূপে গণ্য হয়। পঞ্চবিধ

পাপ কোটীজনিত হইলেও নামাপরাধের তুল্য হয় না। সকলপ্রকার পাপ নামাশ্রয়মাত্রেই দূরীভূত হয়, কিন্তু নামাপরাধ সহজে দূরীভূত হয় না। নামাপরাধী যে-সকল ফল বাঞ্ছা করিয়া নামোচ্চারণ করেন, নাম তাহাকে সেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু কখনই প্রেমফল তাহাকে দেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামাপরাধের ফলভোগ হয়। নামাপরাধিগণের চিত্ত ও ব্যবহার সর্ব্বদা দূষিত, সাধুবস্তু বা সাধুব্যক্তিতে তাহাদের সর্ব্বদা অরুচি ; অসৎপাত্রে, অসৎসিদ্ধান্তে ও অসৎকার্য্যে তাহাদের নৈসর্গিক রুচি। মায়াবাদী, কর্ম্মী, যোগী সকলেই নামাপরাধী। নামাপরাধ-ফলে ত্রৈবর্গিক ফলপ্রাপ্তি বা ফলের অপ্রাপ্তিরূপ তুচ্ছ ফল লাভ করা যায়। অজামিল যেরূপ দুরাচার হইয়াও নামাভাসবলে বৈকুণ্ঠলোক লাভ করিয়াছিলেন, স্মার্ত্তগণ সদাচারসম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও নামগ্রহণ করিয়াও সেরূপ গতিলাভ করিতে পারেন না; যেহেতু তাঁহাদের নামে অর্থবাদ ও অর্থকল্পনাদি অপরাধ-দোষে নামাপরাধ-ফলে ঘোর সংসারকেই প্রাপ্ত হন।

(১) সাধুনিন্দা, (২) কৃষ্ণেতর দেবতায় স্বতন্ত্র ভগবজ্জ্ঞান, (৩) গুর্ব্বজ্ঞা, (৪) শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা, (৫) শ্রীহরিনামে অর্থবাদ, (৬) শ্রীনামে কল্পনাবুদ্ধি, (৭) নামবলে পাপবুদ্ধি, (৮) হরিনাম গ্রহণকে প্রমাদবশতঃ অন্য শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান, (৯) জড়াসক্তিক্রমে শ্রদ্ধাহীনে নাম দান, (১০) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও জড় অহংমমাদি ভাবপ্রযুক্ত শ্রীনামের প্রতি অপ্রীতি—এই দশটী নামাপরাধের কথা বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে জানা যায়। দশটী নামাপরাধ যদি সরল অজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, তবে সে সমস্তই নামাভাস মাত্র। নামাভাস যতদিন অপরাধলক্ষণ না পায়, ততদিন নামাভাস বিদূরিত হইয়া শুদ্ধনামোদয়ের সম্ভাবনা থাকে, অপরাধলক্ষণ হইলে সহজে নামোদয় হয় না। অপরাধপূর্ব্বক নামগ্রহণকালে শ্রীনাম-সূর্য্য আমাদের হৃদ্দেশে উদিত হন না, সঙ্গে সঙ্গে আবরণরূপ অন্ধকার ও অনর্থরূপ ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন দেহ ও দেহ সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন বা অনিত্য বিষয়াদি ধ্বংস হইয়া যাইবার ভয়ে আমরা ভীত হইয়া পড়ি।

নামাপরাধদ্বারা হৃদয় কঠিন হইলে নামে তাহা গলিত হয় না। বাহিরে অশ্রু-পুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত হয় না, তাহাই পাষাণসদৃশ কঠিন। কোন ব্যক্তি পুলকাশ্রুর সহিত নামগ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু অপরাধ থাকায় উচ্চারিত নাম তাহার পক্ষে শুদ্ধনাম হইতেছে না। মৎসরতাযুক্ত বৈষ্ণবপ্রায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তে অপরাধ থাকায় বহুবার নামগ্রহণেও নামমাধুর্য্যানুভবের অভাবে তাহাদের চিত্ত দ্রব হয় না, সুতরাং চিত্তবিক্রিয়া-প্রকাশক 'ক্ষান্তি' প্রভৃতি নববিধ লক্ষণও তাহাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। এইরূপ ব্যক্তিগণের অশ্রুপুলকাদি বাহ্য লক্ষণ থাকিলেও ইহাদের হৃদয় অপরাধহেতু পাষাণতুল্য কঠিন, অতএব নিন্দার্হ। কিন্তু সাধুসঙ্গের

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি হইবার পর ইহাদের চিত্ত নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকায় আরূঢ় হইলে কালে চিত্ত দ্রব হইতে পারে এবং তখনই চিত্তের কাঠিন্যরূপ অপরাধ বিদূরিত হয়। যে সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলে নামাপরাধিগণ প্রধান হইয়া কীর্ত্তন করেন, তাহাতে বৈষ্ণবের যোগ দেওয়া উচিত নহে, কিন্তু যে সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলে শুদ্ধবৈষ্ণব বা সামান্য নামাভাসী প্রবল, তাহাতে যোগ দিলে দোষ হয় না, বরং নামসঙ্কীর্ত্তনের সুখ লাভ হয় । যেরূপ এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, সেইরূপ নামাপরাধী গুরুব্রুবগণ অপর ব্যক্তিকে শ্রীনাম বিতরণ করিতে অসমর্থ। তাহাদের কৃত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নামাপরাধ মাত্র।

শুদ্ধনাম উদয়ের উপায়

নামাভাস ও নামাপরাধ এই উভয়ের কোনটিই জীবের উপাস্য নাম নহে। নিষ্কপটে শ্রীনামপ্রভুর সেবাকাঙ্ক্ষাই জীবমাত্রেরই বরণীয় বস্তু। শ্রীনাম করিতে করিতে শ্রীনামের কৃপায়ই সর্ব্বমঙ্গল লাভ হয়। শুদ্ধভক্তের সঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলনদ্বারা অতি শীঘ্র শুদ্ধভক্তিতে রুচি হয়, তখন জিহ্বায় শুদ্ধনাম আবির্ভূত হন। নামাপরাধীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার যত্ন না করিলে শুদ্ধনাম উদয় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সৎসঙ্গই জীবের একমাত্র মঙ্গলের হেতু, অসৎসঙ্গ শুদ্ধনাম গ্রহণের প্রধান প্রতিবন্ধক। সৎসঙ্গপ্রভাবে নাম ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া সদ্বিষয়ে বল বিধান করেন। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত 'প্রেমবিবর্ত্তে' লিখিয়াছেন,—

অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়।।
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তি বাধ।।
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর।।
'দশ অপরাধ' ত্যজ মান-অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ লহ কৃষ্ণনাম।।
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার।।

যাঁহারা সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক ঐকান্তিকভাবে শ্রীনামপ্রভুর সেবা করেন, তাঁহাদিগেরই শুদ্ধনাম গ্রহণে যোগ্যতা রহিয়াছে। সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীনামপ্রভুর সেবায় সর্ব্বক্ষণ রত ব্যক্তিই কৃপাপূর্ব্বক অপরকে শুদ্ধ নামাশ্রয় করিবার যোগ্যতা দানে সমর্থ। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ জাগতিক সকল বস্তু আমাদের নয়নগোচর হয় এবং প্রত্যেক বস্তুর পার্থক্য ও ক্রিয়াদি আমরা নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করিতে পারি, তদ্রূপ জীবের চিদ্বিলাসে একবার শ্রীনামসূর্য্য কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইলে

জাগতিক সকল বস্তুই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভোগোপকরণ এবং তিনিই একমাত্র ভোক্তা, আর সকলেই তাঁহার সেবক শ্রেণীভুক্ত, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শ্রীনামপ্রভুর সেবা করিলেই ভগবানের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীনামপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক জীবের শুদ্ধসত্ত্বে উদিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রদান করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ও শ্রীনিমি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীনিমিরাজ মায়া কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীঅন্তরীক্ষ বলিলেন,—"আদিপুরুষ শ্রীহরি যে-শক্তিবলে জীবসমূহের বিষয়-ভোগমুক্তির জন্য এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিই ভগবানের মায়া। মায়াদ্বারা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে তাহাতে প্রবেশ করেন। কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগ করিয়া এই সৃষ্ট দেহকেই আত্মা মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হয় এবং শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কর্ম্মফলবাধ্য জীব কর্ম্মফলে দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি বিবিধ দুঃখপ্রদ গতি লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করে। কৃষ্ণবিস্মৃত জীব মায়াক্রান্ত হইয়া জন্মজন্মান্তর সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে থাকে।"

এইকথা শুনিয়া মহারাজ শ্রীনিমি দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের দুরতিক্রমণীয়া এই বিষ্ণুমায়াকে অনায়াসে জয় করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিলেন,—'সুখোদয়ে দুঃখ বিনাশ হয় বলিয়া গৃহী লোক সুখের জন্য কর্ম্ম করে। কিন্তু সুখানুসন্ধান করিতে গিয়া দুঃখই লাভ হয়। গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, স্বজন প্রভৃতি অনিত্যবস্তুদ্বারা মানবের কিঞ্চিন্মাত্রও সুখলাভ হয় না। স্ত্রী-সঙ্গে গৃহবাসী দুঃখই পায়। স্ত্রীসঙ্গে পরিণামে দুঃখ বিনা আর কিছুই নাই। ধনও দুঃখদ। এ জগতে কোন জিনিষই ভোগী জীবকে সুখ দেয় না। ইহলোক বা পরলোকে গৃহাসক্তের কেবল দুঃখপ্রাপ্তিই হয় এবং অহঙ্কার, হিংসা প্রভৃতি বাড়ে। সুতরাং যাঁহারা মঙ্গল চান, তাঁহারা দেহ-গেহাসক্তি বা অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে অভিজ্ঞ ভগবন্নিষ্ঠ শ্রীগুরুর শরণাগত হইবেন এবং সেই ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবকে নিজের হিতকারী বান্ধব ও পরমারাধ্য শ্রীহরিস্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিষ্কপটভাবে তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শ্রীহরি পরিতুষ্ট হন, সেই ভাগবতধর্ম্ম যাজন করিবেন অর্থাৎ শ্রীগুরুসেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিবেন। প্রথমে স্ত্রী-পুত্র-দেহাদিতে আসক্তি

ত্যাগ, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ, সাধুর সঙ্গ, সাধুর সেবা ও জীবে দয়া করিবেন এবং সজ্জনগণের প্রতি বিনয়ী হইবেন। শম, দম, ব্রহ্মচর্য্য, সরলতা, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও অনায়াসলব্ধ বস্তুমাত্রেই সন্তোষ শিক্ষা করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্যশাস্ত্রের অনিন্দা এবং কায়মনোবাক্যে সংযম করিবেন। শ্রীহরির নাম-গুণ-চরিতাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন এবং সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীকেশবে সমর্পণ করিবেন। সুত-দার-গৃহ-প্রাণ—সব কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া নিবেদিতাত্ম হইয়া কৃষ্ণভক্তে প্রীতি ও তাঁহার পরিচর্য্যা করিবেন। পরস্পর কৃষ্ণকথা আলোচনা করিয়া নিজে কৃষ্ণস্মরণ করিবেন ও অপরকে করাইবেন, এইভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিলে প্রেমসুখ লাভ হইবে। এইরূপে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া যাঁহারা গুরুসেবাদ্বারা কৃষ্ণে মনোনিবেশ করেন, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্তিবলে এই দুস্তর মায়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।”

শ্রীনিমিরাজ ব্রহ্মের স্বরূপ কি জানিতে চাহিলে শ্রীপিপ্পলায়ন বলিলেন,—

“যাহা হৈতে উৎপত্তি, প্রলয়, পালন।
যাহা হৈতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘটন।।
তিনকালে সত্য যা'র নাহি শক্তি-ভঙ্গ।
সর্ব্বজীবে বৈসে, নাহি কারো সনে সঙ্গ।।
বুদ্ধি-প্রাণ-মন যাঁ'র শক্তিবলে চলে।
সেই নারায়ণ, রাজা, কহিল তোমারে।।
মন-বচনের নাহি যাহাতে প্রবেশ।
না দেখে ইন্দ্রিয়গণে, নাহি গুণলেশ।।
মন-বুদ্ধি-প্রাণ যাহা হৈতে উপাদান।
সেই মন-বুদ্ধি তা'র নহে সন্নিধান।।
আগুনের শিখা যেন উঠয়ে অনলে।
পুনঃ যেন পরবেশ করিতে না পারে।।
কত যায়, কত হয় নারায়ণ হৈতে।
কেহ পুনঃ না জানয় নারায়ণ-তত্ত্বে।।
শব্দব্রহ্ম বেদ সেই বুদ্ধি-অনুসারে।
নিষেধ করিতে গিয়া রহে যত দূরে।।
সেই ব্রহ্ম সভে এই করে নিরূপণ।
নহে তত্ত্ব-অবধারি কহিতে ভাজন।।
এক ব্রহ্ম সভে মাত্র আছিল প্রথমে।
ত্রিগুণ প্রকৃতি জনমিল যাহা হনে।।
তবে সূত্র জনমিল মহৎ উদয়।
তবে জীব জনমিল জ্ঞান-কর্ম্মময়।।

এক ব্রহ্ম নানা শক্তি করে পরকাশ।
বহুরূপে করে ব্রহ্ম আনন্দ-বিলাস।।
যদি বল এক হৈয়া বহু রূপ ধরে।
তবে ব্রহ্ম বদ্ধ কেন না হয় সংসারে।।
হেন যদি বল রাজা, শুন সমাধান।
না হয়, না মরে ব্রহ্ম, নিত্য ভগবান্।।
না টুটে, না বাড়ে ব্রহ্ম, ছোট-বড় নয়।
এক ব্রহ্ম উপাধিবর্জ্জিত সুখময়।।
এক ব্রহ্ম আছে মাত্র সভে এই লখি।
মনের কল্পিত সব যত নানা দেখি।।
কীট-পতঙ্গ-তরু-তৃণ আদি করি।
সব ঠাঞি বৈসে আত্মা নিজরূপ ধরি'।।
এইরূপে করি মাত্র ঈশ্বর নির্ণয়।
আত্মা বিনে দেখি শুনি কিছু সত্য নয়।।
কৃষ্ণচরণারবিন্দ কৃপা যদি হয়।
তবে তা'র ভক্তিযোগ করয়ে উদয়।।
তবে যদি চিত্তগত তমো যায় নাশ।
নিরমল চিত্তে হয় ব্রহ্ম পরকাশ।।"

যে কর্ম্মযোগ হইতে কৈবল্য বা মুক্তিলাভ হয়, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীআবির্হোত্র বলিলেন,—"শাস্ত্রবিহিত আচরণের নাম কর্ম্ম, শাস্ত্রবিহিত সদাচারের অপালন অকর্ম্ম, আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ বিকর্ম্ম। এই কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের কথা বেদশাস্ত্রে আছে। বেদ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সেইজন্য বদ্ধজীব নিজ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা তাহা বুঝিতে না পারিয়া তৎকর্ত্তৃক মোহিত ই হয়। পিতা যেরূপ পুত্রের রোগ নিবারণের জন্য কুসুমিত-বাক্যে মিষ্ট দ্রব্যের আশা প্রদান করিয়া পরে তাহা হইতে বঞ্চনাপূর্ব্বক পুত্রের মঙ্গল-কামনায় মঙ্গলকর ঔষধাদি প্রদান করেন, কুপথ্যের প্রলোভন দিয়া পুত্রকে ঔষধগ্রহণে কৌতূহলাক্রান্ত করান, তদ্রূপ বেদও ইন্দ্রিয়পরায়ণ অজ্ঞ জীবকে স্বর্গাদিসুখ-ভোগের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মনিবৃত্তির জন্যই বিহিত কর্ম্মসকলের প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাহারা বেদবিহিত কর্ম্ম করে না, তাহারা অধঃপতিত হয়। যিনি নিঃসঙ্গভাবে ভগবানে ফল অর্পণ করিয়া বেদোক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনি কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। বেদে যে স্বর্গাদির ফলশ্রুতি দেখা যায়, তাহা কুকর্ম্মরত জীবের শুভকর্ম্মে রুচি উৎপাদনের জন্য জানিতে হইবে। যিনি শীঘ্র জড়াহঙ্কার-মুক্ত হইতে চান, তিনি শাস্ত্রানুযায়ী ভগবান্ শ্রীহরির পূজা

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

করিবেন। কারণ, ভগবৎসেবা ব্যতীত জড়াসক্ত জীবের বন্ধন হইতে মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীআচার্য্যের নিকট হইতে তদনুগ্রহস্বরূপ মন্ত্রাদি লাভ করিয়া এবং অর্চ্চন-প্রণালী অবগত হইয়া স্বীয় অভীষ্টমূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিতে করিতে জীব মায়ামুক্ত হয়। যিনি অর্চ্চাদিতে বা হৃদয়ে যথাবিধি ভগবৎপূজা করেন, তিনি সত্বর মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।"

শ্রীনিমিরাজ বলিলেন,—"শ্রীহরি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবতার গ্রহণ করিয়া ইহলোকে যে-সকল লীলা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাহা দয়া করিয়া বলুন।" তদুত্তরে শ্রীদ্রুমিল বলিলেন,—"যে ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীহরির গুণসমূহ গণনা করিতে চেষ্টা করে, সে অতি অজ্ঞ। কারণ, মানুষ যদিও কখনও সুদীর্ঘকালে পৃথিবীর অসংখ্য ধূলিকণাসমূহ গণনা করিতে সমর্থও হয়, তথাপি সর্ব্বশক্তির আধার শ্রীহরির গুণাবলী বা অবতারাবলী গণনা করিতে সমর্থ হয় না। আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া যখন অন্তর্যামিরূপে তাহাতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি পুরুষ-সংজ্ঞা লাভ করেন। অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত ভগবান্ প্রয়োজক-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য-কর্ত্তা জীবের নিয়ামক হন। আদিদেব শ্রীনারায়ণ শ্রীবিষ্ণুরূপে বিশ্বকে পালন করেন। এই শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ ভগবান্। ইনি রজোগুণে ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন এবং তমোগুণে রুদ্র হইয়া সংহার করিয়া থাকেন। স্থিতিকর্ত্তা শ্রীবিষ্ণু গুণাবতার হইলেও গুণাতীত। ধর্ম্মের ভার্য্যা দক্ষকন্যা-মূর্ত্তির গর্ভসিন্ধুতে শ্রীভগবান্ নরনারায়ণ-ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বদরিকাশ্রমে দুষ্কর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য নষ্ট হইবার ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য অপ্সরা ও দেবগণকে বলেন। দেবগণ পরে শ্রীনারায়ণ ঋষির স্বরূপ অবগত হইয়া লজ্জাভরে সকরুণস্বরে তাঁহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া বলেন,—"যাঁহারা আপনার আরাধনায় দেবগণের পদ অতিক্রমপূর্ব্বক ভবদীয় পরমপদলাভের চেষ্টা করেন, দেবগণ তাঁহাদের উপাসনায় অনেকপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদিত করিয়া থাকেন ; যাঁহারা যজ্ঞে দেবগণের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করেন, তাঁহাদের কোনপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদিত করেন না। পরন্তু ভবদীয় সেবকগণ আপনারই রক্ষিত বলিয়া তাঁহারা তাদৃশ বিঘ্নসমূহের মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। আমরা জীবগণকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতিতে অভিভূত করি, শীতোষ্ণ-বর্ষণাদিতে ক্লেশ দিই; জিহ্বা, উপস্থ ও বায়বাবেগ বিধানদ্বারা নানাপ্রকারে জীবের ইন্দ্রিয়দমনে বাধা দিয়া থাকি। আমরা অগাধজলধিস্বরূপ। জীবগণ নানাপ্রকার দুস্তর তপস্যা করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া তাহাদের চেষ্টাসমূহ পরিত্যাগ করে এবং রিপুবশবর্ত্তী হইয়া গোষ্পদে নিমগ্ন হয়।"

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

নিন্দা

যে দোষ যাহাতে কভু বিদ্যমান নহে।
তাহার আরোপ নিন্দা, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।।
এ কার্য্যের ফলে কিছু লাভ নাহি ঘটে।
লাভমধ্যে শত্রু হয়, মিত্র যেবা বটে।।
ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া নামে দুই কার্য্য আছে।
একের ফলেতে অন্যে মিলে আসি পাছে।।
ছায়া কভু কায়া নহে, জেনো সত্য সার।
তার সনে খেলিবে না, বুদ্ধি আছে যার।।
আরসীতে যেই জন মুখ ভঙ্গী করে।
প্রতিবিম্ব তার সনে সেইরূপ করে।।
মুক্তাভিমানীও যদি নিন্দাবৃত্তি ধরে।
বদ্ধজীবের দৃষ্টিও এড়াইতে নারে।।
উচ্চে যদি অগোচরে, নীচে নিন্দা করে।
অলক্ষ্যে, সুদূরে সেই পায় শুনিবারে।।
নিন্দাপ্রাপ্ত যেই জন মনের ক্ষোভেতে।
পাল্টাভাবে লাগে তারে, দ্বিগুণ নিন্দিতে।।
ছায়ারে দেখালে পা, সহে কি সে কভু তা?
অনুরূপ ক্রিয়া করে,—না করে অন্যথা।।
অতএব জ্ঞানিজনে, রাখিতে আপন মানে।
নিন্দা, গ্লানি, শ্লেষবাক্য দোষ বলি' জানে।।
জাগতিক সুবিধা ও অসুবিধা যত।
পরমার্থে সেইরূপ আছে সুনিশ্চিত।।
সাধু, শাস্ত্র, মহাজনে উপদেশে যাহা।
হিতবাক্য ভাবি' সদা মনে রেখো তাহা।।
"নিন্দাতে নাহিক ফল নাহি কিছু লাভ।
অতএব না নিন্দা করে মহা. মহাভাগ।।
আপনার দোষ সদা করিয়া স্মরণে।
অন্যের দোষ দেখি' কভু না কর নিন্দনে।।"
"শূলপাণিসম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ যায়, কহে শাস্ত্রবৃন্দে।।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

"হেন বৈষ্ণবেরে নিন্দা যেই জন করে।
জন্মে জন্মে অধম যোনিতে ডুবি' মরে।।"
"বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র না তুলিবে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জেনে।"
বৈষ্ণবজনেরে প্রায় চেনা নাহি যায়।
বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝা নাহি যায়।।
"অহঙ্কারমত্ত জন কিছু নাহি জানে।
বিদ্যাকুলধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।।"
'উপদেশামৃতে' তাই বলে স্পষ্টভাবে।
বাহ্যদৃষ্টে বৈষ্ণবেরে নিন্দা না করিবে।।
যদি স্বভাবজ আর বপুদোষ হের।
প্রাকৃত বলিয়া ভক্তে হেলা নাহি কর।।
সফেন সপঙ্ক যদি গঙ্গা-জল হয়।
বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা কভু না ত্যজয়।।
অদোষদরশী যথা নিত্যানন্দ যায়।
নিন্দা প্রতি মন তথা যেন নাহি ধায়।।
মক্ষিকার মত যেন পূতিগন্ধাঘ্রাণে।
আগ্রহ না হয় কারো দোষ অন্বেষণে।।
অর্থ আর পরমার্থ এ দু'য়ের গতি।
নিন্দাদ্বারা স্তব্ধ হয়, ঘটয়ে দুর্গতি।।
অতএব কৃপা করি শাস্ত্রবাক্য ধর।
বৈষ্ণবজনের কভু নিন্দা নাহি কর।।
দোষ যদি দেখ তার, মাতা-পিতা সম।
স্নেহবাক্যে, সন্তর্পণে ঘুচাইও ভ্রম।।
তা' না ক'রে গর্ব্বভরে অন্যে গালি দিয়া।
ভুঞ্জিবে অশেষ দুঃখ, রৌরবে মজিয়া।।
"অতএব পরনিন্দা না কর কখন।
দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ গৌরচরণ।।"
তোমার আদর্শে যেন নিন্দা-প্রিয় জন।
নিন্দা-প্রতি লোভ সদা করে সম্বরণ।।

—শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

---

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা (মেঘালয়), তাং—২৯।১২।২০০০

আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় সাধনের পথে ভক্তি-প্রতিকূল কি কি? সাধন জিনিষটা শাস্ত্রে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে জিনিষ আমাদের আত্মার স্বরূপে রয়েছে, সেটা আমরা ভুলে গেছি। সেই জিনিষকে পুনরায় আবার স্মৃতিপথে আনার যে চেষ্টা তাকেই বলে সাধন। শাস্ত্র বলছেন,—

নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।

জীবের যে নিত্যসিদ্ধ ভাব, সেইটা প্রকট করার নামই সাধন। নিত্যসিদ্ধ ভাব কি?

"জীব 'নিত্য কৃষ্ণদাস' তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল।।
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ।।"

সেখানে দেখা যাচ্ছে, আমাদের সবথেকে সাধনপথে বাধা হচ্ছে এ জগতে এসে আমরা ভগবানকে ভুলে গেছি, বা ভগবানকে ভুলে যাওয়ার দরুণই আমরা এ সংসারে এসে পড়েছি। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, ভগবানকে ভুলে যাওয়াটাই আমাদের সবথেকে বড় বিপত্তি। এর থেকে আর ভুল কিছু হয় না মানুষের। সেই জিনিষটা শাস্ত্রে বুঝাচ্ছেন। শাস্ত্র কে বুঝাচ্ছেন?—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁর পার্ষদ পরিকরগণ। তাঁরাই সে ব্যবস্থাগুলো শাস্ত্রে দিয়েছেন এবং তাঁরা সেই অনুসারে নিজেদের জীবনে আচরণ করছেন ও শিক্ষা দিচ্ছেন।

প্রথম বিষয়ই হচ্ছে, ভগবান্‌কে যাতে আমরা না ভুলে যাই। যে ভুলটা হয়েছে আমাদের সেই ভুলটা সংশোধন করা। কিভাবে সংশোধন করব? শাস্ত্রে যেভাবে বলা আছে সেইভাবে। এটা কারও কোন নিজের ইচ্ছানুসারে হবে না। আমরা নিজেরা যতই চেষ্টা করি না কেন, আমরা আমাদের মঙ্গলটা বুঝতে পারি না এবং তার ব্যবস্থাও নিতে পারি না। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন,—সাধন-ভজনের ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই হয় ; কিন্তু সাধনের ক্ষেত্রে সাহায্যের দরকার। আমি যদি আমার ভুল বুঝতে পারি, তাহলে সে ভুল সংশোধন করার একটা চেষ্টা আসে, কিন্তু তার একটা মাধ্যম দরকার। সেই মাধ্যম যিনি তাঁকেই বলা হয় গুরু-বৈষ্ণব। গুরু বলতে গেল অনেক কিছু। গুরুতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব—অখণ্ডতত্ত্ব, নিত্যতত্ত্ব। গুরু বহুরকমের। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু, শিক্ষাগুরু, মহান্তগুরু ইত্যাদি করে অনেক রকমের গুরুতত্ত্বেতে ব্যাখ্যা আছে। **বৈষ্ণবই গুরু, গুরুই বৈষ্ণব**—একথা শাস্ত্রেই বুঝানো আছে। শিক্ষকের দরকার। যে বিষয়ে আমাদের কোন বাস্তব অভিজ্ঞান নাই, সে-সম্বন্ধে

জ্ঞানলাভ করতে গেলে যিনি জানেন, বুঝেন কিছু, তাঁর কাছ থেকে সে জ্ঞান সংগ্রহ করতে হয়—শাস্ত্রের উপদেশ।

আমাদের স্বরূপে যে বিচার আছে, তাতে ত' আমরা অনেক কিছুই জানি; কিন্তু স্বরূপবিভ্রম হওয়াতে বর্ত্তমানে এ জগতে এসে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য, দায়িত্ব অন্য কিছু মনে করছি এবং সেই কাজটুকু করলে পরে আমাদের দায়িত্ব যেন সব শেষ হল, এটা মনে করি। শাস্ত্র আলোচনা করলে, গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করলে আমরা দেখতে পাই, আমরা যে ভুল করেছি সে ভুলের সংশোধন হওয়া দরকার। সেইজন্য শাস্ত্র বার বার বলছেন, তোমরা কৃষ্ণভজন কর। কৃষ্ণ-ভজন কি করে করব? তার জন্য উপদেশ লাগবে এবং সেটা Practical—বাস্তব। হরিকথা, ভগবৎকথা আলোচনা শুনতে কিছু ভাল লাগে আমাদের, শুনলাম। তাতে হবে কি? আমি কিছু পালন করলাম না, শুনে গেলাম। শাস্ত্র বলছেন,—সেই শ্রবণটা বাস্তব হবে তখনই যখন আমরা ওটা কার্য্যে পরিণত করব, নিজের জীবনে আচরণ করব। তখনই ওটার বাস্তবক্ষেত্র—Practical fieldটা দেখা যাবে, বুঝা যাবে।

তাহলে ভক্তিপথে বাধা অনেক। শাস্ত্র আমাদের প্রথমমুখেই বলছেন,—সাধনপথে আমাদের প্রথম বাধা হয় যেগুলো, তার মধ্যে প্রথম বাধা হচ্ছে জন্মের অহঙ্কার। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চারটে জিনিষ আমাদের সাধনপথে বাধা সৃষ্টি করে। বড় ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি, ধনীঘরে জন্মগ্রহণ করেছি, শ্রেষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করেছি—এই অহঙ্কার এবং ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার, পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ও রূপগৌরব—এই চারটে প্রথম বাধা আমাদের সাধনপথে। বদ্ধজীবের এই চারটেই সম্ভব। তারা যেখানে যা কিছু করেন, যা কিছু বলেন সবটার মধ্যে এই চারটেরই ছোঁয়া থাকে। এটাকে ছাড়া বড় কষ্ট। অভ্যাসটা সংস্কারে পরিণত হয়। সংস্কার যখন তখন আর সেটা ছাড়তে পারা যায় না। যত চেষ্টা করা যাক না কেন, ঘুরে-ফিরে সেটা আবার ঠিক এসে যাবে। চাররকম বিপদ আমাদের। আমরা যে কৃষ্ণ ভজন করব নির্ব্ব্যলীক হয়ে, সোজাভাবে, নিষ্কপটভাবে সেটা হয়ে উঠে না, এরা বাধা সৃষ্টি করে সবজায়গায়। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা সবজায়গায় বাধা সৃষ্টি করে।

এরপর আছে আরও চারটে দোষ—ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা। ভ্রম মানে একবস্তুকে আর এক বস্তু বলে মনে করা। রজ্জুতে সর্পভ্রম। রাস্তায় যাচ্ছি অন্ধকারে, একটা রশি পড়ে আছে, আমি মনে করলাম যে, একটা সাপ পড়ে আছে। চীৎকার করে উঠলাম। আলো নিয়ে এসে দেখা গেল একটা রশি পড়ে আছে রাস্তায়। ঠিক এর উল্টোটা আবার হয়, সত্যিই সাপ শুয়ে আছে, আমি মনে করলাম রশি পড়ে আছে। যেই পা দিলাম কামড়ে দিল সাপ। এই ভ্রমের হাত থেকে

রক্ষা পাওয়া ভয়ানক মুস্কিল। বিবর্ত্তবাদ, প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা—Inattentiveness। অন্যমনস্ক হওয়া একটা অপরাধ। আমরা যে কৃষ্ণভজন করব, নামভজন করব, তার ভিতরে অন্যমনস্ক ভাব একটা নামাপরাধ।

"নামেতে অনবধান হয় অপরাধ।
তাহাকে পুরাণকর্ত্তা বলেন প্রমাদ।।"

খুব খারাপ জিনিষ অন্যমনস্ক হওয়া। আহ্নিক করতে বসলাম, পৈতা ধরা আছে, মনটা কিন্তু বোম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ ঘুরে চলে এল। পৈতা ত' ধরা আছে, অন্যমনস্ক ভাব। অভ্যাসযোগেতে এগুলো সব ঠিক হয়ে যায়। নামপ্রভুর কাছে কৃপা প্রার্থনা করতে হয়—আমি যেন কেঁদে কেঁদে আপনার নাম গ্রহণ করতে পারি। তাহলে ওটা প্রথম মুখে অনভ্যাসে একটু এদিক-ওদিক হয় হবে ; কিন্তু যেহেতু আমার ভুল হচ্ছে, ঠিকমত হচ্ছে না, সেইজন্য আমি নামগ্রহণ ছেড়ে দেব না। আরও আদর-যত্নের সহিত নাম করতে হবে। এইকথা, এই উপদেশ রয়েছে শাস্ত্রে।—

"নামাপরাধযুক্তানি নামান্যেব হরন্ত্যহঘম্।"

নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তি কৃষ্ণনাম হরিনাম করবেন খুব আদর করে নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রথম প্রথম ভুল-ভ্রান্তি হয় হবে, ওটা জেনে নিয়ে আরও আদর করে খুব মনোনিবিষ্ট হয়ে আকুলতার সঙ্গে, ব্যাকুলতার সঙ্গে কৃপা প্রার্থনা করে নামপ্রভুর কাছে নামগ্রহণ করতে হবে এবং আমি যেন সেই নাম সুষ্ঠুভাবে করতে পারি, এই চিন্তাভাবনা, এই প্রার্থনা তত্ত্ববস্তুর কাছে রাখতে হবে। তাহলে ওটা ঠিক হয়ে যাবে, ছেড়ে দিলে হবে না। শাস্ত্রের যত উপদেশ, সব উপদেশ দেখা যাচ্ছে দুইভাবে আছে—একটা Positive side, একটা Negative side। এইটা এইটা কর, এটা অবশ্য করণীয়, Positive side। আর একটা—এইটা এইটা খারাপ জিনিষ, তোমার সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, এটা থেকে দূরে থাকবে, এটা পরিত্যাগ করবে, Negative side। এই দুটো জিনিষ নিয়ে শাস্ত্র প্রকাশিত হয়েছে। আমরা যে ভুল-ভ্রান্তি করে যাচ্ছি তার মাসুল দিতে দিতেই ত' আমাদের জীবন শেষ। কখন আমরা ঠিক ঠিকভাবে ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হব, বুঝে উঠতে পারছি না। ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছি আমরা। এত নাম করছি, জপ করে করে মালা কালো হয়ে গেল; কিন্তু পরিবর্ত্তন ত' আসছে না। কেন আসছে না? অপরাধরূপ যে বাধাবিঘ্ন সেইটা রয়েছে মাঝখানে। শাস্ত্রে বলছেন,—

"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।
অপরাধশূন্য হঞা লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ।।"

তাহলে যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের নিরপরাধে নাম না হচ্ছে, ততদিন আমাদের

সুষ্ঠু নামের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু হচ্ছে না সেহেতু ছেড়ে দেওয়ার কথা নাই, আমাদের খুব প্রীতিপূর্ব্বক অতি আদরের সঙ্গে সেই নাম করতে হবে।

হরি হে!
তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা পীড়ায়,
পীড়িত রসনা মোর।
কৃষ্ণনাম সুধা, ভাল নাহি লাগে,
বিষয়-সুখেতে ভোর।।
প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া,
সে-নাম কীর্ত্তন করি।
সিতপল যেন, নাশি' রোগ-মূল,
ক্রমে স্বাদু হয়, হরি!!
দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর,
না হইল দয়াময়!
দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব,
কেমনে হইবে ক্ষয়।।
অনুদিন যেন, তব নাম গাই,
ক্রমেতে কৃপায় তব।
অপরাধ যা'বে, নামে রুচি হবে,
আস্বাদিব নামাসব।।"

এই উপদেশই ত' রয়েছে শাস্ত্রে। যেমন-তেমন করে আমাদের ঠাকুরের সেবা করতেই হবে, পূজা-অর্চ্চনাদি করতে হবে, শ্রীনামগ্রহণ করতে হবে। এগুলো করা চাই, এগুলো সাধন-ভজনের সহায়ক। যদি মনে করি আমরা, হরিনাম করলেই ত' হবে সব, তা ঠিক নয়। শাস্ত্রে সবরকম ধরণের কথা আছে—সাধারণপক্ষে আছে, বিশেষপক্ষে আছে, আবার সবিশেষপক্ষে আছে। Good, better, best যেমন, শাস্ত্রে সেরকম উপদেশ আছে। যার যেমন অধিকার তাকে সেইরকম ব্যবস্থা নিয়ে চলতে হবে। সকলের পক্ষে সব ব্যবস্থা সমান নয়। বালকের পাঠ একরকম আছে, বয়স্কদের পাঠ একরকম আছে, বৃদ্ধদের পাঠ আর একরকম আছে। সকলের পক্ষে সবটা সমান নয়। যিনি যে স্তরে উঠেছেন, তাঁর পক্ষে সেটাই আলোচনা ঠিক। এ অধিকার বিচার ভজনক্ষেত্রে আছে সবসময়। অধিকার আমরা অনেক সময় বুঝি না। কিন্তু আমরা সাধক যতদিন, ততদিন পর্য্যন্ত ত' বিচারের মধ্যে থাকতেই হচ্ছে। বিচারের ঊর্দ্ধে যখন, তখন আর সেখানে আলোচনার ক্ষেত্র নাই।

"সলিঙ্গানাশ্রমস্থ্যক্তা চরেদবিধিগোচরঃ।' বিধি অগোচর, সেইক্ষেত্রে একরকম অবস্থা। বিধি-নিষেধের অতীত যিনি—সাধন-ভজন করতে করতে ঐ জিনিষটা

আসে, তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না। যাঁর ঠিক ঠিকভাবে সাধনসম্পত্তি লাভ হয়, সেইটা লাভ হলে তাঁর কি অবস্থা হয়, তিনি নিজেও তা বুঝতে পারেন না। এটাই আশ্চর্য্যের কথা। সাধনসম্পত্তি যিনি লাভ করেছেন, তাঁর কি অবস্থা হয়, তা তিনি নিজে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। এ ব্যাখ্যা করবেন কে?—তাঁর উপর-ওয়ালা যাঁরা আছেন বা সমগোত্রীয় যাঁরা তাঁরা বুঝতে পারবেন, হ্যাঁ, এর এই অবস্থা লাভ হয়েছে। অন্যান্য সাধারণ লোকে ত' বুঝতে পারবে না। ভগবানকে যাঁরা ভালবেসেছেন, তাঁদের কিরকম অবস্থাটা হয়, ব্যাখ্যা রয়েছে ভাগবতে,—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্য।।

তিনি প্রিয় পরমোপাস্য ভগবানের লীলাকথা চিন্তা করে কখনও হাসছেন, কখনও কাঁদছেন, কখনও উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করছেন। দেখলে ত' পাগল বলেই মনে হবে ; কিন্তু সাধারণ পাগল ত' নয়, অসাধারণ পাগল। আমাদের অনেকের ধারণা আছে, যদি আমরা মুক্ত হয়ে যেতে পারি, তাহলে সব হয়ে গেল। সাধারণের ধারণা এটা। কিন্তু শাস্ত্র বলছেন,—মুক্তিসুখ যেটা সেটা ভক্তের কাম্য নয়। কৃষ্ণভক্ত যিনি বা যাঁরা, তাঁদের কাম্য নয় ওটা। কেন? মুক্তিকেও তুচ্ছ করে যে জিনিষ, সেই ভগবৎপ্রেম-প্রীতি হল শ্রেষ্ঠ জিনিষ। ভগবান্ বলছেন তাঁর একান্ত নিজজনকে, আমি তোমায় মুক্তি দিচ্ছি, তুমি মুক্তি নাও। ভক্ত বলছেন, না, আমি মুক্তি নেব না, চাই না। কেন? যে মুক্তির ~~জন্য~~ মুনি-ঋষিগণ, দেবতাগণ সব লালায়িত। কৃষ্ণভক্তকে কৃষ্ণ দিতে চাচ্ছেন তুমি নাও, বলছেন না আমার দরকার নাই। চান না কেন? মুক্তি চাইতে গেলে ঠাকুর তোমাকে যদি আমি হারিয়ে ফেলি। সেইজন্য ওটা তাঁর চাহিদা নয়। পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে চাররকমের মুক্তি বাস্তবে রূপায়িত। সালোক্য—যাঁরা ভগবানকে ভালবাসেন, তাঁরা ভগবানের সমান স্থানেই থাকেন। সামীপ্য—ভগবানের কাছে না থাকলে ত' তাঁর সাক্ষাৎসেবা হয় না। সার্ষ্টি—ভগবানের মত ঐশ্বর্য্য লাভ হয় ভক্তের। সারূপ্য—ভগবানের ন্যায় রূপ লাভ হয় ভক্তের। চারটে বিষয়ে মুক্তি হয় আপনা থেকে ; কিন্তু তাও ভক্ত প্রার্থনা করেন না। নিষ্কাম মানে এমন অর্থ নয় যে তার কামনা-বাসনা সব শেষ হয়ে গেছে। যে কামনা-বাসনা আমাদের সংসারের জন্য, জড়জগতের জন্য, মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের জন্য সেইরূপ কোন কামনা-বাসনা কৃষ্ণভক্তের নাই—ভগবদ্ভক্তের নাই। ভগবান্ প্রেমময় বস্তু, প্রেমাস্পদ বস্তু। তাঁকে পেতে গেলে নিষ্কাম ভাব দরকার। জগতের কোন বস্তুর সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না, তুল্য-মূল্য নয় সেটা। অথচ সেইটাই দরকার আমাদের। সেটা ভগবৎকৃপা ছাড়া ত' সম্ভব হয় না। **(ক্রমশঃ)**

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৮ পৃষ্ঠার পর]

Hawaii দ্বীপপুঞ্জে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ Houston-এ ১৭।৫।২০০২ হইতে ২৩।৫।২০০২ পর্য্যন্ত, Mexicoর রাজধানী Mexico city এবং Curnavaca তথা Badger-এ ৩০।৫।২০০২ হইতে ৬।৬।২০০২ পর্য্যন্ত প্রচার করত সমাপনান্তে বর্ত্তমানে Boiseতে প্রচারকার্য্যে ব্যস্ত আছেন।

হুস্টনে সাতদিন ব্যাপী প্রচারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল গীতা আশ্রমদ্বারা আয়োজিত Sixth National Geeta Conference-এ যোগদান। তিনদিন-ব্যাপী উক্ত সম্মেলেনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষ করিয়া আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের বক্তাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বক্তার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় এবং পৃথক্ পৃথক্ বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল। শ্রীল মহারাজের জন্য "Geeta—The Dispeller of Fear" বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল। দ্বিশতাধিক অনুগামীকে লইয়া শ্রীল মহারাজ সভাস্থলীতে প্রবেশ করামাত্রই সভাস্থ সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীল মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন। পরে উক্ত সম্মেলনের প্রধান আয়োজক ও গীতা আশ্রমের প্রধান কর্ণধার পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ফোনে জানান যে, এই সভাতে বহু বক্তার সমাগম হইলেও কাহারও ক্ষেত্রে সভাস্থ সকল ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিয়া স্বাভাবিকরূপে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন নাই।

শ্রীল মহারাজ মঙ্গলাচরণের পর ভারতে ও বহির্ভারতে অধিক গীতা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীহরিহরজী মহারাজের সহিত নিজ ব্যক্তিগত সম্পর্ক বর্ণন করেন। শ্রীহরিহরজী মহারাজ প্রতি বৎসর শ্রীল মহারাজকে মথুরায় বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ করিতেন এবং শ্রীল মহারাজও সর্ব্বদা তাঁহাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। গীতা সম্বন্ধে শ্রীল মহারাজ বলেন,—শ্রীগীতা হল ভক্তির ভাণ্ডার। গীতা যিনি অনুশীলন করিয়াছেন, তিনি সমস্ত শাস্ত্রই পরোক্ষরূপে অনুশীলন করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলনের অধিকার লাভ করিয়াছেন। গীতা অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্যতীত সুখলাভের দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। এজন্য বলা হইয়াছে,—'তৎপ্রসাদাৎ পরাশান্তি।' গীতা কাহাকে বলে? যাহা গান করা যায় বা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে যাহা গান করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ কে? শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পূর্ব্ব হইতে উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন। '**মত্ত** পরতরং', 'অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো **মাম্**', 'যেঽপ্যন্যদেবতা ⁂ **মামেব**,' 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য **মামেকং**,' 'মন্মনা ভব মদ্ভক্ত ⁂ **মাং** নমস্কুরু' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া নিজ ভগবত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বা পরে কোন ভগবদবতার নিজ ভগবত্তা সাক্ষাদ্রূপে প্রতিপাদন করেন নাই।

শ্রীগীতাকে Dispeller of Fear বলা হইয়াছে। ইহা সম্যক্‌রূপে

আলোচনার পূর্ব্বে ভয়ের কারণ কি তাহা জানিতে হইবে। ভয়ের কারণ সম্বন্ধে পুরাণসম্রাট্ প্রমাণ শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।

আমাদের সর্ব্বপ্রথমে জানিতে হইবে আমরা এই স্থূলদেহও নয় এবং সূক্ষ্ম শরীরও নয়, আমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। আমরা এই কৃষ্ণদাসত্ব ভুলিয়া জড়দেহে আসক্ত হওয়ায় আমাদের ভয়ের কারণ হইয়াছে। গত বৎসর World Trade Centre ধ্বংসের ইহাই প্রধান কারণ। গীতাতে বলা হইয়াছে,—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।

যাহার জন্ম আছে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জড়শরীরের যেহেতু জন্ম আছে, সেহেতু মৃত্যুও আছে। কিন্তু আত্মা জন্ম-মৃত্যুর অতীত। কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়াদাস্য করিলে প্রতি পদক্ষেপে ভয় থাকিবেই থাকিবে। সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিজপ্রিয় আত্মা জানিয়া নিষ্কপটচিত্তে ভগবদ্ভজন করিলেই ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

শরণাগত হইলে শরণাগতের কোনপ্রকার ভয় থাকে না বা থাকিতে পারে না। অন্যান্য যুগের কথাই বা কি, বিশেষ করিয়া কলিযুগে ভগবন্নাম আশ্রয় করিলে ভয়ও ভয়ভীত হইয়া পলায়ন করিবে। এজন্য বলা হইয়াছে,—'যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্'। ভগবন্নামাশ্রয় করিয়া বিভিন্ন যুগে অনেকেই মহান হইয়াছেন, ভগবানকে প্রেমরজ্জুদ্বারা হৃদয়ে চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। 'যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্' বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ প্রায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যান। সভাস্থ এক শ্রোতা হাত তুলিয়া প্রশ্ন করেন,—

জনৈক শ্রোতা—স্বামিজী! আপনি যে বলিলেন ভয়ও ভয়ভীত হইয়া পলায়ন করে, এর কোন উদাহরণ আছে কি?

শ্রীল মহারাজ—আমাদের ভারতীয় বাঙ্ময় বা বেদাদি শাস্ত্রসকল বিজ্ঞানসম্মত। বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান অন্ধ, ভালমন্দ বিচারবিহীন। ভারতীয় দর্শনের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিলে তবেই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ সফল হইতে পারে, অন্যথায় অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে। সর্ব্বপ্রথম আমি সত্যযুগের উদাহরণ দিতেছি। আপনারা অজামিলের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় হইল মৃত্যুভয়। অজামিল ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়া মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ভগবদ্ভজন করিয়া ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

জনৈক শ্রোতা—ত্রেতা বা অন্য যুগেও এরূপ কোন উদাহরণ আছে কি?

শ্রীল মহারাজ—আমার নির্দ্ধারিত সময় প্রায় শেষ, অন্যথায় সমস্ত যুগের উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে পারিতাম।

সভা পরিচালক সমিতির পক্ষ হইতে জনৈক কর্ত্তৃপক্ষ ১৫ মিনিট সময় অধিক নির্দ্ধারণ করেন। তাহা শুনিয়া সভাস্থ সকল শ্রোতা তালি বাজাইয়া সমর্থন করেন।

শ্রীল মহারাজ—এখন আপনাদিগকে ত্রেতাযুগের উদাহরণ সংক্ষেপে দিতেছি। আপনারা সকলেই মহর্ষি বাল্মীকির কথা জানেন। যিনি মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরাম-চন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে রত্নাকর দস্যু-নামে বিখ্যাত ছিলেন। দেবর্ষি নারদের অহৈতুকী কৃপায় তিনি রত্নাকর দস্যু হইতে চিরবরেণ্য প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষি বাল্মীকি-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি এত অধিক পাপকার্য্য করিয়াছিলেন যে, ভগবানের পরম মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ করিতে পানে নাই। স্বকৃত পাপকার্য্যের ভয়াবহ পরিণাম শ্রীনারদের কৃপায় অনুভব করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন। পরবর্ত্তিকালে তাঁহার কৃপায় পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভয় মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ভগবানের ন্যায় জগদ্‌পূজ্য হন। যদি কোন ব্যক্তিবিশেষ বা রাষ্ট্র ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে অতি অবশ্যই শ্রীভগবন্নাম আশ্রয় করিতেই হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন গত্যন্তর নাই।

জনৈক শ্রোতা—অনুগ্রহপূর্ব্বক দ্বাপরযুগের উদাহরণ দিয়া কৃতার্থ করুন।

শ্রীল মহারাজ—আপনারা সকলেই জানেন বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে লজ্জা পতিব্রতা নারীগণের ভূষণ এবং মানী ব্যক্তির অপমান মৃত্যুতুল্য। মহাভারতের এইরূপ একটী চরিত্র হইল দ্রৌপদী। ইনি একদিকে পতিব্রতা নারী এবং অপর-দিকে বিশেষ মাননীয়া। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ময়দানবের সহায়তায় পাণ্ডবগণের জন্য এক অত্যদ্ভুত রাজমহল নির্ম্মাণ করিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজদ্বারা তাহা দর্শনের নিমিত্ত দুর্য্যোধনকে নিমন্ত্রণ করেন। এই রাজমহলে জলে স্থল, স্থলে জল, অগ্নিতে বরফ, বরফে অগ্নি, কৃত্রিমে স্বাভাবিক, স্বাভাবিকে কৃত্রিম ভ্রম সকলেরই হইয়া থাকে। দুর্য্যোধনের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। দুর্য্যোধনের বিপর্য্যয়স্মৃতি দেখিয়া দ্রৌপদীদেবী বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিয়া রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—'অন্ধের পুত্র অন্ধ'। এই রহস্যময় উক্তির জন্য দ্রৌপদীদেবীর বস্ত্রহরণ এবং পরবর্ত্তিকালে মহাভারত যুদ্ধ। বস্ত্রহরণকালে দ্রৌপদীদেবী অনন্যোপায় হইয়া কাতরস্বরে ঊর্দ্ধবাহু করিয়া বলিলেন,—"হে গোবিন্দ! রাখ শরণ অব তো জীবনহারি।" দ্রৌপদীর কাতর আহ্বান শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্ররূপেই দ্রৌপদীর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া দিলেন। দশসহস্র হস্তীর ক্ষমতাসম্পন্ন দুঃশাসন পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, দ্রৌপদীকে

বিবস্ত্রা করিতে পারিল না বা বিবস্ত্রা হইতে হইল না। ভগবানের নামোচ্চারণ করার জন্যই মাননীয়া দ্রৌপদীদেবী মৃত্যুভয় সমতুল্য অপমান হইতে রক্ষা পাইলেন এবং লজ্জাও রক্ষা হইল।

অপর এক শ্রোতা—স্বামিজী! কলিযুগের একটী উদাহরণ দিলে ভাল হয়।

শ্রীল মহারাজ—অন্যান্য যুগাপেক্ষা কলিযুগে অসংখ্য উদাহরণ আছে। মনুষ্যগণের কথাই বা কি, মনুষ্যেতর প্রাণীও ভগবন্নাম শ্রবণ করিয়া মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। প্রেমাবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি ঝারিখণ্ডের গহণ অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইবার সময় আবিষ্ট হইয়া ভগবন্নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হিংস্র ব্যাঘ্র, সিংহ, হরিণ, শশক প্রভৃতি খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ভুলিয়া পরস্পর মুখচুম্বন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমন করিতেছিল। ভগবন্নাম শ্রবণ করিয়া শশক, হরিণ, ব্যাঘ্র, সিংহরূপ মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। মৃত্যুভয় সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভয়। এ জগতে কেহই মরিতে চায় না। এইজন্যই এত ডাক্তার, চিকিৎসালয় প্রভৃতি দেখা যায়। সকলেই দীর্ঘকাল যাবৎ বাঁচিয়া থাকিতে চায়। কোন প্রাকৃত কবি লিখিয়াছেন,—"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" আপনাদের কথা চিন্তা করিয়া দেখুন। আপনারা মৃত্যুভয়ে দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছিলেন। আর আজ আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখুন। In the past all most all you were hippy, chanting Holy Name now you became happy. ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই আনন্দে উল্লসিত হইল।

পরবর্ত্তিকালে Geeta Conference Comitteeর প্রধান বারম্বার ফোন আগ্রহ করিয়া শ্রীল মহারাজের আগামী Tour schedule জানিতে চাহিয়াছেন। অন্ততঃ ছয়মাস পূর্ব্বে প্রচারসূচী জানাইলে তাঁহারা আমেরিকার যে কোন স্থানে 7th Geeta Conference করিয়া শ্রীল মহারাজের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় সাগর মহারাজ

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯ (ইং ১৮।৫।২০০২) শনিবার ভোর ৪।৪০ মিনিটে অস্মদীয় নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় সাগর গোস্বামী মহারাজ** শ্রীধাম মায়াপুরে তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় মঠে সজ্ঞানে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিরহ-সংবাদ পাইয়া তৎগুণমুগ্ধ শ্রীধাম মায়াপুর ও নবদ্বীপ হইতে বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ,

তাঁহার শিষ্যবৃন্দ শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে শেষ শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

বেলা ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য, বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীবৃন্দ মহারাজের সিদ্ধদেহ স্কন্ধে লইয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনযোগে যোগপীঠ, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীবাস-অঙ্গন প্রভৃতি পরিক্রমাপূর্ব্বক বৈকাল ৫টায় সাত্বতস্মৃতি-অনুসারে শ্রীমঠে তাঁহার নির্দ্দেশিত স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় সাগর গোস্বামী মহারাজ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে শ্রীগুরু-পূর্ণিমায় পূর্ব্ব-বঙ্গের খুলনা জেলায় শ্রীফটিকচন্দ্র সরকারের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার মাতার নাম ছিল শ্রীমতী চারুলতা দেবী। পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার। শৈশবে 'বিজয়-বসন্ত' যাত্রাভিনয় দেখিয়া সংসারের প্রতি তাঁহার বিরক্তি উপস্থিত হয়। তাঁহার প্রতিবেশী এক গৃহস্থভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিয়া নিরামিষ আহার করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে নিরামিষ আহারের কারণ জানিবার পর ষোড়শবর্ষীয় জিতেন্দ্রনাথ কাহাকেও কিছু না বলিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীযমলার্জ্জুনভঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হন। তাঁহার স্বভাবসুলভ ভক্তিভাব, নম্র স্বভাব, দৈন্য ও বৈষ্ণবসেবার প্রবৃত্তি সকল বৈষ্ণবের স্নেহ আকর্ষণ করিল। মঠজীবনের প্রথম হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিষ্ঠা ও দৈনন্দিন জীবন সাধনায় ভক্তি অনুকূল ক্রিয়ানুশীলনে কোনরূপ ত্রুটী দেখা যায় নাই।

শ্রীল গুরু-মহারাজ সুললিতস্বরে ভক্তিগীতি গাহিতে পারিতেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে অধিকসময় প্রচারকার্য্যে প্রেরণ করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মঠে সেবাপূজা এবং শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের সময় তিনি বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ছিলেন। অতঃপর শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহে তিনি অসহায়ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। একদা স্বপ্নে শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন করিয়া তিনি পুনরায় প্রবল উৎসাহের সহিত শ্রীনাম প্রচার করিতে থাকেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস বেষ গ্রহণানন্তর **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় সাগর মহারাজ**-নামে পরিচিত হন। প্রথমে তিনি মঠ-মন্দির স্থাপন ও শিষ্যাদি করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরবর্ত্তিকালে প্রচারকার্য্যে সুবিধার জন্য শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় শিষ্যাদি করিয়াছিলেন এবং দুর্গাপুরে ও আসানসোলে মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেবকের

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

অভাবহেতু উক্ত মঠ ছাড়িয়া দিয়া তিনি শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থানকালে স্বরূপগঞ্জে (গোদ্রুমদ্বীপে) একটী মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিবেশের জন্য উক্ত মঠও পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহদ্বয় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজকে দিয়াছিলেন। সেই শ্রীবিগ্রহ অদ্যাপি শ্রীবাস-অঙ্গনে সেবিত হইতেছেন। অতঃপর তিনি মায়াপুরে নন্দীপাড়ায় দুইকাঠা জমি সংগ্রহ করিয়া ভজন-কুটির নির্ম্মাণ করিবেন স্থির করেন। কিন্তু শিষ্যগণের অনুরোধে তথায় অনাড়ম্বরভাবে শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় মঠ-নামে একটী ছোট মঠ স্থাপন করিলেন।

তিনি নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ছিলেন। মঠের উন্নতির জন্য কেহ কিছু দান করিতে চাহিলে তাহা তিনি গ্রহণ না করিয়া বলিতেন—বেশী বিষয় হইলে ব্রহ্মচারিগণ ঝামেলা করিবে এবং মঠে অশান্তি সৃষ্টি হইবে। প্রয়োজন হইলে আমি চাহিয়া লইব। কিন্তু বাস্তবে কোনদিন কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না। যতদিন পর্য্যন্ত তিনি সক্ষম ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য মঠ, যোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রতিটি উৎসবে যোগদান করিতেন। শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে প্রতি বৎসর অবশ্যই যাইতেন।

তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ জানাইবার জন্য তাঁহার অপ্রকটের দুইমাস পূর্ব্বে শতাধিক বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় মঠে তদনুকম্পিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের পরিচালনায় এক বিরহ-মহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত বিরহ-মহোৎসবে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও মায়াপুরের সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ঐ বিরহ-সভাতে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে বিরহকাতর হইয়াছিলেন। বিরহসভান্তে প্রায় পঞ্চশতাধিক শ্রদ্ধালু জনগণকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দজীর নানাপ্রকার সুস্বাদু মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইলাম। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদপ্রাণজী ইতিমধ্যেই তাঁহাকে সক্রোড়ে আকর্ষণ করিলেন। আমরা তাঁহার পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধান হইতে আমাদের প্রতি প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে আমরা তাঁহার জীবন্ত-জ্বলন্ত সেবার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি।

—শ্রীঅনন্ত দাস (গড়াই)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে

সাদর আহ্বান

☎ ২৩৬৯১

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ—তুরা, পিন্ - ৭৯৪০০১
জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও উক্ত মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে আগামী ১লা ভাদ্র, ১৪০৯ (ইং ১৮।৮।২০০২), রবিবার হইতে ৫ই ভাদ্র (ইং ২২।৮।২০০২), বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও ১৪ই ভাদ্র (ইং ৩১।৮।২০০২), শনিবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উক্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, ধর্ম্মসভা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্র এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন তথা বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ এবং শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

৩২শে আষাঢ়, ১৪০৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সেবকবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজের** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী

১৩ই ভাদ্র (ইং ৩০।৮।২০০২), শুক্রবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্ণে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও গীতি-কীর্ত্তন।

রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

১৪ই ভাদ্র (ইং ৩১।৮।২০০২), শনিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা পর্য্যন্ত নগর-পরিক্রমা।

পূর্ব্বাহ্ণে—৮-৩০ টার পর সম্পূর্ণ দিবস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রসঙ্গ পারায়ণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

রাত্রি—৮টা হইতে ধর্ম্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

১৫ই ভাদ্র (ইং ১।৯।২০০২), রবিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা, পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

★ **"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট"**-এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান ৮০জি ধারায় আয়কর-মুক্ত।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ আষাঢ়, ১৪০৯ ; ১৭ জুলাই, ২০০২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠে

নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব ও

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত-উদ্‌যাপন

☎ ০৩৮৪২-২৩৩৩৭

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ
শান্তিপাড়া, রংপুর, শিলচর—৯
কাছাড় (আসাম)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে আগামী ২৫শে ভাদ্র, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ (ইং ১১।৯।২০০২), বুধবার নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে ২৪শে ভাদ্র (ইং ১০।৯।২০০২), মঙ্গলবার হইতে ২৮শে ভাদ্র (ইং ১৪।৯।২০০২), শনিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্মসভা ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

৩২শে আষাঢ়, ১৪০৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

---

*দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে জানিতে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজের** নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।*

অনুষ্ঠান-সূচী

২৪শে ভাদ্র (ইং ১০।৯।২০০২), মঙ্গলবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা।

অপরাহ্ণ—৩টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

২৫শে ভাদ্র (ইং ১১।৯।২০০২), বুধবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

সকাল—৭টা হইতে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-হোমাদি।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—'শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৬শে ভাদ্র (ইং ১২।৯।২০০২), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগরাগ ও আরতি-কীর্ত্তন।

অপরাহ্ণে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—'মঠ-মিশনের প্রয়োজনীয়তা' ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে বক্তৃতা।

২৭শে ভাদ্র (ইং ১৩।৯।২০০২), শুক্রবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্ণে—মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ।

২৮শে ভাদ্র (ইং ১৪।৯।২০০২), শনিবার—

শ্রীশ্রীরাধারাণীর শুভাবির্ভাব-তিথি

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—মহাভিষেক, বিশেষ ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্ণে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—'শ্রীরাধাতত্ত্ব' সম্পর্কে বক্তৃতা।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৪শ বর্ষ } ২৬ হৃষীকেশ, প্রদ্যুম্ন, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৪০৯, ইং ১৭/৯/২০০২ {৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমার্কণ্ডেয়-কৃতং শ্রীনারায়ণ-স্তব-দশকম্

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে অষ্টমেঽধ্যায়ে—৪০-৪৯]

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ,—

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্মনইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্ব্বয়োশ্চ
স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ।।১।।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিভো! আপনার প্রেরণাবশতঃ নিখিল প্রাণিগণ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং আমার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করিয়াই বাক্য, মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, তথাপি আপনি ভজনরত পুরুষগণের আত্মবন্ধুস্বরূপ ; আমি আপনার কি স্তুতি করিব।।১।।

মূর্ত্তী ইমে ভগবতো ভগবংস্ত্রিলোক্যাঃ
ক্ষেমায় তাপবিরমায় চ মৃত্যুজিত্যৈ।
নানা বিভর্ষ্যবিতুমন্যতনূর্যথেদং
সৃষ্ট্বা পুনর্গ্রসসি সর্ব্বমিবোর্ণনাভিঃ।।২।।

হে ভগবন্! আপনার এই মূর্ত্তি-যুগল ত্রিলোকের পালন, দুঃখ-নিবৃত্তি ও মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। আপনি এই বিশ্বের পালনের জন্য যেরূপ নানাবিধ বিগ্রহ স্বীকার করেন, সেইরূপ ঊর্ণনাভির সূত্র-সৃষ্টির ন্যায় বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া পুনরায় স্বয়ংই তাহা গ্রাস করিয়া থাকেন।।২।।

তস্যাবিতুং স্থিরচরেশিতুরঙ্ঘ্রিমূলং
যৎস্থং ন কর্ম্মগুণকালরজঃ স্পৃশন্তি।
যদ্বৈ স্তুবন্তি নিনমন্তি যজন্ত্যভীক্ষ্ণং
ধ্যায়ন্তি বেদহৃদয়া মুনয়স্তদাপ্ত্যৈ।।৩।।

হে ভগবন্! গুণ-কর্ম্ম-কালজনিত পাপরাশি বা অন্যান্য তাপাদি দুঃখ যাঁহার আশ্রিতজনকে অভিভূত করিতে পারে না, বেদরহস্যজ্ঞ ঋষিগণ তৎপ্রাপ্তির জন্যই নিরন্তর যাঁহার স্তব, প্রণাম, আরাধনা ও ধ্যান করিয়া থাকেন, আমি স্থাবর-জঙ্গমান্তর্যামী, জগৎপালনরত সেই আপনার পাদমূলের আরাধনা করিতেছি।।৩।।

নান্যং তবাঙ্ঘ্রুপনয়াদপবর্গমূর্ত্তেঃ
ক্ষেমং জনস্য পরিতো ভিয় ঈশ বিদ্মঃ।
ব্রহ্মা বিভেত্যলমতো দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যঃ
কালস্য তে কিমুত তৎকৃতভৌতিকানাম্।।৪।।

হে ঈশ! সর্ব্বত্র ভয়শীল জীবগণের পক্ষে অপবর্গস্বরূপ আপনার শ্রীচরণ-প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কোনরূপ মঙ্গল আমরা অবগত নহি। দ্বিপরার্দ্ধকালস্থায়ী ব্রহ্মাও ভবদীয় ভ্রূবিজৃম্ভরূপ কালের নিকট অতিশয় ভীত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাদৃশ ব্রহ্মাবিরচিত প্রাণিগণের কথা আর কি বলিব??৪।।

তদ্বৈ ভজাম্যুতধিয়স্তব পাদমূলং
হিত্বেদমাত্মচ্ছদি চাত্মগুরোঃ পরস্য।
দেহাদ্যপ্যর্থমসদন্ত্যমভিজ্ঞমাত্রং
বিন্দেত তে তরহি সর্ব্বমনীষিতার্থম্।।৫।।

অতএব আমি আত্মাবরক, তুচ্ছ, বিনশ্বর, স্বরূপতঃ আত্মব্যতীত পৃথক্ সত্তা-রহিত এই দেহাদির সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যজ্ঞানসম্পন্ন জীবনিয়ন্তৃস্বরূপ পরম পুরুষরূপী আপনার পাদমূল ভজন করিতেছি। মানবগণ আপনার সেবা করিলেই আপনার নিকট হইতে সর্ব্বাভীষ্টলাভ সমর্থ হইয়া থাকেন।।৫।।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

তে রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো
মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদয়হেতবোঽস্য।
লীলাধৃতা যদপি সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ
নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাম্।।৬।।

হে অনাথজীববন্ধো! জগদীশ! যদিও আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারণরূপে সত্ত্ব-রজোস্তমোগুণরূপ মায়াময় লীলাসমূহ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি সাত্ত্বিকী লীলাই মানবগণের মোক্ষহেতু হইয়া থাকে। ব্যসন ও মোহজনক রাজস-তামস-লীলাসমূহ মোক্ষজনক হয় না।।৬।।

তস্মাৎ তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং
শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি।
যদবৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং
লোকো যতোঽভয়মৃতাত্মসুখং ন চান্যৎ।।৭।।

হে ভগবন্! যে সত্ত্বগুণ হইতে বৈকুণ্ঠপদ অভয় এবং আত্মসুখ লাভ হইয়া থাকে, ভক্তগণ যেহেতু সেই সত্ত্বগুণকেই ঈশ্বরের স্বরূপ মনে করেন—ইতর গুণদ্বয়কে তাহা মনে করেন না, সেইজন্য বিবেকিগণ ইহজগতে স্বাভীষ্ট ভবদীয় শ্রীনারায়ণ-সংজ্ঞক বিশুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ভবদীয় নিজগণের মধ্যে নরসংজ্ঞক শুদ্ধ-বিগ্রহের উপাসনা করিয়া থাকেন।।৭।।

তস্মৈ নমো ভগবনে পুরুষায় ভূম্নে
বিশ্বায় বিশ্বগুরবে পরদৈবতায়।
নারায়ণায় ঋষয়ে চ নরোত্তমায়
হংসায় সংযতগিরে নিগমেশ্বরায়।।৮।।

হে ভগবন! অতএব আমি বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বগুরু, পরম দৈবত, সর্ব্বব্যাপী পুরুষ-স্বরূপ ভগবান্‌কে এবং বিশুদ্ধ সংযতবাক্য, বেদমার্গ-প্রবর্ত্তক নরোত্তম নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করিতেছি।।৮।।

যং বৈ ন বেদ বিতথাক্ষপথৈর্ভ্রমদ্ধীঃ
সন্তং স্বকেষ্বসুষু হৃদ্যপি দৃক্‌পথেষু।
তন্মায়য়াবৃতমতিঃ স উ এব সাক্ষা-
দাস্যস্তবাখিলগুরোরুপসাদ্য বেদম্।।৯।।

কপটেন্দ্রিয়মার্গে বিভ্রান্তবুদ্ধি যে ব্যক্তি ভবদীয় মায়াকর্ত্তৃক আবৃতমতি হইয়া স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদি-করণসমূহ, রূপাদি বিষয়রাশি এবং আত্মহৃদয়মধ্যে নিরন্তর অবস্থিত আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন না, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই জগদ্‌গুরুরূপী আপনার প্রবর্ত্তিত বেদজ্ঞান লাভ করিয়া আপনাকে সাক্ষাদ্ভাবে অবগত হইয়া থাকেন।।৯।।

যদ্দর্শনং নিগম আত্মবহঃপ্রকাশং
মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ।
তং সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্।।১০।।

হে ভগবন্! একমাত্র বেদেই ভবদীয়-রহস্য-প্রকাশক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, অন্যথা ব্রহ্মপ্রমুখ জ্ঞানিগণও সাংখ্য-যোগাদিমার্গে চেষ্টাযুক্ত হইয়াও ভবদীয় স্বরূপ-বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি সাংখ্যাদিবাদিগণের বিভিন্ন বাদানুযায়ী বিষয়সমূহের অনুসরণে বিভিন্ন স্বভাব প্রকটিত করিতেছেন। জীবের নিকট দেহাদি উপাধিসমূহে ভবদীয় স্বরূপজ্ঞান নিগূঢ় রহিয়াছে। আমি মহাপুরুষরূপী আপনার বন্দনা করিতেছি।।১০।।

প্রতিষ্ঠাশা-পরিবর্জ্জন

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি যাবতীয় ধর্ম্মের অন্তরালে প্রতিষ্ঠাশা

আমরা যতই আত্মোন্নতির চেষ্টা করি, যতই ধার্ম্মিক হইতে যত্ন করি, যতই বৈরাগ্য-ধর্ম্ম পালন করি, বা যতই জ্ঞান চর্চ্চা করি, ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের চিত্তকে মলিন করে এবং চরিত্রকে দূষিত করে। অনেক যত্ন করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে খর্ব্ব করি, কঠোর তপস্যা করিয়া ইন্দ্রিয়দমন করি, তথাপি হৃদয়ে অতি গুপ্তরূপে প্রতিষ্ঠাশারূপ ব্যালশাবক সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করিয়া যোগিরূপে খ্যাত হইতে বাসনা করি। যদি কেহ বলে যে, আমার যোগশিক্ষা কেবল ধূর্ত্ততামাত্র, তখনই আমি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হই। আমি অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম-তত্ত্বে লীন করিবার চেষ্টা করি। যদি কেহ বলে ঐ প্রক্রিয়াটী নিষ্ফল, তখনই আমার মনে উদ্বেগ হয়। আমার নিন্দুককে নিন্দা করিতে থাকি। শম, দম, তপ, অস্তেয় প্রভৃতি দশবিধ ধর্ম্ম শিক্ষা করি এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে করিতে সংসার নির্ব্বাহ করি। যদি কেহ বলে যে, কর্ম্মকাণ্ড কেবল নিরর্থক শ্রমমাত্র, তখনই আমার মনে দুঃখ হইয়া থাকে ; কেননা আমার প্রতিষ্ঠার খর্ব্ব হইলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

ভুক্তি ও মুক্তিকামী—অশান্ত ও প্রতিষ্ঠার দাস

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি যখন ভুক্তি ও মুক্তিফল আশায় ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের শান্তি কোথায়? সুতরাং তাঁহারা প্রতিষ্ঠার আশাকে পরিত্যাগ

করিতে পারেন না। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসাশূন্য বৈষ্ণবগণের প্রতিষ্ঠার আশা নিতান্ত হেয়।

বর্ত্তমান বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ প্রতিষ্ঠাকামী ও অসহিষ্ণু

আজকাল যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্য, তাঁহারা কোনপ্রকার অসম্মান সহিতে পারেন না। প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। আচার্য্য বলিয়া অপরে সম্মান করে, তাহা অন্যায় নয় ; কিন্তু নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার যিনি যত্ন করেন, তাঁহার শ্রেয় কোথায়? আবার কোন ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে নাই, তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার। আচার্য্যদিগকে সম্মান করিবার জন্য শিষ্ট লোক তাঁহাদের জন্য পৃথক্ আসন দিয়া থাকেন। যাঁহারা আসন দেন, তাঁহারা যথাশাস্ত্র আচার্য্য-সম্মান করেন। কিন্তু ঐ আচার্য্যদিগের আসনে অন্য কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধোৎপত্তি হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এইসকল কার্য্য কেবল প্রতিষ্ঠার আশা হইতে উদিত হয়।

প্রতিষ্ঠা-ত্যাগ সুদুষ্কর

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থ লোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে। কোন ভেকধারীকে যদি সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রাগান্বিত হন। গৃহস্থ বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ভেকধারী বৈষ্ণবের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠা-আশা রহিল, তবে আর কাহার চিত্ত সেই আশা-শূন্য হইতে পারিবে?

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ হয় না

আমরা অনেক সময় চিন্তা করিয়া এবং মহৎ লোকের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া জানিয়াছি যে, যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি, আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই, কিন্তু মনে মনে করি যে, শ্রোতাগণ এই কথা শুনিয়া আমাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন! হায়, প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। অতএব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বলিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ।। (মনঃশিক্ষা ৭)

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যতদিন আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠারূপ নির্লজ্জ-চণ্ডালিনী নৃত্য করিতেছে, ততদিন নির্ম্মল-সাধুপ্রেম এই মনকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? অতএব, হে মন! তুমি তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অতুল সামন্তরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা কর। তাহা হইলে তিনি সেই চণ্ডালিনীকে তোমার হৃদয়-মন্দির হইতে শীঘ্র দূর করিয়া প্রেম বস্তুকে প্রবেশ করাইবেন।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গে প্রতিষ্ঠাশার বিলোপ

এই মহাজন-বাক্য হইতে আমরা কি সংগ্রহ করি? আমরা জানিতে পারিতেছি যে, কেবল গ্রন্থচর্চ্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম-ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর-যোগাদির প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবার দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্নসহকারে বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য।

সৎসঙ্গ-গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ একই কথা

বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতার উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধু-বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করত প্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য প্রকার সকল-যত্নই বিফল হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সৎস্বভাব গ্রহণ ও অসৎস্বভাব দূরীকরণ একই কথা।

সাধুসঙ্গ-প্রভাবে প্রতিষ্ঠাশা দূরীভূত ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ

প্রেম যে ধর্ম্ম তাহা কেবল বিশুদ্ধ কৃষ্ণপরায়ণ আত্মায় নিহিত থাকে। প্রেমের অন্য আবাস নাই। এক আত্মা হইতে প্রেম অন্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যেরূপ বিদ্যুদ্ধর্ম্ম সঞ্চারিত হয়, তদ্বৎ। সঙ্গক্রমে যখন প্রেম-ফলক বৈষ্ণব-আত্মা হইতে অন্য জীবের আত্মায় স্বভাবক্রমে চালিত হয়, তখনই অন্য জীবের হৃদয়ে মন্দ স্বভাব দূরীভূত হইয়া সাধুস্বভাব অগ্রে সঞ্চারিত হয়। সকল মহদ্‌গুণই প্রেমের সঙ্গী। সুতরাং প্রেমের প্রবেশকালে মহদ্‌গুণগুলি অগ্রসর হইয়া হৃদয় শোধন করে। অতএব সাধুসঙ্গদ্বারা প্রতিষ্ঠাশা দূর করা কর্ত্তব্য।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১২ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—জীবের চালক কে?

উঃ—বিষ্ণুই সর্ব্বজীবের নিয়ামক ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম্ম ক'রে থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বরের প্রেরণার দ্বারা কার্য্য কর্‌তে থাকে। জীব হেতুকর্ত্তা বা প্রযোজ্যকর্ত্তা, আর ঈশ্বর প্রযোজককর্ত্তা। জীব নিজ কর্ম্মের কর্ত্তা হ'য়ে যে ফল ভোগের অধিকারী এবং যে ভাবী কর্ম্মের উপযোগী হ'চ্ছে, সে-সকল ফলভোগে ও কার্য্য-করণে প্রযোজক-কর্ত্তৃরূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব রয়েছে। ঈশ্বর ফলদাতা আর জীব ফল-ভোক্তা।

শরণাগত ভক্তগণকে ভগবান্ স্বয়ংই চালিত করেন। বহির্ম্মুখ জীবগণ মায়াশক্তিদ্বারা চালিত হয়।

প্রঃ—আরোহবাদ কাহাকে বলে?

উঃ—আরোহবাদ বল্‌তে রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধ্‌বার নীতি। সেরূপ up-hill work is the most puzzling task. শ্রীমদ্ভাগবত এরূপ uphill work বা রাবণের 'স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা' নীতি পরিত্যাগ কর্‌তে ব'লেছেন।

একটা হ'চ্ছে লণ্ঠন যোগাড় ক'রে গায়ের জোরে রাত্রে সূর্য্য দেখ্‌তে যাবার চেষ্টা, আর একটা হ'চ্ছে অরুণোদয়ের সাধনা বা অপেক্ষা ক'রে সূর্য্য-রশ্মিতে সূর্য্য দেখা। প্রেয়ঃকামী হ'লেই আমাদিগকে আরোহবাদী হ'তে হ'বে—জ্ঞানের প্রয়াস, যোগের প্রয়াস, কর্ম্মের প্রয়াস কর্‌তে হ'বে। আরোহবাদ চেষ্টাটা সর্ব্বদাই অসম্পূর্ণ থাক্‌বে। বিশ বছরের সভ্যতা বা অভিজ্ঞতা একশো বছরের সভ্যতা বা অভিজ্ঞতার কাছে আরও অসম্পূর্ণ ও ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ ব'লে প্রমাণিত হ'বে ; হাজার বছরের সভ্যতা, অভিজ্ঞতার কাছে দু'শো বছরের সভ্যতা, অভিজ্ঞতা একেবারে বাতিল হ'তে পারে। কাজেই আরোহবাদের রাস্তা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনুসরণ করেন না। তাঁ'রা অবরোহ-পন্থী।

প্রঃ—কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতে কি পার্থক্য?

উঃ—কৃষ্ণ ও বিষ্ণু তত্ত্বতঃ একই বস্তু। উভয়েই ভগবত্তত্ত্ব, পূর্ণতত্ত্ব, শক্তিমান্ তত্ত্ব। মাধুর্য্য-বিগ্রহ কৃষ্ণই ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তিতে বিষ্ণু বা নারায়ণ। কৃষ্ণ দ্বিভুজ, মুরলীধর ; আর বিষ্ণু চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। বিষ্ণুতে ৬০টী গুণ পূর্ণমাত্রায় আছে, আর কৃষ্ণে ৬৪টী গুণ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। কৃষ্ণ লক্ষ্মীর মন হরণ করিতে পারেন, কিন্তু নারায়ণ কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীগণের মন হরণ করিতে পারেন না। শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ (গৌরব-সখ্য) এই ২½ প্রকার রসে বিষ্ণুর সেবা হয় ; কিন্তু কৃষ্ণের

সেবা শান্ত, দাস্য, বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস—এই পঞ্চরসে সর্ব্বতোভাবে প্রগাঢ় প্রীতির সহিত নিজ পতি, পুত্র প্রভৃতি জ্ঞানে হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ মূল-দীপস্বরূপ, তাঁহা হইতেই অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বরূপ দীপ প্রজ্বলিত বা প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ আর বিষ্ণু ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ। কৃষ্ণ পরমেশ্বর হইয়াও নিজেকে ঈশ্বর মনে করেন না, পরন্তু নিজেকে নন্দের পুত্র, রাধার নাথ প্রভৃতি বলিয়াই জানেন ; কিন্তু বিষ্ণু ঈশ্বর-অভিমানী। বিধিমার্গে বিষ্ণু-সেবা আর রাগমার্গে কৃষ্ণ-সেবা হ'য়ে থাকে। বিষ্ণুসেবায় সম্ভ্রমবুদ্ধি থাকায় সঙ্কোচ-ভাব আছে ; কিন্তু ব্রজবাসী ভক্তগণের কৃষ্ণসেবায় কোন সঙ্কোচ নাই।

প্রঃ—বৈষ্ণব কে?

উঃ—গুরুর সেবকগণ বৈষ্ণব। সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত দীক্ষিত ভক্তগণই বৈষ্ণব। গুরুভক্তির তারতম্য-অনুসারেই কৃষ্ণভক্তির তারতম্য বা বৈষ্ণবতা। গুরুত্যাগী বা গুরুদ্বেষী ব্যক্তি বৈষ্ণব নহে ; সে অবৈষ্ণব, পাষণ্ডী ও নারকী। গুরুদ্রোহী ব্যক্তি জগদীশ্বরের বিদ্বেষী, সমগ্র জগতের বিদ্বেষী। গুরুনিষ্ঠ নিষ্কাম ভক্তই শুদ্ধভক্ত। তাই বলি,—

কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব।।

প্রঃ—ভগবৎসেবা ব্যতীত কি কল্যাণ হয় না?

উঃ—না। কৃষ্ণবিমুখ হ'য়ে জীব পরমার্থ-বিচার নিয়ে যোগমার্গে, আবার কেহ বা ব্রহ্মবিচার কর্‌তে কর্‌তে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গে ধাবিত হ'চ্ছে। এতে মঙ্গল হয় না। কিন্তু ভগবৎসেবা সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে প্রদান করে। ভগবৎসেবা ব্যতীত আত্মার কল্যাণ হ'তে পারে না। ভগবান্ সান্নিধ্য-লাভের বস্তু মাত্র নন, পরন্তু নিত্যসেব্য বস্তু। ভগবৎকথা-শ্রবণে রুচির অভাবের পরিচায়ক—অন্যকথা আলোচনা। ভগবৎ-কথার আলোচনা সাক্ষাৎ সেই রুচি প্রদান করে। মরণের পূর্ব্বে জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ না কর্‌লে জন্মান্তর করিয়ে দেবে। এই সব অসুবিধার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাবার ইচ্ছাও হয় না, অসৎসঙ্গে থাক্‌লে—হরিকথাবিমুখ থাক্‌লে। যদি কারও বা হয়, তা'ও আত্মসুখেচ্ছা থেকে হয়। ভগবৎসেবা আত্মসুখেচ্ছা নয়—আত্ম-সুখানুসন্ধান নয় ; আত্মসুখানুসন্ধিৎসা জিনিষটী অপস্বার্থপরতা মাত্র। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উভয়েই আত্মসুখান্বেষী। এজন্য ভোগী ও ত্যাগী (মুমুক্ষু) সম্প্রদায়কে ভগবান্ সাহায্য করেন না, বিমুখমোহিনী মায়াশক্তি তাহাদিগকে সাহায্য করে। আর যিনি সর্ব্বতোভাবে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

ভগবানে প্রপন্ন এবং ভগবৎ-সুখান্বেষী, মায়াধীশ ভগবান্ তাঁকেই স্বয়ং সাহায্য করেন।

গুরুদেবতাত্মা হ'য়ে নিষ্কপটে সেবা কর্‌তে কর্‌তে আমাদের মুক্ত হ'তে হ'বে। তবেই শুদ্ধসেবা লাভ হ'বে, কারণ মুক্ত না হ'লে সুষ্ঠু সেবা হয় না।

গুর্ব্বানুগত্যে আমাদিগকে সবসময় হরিনাম কর্‌তে হ'বে। নামভজনই কৃষ্ণভজন—এ কথাটা সতত মনে রাখ্‌তে হ'বে। শ্রীনামসেবাদ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে—সর্ব্বোচ্চ ভজনরাজ্যের কথা একমাত্র শ্রীনামসেবাদ্বারাই লাভ হ'বে।

প্রঃ—গুরুনিষ্ঠ না হ'লে কি হরিভজন হ'বে না?

উঃ—গুরুদেবতাত্মা না হ'লে কৃষ্ণভজন হ'বে না। দেখুন, গুরু জীব নন, গুরু ঈশ্বর, তাই গুরুকে দেবতা বলা হ'য়েছে আর গুরু হ'লেন আত্মা অর্থাৎ প্রীতির পাত্র বা প্রিয়। যিনি গুরুকে ঈশ্বর বা প্রিয় ব'লে জানেন, তিনিই গুরুদেবতাত্মা। এই গুরুদেবতাত্মা গুরুভক্তই গুরুর কৃপা পান। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব গুরুনিষ্ঠ ভক্তের প্রতি প্রসন্ন থাকেন ব'লে গুরুর প্রাণবন্ধু কৃষ্ণও সেই গুরুদেবতাত্মা ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব—এই তিনটী কিরূপ সাজান আছে দেখুন। গুরু মাঝখানে বসে আছেন ভগবান্ ও বৈষ্ণবকে ক্রোড়ীভূত ক'রে। আপনারা গুরুকে দৃঢ়ভাবে ধরুন, তা' হ'লেই ভগবান্ ও ভক্ত সকলেরই কৃপা পাবেন। গুরু প্রসন্ন থাক্‌লেই শ্রীহরি ও বৈষ্ণবগণ প্রসন্ন থাক্‌বেন। কিন্তু আপনারা যদি গুরুদেবতাত্মা না হ'তে পারেন, গুরুকে জীবন না কর্‌তে পারেন, তা' হ'লে সব গণ্ডগোল হ'য়ে যাবে, আপনারা ভক্ত ও ভগবান্ কারও কৃপা লাভ কর্‌তে পারবেন না, অবশেষে ভগবৎ-সেবা হ'তে বঞ্চিতই হ'বেন।

এসব কথা শুনে কোন ভক্ত দুঃখ ক'রে বল্‌লেন,—'প্রভো! আপনি ত' কৃপা ক'রে গুরুর মাহাত্ম্য ও গুরুদেবতাত্মা হ'বার কথা প্রচুর ব'লেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা তা' গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লাম কই?' তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ দুঃখিতান্তঃকরণে বল্‌লেন,—'আমারই কপাল মন্দ! আমি ত' অনেক কথাই বল্‌লাম, কিন্তু লোক আমার কথা শুন্‌লো কই?'

প্রঃ—ভক্তের প্রার্থনা কিরূপ হ'বে?

উঃ—ভক্তের প্রার্থনা—হে রাধারমণ, আমাকে রক্ষা কর। আমি যেন সমাবর্ত্তন ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ না করি। যাঁরা সংসারে প্রবেশ ক'রেছেন, তাঁদের প্রার্থনা হ'বে—হে ভগবন্! আমি যেন সংসারে অত্যাসক্ত না হ'য়ে পড়ি, আমার সংসার-বাসনা যেন ক্ষয় হয়। তোমার সেবায় দিকে যেন নিরন্তর আমার দৃষ্টি থাকে। আমাকে রক্ষা কর।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

প্রঃ—মঙ্গলের পথ কি?

উঃ—জড়জগতের যে-সকল রাস্তা তা'র একটীও মঙ্গলের পথ নয়—ভগবৎসেবার রাস্তা নয়। আমি ভক্ত অপেক্ষা বেশী বুঝি, এরূপ বিচার কেবল নরকের রাস্তা। ঐসব পথে অনুগমন অমঙ্গলকর। ভগবদ্ভক্তের অনুগমন বা আনুগত্যই মঙ্গলের পথ।

আমাদের যত অসুবিধাই থাকুক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের অনুগমন করতে পারি। স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যই ইহার মূল। আমি অযোগ্য—এই বিচার যদি আসে, তবেই আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের শোভা লক্ষ্য করতে পারব। সাধারণ মনুষ্য-জাতির যে কথা, তাতে ইন্দ্রিয়তর্পণ কি-প্রকারে সাধিত হ'বে, তার বিচারই প্রবল। তাকে যদি ধর্ম্মপথ ব'লে বিচার করি, তা'হলে আর প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া হ'ল না। ভক্তসেবাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলপ্রদ।

প্রঃ—স্বতন্ত্রতা কি পরিত্যাজ্য?

উঃ—নিশ্চয়ই। স্বতন্ত্র ত' দাম্ভিক, অনুগতই দীন। ভক্তি আশ্রয় ক'রে যদি দাম্ভিক হই—শুধু ভগবানের পূজা ক'রে ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তা'হলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হ'বে—ভগবৎসেবায় বিতৃষ্ণা এসে সমূহ অমঙ্গল বরণ করতে হ'বে।

মনুষ্যজীবন ত' অমঙ্গল সঞ্চয়ের জন্য নয়, পরন্তু পরমমঙ্গলের জন্য—ইহা ভুলিয়া যাই কেন? আমি সর্ব্বাপেক্ষা অপদার্থ, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, অধম, ইহা ভুল হয় কেন? মায়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে ভোগী হ'বার—বড় হ'বার—কর্ত্তা হ'বার বিচার নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অপ্রয়োজনীয়। যদি বড় হ'বার প্রবৃত্তি কমাবার ইচ্ছা থাকে, তবে যাঁরা 'বড়'র সেবক, সেই দীন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করতে হ'বে, তাঁদের বিচার গ্রহণ করতে হ'বে।

প্রঃ—প্রকৃত স্বাধীনতা জিনিষটা কি?

উঃ—এ জগতের প্রভু হ'বার চেষ্টাই অভক্তি। এখানে প্রভুত্ব বা স্বাধীনতা-কামনা ভৃত্যত্ব বা অধীনতা ছাড়া আর কিছু নহে। এ জগতের স্বাধীনতা অধীনতারই প্রচ্ছন্নরূপ। কিন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বরের অধীনতা বা ভৃত্যত্ব-কামনায়ই পূর্ণতম স্বাধীনতা লাভ হয়। জীব যে-কাল পর্য্যন্ত ভগবানের অনুগ্রহ-রজ্জু ধরিয়া থাকেন, সে-কাল পর্য্যন্ত তাঁর নাম হয় 'সেবক'। যাঁরা মনে করেন, আমরা জড়জগতের স্বাবলম্বী, নিরপেক্ষ, তাঁরাই বস্তুতঃ পরাপেক্ষাযুক্ত। আর পরমেশ্বরের অধীন ব্যক্তিগণই প্রকৃত স্বাধীন।

বাস্তবিক স্বাধীনতা লাভ হ'লে 'আমরা শ্রীহরির নিত্য অধীন'—এই বিচার এসে উপস্থিত হয়। যে বস্তুর পূর্ণতা আছে, তাহাই পরবস্তু। সেই পরাৎপর বস্তু

শ্রীহরির অধীনতা বা দাস্যই প্রকৃত স্বাধীনতা—সুখকরী স্বাধীনতা। এতদ্ব্যতীত কর্ত্তা-অভিমানে বা প্রভু-অভিমানে যে স্বাধীনতার অভিনয়, তাহা মহাদুঃখকর এবং মায়ার অধীনতা বা মায়ার দাস্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রঃ—ভগবান্‌কে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারাই কি অমঙ্গলের কারণ?

উঃ—যেখানে মঙ্গলময়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস বা আস্থা নাই, সেখানে অমঙ্গল ত' হ'বেই। এইজন্যই আরোহপন্থা বা অশ্রৌতপন্থা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া অবরোহপথ বা শ্রৌতপন্থাই গ্রহণীয়। যদি আমরা মঙ্গল চাই, তবে আমাদের এতাবৎকালের সঞ্চিত যাবতীয় বিষয় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হেতু-রহিতভাবে—নিষ্কামভাবে সমর্পণ করিতে হইবে এবং চাহিয়া থাকিতে হইবে তাঁহার অহৈতুকী কৃপার দিকে। তাঁহার প্রসাদলেশদ্বারা অনুগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কথা কিছুতেই জানিতে পারা যাইবে না। তাঁহার নিত্যমঙ্গলদাতৃত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলেও আবার আমরা আমাদের সংগৃহীত বিষয়সমূহ নিঃশঙ্কচিত্তে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। আমরা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই ভ্রমে পতিত হই যে, 'আমার যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া শেষে কি বিপদে পতিত হইব? যদি তাঁহার আমাকে দিবার কিছুই না থাকে, তবে কি আমার একূল ওকূল দুকূল যাইবে?'—এইপ্রকার সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এইপ্রকার সন্দেহ জাগিলে জীবের সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইবে।

ভগবান্ কখনও শরণাগত ভক্তকে অপূর্ণমনোরথ করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না। আমাদের যাবতীয় অভাব পূরণের—আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়দানের ক্ষমতা একমাত্র ভগবানেরই আছে, এতদ্ব্যতীত অপর কাহারও নাই—এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই জীব নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতে পারে। ভগবানের অমন্দোদয় দয়ায় জীবের যে কি মহামঙ্গল হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার কৃপা হইলে অনুক্ষণ সেবা করিয়াও সেবার আশা মিটে না, আমি কিছুই করিতে পারিলাম না, তাঁহাতে আমার বিন্দুমাত্র প্রীতি হইল না—এইপ্রকার একটী অমূল্য অপ্রাকৃত অভাব ও অতৃপ্তি-নামক সম্পদ্ লাভ হয়। তখন তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অনুশীলন একঘেয়ে, ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যরূপ অন্ধকারময়, তাঁহার কাছে আসিয়া ঠকিয়াই গেলাম—ইত্যাকার অনুশোচনার কারণ থাকে না।

কৃতজ্ঞ, সমর্থ, মহাবদান্য প্রভু আমাদিগকে নিরাশার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন না। আমাদের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটী মহামূল্য রত্ন আছে বটে, কিন্তু তাহা ভগবৎ-পরতন্ত্র। যে মুহূর্ত্তে আমরা এই বিচারের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে যাইব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

জগতের লোকের নিকট প্রার্থী হইলে কেহই আমাদের অভাব পূরণ বা

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

আমাদের সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারিবে না। এইজন্যই গীতা আমাদিগকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবদ্বস্তুর পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হইবার কথা তারস্বরে বলিয়া দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণই সেই ভগবদ্বস্তু—স্বয়ং ভগবান্। তাঁহাতে প্রপত্তিই জীবের একমাত্র লক্ষীভূত বিষয়। তাঁহাতে সমর্পিতাত্মা হইলেই আমাদের জীবনের সকল উদ্দেশ্য, সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচারের সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে। অতএব নানা অনর্থ ও নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া কি উপায়ে সেই আত্মসমর্পণ ব্যাপার অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরণাগতি সংসাধিত হইতে পারে, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রঃ—ভগবান্ কি ভক্তের অধীন?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভক্তাধীন গোবিন্দ। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের শক্তি হইলেও তাঁহার শক্তি সেবার বিচারে ভগবান্ হইতেও বেশী। কেননা তাহা না হইলে তিনি ভগবান্‌কে সেবা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। ভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তের সেবাশ্রীর নিকট অস্বতন্ত্রের ন্যায় হইয়া পড়েন। তিনি বলিতে থাকেন—'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।'

বস্তুতঃপক্ষে সেব্যের মর্ম্মজ্ঞ না হইতে পারিলে সেবা হয় না। উৎকৃষ্ট সেবক কখনও সেব্যের আদেশ প্রতীক্ষায় থাকেন, কখন সেব্যের আন্তরিক ভাব বুঝিয়া সেবা করেন। ভগবান্ যেমন ভক্তের অন্তরবিহারী, ভক্তও তেমন ভগবানের অন্তরবিহারী—অন্তর্যামীরও অন্তর্যামী। (ক্রমশঃ)

❑❑❑

সন্দর্ভ-সার

[শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২৩]

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের নিকট ঋণী হইয়া নিত্যবাস করিতেছেন বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় কি এইজন্য ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

এষাং ঘোষ-নিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব! রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থ-সুহৃৎ-প্রিয়াত্মতনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে।।

(ভাঃ ১০।১৪।৩৫)

হে দেব! যাহাদের ধাম, অর্থ, সুহৃৎ, প্রিয় আত্মা, তনয়, প্রাণ, আশয় আপনার সুখের জন্য সমর্পিত, সেই ঘোষ-নিবাসী (ব্রজবাসিগণকে) আপনি কি দান করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। যেহেতু সদ্বেশের অনুকরণ

❑ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

করিয়া পাপিষ্ঠা পূতনাও নিজ বন্ধু-বান্ধবের সহিত আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজবাসীদিগকে ইহা হইতে উত্তম কিছু দেওয়া উচিত, কিন্তু তাহা ত' নাই।

সৎ—শুদ্ধচিত্ত ধাত্র্যাদির যে বেষ, পূতনা তদ্রূপ বেষ ধারণ করিয়াছিল। অবতার-লীলাসময়ে মাত্র সেই বেষ ধারণ করিয়াছিল যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছে। আর ব্রজবাসিগণ অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আসিতেছেন। অতএব তাঁহাদের এক একজনের ভক্তিদ্বারা তিনি অবরুদ্ধ। সুতরাং তাঁহাকে যে ব্রজবাসীদের সনাতন মিত্র বলা হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত। ব্রজপরিকরগণের প্রেমে অবরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করিতেছেন বলিয়া ব্রহ্মার 'তদ্ভূরিভাগ্য" শ্লোকে ব্রজবাসিগণের পদরজঃ কামনা।

যদি কেহ বলেন, ব্রজবাসিগণের সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় রাগাদি দেখা যায়, তাহারা কিরূপে স্বয়ং ভগবানের নিত্য পরিকর হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি-নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ! ন তে জনাঃ।।

(ভাঃ ১০।১৪।৩৬)

হে কৃষ্ণ! রাগাদি ততদিন পর্য্যন্তই তস্কর, গৃহ ততদিনই কারাগৃহ, মোহ ততদিনই পদশৃঙ্খল হইয়া থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত জীব তোমাতে আত্মসমর্পণ না করিতে পারে। তস্কর—পুরুষের সার ধৈর্য্যাদিহরণকারী। অন্য প্রাকৃত জন সম্বন্ধেও রাগাদি ততদিনই চৌরাদির মত কার্য্য করে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা তোমার না হয় অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের রাগাদি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েই বিদ্যমান থাকে। সেই রাগাদি অপ্রাকৃত বলিয়া তস্করের ন্যায় জীবের ধৈর্য্যাদি হরণ করে না, কিন্তু তাহা পরমানন্দ-স্বরূপ। তজ্জন্যই প্রহ্লাদ তাদৃশ রাগাদি প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু।।

অবিবেকি-জনগণের মায়িক বিষয়ে যে অচঞ্চলা প্রীতি, আমার হৃদয় হইতে তোমার স্মরণপরায়ণ তাদৃশ প্রীতি যেন কদাপি তিরোহিত না হয়।

শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণকারী সাধকগণের যখন এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের নিরতিশয় প্রিয়রূপে বিরাজমান, সেই গোকুলবাসীদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? এজন্য বলা হইয়াছে,—

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা।
কুর্ব্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভব-বেদনাম্।।

(ভঃ ১০।১১।৫৮)

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

যে-স্থানে জীবগণ জন্মগ্রহণ করে, তাহা 'ভব' অর্থাৎ প্রপঞ্চ। যদিও নন্দাদি ব্রজবাসিগণ প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা পরমানন্দে কৃষ্ণ-বলরামের কথা আলোচনা করিয়া এবং তাঁহাতে রতিশীল হইয়া ভববেদনা জানিতে পারেন নাই।

যদি গোকুল প্রাপঞ্চিক বিষয়-সুখাদির অনুভবশূন্য শ্রীকৃষ্ণসুখে পরিপূর্ণ হয়, তবে জনগণের নিকট তাহা প্রপঞ্চের ন্যায় অনুভূত হয় কেন? তদুত্তর,—

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্ন জনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো।।

(ভাঃ ১০।১৪।৩৭)

হে বিভো, তুমি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও ভূতলস্থ প্রপঞ্চের বিড়ম্বনা করিতেছ। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত গোকুল-রূপের অনুকরণ করিতেছ। বাস্তবিকপক্ষে গোকুলরূপ তাঁহার নিত্যস্বরূপ, তাহাই প্রপঞ্চের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু উহা প্রপঞ্চ-স্বরূপ নহে।

প্রপঞ্চাতীত গোকুল কেন প্রপঞ্চের ভাণ করে,—প্রপন্ন জনসমূহে আনন্দরাশি বিস্তারার্থ। শ্রীকৃষ্ণের ঈশলীলা অপেক্ষা নরলীলায় তদীয় পরিকরগণের পরমানন্দ হইয়া থাকে। এইজন্য অপ্রাকৃত ধামকে নরলোকের স্থানবিশেষের মত প্রকাশ করিয়া নররূপী শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ পরিকরগণের সহিত বিচিত্র লীলা করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-স্তবের উপরিউক্ত শ্লোকসকলের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপাদি ব্রজপরিকরগণের সহিত নিত্য বিহার করেন। অতএব 'অহো ভাগ্যং' শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ-গোপাদি ব্রজবাসিগণের সনাতনমিত্র বলা সুসঙ্গত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণম্।
ন পুনঃ কল্পনে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ।।

(ভাঃ ১০।৬।৪০)

অতএব গোপাদির নিত্যপরিকরত্বহেতু শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, হে রাজন্! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অবিরত পুত্রদৃষ্টি করেন, সেই গোপীগণের অজ্ঞানসম্ভূত সংসার কল্পিত হইতে পারে না।

গোপ-ললনাগণ-মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে পুত্রদৃষ্টিসম্পন্না, জন্মান্তরেও তাঁহাদের সংসার-প্রপঞ্চ ঘটে না, তাঁহাদের অপ্রাপঞ্চিক অবস্থাই চিরকাল থাকে অর্থাৎ প্রকটলীলায় পরিকরত্ব লাভ করিয়াছেন, প্রকটলীলাবসানে তাঁহারা আর সংসারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা তখনও প্রপঞ্চাতীত ধামেই বিরাজ করিবেন। কারণ অজ্ঞান হইতেই জীবের সংসার কল্পিত হয়। শ্রীগোকুল-পুরস্ত্রীগণের

তাদৃশ অজ্ঞান স্পর্শলেশেরও সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানতমঃ-বিনাশকারী জ্ঞান-সূর্য্যের উপরিভাগে বিরাজমান যে প্রেম, তদুপরি যে পুত্রদৃষ্টি—বাৎসল্য-প্রেম, আবার সেই প্রেমসহকারে অবিরত নিত্য অনাদিকাল হইতেই যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে পুত্রদৃষ্টিসম্পন্না, তাদৃশী গোপীগণের অজ্ঞান-সম্ভূত সংসার কখনই সম্ভব হইতে পারে না।—

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

মহাপ্রসাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২০ পৃষ্ঠার পর]

এক বৌদ্ধাচার্য্য মহাপ্রসাদের নামে মহাপ্রভুকে অমেধ্যবস্তুদ্বারা বঞ্চনের চেষ্টা করিলে শাস্তি লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে রহিয়াছে,—

অপবিত্র অন্ন এক থালিতে ভরিয়া।
প্রভু আগে নিল 'মহাপ্রসাদ' বলিয়া।।
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ওষ্ঠে করি' থালিসহ অন্ন লঞা গেল।।
বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন পড়ে অমেধ্য হঞা।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।৫৩-৫৫)

মৎস্য-মাংসাদি যদি মহাপ্রসাদ হইত, তবে চতুর্থাশ্রমিগণ বা আর্য্য-বিধবাস্ত্রীগণ অবশ্যই তাহা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তদ্রূপ ত' পরিলক্ষিত হয় না। বিষ্ণুকে যাহা দেওয়া যায় না, তাহা তাঁহারা কখনই গ্রহণ করেন না। নিরপেক্ষ বিচার করিলে দেখা যাইবে, অমেধ্য আমিষাদি কখনও মহাপ্রসাদের সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না।

মহাপ্রসাদ পরম পবিত্র বস্তু, সর্ব্বাবস্থায় শুভদায়ক ;
মহাপ্রসাদ-বর্জ্জনে অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—'প্রসাদসেবা করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়।" নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে পাওয়া যায়,—

মহাপ্রসাদের কৃপা যেই জীবে হয়।
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি তার মিলিবে নিশ্চয়।।

শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ উৎকল-খণ্ডে বলিয়াছেন,—

'ভগবৎপ্রসাদ সেবনের দ্বারা পাপীর যাবতীয় পাপ নষ্ট হইয়া যায়। প্রসাদ আঘ্রাণ করিবামাত্র মানসিক পাপ, নিরীক্ষণ করিবামাত্র দর্শনজ পাপ, আস্বাদমাত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

বাচিক পাপ ও অন্যান্য যাবতীয় কায়িক পাপ দূরীভূত হয়।" শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—"মহাপ্রসাদ সেবনদ্বারা সংসার হইতে মুক্তি হয়। কি ব্রহ্মচারী, কি বাণপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয় সকলেরই মহাপ্রসাদ নির্ব্বিচারে গ্রহণীয়।" স্কন্দপুরাণ উৎকলখণ্ড ৩৮।২০ শ্লোকে পাওয়া যায়,—

অশুচির্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।

"কি অশুচি, কি অনাচারী, কি মনে মনে পাপাচারী সকলেরই উহা প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কোন বিচার করা কর্ত্তব্য নহে।" পদ্মপুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে,—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ।।

"শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্র শিষ্টলোকে ভোজন করিবেন, ইহাতে দেশ-কালের কোন নিয়ম নাই—শ্রীহরি এই আজ্ঞা করিয়াছেন।" শ্রীহরির প্রসাদ গ্রহণ-কালে কোনরূপ ভক্ষ্যাভক্ষ্য অর্থাৎ আতপ, সিদ্ধ বা ভালমন্দের বিচার করা উচিত নয়। অমেধ্য অপ্রসাদের উপরই নিষেধ ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে, মহাপ্রসাদের উপর ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার অবশ্যই প্রায়শ্চিত্তার্হ। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন,—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।।

"হে দ্বিজগণ! বিষ্ণুর নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে কোন দ্রব্য ভক্ষণবিষয়ে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিতে নাই।"

ভগবানে অনিবেদিত দ্রব্য উপভোগ করিলে মনুষ্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্নপানাদি যাহা নিজের উপভোগার্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে, ভগবানে বিনা নিবেদনে তাহা ভোজন করিবে না।" মহাপ্রসাদ সেবন করিতে মনে কোন সংশয় থাকা উচিত নহে। ঘৃণা করিয়া মহাপ্রসাদ সেবন করিলে অধঃপতন অনিবার্য্য। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে রহিয়াছে,—

ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।।
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৪০৪-৪০৫)

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

"হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার ও বিষ্ণুসদৃশ। বিষ্ণুর নৈবেদ্যাদি সেবন করিতে যাহার সংশয়াদি চিত্তবিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত ও পুত্রকলত্রাদিহীন হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়, তথা হইতে আর তাহাকে পুনরাগমন করিতে হয় না।"

অনিবেদ্য তু যো ভুঙ্‌ক্তে হরয়ে পরমাত্মনে।
মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ।। (বিষ্ণুস্মৃতি)

"যে ব্যক্তি পরমাত্মা হরিকে না দিয়া ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ চিরকাল নরকে পচ্যমান হয়।"

পদ্মপুরাণে গৌতম-অম্বরীষ-সংবাদ হইতে পাওয়া যায়,—

অম্বরীষ গৃহে পক্কং যদভীষ্টং সদাত্মনঃ।
অনিবেদ্য হরের্ভুঞ্জন্ সপ্তকল্পানি নারকী।।

"হে অম্বরীষ! স্বীয় অভিলষিত যে দ্রব্য গৃহে সর্ব্বদা পক্ব হয়, হরির উদ্দেশ্যে তাহা না দিয়া ভোজন করিলে সপ্তকল্প যাবৎ নিরয়যাতনা ভোগ করিতে হয়।"

পদ্মপুরাণে শিব-উমা-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্ব-মাংস সদৃশং ভবেৎ।।

"অবৈষ্ণবদিগের অন্ন, পতিতদিগের অন্ন এবং বিষ্ণুতে অনর্পিত অন্ন কুকুর-মাংসের তুল্য।"

ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তের উচ্ছিষ্ট মহা-মহাপ্রসাদ উভয়েই পরম পবিত্র বস্তু। তাহা কুক্কুরাদি-কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্টীকৃত হইলেও সমগ্র ভগবদ্বিমুখ অশুচিগ্রস্ত মনুষ্য বা জীবকুলকে পবিত্র করিতে সমর্থ। পতিতপাবন বস্তু পতিত স্পর্শে নিজে কখনও পতিত হইয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্।।
(স্কন্দপুরাণ উৎকল খণ্ড ৩৮।১৯)

"মহাপ্রসাদ-সেবনে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি কুকুরের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণেরও ভোজনীয়।" শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের প্রসাদের মহিমা অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এখনও পর্য্যন্ত প্রচারিত। শ্রীজগন্নাথদেবের ভক্তগণ জগতের যে-স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, তাঁহারা জগন্নাথদেবের প্রসাদ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জগন্নাথ-প্রসাদান্ন,　　বিরিঞ্চি-শম্ভুর মান্য,
খাইলে প্রেম হইবে উদয়।

[২] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

এমন দুর্ল্লভ ধন, পাইয়াছ সর্ব্বজন,
জয় জয় জগন্নাথ জয়।।

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

পারমার্থিকগণ স্থূলবুদ্ধি স্মার্ত্তের মহাপ্রসাদে দ্রব্যশুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচারকে সর্ব্বদাই বর্জ্জন করিয়া থাকেন। ভক্তের প্রদত্ত মহাপ্রসাদ বা ভক্তের উচ্ছিষ্ট মহা-মহাপ্রসাদে যাঁহারা প্রাকৃত বুদ্ধি করেন, তাঁহারা স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তি। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯।৩২৭) লিখিয়াছেন,—

স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ।।

"শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবদিগকে ভগবৎপ্রসাদ প্রদান করিবে এবং সদাচারী আভিজাত্যাভিমানী কর্ম্ম-জড়গণকে অনিবেদিত দ্রব্য, অর্থাদি প্রদানপূর্ব্বক বঞ্চনা করিবে।"

শ্রীহরিবাসর-তিথিতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লেখ রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদসেবন করিলে সহস্র একাদশী-ব্রতের ফল হয়।

একাদশী সহস্রৈস্তু মাসোপোষণকোটিভিঃ।
তৎ ফলং প্রাপ্যতে পুংভির্বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৪০৮)

উপরিউক্ত শ্লোকের বহুমানন করিতে গিয়া অনেক স্মার্ত্তই একাদশী-দিবসে পুরীধামে জগন্নাথদেবের অথবা নিকটস্থ কোন বিষ্ণুমন্দিরের প্রসাদ সেবন করিয়া থাকেন। পুরীধামে একাদশীকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া স্মার্ত্তগণ প্রচার করিয়া থাকেন। মহাপ্রসাদের সম্মান করিতে গিয়া বৈষ্ণবগণকে একাদশী করিতে হইবে না, শাস্ত্র এইরূপ কখনও বলেন নাই। শ্রীএকাদশী-ব্রত শুধু বৈষ্ণব কেন, সকল জীবেরই অবশ্য পালনীয়। "প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্নন্তি দিনং প্রাপ্য হরের্নরা" অর্থাৎ শ্রীহরিবাসর-তিথিতে প্রাণ সংশয়ের উপক্রম হইলেও কখনও ভোজন করিবে না। " একাদশী সহস্রৈ" বচনটী মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য জ্ঞাপকরূপেই জানিতে হইবে, উহা কখনও একাদশ্যাদি ব্রতের নিষেধক নহে। শুদ্ধা একাদশী-দিবসে মহাপ্রসাদকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া পরদিবস তাহাদ্বারা পারণ করাই শাস্ত্রের বিধি। শ্রীহরিবাসর-তিথিতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা যায় কিনা—এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইলে নীলাচলের ভক্তগণ মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

সর্ব্বব্রত-শিরোমণি, শ্রীহরিবাসরে জানি,
নিরাহারে করি জাগরণ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

জগন্নাথ-প্রসাদান্ন,　　ক্ষেত্রে সর্ব্বকালে মান্য,
পাইলেই করিয়ে ভক্ষণ।।
এ সঙ্কটে ক্ষেত্রবাসে,　　মনে হয় বড় ত্রাসে,
স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়ে প্রার্থনা।
সর্ব্ববেদ-আজ্ঞা তব,　　যাহা মানে ব্রহ্মা-শিব,
তাহা দিয়া ঘুচাও যন্ত্রণা।। (প্রেমবিবর্ত্ত)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

প্রভু বলে,—"ভক্তি-অঙ্গে,　　একাদশী মান ভঙ্গে,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রসাদ পূজন করি',　　পরদিন পাইলে তরি,
তিনি পরদিন নাহি রয়।।

❊　　❊　　❊　　❊

প্রসাদ ভোজন নিত্য,　　শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃত্য,
অপ্রসাদ না করে ভক্ষণ।
শুদ্ধা-একাদশী যবে,　　নিরাহারে থাকে তবে,
পারণেতে প্রসাদ ভোজন।।
অনুকল্প-স্থানমাত্র,　　নিরন্ন প্রসাদপাত্র,
বৈষ্ণবকে জানিহ নিশ্চিত।
অবৈষ্ণব জন যারা,　　প্রসাদ ছলেতে তারা,
ভোগে হয় দিবানিশি রত।।

❊　　❊　　❊　　❊

প্রসাদসেবন আর শ্রীহরিবাসরে।
বিরোধ না কর কভু বুঝহ অন্তরে।।
এক অঙ্গে মানে, আর অন্য অঙ্গে দ্বেষ।
যে করে নির্ব্বোধ সেই জানহ বিশেষ।। (প্রেমবিবর্ত্ত)

বৈষ্ণবগণের প্রসাদেই ভগবানের প্রসাদ লাভ হয়, বৈষ্ণবগণের অপ্রসাদে জীবের কোনপ্রকারেই মঙ্গললাভ হইতে পারে না

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ গুর্ব্বষ্টকের ৮ম শ্লোকে লিখিয়াছেন,—"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।" বৈষ্ণবগণকে অবজ্ঞা করিয়া কেহই মহাপ্রসাদ লাভের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। যাহারা মুখে আনুগত্য-স্বীকার-পূর্ব্বক অসদাচরণগুলিকেই 'সদাচার' বলিয়া লোকবঞ্চনা করেন, তাহারা কিরূপে মহাপ্রসাদের অধিকারী হইতে পারেন? অবৈষ্ণবের আনুগত্য করিলে কখনই কেহ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

শ্রীহরির প্রসাদ লাভ করিতে পারে না। ভক্তের মুখেই ভগবান্ ভোজন করেন। 'ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ।" ভক্তের প্রসাদলাভ করিয়া দেবর্ষি নারদ শ্রীল ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন,—

"উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।।"

"আমি দ্বিজগণের অনুমতিক্রমে তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রে সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট অন্ন একবারমাত্র ভোজন করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম।" শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট 'মহাপ্রসাদ' ও ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট 'মহা-মহাপ্রসাদ' গ্রহণ ব্যতীত দুর্ব্বার জিহ্বাবেগ দমনের অন্য কোন উপায় নাই।

শরীর অবিদ্যাজাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ম্মতি,
তাকে জেতা কঠিন সংসারে।।
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
সপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই।।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

ভজনের প্রকৃত পথ কি ?

ভজন-পথ সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রকারগণ, বিভিন্ন ধর্ম্মাচার্য্যগণ ও মুনি-ঋষিগণ তাঁহাদের বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কর্ম্মমার্গ, কেহ জ্ঞানমার্গ, আবার কেহ যোগ-মার্গাদির অনুশীলনকে ভজন-পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর ভজনের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,— "নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।"—ইহাই ভজনের প্রকৃত পথ।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন-লালসায় যে হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিলেন, তাহাতে আমরা প্রকৃত ভজন-পথের সন্ধান পাই। তিনি বলিলেন,—

হরেকৃষ্ণত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।

(শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টক)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে) 'হরেকৃষ্ণ' ইতি (হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নাম অর্থাৎ মহামন্ত্র গ্রহণে) স্ফুরিত রসনঃ (যাঁহার রসনা নৃত্যপরায়ণ) নাম গণনাকৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ (উচ্চারিত নামসমূহের সংখ্যা রক্ষণনিমিত্ত রচিত গ্রন্থিশ্রেণীতে বিভূষিত কটিসূত্রদ্বারা যাঁহার বামহস্ত উজ্জ্বল) বিশালাক্ষ (যাঁহার নয়নদ্বয় বিশাল) এবং দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ (যাঁহার আজানুলম্বিত ভুজযুগল সুদীর্ঘ অর্গল যুগলের বিলাসকর্ত্তৃক পূজিত অতিশয় রমণীয়া) সঃ (সেই) চৈতন্য (শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু) পুনঃ অপি (পুনঃ পুনঃ) কিং (কি) মে (আমার) দৃশোঃ পদং (নয়নপথ) যাস্যতি (প্রাপ্ত হইবেন)?

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী।। (শ্রীউপদেশামৃত)

নু (অহো) অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য (যাহার রসনা অবিদ্যারূপ পিত্তদ্বারা উত্তপ্ত অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত তাহার নিকট) কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতা অপি (সুমিষ্ট মিছরিও) রোচিকা ন স্যাৎ (রুচিপ্রদ হয় না) কিন্তু যদি আদরাৎ (আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) অনুদিনং (নিরন্তর) খলু সৈব (সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিছরির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়) তদ্‌গদমূলহন্ত্রী (এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়ভোগাদি ব্যাধিও উপশম হয়)।

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশ-সারম্।। (শ্রীউপদেশামৃত)

ক্রমেণ (ক্রমপন্থানুসারে) রসনা মনসী (কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য রুচিকর রসনাকে এবং কৃষ্ণভিন্ন অন্য চিন্তাপর মনকে) তন্নাম-রূপ-চরিতাদি (সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলার) সুকীর্ত্তনানু-স্মৃত্যোঃ (সম্যক্ কীর্ত্তনে এবং অনুক্ষণ স্মরণাদিতে) নিযোজ্য (নিযুক্ত করিয়া) তিষ্ঠন্ ব্রজে (জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাসপূর্ব্বক) তদনুরাগি-জনানুগামী (ব্রজবাসিগণের অনুগত হইয়া) কালং নয়েৎ (নিখিল কালযাপন করিবে) ইতি (ইহাই) অখিলং (সমস্ত) উপদেশসারম্ (উপদেশের সার)।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীও বলিয়াছেন,—

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন-বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ।।

(শ্রীশ্রীশচীসূন্বষ্টক)

যঃ প্রভু (মহাপ্রভু) জগতি (জগতে) ইমান্ (এই) গৌড়ীয়ান্ (গৌড়ীয়গণকে) নিজত্বে (নিজজনগণরূপে) পরিগৃহ্য (অঙ্গীকারপূর্ব্বক) তেভ্যঃ (তাহাদিগকে) জনক ইব (জনকের ন্যায়) ভোঃ (হে গৌড়ীয়গণ) গণন-বিধিনা (সংখ্যা সংরক্ষণপূর্ব্বক) এবং (এইপ্রকারে) 'হরেকৃষ্ণ' ইতি (হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি রূপ মহামন্ত্র) কীর্ত্তয়ত (কীর্ত্তন কর) ইতি প্রায়াং (এইরূপ) শিক্ষাং (শিক্ষা) পরিদিশন্ (প্রদান করিয়াছিলেন) [সেই] শচীসূনুঃ (শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি) পুনঃ (পুনরায়) কিং (কি) মে (আমার) নয়নশরণীং (নয়নপথ) যাস্যতি (প্রাপ্ত হইবেন)?

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিলেন,—

শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।।

কেহ কেহ স্মরণাদিসহ নির্জ্জন-ভজনের পক্ষপাতী। কিন্তু স্মরণও কীর্ত্তনের অধীন। "কীত্তনস্যাধীন স্মরণম্।"

"নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেনাপি স্মরণং কুর্য্যাৎ।"

শ্রীভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনই পরমসেবা। বেদ-পুরাণাদি পাঠ, গীত ও স্তুতি ইত্যাদি বহুপ্রকারে কীর্ত্তন হয় ; কিন্তু তন্মধ্যে সঙ্কীর্ত্তনই মুখ্য এবং ভজনের পথ। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সম্পত্তির আবির্ভাব হয় এবং ইহাই ধ্যানাদি অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

গীতায় শ্রীভগবান্ জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগাদি পন্থা অপেক্ষা ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান্ বলিলেন,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুনঃ।। (গীতা ৬।৪৬)

অর্থাৎ তপস্বিগণ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানিগণ অর্থাৎ শাস্ত্রবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও যোগী অধিক শ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার মত। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও। উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ যে সকাম কর্ম্মগত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সাঙ্খ্য-জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সকাম কর্ম্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যোগশূন্য তপস্যা, জ্ঞান বা কর্ম্ম কিছুই ভাল নয়। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

কিন্তু ইহার পরে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।

(গীতা ৬।৪৭)

যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাতে আসক্ত, মনদ্বারা আমাকে ভজন করেন, তিনি সকলপ্রকার যোগিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার মত।

এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"যতপ্রকার যোগী আছে তন্মধ্যে ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভজন করেন, তিনি যোগিগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম কর্ম্মীকে যোগী বলা যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ যোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা —ইঁহারা যোগী। বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয়। যোগ—একটী সোপানময় মার্গবিশেষ। সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। নিষ্কাম কর্ম্মযগে ঐ সোপনের প্রথম ক্রম। তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপে জ্ঞানযোগ হয়। তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগরূপে তৃতীয় ক্রম হয়। তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থক্রম হয়।"

অতএব ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে,—ভজনের প্রকৃত পথ ভক্তি। ভক্তি নয় প্রকারের।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।"

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।"

নববিধা ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তন ব্যতীত অপর আটটী ভক্তি হইতেছে 'অবলা', আর কীর্ত্তন হইতেছে 'সবলা'। এই সবলা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয়েই অপর অষ্টবিধা ভক্তি সজীব হইয়া থাকে।

যদ্যপ্যন্যা ভক্তি কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব। স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্।।" (ভঃ সঃ)

কলিতে অন্যপ্রকার ভক্তির আচরণ করিতে হইলে তাহা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেই করা কর্ত্তব্য। স্বতন্ত্রভাবে নামকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রশস্ত, অর্থাৎ ভজনের প্রকৃত প্রশস্ত পথ। "পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।"

শ্রুতি একমাত্র শব্দব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই শব্দব্রহ্ম

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

নামের অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনই মানবের পরমধর্ম্ম বা ভজনের প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

অনেকেই যোগকেই ভজনের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যোগপন্থাতে প্রাণায়াম প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। যোগপদ্ধতিতে যে প্রাণায়াম অনুশীলন করা হয়, তাহা যোগের প্রাথমিক স্তর। পরমাত্মার ধ্যান তাহার পরবর্ত্তী স্তর। নানাপ্রকার জড়সিদ্ধি-লাভ হইতেছে আর একটু উন্নত একটী স্তর। কিন্তু সরাসরিভাবে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং তাঁহার নির্দ্দেশ গ্রহণ করা হইতেছে সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধি। যোগীপুরুষ যোগপন্থাতে আটপ্রকারের যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, যথা—

অনিমা লঘিমা প্রাপ্ত প্রাকাম্য মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশীত্বঞ্চ তথা কামাবশয়িতা।।

(নারদ পঞ্চরাত্র ২।৮।২)

দেহের সিদ্ধি তিনপ্রকার,—অনিমা, লঘিমা ও মহিমা (অর্থাৎ যোগপ্রভাবে বড় হইয়া যাওয়া, ছোট হইয়া যাওয়া এবং বায়ু অপেক্ষাও হাল্কা হইয়া যাওয়া)।

ইন্দ্রিয়ের তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে সম্বন্ধসিদ্ধি—'প্রাপ্তি'। শ্রুতিদৃষ্ট-বিষয়ে ভোগদর্শন সামর্থ্য সিদ্ধি হইতেছে—'প্রাকাম্য' (অর্থাৎ ইহাতে যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করিবার ক্ষমতা হয়)।

মায়াশক্তি-প্রেরয়িতা সিদ্ধি—'ঈশিতা'। বিষয়ভোগে অসঙ্গসিদ্ধি—'বশিতা'। আর কামনার বিষয়ীভূত সুখ প্রাপয়িতা সিদ্ধি—"কামাবশয়িতা" (ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিবার ক্ষমতা এবং ইচ্ছামত পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিবার ক্ষমতা)। কিন্তু কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে সমস্ত যোগ অনুশীলন করা যায়।

অনেকে ধ্যানের পথ অবলম্বনের পক্ষপাতী। কিন্তু ধ্যানের পন্থা সম্ভব ছিল সত্যযুগে। কলিযুগে যদি কেহ প্রকৃষ্ট ধ্যান বা যথার্থ যোগসিদ্ধি লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেই হইবে। কারণ, যতপ্রকার ভজন-সঙ্কেত বা ভজন-পথ রহিয়াছে, তন্মধ্যে হরিনামই সংক্ষিপ্ত সারস্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃত ভজন-পথ।

নৌকা দাঁড়ের জোরে চলিতে থাকে, কিন্তু যেখানে জলের প্রবল স্রোত সেখানে স্রোতের নিকট দাঁড়ের জোর পরাভূত হয়। সেইরূপ সাধক সময়ে সময়ে ধ্যান, প্রত্যাহার ও ধারণারূপ অনেকপ্রকার দাঁড়ের দ্বারা তাঁহার মানস-তরণীকে কূলে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করেন অর্থাৎ উহাকেই ভজনের পথ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু রাগরূপ প্রবল স্রোতের জোরে তিনি কোথায় যে তলাইয়া যান, তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন না, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ে নিক্ষিপ্ত হন। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

সৌভরি ঋষি। সৌভরি ঋষি ষাট হাজার বৎসর জলের মধ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু জলমধ্যে মীনের ক্রীড়া দেখিয়া তাঁহার সংসারে আসক্তি হয়। তিনি মান্ধাতার পঞ্চাশটী কন্যাকে বিবাহ করেন।

কিন্তু বৈষ্ণব-সাধনমার্গের যে রাগমার্গ তাহা ইষ্টবিষয়ে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা। ইহাকেই 'রাগ' বলা হয়। যে স্নেহহেতু পরিস্ফুট দুঃখজনক বস্তুও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ লেশবশতঃ সুখজনক হয় এবং প্রাণব্যয়েও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি করা হয়, সেই স্নেহই 'রাগ' বলিয়া কথিত হয়। এই রাগমার্গদ্বারাই সাধক নিশ্চয়রূপে অবিলম্বে বৈকুণ্ঠরাগ প্রাপ্ত হইবেন। চিত্তচাঞ্চল্য ভক্তিসাধনের প্রধান বিঘ্ন। সুতরাং ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়রাগকে ভগবদ্রাগরূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভক্তিতত্ত্বে স্থির হয়। এই ভজনই ভগবৎ-কৃপালাভের একমাত্র পথ। ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ ঘটিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্।।

আমরা যে মতবাদই গ্রহণ করি না কেন অথবা যে কোন পথ অবলম্বন করি না কেন, তাহা যদি শ্রুতি-স্মৃতি-পঞ্চরাত্রের প্রমাণদ্বারা সমর্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নহে। ঐ সকল পথগুলি বা মতবাদগুলিই শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত না হইলে তাহা কেবল উৎপাতের সৃষ্টি করে।

পূর্ব্বে ভক্তির কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটী সোপান। এই চারিটী সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়। প্রেমোদয়ের ক্রম হইতেছে,—১। শ্রদ্ধা, ২। সাধুসঙ্গ, ৩। ভজনক্রিয়া, ৪। অনর্থনিবৃত্তি, ৫। নিষ্ঠা, ৬। রুচি, ৭। আসক্তি, ৮। ভাব (স্থায়িভাব) ও ৯। প্রেম।

শ্রীগোকুলই প্রেমসাধনের প্রকৃষ্ট স্থান। তথায় নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তন, তাঁহার লীলাগান ও তাঁহার লীলাস্থলীতে সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ ভজন করিতে থাকিলে সত্বর সেই প্রেমধন লাভ হয়। নামসঙ্কীর্ত্তনই ভক্তির ফল। নিরপরাধে নাম লইলে প্রেমধন অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

এ সম্বন্ধে সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটী শ্লোক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন,—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।। (ভাঃ ২।১।১১)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

হে রাজন্! যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম যোগীপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণকর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে।

দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত আপনার পূর্ব্বজন্মসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনজনিত সৌভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ।।

(ভঃ ১।৬।২৭)

অনন্তর আমি লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া সেই অনন্তের নামোচ্চারণ ও তাঁহার পরম গোপ্যা মঙ্গলময়ী বিবিধ লীলা স্মরণ করিতে করিতে প্রহৃষ্টমনে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং কবে ভগবানের পার্ষদ হইব, সেই শুভসময়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। হৃদয় হইতে মদ, মাৎসর্য্য ও নিখিল বাসনাই বিদূরিত হইয়া গেল।

দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম শ্রীযমরাজ যমদূতগণকে উপদেশদানছলে নামগ্রহণের সর্ব্বোৎকর্ষতা অর্থাৎ নামগ্রহণই যে একমাত্র প্রকৃত পথ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন,—

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।। (ভাঃ ৬।২।১৪)

অন্যবস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই হউক, কাহাকেও উপহাস করিবার ছলেই হউক, গীতালাপ পূরণের জন্যই হউক, অথবা অশ্রদ্ধার সহিতই হউক, বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবানের নাম গ্রহণ করিলেই অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়—ইহা শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ মহাজনগণ জ্ঞাত আছেন। তিনি পুনরায় বলিয়াছিলেন,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।। (ভাঃ ৬।৩।২২)

নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, এই পর্য্যন্তই ইহজগতে জীবসকলের পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত।

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণইয়ায় মুক্তিম্।। (ভাঃ ৬।৩।২৪)

অতএব শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নামসকলের সম্যক্ কীর্ত্তনই যে জীবের

পাপহরণে উপযোগী, তাহা নহে। নিরপরাধে তদীয় নাম-গুণাদির অসম্যক্ উচ্চারণ বা নামাভাসেই ঐ পাপহরণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অজামিলই তাহার দৃষ্টান্ত। সেই মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে অসুস্থচিত্তে "নারায়ণ" বলিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করিয়াও বিষ্ণুস্মৃতিক্রমে মুক্তিলাভ করিল।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন,—

কলের্দ্দোষনিধেরাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্‌গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ।।

(ভাঃ ১২।৩।৫১)

হে রাজন্! সর্ব্বদোষাশ্রয় কলিযুগের ইহাই একমাত্র মহাগুণ যে, মানবগণ এইযুগে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনহেতুই মায়াবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণনাম-স্তোত্রে বলিয়াছেন,—

"অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনামসংশ্রয়ামি।"

সুতরাং—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

"দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার।।
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ।।
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত 'এব'-কার।।"
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের অন্য কোন বিকল্প নাই। হরিনাম ব্যতীত নামে প্রীতি আর অন্য কোন সাধনই দিতে পারে না। ইহাই ভজনের প্রকৃত পথ।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী



ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩০ পৃষ্ঠার পর]

এখনও প্রাতররুণ-রাগে পূর্ব্বাঞ্চল রঞ্জিত হয় নাই, নক্ষত্রপুঞ্জ স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে মাত্র, প্রাতঃসমীরণ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, পক্ষিকুল নিদ্রাভঙ্গে পক্ষ বিধূনন করিয়া কেবল প্রথম ডাক ডাকিয়া উঠিয়াছে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রাতঃক্রিয়া সমাপনানন্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। শিবিকা প্রস্তুত হইল। কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে সাধারণ ভদ্রবেশ ধারণ করাইয়া সঙ্গে লইয়া তদন্তে বহির্গত হইলেন।

প্রথমে খণ্ডগিরি যাত্রা করিলেন। খণ্ডগিরির সানুদেশে অনেকগুলি বিচিত্র গুহা আছে। সেইসকল গুহার মধ্যে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, যোগী প্রভৃতি অনেক চিরবৈরাগ্য-ব্রতাবলম্বী সাধক অবস্থান করেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রত্যেকের সহিত আলাপ করিয়া বিষকিষণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষকিষণের সর্ব্বব্যাপী নাম,—বিষকিষণকে না চিনে কে? তাঁহারা সকলেই বিষকিষণ-প্রেরিত মালিকাযুক্ত এক এক খণ্ড তালপত্র ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হস্তে প্রদান করিলেন ; কহিলেন,—"বিষকিষণ আমাদিগকে তাঁহার সহিত যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু আমাদের সে সময় নাই, আমাদের দ্বারা তাঁহার কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই বলিয়া পাঠাইয়াছি। সেই অবধি তিনি আমাদের আর কোন সংবাদ পাঠান নাই। এখন তিনি কি অবস্থায় ও কি ভাবে আছেন, আমাদেরও সে সংবাদ লইবার অবসর নাই, আমরা নির্জ্জন-প্রয়াসী।"

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কহিলেন,—"আপনাদিগের কোন চিন্তা নাই—আর উত্যক্ত করিতে কেহ আসিবে না।"

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খণ্ডগিরি হইতে প্রত্যাগত হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামের প্রতি গৃহদ্বারে গিয়া গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; বিষকিষণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পল্লীবাসীর কথায় বুঝিলেন, তাঁহারা বিষকিষণের উপর যে বিশেষ বিরক্ত, তাহা নহে ; তিনি যা করেন করুন, তাহাতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই ; তবে তাঁহাদের স্ত্রী-কন্যার প্রতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করেন, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। সকলেই স্ব-স্ব গৃহ হইতে একখণ্ড মালিকাযুক্ত তালপত্র বাহির করিয়া দিল। সকলেরই মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বিষকিষণ অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। সে গ্রামেও বিষকিষণ-প্রেরিত অনেক মালিকা প্রাপ্ত হইলেন এবং বিষকিষণ-সম্বন্ধে তৎ-পল্লীবাসিগণের হৃদয়ভাব অবগত হইলেন। নিরশনে সমস্ত দিন ঘুরিয়া সন্ধ্যাকালে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপ চারি পাঁচ দিন ঘুরিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত জনপদ

অনুসন্ধান করিলেন, সকল জনপদেই বিষকিষণ-প্রেরিত মালিকা প্রাপ্ত হইলেন। দূর গ্রামান্তরেও অনুসন্ধান করিলেন, সে-স্থানেও বিষকিষণের মালিকা প্রেরিত হইয়াছে। পুরী, কটক, যাজপুর এলাকাভুক্ত সমস্ত থানায় সংবাদ দিয়া লোক পাঠাইয়া জানিলেন, সেই সকল থানার অধীন গ্রামসমূহেও মালিকা প্রেরিত হইয়াছে। উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত গ্রামেই বিষকিষণের মালিকা পৌঁছিয়াছে। এইরূপ অনুসন্ধানে প্রায় পক্ষকাল অতিবাহিত হইল। তদন্তে এইরূপ বুঝিলেন, বিষকিষণ যে মহাবিষ্ণুর (?) অবতার এবং হিন্দু-সাম্রাজ্য উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, সেকথা সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর বিশ্বাস করে।

পরদিন প্রত্যূষে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রায় শতাধিক সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরী, পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও দুইজন পুলিশ-ইন্‌স্পেক্‌টর লইয়া ও একাম্রকাননাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বালিহন্তা পুলিশ-ষ্টেশনে এই মর্ম্মে পরোয়ানা পাঠাইয়া গেলেন যে,—'ত্রিশ জন পুলিশ-প্রহরী খাজানা লইয়া পুরী হইতে কটক গিয়াছে, তাহাদের আজ ফিরিবার কথা, তাহাদের যেন আটক করিয়া রাখা হয়। প্রয়োজন হইলে তাহারাও আসিয়া সাহায্য করিতে পারে।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সদলবলে যখন একাম্রকাননে পৌঁছাইলেন তখন কেবল প্রভাত হইয়াছে মাত্র। বিষকিষণ সেইরূপ যজ্ঞানল-সম্মুখে বসিয়া মুদ্রিতনেত্রে সুর করিয়া দুলিয়া দুলিয়া স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে। প্রায় সহস্রাধিক লোক কানন ব্যাপ্ত করিয়াছে। শতাধিক ব্যক্তি বিষকিষণকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। তাঁহারা উপস্থিত হইলে বিষকিষণ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চাহিল—চাহিয়াই আর চক্ষু নিমীলিত করিতে পারিল না,—বন্দুক, সঙ্গীন ও লোহিত উষ্ণীষধারী অগণ্য মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়াই তাহার চক্ষু স্থির!—চক্ষের আর পলক পড়ে না! মণ্ডলিবদ্ধ উপবিষ্ট ভক্তগণ ভয়ে কোলাহল করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, কেহ কেহ ছুটিয়া গ্রামের দিকে পলাইতে লাগিল, কেহ কেহ কি হয়, দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া কাষ্ঠপুত্তলীবৎ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচার হইয়া পড়িল, অবতার বিষকিষণকে ধরিবার জন্য সরকার হইতে ফৌজ আসিয়াছে। যাহাদের বড় ভয়, তাহারা ঘরের বাহির হইল না ; যাহাদের ভয়ের অপেক্ষা কৌতূহল-বৃত্তি প্রবল, তাহারা দলে দলে ছুটিয়া দেখিতে আসিল। কেহ কেহ ছুটিয়া পলাইতেছে, কেহ কেহ ছুটিয়া আসিয়া দেখিতেছে, এইরূপ দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি, চেঁচামেচি,ঠেলাঠেলিতে একাম্রকানন হঠাৎ এক বৃহৎ মেলাপ্রাঙ্গন হইয়া উঠিল।

বিষকিষণ সহসা কোন কথা বলিতে পারিল না। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার শিরায় তীব্রবেগে তড়িৎপ্রবাহ বহিতেছিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"বাবু! একি এ!"

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

ঠাকুর—আপনাকে লইতে আসিয়াছি। সরকারের হুকুম আপনাকে পুরীক্ষেত্রে গিয়া থাকিতে হইবে।

বিষকিষণ রুষ্টভাবে কহিল,—"সরকার কে?—আমি মানি না। কাহারও সাধ্য নাই আমাকে এস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়।"

ঠাকুর—আপনি সহজে না যান, আমরা আপনাকে লইয়া যাইতে বাধ্য করিব।

"যাও—দেখি কাহার কেমন ক্ষমতা।" এই বলিয়া বিষকিষণ মস্তক আন্দোলন করিতে লাগিল, লটপট করিয়া জটাজুট ফণিনীর মত দুলিতে লাগিল—তাহা হইতে তীব্রবেগে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। আরক্তিম চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। সকলেই স্তম্ভিত নির্ব্বাক্। কে বিষকিষণকে স্পর্শ করিবে? কে সহজে জীবনের মায়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত? সকলে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, কি জানি অগ্নিজিহ্বা আসিয়া যদি গাত্রলেহন করিয়া ফেলে! সকলেই প্রমাদ গণিতে লাগিল। পুলিশ-প্রহরিগণ হয়ত মনে মনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অভিসম্পাত করিতেছিল—"ডাকিয়াও এমন বিপদ আনে?"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্থির গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"বিষকিষণ, তুমি ইন্দ্রজাল-প্রদর্শন ত্যাগ কর, তোমাকেই পুরী যাইতেই হইবে।"

বিষকিষণ—"আমি যাইব না, ক্ষমতা থাকে আমাকে লইয়া যাও।"

ঠাকুর—ভাল তাহাই হউক।

তখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চারিজন প্রহরীকে আদেশ করিলেন,—"শীঘ্র গ্রাম হইতে একখানি গো-শকট আনয়ন কর।"

তৎক্ষণাৎ চারিজন প্রহরী শকট-অন্বেষণে দ্রুতপদে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কহিলেন,—"দেখ বিষকিষণ! তুমি ঈশ্বর সাজিয়া বসিয়াছ, তোমার স্পর্দ্ধা বড় গুরুতর! তোমার আচরণে ভগবান্ তোমার উপর অসন্তুষ্ট, তোমার দণ্ড অবশ্যম্ভাবী, এখনও দুর্ম্মতি ত্যাগ কর।

বিষকিষণ রুষ্টভাবে কহিল,—"তুমি এখনও বুঝিলে না, আমি কে? তুমি যখন পুনঃ পুনঃ আমাকে অগ্রাহ্য করিতেছ, তখন তোমার আর অব্যাহতি নাই। আমি এখনও তোমায় ক্ষমা করিলাম ; কিন্তু আর আমার ধৈর্য্য থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তুমি নিরস্ত হইবে কি না?"

ঠাকুর—তুমি নিরস্ত না হইলে আমি নিরস্ত হইব না। ভগবান্ তোমার ভয়ঙ্কর দুরাকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতে বসিয়াছেন, আমি যন্ত্র-মাত্র। তোমার পুরী যাইতেই হইবে। তোমার আর কোন আপত্তি শুনিতে পারিব না।

বিষকিষণ—তুমি আমার ক্রোধকে ভয় কর না? আমার ক্রোধাগ্নি একবার

জ্বলিলে ত্রিভুবন ভস্মীভূত হইবে। কেবল সমগ্র জগতের উপর করুণা করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতেছি।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হাসিয়া কহিলেন,—"ইচ্ছা হয় পুরী গিয়া সে ক্রোধ দেখাইবেন, আপাততঃ পুরী যাইতেই হইতেছে! ঐ গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আপনি স্ব-ইচ্ছায় উঠিবেন, না শান্ত্রীদিগকে বলিব, আপনাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিবে।"

গো-শকট সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষকিষণ কহিল,—"তুমি একদিন আমার ভক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, ভক্তের কথা রাখিতে হয়। আচ্ছা চল, পুরী যাইব।"

বিষকিষণ শকটারোহণ করিল। শকট চলিল, সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরিগণ শকট বেষ্টন করিয়া চলিতে লাগিল। তখন জনতা-মধ্য হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে "বিষকিষণের জয়!", "মহাবিষ্ণুর অবতারের জয়!" রব উত্থিত হইয়া একাম্রকানন মুখরিত করিয়া তুলিল। লক্ষ লক্ষ লোক হাহাকার রবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরদিগকে সেই সঙ্গে যাইতে আদেশ করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও আর্‌ভীন্ সাহেব অন্য পথে শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। সেইদিন বৈকালে তাঁহারাও পুরী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আজ পুরীর ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য। কেহ বিষকিষণের পরিণাম জানিবার জন্য কৌতূহলপরবশ আসিয়াছে, কেহ বিষকিষণের উপর কোন দণ্ড না হয়—প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছে, কেহ কেহ বিষকিষণের অদ্ভুত যোগ-কৌশল দেখিতে আসিয়াছে! এইরূপে অগণ্য মনুষ্যপুঞ্জে সমুদ্র-তীর হইতে আদালত-প্রাঙ্গণ অবধি সমস্ত ভূভাগ পরিপূর্ণ। শ্রীপুরীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-ভিন্ন এত লোকসংঘট্ট প্রায় দেখা যায় নাই। মনুষ্যকণ্ঠের কলরবে বিপণি-ক্ষেত্রের ন্যায় সমস্ত স্থান কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে!

বিষকিষণ সপ্তাহকাল হাজতে অবরুদ্ধ আছে। একদিন বৈকালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিষকিষণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হাজতে উপস্থিত হইলেন। শুনিলেন, বিষকিষণ যেদিন হইতে একাম্রকানন ত্যাগ করিয়াছে, সেইদিন হইতে এ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র জলস্পর্শ করে নাই। হাজত-গৃহে প্রবেশ করিয়াই যেখানে প্রথম উপবেশন করিয়াছিল, এ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই বসিয়া আছে, একবার শয়নমাত্র করে নাই। নিদ্রিত হইয়া দিবানিশি একইভাবে বসিয়া আছে! ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিষকিষণ কেমন আছ?"

বিষকিষণ জানু-সংলগ্ন মুখমণ্ডল একবার উত্তোলন করিয়া দেখিয়া পুনরায় জানু-মধ্যে মুখ লুকাইল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনরপি কহিলেন,—"শুনিলাম এ পর্য্যন্ত কিছু খাও নাই, কিছু খাইবে?—আমি নিজে আনিয়া দিতে পারি, অথবা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

কোন ভাল ব্রাহ্মণ দিয়াও আনাইতে পারি। কিছু খাও, না খাইয়া কতদিন এমন করিয়া বাঁচিবে।"

বিষকিষণ এবার উত্তর করিল, বলিল,—"তোমাদের হাত হইতে যতদিন অব্যাহতি না পাই, এইরূপেই যাইবে।"

ঠাকুর—"তুমি পবিত্রভাবে যাহাতে থাকিতে পার ও খাইতে পাও, তাহার আমি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি। তুমি কেন এত কষ্ট পাইবে?"

বিষকিষণ—তুমিই ত' আমার সকল কষ্টের কারণ।

ঠাকুর—এখনও তুমি তোমার অন্যায় সঙ্কল্প ত্যাগ কর, তোমার বিচার সত্বরেই হইবে। তুমি অবতার সাজিয়া জগৎকে প্রতারিত কর, অনর্থক প্রজা হত্যা কর, ইহা ভগবদিচ্ছা নহে। তুমি তোমার ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি কর, ভগবানের কোপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, আবার বলিতেছি,—শান্তভাবে চল, ভগবানের ভজন কর।

বিষকিষণ রুষ্টভাবে কহিল,—"তোমাদের যাহা সাধ্য হয় কর। এখনও কিছু বলিতেছি না, দেখি তোমরা কতদূর কি করিতে পার। ব্রহ্মা, শিব তোমার পক্ষ হইয়া আসিলেও তোমার নিষ্কৃতি নাই। তুমি এখনও শরণাগত হও, নচেৎ আর রক্ষা নাই!" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হাসিয়া কহিলেন,—'এখনও যদি তোমার দুর্ব্বুদ্ধি না যায়, আর কি বলিব! বুঝিলাম, ভগবান্ আর তোমাকে মার্জ্জনা করিতেছেন না।

বিচারের দিন সমাগত। প্রায় বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে ; হাজতখানা হইতে সশস্ত্র প্রহরিবেষ্টিত বিষকিষণ বহির্গমন করিয়া ধর্ম্মাধিকরণ-মণ্ডপে পুনঃপ্রবেশ করিল।

বিষকিষণ বিচারকের সম্মুখে নীত হইল। উড়িষ্যার অনেক সম্ভ্রান্ত প্রজা সমবেত হইয়া বিষকিষণের পক্ষ-সমর্থনের জন্য বিশিষ্ট উকীল নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

সেদিন বাদ-প্রতিবাদ কিছু হইল না, কেবল দুই এক জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইল। সরকারী উকীল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন এবং আইনের দ্বারা নির্ব্বাচন করিলেন। সেদিন ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতেই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সেদিনের মত মোকদ্দমা মুলতুবী রহিল। এক সপ্তাহ পরে আবার দিন পড়িল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিচারমঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন। বিষকিষণকে হাজতে লইয়া যাইবার জন্য প্রহরিগণ উদ্যোগ করিল, বিষকিষণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"বাবু! এখনও তুমি নিরস্ত হইলে না? তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—গৃহে গিয়া দেখ তোমার কি সর্ব্বনাশ হইতেছে—আমার ক্রোধ উদ্দীপন করিও না।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কোন উত্তর করিলেন না, গন্তব্য-পথে চলিয়া গেলেন। বিষকিষণ আবার হাজতে নীত হইল।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাসায় গিয়া দেখেন, তাঁহার আত্মজা ভয়ানক পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছে—উঠিতে নড়িতে পারিতেছে না, ঘন ঘন সংজ্ঞা লোপ পাইতেছে, কখনও অব্যক্ত চীৎকার করিয়া কোন শারীরিক ভীষণ যন্ত্রণার পরিচয় দিতেছে, কখনও অসহ্য যন্ত্রণায় চৈতন্য হারাইতেছে। গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। ঠাকুরকে দেখিয়া পরিবারবর্গ অধিকতর ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মনে মনে ভাবিলেন,—ইহা কি বিষকিষণের অভিসম্পাৎ? এ যদি তাহারই কার্য্য হয়—হউক, তা বলিয়া সত্য-পথ হইতে বিচলিত হইতে পারিব না। শ্রীভগবানের যাহা ইচ্ছা হউক—তাঁহার পাদপদ্মে মতি ও সত্যের সেবাই মঙ্গল—অন্য শুভাশুভ বুঝি না।"

ঠাকুর বাটীর সকলকে হরিকথা শুনাইয়া আস্বস্ত করিলেন। চিকিৎসক আসিলেন, রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। চারি পাঁচ দিনের মধ্যে শিশুসন্তান আরোগ্য লাভ করিল।

পুনঃ বিচারের দিন উপস্থিত হইল। সাক্ষ্য গৃহীত হইল। উভয়পক্ষীয় উকীলের বাদানুবাদ বাগ্‌বিতণ্ডা হইল—সাক্ষীর জেরা হইল। সেদিনও মোকদ্দমা শেষ হইল না। আবার পরদিনের জন্য মুলতুবী রহিল।

কাছারী ভঙ্গের সময় বিষকিষণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে লক্ষ্য করিয়া তীব্রভাষায় উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"তোমার গৃহে কি হইয়াছিল, বুঝিতে পারিয়াছ কি? এখনও চৈতন্য হইতেছে না? পুনঃ-পুনঃ তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম, তথাপি তোমার শিক্ষা হইল না! আর কি করিব বল? আমার কাল শেষ বিচারের দিন, তোমারও কাল শেষ দিন! কাল তোমার সমস্ত বল হরণ করিব। অবতারের অবহেলায় সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাল হইবে। কাল কেমন করিয়া বিচারাসনে বসিয়া হুকুম দাও দেখিব।"

বিষকিষণ পুনরায় হাজতে নীত হইল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কাছারীর বেষ পরিত্যাগ করিবার সময় সহসা তাঁহার দক্ষিণ বক্ষে একটা ফিক্ বেদনা বোধ হইল। ক্রমে যত রাত্রি হইতে লাগিল, ততই বেদনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যন্ত্রণাও অসীম। বুঝিলেন, ইহাও বিষকিষণের কৌশল। তজ্জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সত্যের একনিষ্ঠ সেবক নির্ভীক ও অটল। যখন তিনি সত্য আশ্রয় করিয়া আছেন, তখন তিনি পার্থিব কোন অশুভ ঘটনাতেই কাতর নন। তিনি কিছুতেই প্রবঞ্চককে শ্রীভগবানের অবতার বলিতে পারিবেন না। যে ব্যক্তি কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরকে জীব এবং চতুর্দ্দশভুবনাধিপতি ভগবান্‌কে ভক্তমাত্র এবং অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথবিগ্রহকে কাঠ প্রভৃতি বলিয়া রসনা কলঙ্কিত করে ও নিজকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতে পারে, তাহার যে কোন ক্ষমতা থাকে থাকুক—সে ব্যক্তি অমার্জ্জনীয় অপরাধী!!

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

চিকিৎসক ডাকিতে লোক গেল। চিকিৎসক আসিয়া কিছু ঔষধ সেবন করিতে দিলেন এবং একটা বেদনার উপর মালিশ করিতে দিয়া গেলেন। সমস্ত রাত্রি বক্ষে ও পৃষ্ঠে গরম জলের সেক দেওয়া হইল। ব্যারাম হইয়াছে হউক, দুই চারি দিন ভুগিতে হয় হইবে, কিন্তু আগামীকল্য যে রায় দিবার কথা! ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অসুস্থ হইয়া অনুপস্থিত হইলেই বিষকিষণ আত্মক্ষমতা প্রচার করিবার অবসর পাইবে। সমগ্র প্রজার মনের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, বিষকিষণের স্বার্থসিদ্ধির অধিকতর সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে। অনেকেই শুনিয়াছে, বিষকিষণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে শাসাইয়াছে!

রাত্রি ত' একভাবেই কাটিয়া গেল। প্রভাত হইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেন। কিন্তু নড়িতে বক্ষে দারুণ বেদনা বোধ হইতে লাগিল। কি করিয়া কাছারী যাইবেন, না গেলেও নয়! আবার বক্ষে-পৃষ্ঠে উষ্ণ জলের সেক্ দেওয়া হইল, ঔষধ মালিশ করা হইল। প্রায় বেলা দশটার সময় একটু উপশম বোধ করিলেন। হাত পা বেশী নাড়িতে না পারুন, শিবিকা করিয়া গিয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিবেন—ইহাই যথেষ্ট। বুকে-পিঠে ফ্লানেল জড়াইয়া কাছারীর বেষ পরিধান করিলেন। অতঃপর শিবিকা করিয়া কাছারী গিয়া উপস্থিত হইলেন। গতকল্য রায় লেখা প্রস্তুত ছিল, আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া সন্তর্পণে নাম সহি ও আদেশ পাঠ করিয়া পেস্কারকে প্রদান করিলেন। কাছারী লোকারণ্য, সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কি হয়, কি হয়?

বিষকিষণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"আপনার শরীর কেমন বুঝিতেছেন?"

তখন বুক-পিঠ ফাটিয়া যাইতেছিল। ঠাকুর কোন উত্তর করিলেন না।

বিচারে বিষকিষণ দোষী সাব্যস্ত হইল। রায় পাঠ শেষ হইল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিষকিষণকে কহিলেন,—"তুমি মহামান্যা মহারাণীর রাজকীয় শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া প্রজামণ্ডলীকে উত্তেজিত করিতেছিলে। সেই অপরাধে দণ্ডবিধি আইন অনুযায়ী তোমাকে আঠার মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া হইল।"

সংক্ষুব্ধ সাগরের মত বিরাট্ জনতা হইতে হাহাকার রব উঠিল। "অবিচার! অবিচার!"-শব্দে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কাছারী ভঙ্গের পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাসায় আসিলেন ; আশ্চর্য্যের বিষয় শরীরে আর কোন বেদনা নাই! হাঁটিয়াই বাসায় আসিতে পারিলেন।

বিষকিষণকে হাতকড়ি দিয়া কাছারী-গৃহ হইতে বাহিরে আনা হইল। বিষকিষণ ম্রিয়মাণ—বাঙ্‌নিষ্পত্তি-শূন্য! বিষকিষণকে কয়েদীর বেশ ধারণ করাইতে হইবে। গুম্ফ, শ্মশ্রু, জটা উচ্ছেদ করিতে হইবে ; দেশীয় লোকের কাহারও সাহস হয়

না যে, কেহ তাহার জটা স্পর্শ করে। সকলে রব তুলিয়া দিল, যে বিষকিষণের জটা স্পর্শ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যাইবে। দেশীয় লোক ভয়ে পিছাইতেছে দেখিয়া পুরীর ডাক্তার সাহেব অগ্রসর হইলেন। কাছারী-প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে, বিষকিষণের সহস্র সহস্র অনুগত ভক্তের সমক্ষে ডাক্তার সাহেব বিষকিষণকে বসাইয়া কাঁচি দিয়া তাহার জটা-জুট ছেদন করিলেন। তখন দেশীয় লোক আসিয়া কেশাদি মুণ্ডন করিয়া দিল। সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। সেইস্থানেই বিষকিষণকে কয়েদীর বেষ পরাইয়া দেওয়া হইল। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় প্রহরি-বেষ্টিত বিষকিষণ কারাগৃহে নীত হইল।

নির্ম্মৎসর ভাগবত-ধর্ম্মের নিত্যসিদ্ধ সেবকবর শ্রীচৈতন্য-নিজজন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের নিকট কৃত্রিম অবতারের ইন্দ্রজাল, যোগীর যোগবিভূতি ও গণবাদের সমর্থন কিছুই মোহ-বিস্তার করিতে পারিল না।

❋❋

ভাগবত-পরিচয়

দ্বাপরের অন্তে যবে,　　কৃষ্ণ ছেড়ে এই ভবে,
স্বধামেতে করিল প্রয়াণ ।
জ্ঞান, ধর্ম্ম ল'য়ে সাথে,　　গ্রন্থরূপী ভাগবতে,
কলিকালে কৈল অধিষ্ঠান।। ১ ।।
যারা মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে,　　দিব্য চক্ষু হারাইয়ে,
অন্ধকারে দিশাহারা ছিল।
তা'দের দেখা'তে পথ,　　চড়িয়া ব্যাসের রথ,
পুরাণার্ক জগতে উদিল।। ২ ।।
তত্ত্বজ্ঞান-শূন্য নরে,　　ভক্তিপ্রদানের তরে,
অনর্থেরে করিতে বিনাশ।
বিজ্ঞবর ব্যাসদেব,　　বুঝাইতে মূর্খসব,
ভাগবত করিলা প্রকাশ।। ৩ ।।
অমলপুরাণ-শ্রেষ্ঠ,　　বৈষ্ণবের অতি প্রেষ্ঠ,
পারমহংস্য-জ্ঞানের আধার।
বৈরাগ্যের সহজ্ঞান,　　নৈষ্কর্ম্ম্যের অভিজ্ঞান,
এ সবার অনন্ত ভাণ্ডার।। ৪ ।।
কল্যাণের, কারুণ্যের,　　শুদ্ধাধার বাস্তবের,
সংসার-সিন্ধুর যাহা সেতু।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

এ হেন অমূল্য ধন, তাতে মোর প্রাণমন,
থাকে যেন মঙ্গলের হেতু।। ৫।।
কৈতবতা, মৎসরতা, যাহা হ'তে অপসৃতা,
ত্রিতাপের জ্বালা যাতে ক্ষয়।
শিবদ, শুভদ যাহা, মহামুনি-কৃত তাহা,
যাহা হ'তে পাপ নাশ হয়।। ৬ ।।
সে-গ্রন্থ আশ্রয় যার, প্রয়োজন কিবা তার,
অন্য দেবে করিতে পূজন।
যাঁহার স্মরণে হয়, ভবনাশ, তাপক্ষয়,
কৃষ্ণ সদা হৃদে বদ্ধ হন।। ৭ ।।
নিগম তরুর ফল, পারিজাত পরিমল,
রসময় অমৃতের সার।
শুক-মুখ-রস-স্পৃষ্ট, যাতে লাভ হয় ইষ্ট,
রসিকের রসের আগার।। ৮ ।।
নারায়ণ-প্রত্যাদেশে, তপ করি অবশেষে,
ভক্তি-যোগ করি সমাশ্রয়।
বিরিঞ্চি হেরিল শেষে, মায়াসহ সে পুরুষে,
চতুঃশ্লোক যাতে ব্যক্ত হয়।। ৯ ।।
সেই শ্লোক চারিটীরে, ব্যাসদেব মুনিবরে,
বিস্তারিল আঠার হাজারে।
যাঁহার পঠনে হয়, নাশ ভবক্ষুধা, ভয়,
শ্রবণেতে পাপি-জন তরে।। ১০ ।।
ব্রহ্মা, নারায়ণ হ'তে, তত্ত্বজ্ঞান লভি চিতে,
নারদেরে কৈল উপদেশ।
নারদ হইতে তবে, ব্যাস তা' লভিল যবে,
শুকদেবে কহিল বিশেষ।। ১১ ।।
শ্রবণ, স্মরণ আর, বিচার করিলে যার,
ভক্তি লভি' শুদ্ধ হয় নর।
সেই গ্রন্থ ভাগবত, তাঁর পদে হই নত,
শ্রদ্ধাভরে যোড় করি' কর।।

—শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৫ পৃষ্ঠার পর]

আমি ত' অবোধ-নির্ব্বোধ, কিছুই জানি না। শাস্ত্রে যে উপদেশ রয়েছে, সেই উপদেশে বলছেন,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।।"

আগে যাও তাঁর কাছে। 'শ্রোত্রিয়ঃ' মানে পণ্ডিত, পণ্ডিত মানে তত্ত্বদর্শী, তাঁর কাছে যাও। অধিকার কি?

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"—প্রণিপাত চাই, পরিপ্রশ্ন চাই, সেবাবৃত্তি চাই। এই তিনটে জিনিষ নিয়ে তাঁর কাছে যেতে হবে, তাহলে তিনি কিছু উপদেশ করতে পারেন। তা না হলে কোন উপদেশ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তাহলে এই তিনটেও ত' আমার দরকার। আমি সেই শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যে যাব, কিছু তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানবার জন্য, শিখবার জন্য, সাধন-ভজন-পথ বুঝবার জন্য, আমারও ত' কিছু অধিকার থাকা দরকার। তবে ত' তিনি আমাকে কিছু বলবেন, উপদেশ করবেন।

হ্যাঁ মশায়, বলুন ত' ওটা। এমন উদ্ধত লোককে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। বিদ্যা-বুদ্ধি পরীক্ষা করবার জন্য যদি কেউ প্রশ্ন করেন, সেটা পরিপ্রশ্ন নয়, বা সেটা প্রণিপাত নয়। প্রণিপাত মানে আমি কিছু জানি না, বুঝি না, আমায় দয়া করে জানিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন, শিখিয়ে দেন—এই ভাব। ওটা করতে গেলেই আমার কিছু প্রশ্ন আসবে, আরও কিছু জানব, আরও কিছু শিখব, আরও কিছু বুঝব—এটা থাকবে, আর সেবাবৃত্তি—Serving temperament থাকবে। তা না হলে ত' আমার কোন উন্নতি নাই। প্রথমমুখেই এই অধিকার দরকার। এই অধিকার নিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হয় সাধন-পথে।

সাধন যখন সুষ্ঠু হয়—পরিপক্ক অবস্থা, তখন সিদ্ধিলাভ। যতদিন পর্য্যন্ত সিদ্ধিলাভ না হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত ত' আমাদের এটা চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের অনেকেরই ধারণা—যদি আমরা মুক্ত হয়ে যাই, তাহলে কেল্লামাৎ হয়ে গেল, করে ফেললাম সব। তা নয়। শাস্ত্র বললেন, আপনি যতদিন মুক্তিলাভ করেন নাই, ততদিন আপনার দায়িত্ব কিছু কম ছিল ; আর যখন মুক্তিলাভ করলেন, তখন শত-সহস্রগুণে আপনার দায়িত্ব বেড়ে গেল। বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ! এইজন্য বলছেন,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" পরমমুক্তগণ যাঁরা, তাঁরাও ভগবদিচ্ছায়,

ভগবন্নির্দ্দেশে আরও অধিকতর দায়িত্বে প্রবেশ করেন। এটা ভাবলে হবে না যে মুক্ত হয়ে গেলাম ত' সব হয়ে গেল, ল্যাঠা চুকে গেল, তা নয়, দায়িত্ব আরও শত-সহস্রগুণে বৃদ্ধি পেল।

ভজন জিনিষটা এইরকম। এর শেষ নাই। ভগবান্‌কে ডাকা কিছু সময়ের জন্য নয়, সর্ব্বক্ষণ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবচ্চিন্তায় বিভোর। এটা হয় নাকি আবার কখনও? প্রাকৃত কালের মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁরা এটা বুঝে উঠতে পারেন না ; কিন্তু প্রাকৃত কালের সীমার বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁরা এটা বুঝতে পারেন। সবসময়—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কি করে ভগবান্‌কে স্মরণ করা যায়? মানুষ যখন ঘুমাবে তখন? বলছেন—তখনও "স্বপ্নে রাধাগোবিন্দ দেখে।" ওই চিন্তাই চলে, কোন সময় বাদ যায় না। অভ্যাসযোগের ব্যাপার। ভগবানকে যাঁরা বন্ধন করে ফেলেছেন, ভগবান্ তাঁদের কাছ থেকে সরে যান না।

"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ।।"

ভাগবতের এই শ্লোক প্রমাণ। ভগবানকে যাঁরা অন্তরে বেধে ফেলেছেন, তাঁরা ভগবানের সঙ্গে ঝগড়া করতেও পারেন। সে ঝগড়া কিরকম? জগতের ঝগড়া নয়, তাকে বলে প্রেমকোন্দল। তাতে ভগবান্ সুখী হন, ভক্তও সুখী হন।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কখনও কৃষ্ণকে ধরে ফেলেছেন। কৃষ্ণের গায়ে জোর বেশী, তিনি সরে একটু দূরে দাঁড়িয়েছেন। তখন বিল্বমঙ্গল বললেন,—তুমি ত' ব্রজের নবীনমদন, তোমার গায়ে জোর অনেক বেশী, তা আমি জানি। আমার বয়স বর্ত্তমানে ৭০০ বৎসর। বিল্বমঙ্গল ৭০০ বৎসর প্রকট ছিলেন জগতে। দ্বাপরের শেষে, কলির প্রথমে। তোমার গায়ে জোর বেশী আছে তা আমি বুঝতে পারছি ; কিন্তু Bet—বাজি তোমার সঙ্গে—তোমাকে আমি আমার হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়েছি, এখান থেকে যদি তুমি ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পার তোমাকে, তবে জানব তোমার বাহাদুরি। কি রকম ঝগড়া?

হস্তমুৎক্ষিপ্যযাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্‌যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।।

আমি তোমাকে আমার হৃদয়-সিংহাসেনে বসিয়ে রেখেছি, এখান থেকে তুমি যদি তোমাকে বের করে নিয়ে যেতে পার, তবে জানব তোমার বাহাদুরি বেশী। ভক্ত-ভগবানে এরূপ প্রেমকোন্দল হয়। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। এটা হয় নাকি?— হ্যাঁ, হয়। কিন্তু সে ঝগড়ার মধ্যে ইতর কামনা-বাসনা নাই। ভগবানেরই

প্রীতির জন্য সবকিছু, তিনি কিসে সুখী হবেন, এই চেষ্টাই ভক্তের। আমার জন্য আমি যা কিছু করি, আমাকে আশ্রয় করে যে দু-চার জন আছে, তার জন্য যা কিছু করি, ওসব ভক্তি হল না।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।"

আমি খাব, আমি পরব, আমার সঙ্গে সম্পর্কিত দু'চার জন যারা, তারা খাবে-পরবে,—এই যে চেষ্টা এটা ভগবৎসেবা নয়। এটা ভগবানে প্রীতি নয়। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম-নাম।" সবকিছু God centered, ভগবানের জন্যে। তাঁর জন্য ফুল তুলব, পূজা করব, তাঁর ঘর পরিষ্কার করব, তাঁকে খাওয়াব, পরাব—সবকিছু। কেন্দ্রীভূত তিনি। এই অবস্থা যেখানে এসেছে মনে-প্রাণে, সেখানে সবই সম্ভব। কোনস্থানে এমন আছে, দ্রব্যাদি কিছু নাই, অথচ ভগবান্‌কে খাওয়াচ্ছেন।

একজন পাঠক পাঠ করছিলেন ভাগবত, করতে করতে হঠাৎ তিনি চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে 'উঃ' করে উঠলেন! কি হল? আপনার কি হয়েছে? না, কিছু হয় নাই। বলুন না কি হয়েছে? পায়স রান্না করছিলেন তিনি। পাঠের ওখানে ত' আর হাঁড়ি-পাতিল ছিল না। চুল্লীও ছিল না, দুধ-চাল কিছুই ছিল না। পায়স রান্না হয়ে গেছে, বাটীতে ঢেলেছেন, খুব গরম জিনিষ ঠাকুরকে ভোগ দিতে নাই, অপরাধ। হাওয়া করে ঠাণ্ডা করে তারপর ভোগ দিতে হয়, তা না হলে সেবাপরাধ হয়। আঙ্গুলটা চুবিয়ে দিয়েছেন, আঙ্গল পুড়ে গেছে! দেখত' তোমরা আমার আঙ্গুলটা। আঙ্গুলটা পুড়ে গেছে! কি ব্যাপার! হাঁড়ি-পাতিল কিছু নাই, চুল্লী নাই, দুধ নাই, চাল নাই, মিষ্টি নাই, অথচ পায়েস রান্না হয়েছে! এটাও হয়? বললেন, হ্যাঁ, এটা ভাবসেবা—শ্রেষ্ঠসেবা। এমন ভক্তও ত' আছেন, সবসময় সেবা করছেন, সেবায় বিভোর। অষ্টকালীয়-লীলা, সকাল হয়েছে কিন্তু রাত্রের লীলা করছেন, ওইটাই ঠিক। 'গুর্ব্বষ্টক' কার রচিত? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের। শেষের দিকে আছে—

শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টমেতদুচ্চৈর্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব।।

'ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ'—এটা কার জন্য লেখা হয়েছে? যিনি ওটা পাঠ করছেন, তাঁর সে-সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত নাই, সেজন্য তিনি ওটা বাদ দিয়ে পড়লেন। নিয়ম আছে কি বাদ দেওয়া? ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পড়া বা পাঠ করা বিশেষ নিয়ম। যদি ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কেটে যায়, তাহলে আর পড়া চলবে না ত'? যাঁদের অনুক্ষণ অনুস্মরণ,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০৯ ; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২

তাঁদের পক্ষে একরকম, আর সাধারণের পক্ষে একরকম—ব্যাখ্যা হল এই। যদ্যপি লেখা আছে ওখানে 'ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ', এটা সাধারণ নিয়ম, কিন্তু তিনি ওটা সবসময় পাঠ করতে পারেন। 'দামোদরাষ্টক' দামোদর-মাসে অবশ্য পাঠ্য, পাঠ করতে হবে ; কিন্তু এই অষ্টক কি অন্য সময় পাঠ করা যাবে না, কীর্ত্তন করা যাবে না?—সবসময় করা যাবে। কিন্তু কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় একটা ব্যবস্থা আছে। ভগবানের নাম সবসময় করতে হবে আমাদের যখন যেমন প্রয়োজন হবে, এতে কোন বাধা নাই। তবে বিশেষ বিশেষ নামে বিশেষ বিশেষ মহিমা আছে, এটাও ত' জানতে হবে। তা না হলে 'বিষ্ণোঃ ষোড়শনামানি-স্তোত্রম্' আছে,—

"ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্।।
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে।।
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্।।
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্।।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাম উচ্চারণ করলে তার একটা ফল আছে। এখন এত নাম যদি কারও মনে না থাকে, মুখস্থ না থাকে, তিনি কি করবেন? 'মাধব' নামটা মনে রাখলেও হবে।

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্।।

ব্যবস্থা ত' আছে সবরকম। শাস্ত্রে বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলা আছে। আমরা সেই অনুসারে নেব। কিন্তু মহামন্ত্রের চেয়ে উন্নত ত' আর কিছু নাই।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পশু সেই শ্রম ॥

৫৪শ বর্ষ } ২৭ পদ্মনাভ, গর্ভোদশায়ী, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৪০৯, ইং ১৮/১০/২০০২ {৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

সপ্তাহং মুরজিৎ-করাম্বুজ-পরিভ্রাজৎ-কনিষ্ঠাঙ্গুলি-
প্রোদ্যদ্বল্গু-বরাটকোপরি-মিলন্মুগ্ধ-দ্বিরেফোঽপি যঃ।
পাথঃ-ক্ষেপক-শক্রনক্র মুখতঃ ক্রোড়ে ব্রজং দ্রাগপাৎ
কস্তং গোকুল-বান্ধবং গিরিবরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।।১।।

যিনি সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পদ্মকোষে মুগ্ধভ্রমরের ন্যায় অবস্থিত হইয়া অতি বৃষ্টিকারী শক্ররূপ নক্রমুখ হইতে ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গোকুলবান্ধব গিরিবর গোবর্দ্ধনকে কোন্ প্রাণী সেবা না করে?।।১।।

ইন্দ্রত্বে নিভৃতং গবাং সুরনদী-তোয়েন দীনাত্মনা
শক্রেণানুগতা চকার সুরভির্যেনাভিষেকং হরেঃ।

যৎ-কচ্ছেঽজনি তেন নন্দিতজনং গোবিন্দকুণ্ডং কৃতী
কস্তং গো-নিকরেন্দ্র-পট্ট-শিখরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।।২।।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উদ্ধৃত গোবর্দ্ধন হইতে গোকুল রক্ষা হইল বলিয়া ইন্দ্রকর্ত্তৃক আনীতা সুরভী, নিভৃতভাবে যে-স্থানে আগমনপূর্ব্বক গঙ্গাজলদ্বারা গোগণের ইন্দ্রত্বপদে অর্থাৎ গোপালন কর্ত্তৃত্বপদে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার কচ্ছপ্রদেশে অর্থাৎ সমীপে অদ্যাপি সর্ব্বজন-নয়নানন্দপ্রদ গোবিন্দকুণ্ড বিরাজ করিতেছে, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রামস্থান শ্রীগোবর্দ্ধনকে কোন্ পণ্ডিত আশ্রয় না করেন?।।২।।

স্বর্ধুন্যাদি-বরেণ্য-তীর্থগণতো হৃদ্যান্যজস্রং হরেঃ
সীরি-ব্রহ্ম-হরাপ্সরঃ-প্রিয়ক-তৎ-শ্রীদানকুণ্ডান্যপি।
প্রেম-ক্ষেম-রুচি-প্রদানি পরিতো ভ্রাজন্তি যস্য ব্রতী
কস্তং মান্য-মুনীন্দ্র-বর্ণিতগুণং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।।৩।।

গঙ্গাদি তীর্থ অপেক্ষা হৃদয়ঙ্গম এবং ভক্তি, মঙ্গল ও কান্তি প্রদান করিয়া থাকেন এমন শ্রীকৃষ্ণ বলদেব, ব্রহ্মা, হর ও অপ্সরাদিগের প্রীতিজনক এবং শ্রীদানকুণ্ড প্রভৃতি বহুতর কুণ্ডসকল যাঁহার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে এবং মহামান্য মুনিবর শুকদেব-কর্ত্তৃক যাঁহার গুণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই গোবর্দ্ধন কোন্ ব্রতপরায়ণ-জনের আশ্রয়ণীয় নহে?।।৩।।

জ্যোৎস্না-মোক্ষণ-মাল্যহার-সুমনোগৌরী-বলারিধ্বজা
গান্ধর্ব্বাদি-সরাংসি নির্ঝর-গিরিঃ শৃঙ্গার-সিংহাসনম্।
গোপালোঽপি হরিস্থলং হরিরপি স্ফূর্জ্জন্তি যঃ সর্ব্বতঃ
কস্তং গো-মৃগ-পক্ষি-বৃক্ষ-ললিতং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।।৪।।

যাঁহার চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্না, মোক্ষণ, মাল্য, হার, সুমনঃ, গৌরী, বলারিধ্বজ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির সরোবর-সকল ও নির্ঝর গিরি বিরাজ করিতেছে এবং স্বয়ং ভগবান্ গোপাল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে-স্থানে বিহার করিতেছেন এবং যিনি শৃঙ্গার-রসের সিংহাসন-স্বরূপ, তথা যিনি গো, মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষাদিদ্বারা অতি মনোহর শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়স্থান হইয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে?।।৪।।

গঙ্গা-কোট্যাধিকং বকারি-পদজারিষ্টারি-কুণ্ডং বহন্
ভক্ত্যা যঃ শিরসা নতেন সততং প্রেয়ান্ শিবাদপ্যভূৎ।
রাধাকুণ্ডমণিং তথৈব মুরজিৎ প্রৌঢ়-প্রসাদং দধৎ
প্রেয়স্তব্যতমোঽভবৎ ক ইহ তং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।। ৫।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

যিনি নত-মস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক কোটী গঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসম্ভূত অরিষ্টকুণ্ড অর্থাৎ শ্যামকুণ্ড এবং অমূল্য মণিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে বহন করিয়া মহাদেব অপেক্ষাও অতিশয় মাননীয় হইতেছেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিয়ত অনুগ্রহের ভাজন হইয়া ভক্তবৃন্দের অতিশয় স্তবনীয় হইয়াছেন, এই সংসারে কোন্ ব্যক্তি সেই গোবর্দ্ধনকে আশ্রয় না করে?।।৫।।

যস্যাং মাধব-নাবিকো রসবতীমাধায় রাধাং তরৌ
মধ্যে চঞ্চলকে নিপাত-বলনাত্রাসৈঃ স্তুবত্যাস্ততঃ।
স্বাভীষ্টং পণমাদধে বহতি সা যস্মিন্মনোজাহ্নবী
কস্তং তন্নবদম্পতী-প্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।।৬।।

যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া রসবতী রাধিকাকে নৌকামধ্যে গ্রহণপূর্ব্বক তরঙ্গময় মধ্যজলে নৌকার কম্পনহেতু ভয়-বিহ্বলা শ্রীরাধিকাকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া নিজাভীষ্ট পণ গ্রহণ করিয়াছেন, এবম্বিধ মানসগঙ্গা সর্ব্বদা যে-স্থানে প্রবাহিত হইতেছে এবং যিনি নব-দম্পতী অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যস্থ-স্বরূপ, ঈদৃশ গোবর্দ্ধনকে কোন্ জন আশ্রয় না করে?।।৬।।

রাসে শ্রীশতবন্দ্য-সুন্দর-সখীবৃন্দাঞ্চিতা সৌরভ-
ভ্রাজৎ-কৃষ্ণরসাল-বাহু-বিলসৎ-কণ্ঠী মধৌ মাধবী।
রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা
যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।।৭।।

যে-স্থলে রাসক্রীড়ায় শত শত লক্ষ্মীর বন্দনীয় অতি রমণীয় সখীগণে পরিবৃত ও শ্রীকৃষ্ণের রসময় সৌরভ-শোভিত বাহুতে সংসক্তকণ্ঠ হইয়া মাধব-প্রিয়া শ্রীরাধিকা মধুমাসে নৃত্য করিয়াছিলেন, এ নিমিত্তই যে-স্থানে অদ্যাপি দ্বিতীয় রাসস্থলী বিরাজ করিতেছে, অতএব হে ভক্তগণ! এতাদৃশ অত্যুন্নত সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ পুণ্যবান্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে?।।৭।।

যত্র স্বীয়গণস্য বিক্রমভৃতা বাচা মুহুঃ ফুল্লতোঃ
স্মেরঃ-ক্রূর-দৃগন্ত-বিভ্রম-শরৈঃ শশ্বন্মিথো বিদ্ধয়োঃ।
তদ্যূনোর্নবদান-সৃষ্টিজকলির্ভঙ্গ্যা হসন্ জৃম্ভতে
কস্তং তৎ-পৃথুকেলিসূচন-শিলং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।।৮।।

যে-স্থানে স্বীয়গণের বিক্রমপূর্ণ বাক্যদ্বারা হৃষ্টচিত্ত এবং পুনঃ পুনঃ ঈষৎ হাস্য ও কুটিলতর অপাঙ্গ-চালনারূপ বাণবর্ষণে পরস্পর বিদ্ধ যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের নূতন দান সৃষ্টিজনিত বাক্‌কলহ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং যে-স্থানে এইরূপ

শ্রীরাধাকৃষ্ণের নব নব লীলাসূচক শিলাসকল পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ জন আশ্রয় না করে?।।৮।।

শ্রীদামাদি-বয়স্য-সঞ্চয়বৃতঃ সঙ্কর্ষণেনোল্লসন্
যস্মিন্ গোচয়-চারু-চারণপরো রী-রীতি গায়ত্যসৌ।
রঙ্গে গূঢ়-গুহাসু চ প্রথয়তি স্মারক্রিয়াং রাধয়া
কস্তং সৌভগ-ভূষিতাঞ্চিত-তনুং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।।৯।।

যে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি বয়স্যগণ ও বলদেব-সহিত মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে রী রী ইত্যকার মধুরস্বরে গান করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নিভৃত গুহামধ্যে রঙ্গস্থল করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত কন্দর্পকেলি করিয়াছিলেন, ঈদৃশ সৌভাগ্যশালী সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ জন আশ্রয় না করে?।।৯।।

কালিন্দীং তপনোদ্ভবাং গিরিগণানত্যুন্নমচ্ছেখরান্
শ্রীবৃন্দাবিপিনং জনেপ্সিতধরং নন্দীশ্বরং চাশ্রয়ম্।
হিত্বা যং প্রতিপূজয়ন্ ব্রজকৃতে মানং মুকুন্দো দদৌ
কস্তং শৃঙ্গি-কিরীটিনং গিরিনৃপং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।।১০।।

শ্রীকৃষ্ণ রবিতনয়া কালিন্দীকে ও অত্যুন্নত গিরিগণকে এবং ব্রজবাসি-জনগণের আশ্রয়ীভূত ও ঈপ্সিতপ্রদ নন্দীশ্বরকেও ত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবন-রক্ষার্থ পর্ব্বতগণের শিরোভূষণ-স্বরূপ যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে?।।১০।।

তস্মিন্ বাসদমস্য রম্যদশকং গোবর্দ্ধনস্যেহ যৎ
প্রাদুর্ভূতসিদং যদীয় কৃপয়া জীর্ণান্ধবক্ত্রাদপি।
তস্যোদ্যদ্গুণংবৃন্দ-বন্ধুরখলের্জীবাতু-'রূপস্য' তৎ-
তোষায়াপি অলং ভবত্বিতি ফলং পক্কং ময়া মৃগ্যতে।।১১।।

যাঁহার অনুগ্রহে জীর্ণান্ধ ব্যক্তির বদন হইতেও এই রমণীয় গোবর্দ্ধন-বাসপ্রদ গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের দশক প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই আভ্যুদয়িক ও উন্নতোন্নত-খনি আমার জীবাতুস্বরূপ শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপগোস্বামীর সন্তোষ-বিধানে এই দশক সমর্থ হউক,—ইহাই আমি প্রার্থনা করি।।১১।।

সাধুজনসঙ্গ

মানব-জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

এই সুবিস্তীর্ণ জগতীতলে আমরা অসংখ্য মানব-নিচয় দেখিতে পাই। স্থূলভাবে সে-সমস্ত মানব-মণ্ডলীকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। **প্রথম শ্রেণীর** মানবগণ ঈশ্বরবিমুখ। তাহারা মায়ামুগ্ধ হইয়া 'আমি', 'আমার' ইত্যাকার অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থপর হইয়া বিধি-বিহীন বা যথেচ্ছাচারী, কেহ নৈতিক, কেহ কর্ম্মী এবং কেহ বা জ্ঞানাভিমানী। **দ্বিতীয় শ্রেণীর** মানবগণ ঈশ্বর-উন্মুখ। তাঁহারা এই জগতে বর্ত্তমান থাকিয়াও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন উপায়াবলম্বনহেতু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কর্ম্মযোগী—নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্ম আচরণ করেন, কেহ জ্ঞানী—বৈরাগ্যসহকারে ঈশধ্যান প্রভৃতি ক্রিয়া করেন, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী—আসন-প্রাণায়াম-সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ-সাধন করেন, আর কেহ বা ভক্ত—সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবমধ্যে ভক্তই শ্রেষ্ঠ

ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে কাহার যোগ্যতা অধিক, তাহা বিচার করিতে হইলে সর্ব্বোপনিষদ্-সার শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রপর সরল বিশ্বাসী সহজেই ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্র-বাক্যে সন্দিগ্ধ তর্কপর-ব্যক্তিগণ বহুতর তর্ক সৃষ্টি করিয়াও এ বিষয় মীমাংসা করিতে পারেন না। তর্ক-মন সবসময়েই তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র দূষিত রাখে। কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির যোগ্যতা বিচার-স্থলে ভগবান্ কহিয়াছেন, যথা,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন।।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।

(গীতা ৬।৪৬-৪৭)

তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান-যোগাবলম্বী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মযোগী অপেক্ষাও যোগী অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগ-পরায়ণ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও। কিন্তু যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনন্যচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করেন, তাঁহারা সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রদ্ধাবান্ সাধকই ভক্ত-

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

যোগী এবং "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" একমাত্র ভক্তিদ্বারা সাধক আমাকে জানিতে পারে।

প্রকৃত সাধুসঙ্গের অভাবে কর্ম্মজ্ঞানাদির সৃষ্টি

এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া মানবগণ দেশভেদে সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিয়াছেন। সেইজন্য কেহ বা কর্ম্মপ্রিয়, কেহ জ্ঞানী, আর কেহ বা ভক্ত। ঈশ্বর স্বরূপতঃ কি বস্তু, জীবের স্বরূপ কি, মায়া-নির্ম্মিত এই জগৎই বা কি এবং ইঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি, জীবের উদ্দেশ্য কি এবং কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের বিশুদ্ধ বিচার এবং প্রকৃত সাধুসঙ্গের অভাবও এই ভিন্ন ভাবের অন্য মুখ্যতম হেতু। বস্তুতঃ পরমেশ্বর এক বস্তু এবং জীবও স্বরূপতঃ এক বস্তু, তবে যে মানববৃন্দের মধ্যে এইরূপ রুচি-বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, তাহা সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গজনিত ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সর্ব্বোপাধিমুক্ত, ভগবৎ-তত্ত্বাভিজ্ঞ সাধুর সঙ্গ ও উপদেশক্রমেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এবং তদ্রূপ সাধুর কৃপাবলেই সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা ব্যতীত বিশুদ্ধতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার অন্য উপায় নাই।

সাধুসঙ্গই সংসারোত্তরণের একমাত্র উপায়

কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে যত্নবান্ হইয়াও কোন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, অথবা অন্যায় আত্ম-নির্ভরবশতঃই হউক, সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না, এবং সাধুসঙ্গ লাভ করিবার চেষ্টাও করেন না। ইহা তাঁহাদের মায়া-মুগ্ধতার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা সংসার-সাগরে ভাসমান মানবের পক্ষে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায় ; তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,—

"ক্ষণমপি সজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।।"

ভক্ত-সঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়

কিন্তু দুঃখের বিষয় এবম্ভূত সাধুসঙ্গে তাঁহাদের রতি জন্মে না। যদি বা কেহ সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা মুখে স্বীকার করেন, অন্তর তাহা চায় না। ইহা দুর্ভাগ্যের পরিচয়। শাস্ত্রে আছে,—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।।

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ভক্তসঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়। পূর্ব্ব-সঞ্চিত বহু সুকৃতিফলেই সাধুসঙ্গ লাভ

হয়। যদিও সুকৃতির অভাববশতঃ কাহারও ভাগ্যে সাধুসঙ্গ ঘটিতেছে না, ব্যাকুল হইয়া যত্ন ও চেষ্টা করিলে সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয় না। এ জগতে স্থানে স্থানে সাধু বর্ত্তমান আছেন, চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চেষ্টা না করিয়াই ঘরে বসিয়া সাধুসঙ্গ হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিলে কি হইবে?

সংসার-প্রবিষ্ট জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই সুখলাভের উপায়

মানবগণ এই মায়িক সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পান্থহারা পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। কোন্ পথে গেলে সুখ হইবে, কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—এবম্বিধ চিন্তায় আকুল হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ হইলে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে, গন্তব্য-পথ সম্মুখে দেখা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে,—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব-সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ।।
(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

[হে অচ্যুত! এইরূপে সংসরণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধনদশার শেষ হয়, তখনই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে এবং যখন সৎসমাগম হয়, তখনই সাধুজনের পরম গতিস্বরূপ নিখিল কার্য্যকারণ-নিয়ন্তা আপনার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই মুক্তি লাভ হয়।]

মায়াভিনিবেশবশতঃ জীবের ভগবদ্বৈমুখ্য এত প্রবল হইয়াছে যে, বিষয়ী মানব এক মুহূর্ত্তও বিষয়-চিন্তা, বিষয়-সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। বিস্তর চেষ্টা করিয়াও মায়ার নিকট পরাজিত হইতে হয়। কিন্তু সাধুগণ যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহা শ্রবণে অচিরেই মায়াবন্ধন খুলিয়া যায়। যথা ভাগবতে,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।
(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

[সাধুদিগের প্রকৃত সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে-সকল শুদ্ধ হৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।]

নির্জ্জনবাসে কৃষ্ণভক্তি হয় না, উহা সাধসঙ্গ-সাপেক্ষ

অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন, সাধুসঙ্গের ফল হরিকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন; তাহা গ্রন্থপাঠে বা নিজে নির্জ্জনে বসিয়া করা যাইতে পারে, তবে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

কি? আর ভক্তি লাভই বা সাধুসঙ্গ-সাপেক্ষ কেন, এই সন্দেহ দূরীকরণার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।।
মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়।
'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০, ৫১, ৫৪)

মহৎ-কৃপা ব্যতীত কোনও কর্ম্মের দ্বারা ভক্তিলাভ হয় না

সাধুসঙ্গ এবং সাধুকৃপা ব্যতীত কোন কর্ম্মেই ভক্তি লাভ হয় না। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গেও মহৎ-কৃপা লাভ হইয়া সর্ব্বসিদ্ধি-সার ভক্তি লাভ হইতে পারে। কিন্তু মহৎ-কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হইবে না। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈর্বিনা মহৎ-পাদ-রজোঽভিষেকম্।।

(ভাঃ ৫।১২।১২)

[হে রহূগণ! মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনাদ্বারা ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না।]

মহাজনের পদরজাভিষিক্ত হইলেই তাহা লাভ হয়। শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ কহিয়াছেন, ভাগবতে,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

[নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে যে-পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়-তর্পণপরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না।] (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫২ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—কাহার সঙ্গ কর্‌ব?

উঃ—যিনি বলেন—ভগবানের আরাধনা কর, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভক্তই সাধু, অপরে সাধু নহে। কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর চিন্তাস্রোত বহির্ম্মুখতা হ'তেই জাত। এজন্য কর্ম্মযোগীর সঙ্গ, ব্রহ্মজ্ঞানী মায়াবাদীর সঙ্গ ও কুযোগীর সঙ্গ পরিত্যাজ্য। একমাত্র ভক্তিযোগীরই সঙ্গ কর্‌তে হ'বে। তবেই মঙ্গল হ'বে।

প্রঃ—শ্রীগুরুদেব কি মানুষ?

উঃ—কখনই না। শ্রীগুরুদেব ক্ষণবিধ্বংসী রক্ত-মাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন,—শ্রীগুরুদেব ভগবান্‌ই। তিনি অবতার।

শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় এজগতে আগমন করেন পরজগৎ হ'তে। প্রকট-অপ্রকট উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান ক'রে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ ক'রছেন।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ। তাঁকে মানুষ মনে কর্‌লে নরক হ'বে—নামাপরাধ হ'বে। তিনি আত্মবিৎ—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয়জন। আমাদের ন্যায় পতিতকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য তিনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তিনি কর্ম্মী বা যোগী নন, তিনি লীলাময়ের লীলার পার্ষদ বা সঙ্গী—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত।

দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। দেবতা-শব্দে—অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হ'তে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ।

শ্রীগুরুদেব অভেদ-বিচারে উপাস্য-পরাকাষ্ঠা। তিনি ভগবান্ হ'য়েও ভগবৎ-প্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী, গুরু ও কৃষ্ণ অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশতত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়-তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ—সেব্য-ভগবান্ বা স্বয়ং ভগবান্। শ্রীগুরুদেব—মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি—অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী-প্রকাশ।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্। শ্রীকৃষ্ণ—পুরুষ বা ভোক্তা, আর আমাদের শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণের প্রকৃতি বা কান্তা।

প্রঃ—গুরুসেবা কি প্রত্যহই করা কর্ত্তব্য?

উঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রত্যেক বর্ষপ্রারম্ভে, প্রত্যেক

মাসপ্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবসপ্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তপ্রারম্ভে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করা কর্ত্তব্য। আমরা যদি অনুক্ষণ গুরুপাদপদ্মের সেবা না করি, তা'হলে নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পড়্ব, যে মুহূর্ত্তে গুরুসেবা ভুল্ব, সেই মুহূর্ত্তেই নিজেকে ভুলে যাব।

জাগতিক শিক্ষক বা গুরুগণ-প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক গুরু সেরূপ ক্ষুদ্র-ফলপ্রদাতা নন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব মঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হ'য়ে যাবে, সেই মুহূর্ত্তে জীবের নানা অভিলাষ এসে উপস্থিত হ'বে। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন—কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্তে হ'বে, কিভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার কর্তে হ'বে, তবে প্রাপ্ত রত্নও হারিয়ে ফেল্তে হয়। নামভজনই একমাত্র ভজন, শ্রীগুরুদেব এই ভজনপ্রণালী শিক্ষা দেন। সুতরাং গুরুদেব প্রসন্ন না হ'লে ভজনবল আমরা কি ক'রে পাব? এইজন্যই বলি—যাঁরা ভগবান্‌কে পেতে চান, প্রকৃত শান্তি চান, সংসার হ'তে নিষ্কৃতি চান, তাঁরা গুরুসেবাকেই জীবন কর্বেন, অনুক্ষণ গুরুসেবা কর্বেন—গুরুর প্রসন্নতার জন্য প্রাণপণে যত্ন কর্বেন, তা'হলে আর কোন অসুবিধা থাক্বে না, সমস্ত মঙ্গল করায়ত্ত হ'য়ে যাবে—অমঙ্গলের মুখে ছাই পড়ে যাবে।

বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা আর আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—শ্রীকৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সমগ্র জীবন ভগবানের সেবা কর্তে হ'বে, নিজে আচরণ ক'রে সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুদেব প্রত্যেক বস্তুতেই বিরাজমান। অনুক্ষণ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্যই নাই।

প্রঃ—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কি আত্মার ধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম?

উঃ—ঋষিগণ আমাদিগকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত হ'বার উপদেশ দিয়াছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের উপযোগিতা আছে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব'লেছেন,—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনের উপযোগিতা কতক্ষণের জন্য? বর্ণাশ্রম আমাদের নিত্যধর্ম্ম নহে, তাহা আত্মার স্বরূপবৃত্তি নহে অর্থাৎ আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। তাহা বিরূপে থাকাকালে কথঞ্চিৎ স্বরূপের দিকে অভিযানের জন্য কোন বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ অবস্থানে অবস্থিত হ'য়ে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা মাত্র। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অহৈতুকী অপ্রতিহতা নির্ম্মলা কৃষ্ণসেবা নহে। বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হ'য়ে কৃষ্ণসেবা হয় না, কথঞ্চিৎ বিষ্ণুর পূজাচেষ্টা হয়। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন,—'তুমি কে'? আগে নির্ণয় কর।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

তুমি কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র? তুমি কি সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচারী? এ সকলই তোমার বদ্ধদশার সাময়িক পরিচয়, ঐ সকল তোমার স্বরূপের নিত্য পরিচয় নহে। জীবের স্বরূপের পরিচয় হচ্ছে—জীব কৃষ্ণের নিত্য-দাস, আত্মা পরমাত্মার সেবক ; পরমাত্মার সেবাই তার ধর্ম্ম।

প্রঃ—কীর্ত্তন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ?

উঃ—ভগবদ্ভক্তির যতপ্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পরম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে পরমার্থ-জীবন-যাপনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বশোভা, সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ত্তি, সর্ব্বসাধনের চরমফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণের নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াভিনিবেশ, যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় ধারণা—সকলই নিয়মিত হ'য়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণনাম আমাদের জিহ্বাগ্রে উদিত হ'লে আমরা নশ্বর জগতের যাবতীয় কৃত্য, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, নশ্বর জগৎ ভোগ কর্‌বার প্রবৃত্তি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে পরিত্যাগ কর্‌তে পারি। শ্রীকৃষ্ণনামেই ভক্তিপথের সকল বাধা অনায়াসে তিরোহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম কেবলমাত্র সাধন-ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধ্যবস্তুও বটে। কৃষ্ণনাম গুর্ব্বানুগত্যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর্‌তে হ'বে। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ প্রস্ফুটিত হয়। শ্রীনামের সেবাদ্বারাই জীবের যাবতীয় মঙ্গল হ'বে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামই আমাদিগকে নিত্যানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করাতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণনাম অখিলরসময়।

শ্রীগৌরসুন্দরই পরমোপাস্য বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্যবস্তু—জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্য বস্তুরও পরমোপাস্য বস্তু। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হ'য়েও ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ ক'রে জগৎকে জানিয়ে দিয়েছেন—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই ভাগবতধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চ্চনে তত্তদ্বিষয়ের পরিপূর্ণতা।

প্রঃ—গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি?

উঃ—নিজের সুখের জন্য যত্ন কর্‌লে ভোগী গৃহব্রত হ'য়ে পড়্‌তে হ'বে। কৃষ্ণসেবার জন্য নিখিল প্রয়াস কর্‌লে মঙ্গল হ'বে। যাঁরা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন কর্‌ছেন, তাঁ'দিগকে নানাভাবে সাহায্য বা সেবা কর্‌বার জন্য গৃহস্থ-ভক্তগণ অনুক্ষণ যত্নপর থাক্‌বেন। তবেই গৃহস্থগণের মঙ্গল হ'বে। সংসারাসক্তি শিথিল হ'বে। যাঁরা পারমার্থিক গৃহস্থ অর্থাৎ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

গৃহস্থ বৈষ্ণব, তাঁরা নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যার জন্য যেরূপ প্রচুর পরিশ্রম করেন, তদ্রূপ হরিসেবার জন্যও প্রচুর চেষ্টা ক'রে থাকেন। নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি ভগবদ্ভজন কর্‌ছে জান্‌লে তা'দের পোষণ করেন, নতুবা দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষণ করেন না, তাদের সঙ্গ প্রতিকূল বা ভক্তিবাধক জেনে তফাৎ হ'য়ে যান।

আমি যখন প্রভু সাজ্‌তে চাই, অন্যের উপর প্রভুত্ব কর্‌তে চাই, তখনই মায়া বা প্রকৃতির বশীভূত হ'য়ে পড়ি। বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলকর কৃত্য হচ্ছে—এই যে সংসার—এই যে বোকামির হাতে পড়েছি, তা' হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে কৃষ্ণ-সংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লেই সংসার হ'তে উদ্ধার লাভ হয়, অন্য উপায়ে হয় না। যে গুরুদেবের কৃপায় সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই গুরু কি অভক্ত, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, ছলনাময় প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, নির্ভেদজ্ঞানী বা যোগী হ'তে পারেন? পরমপুরুষ ভগবানে সর্ব্বতোভাবে ভক্তিবিশিষ্ট না হ'লে কি কেহ প্রকৃত গুরু হ'তে পারেন?

গৃহস্থ বা বৈরাগী প্রত্যেকেরই গুরুসেবাই প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা সেবোন্মুখ-কর্ণে পৌঁছিলে চক্ষুর অজ্ঞান-তিমির বিদূরিত হয়, তখন চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং সেই নির্ম্মল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হ'য়ে থাকে।

আমার প্রভুত্বে ইচ্ছা আমার সর্ব্বনাশের কারণ। যদি স্বেচ্ছায় প্রেয়ঃপথে চালিত হই—সংসার কর্‌তে দৌড়াই—সংসার নিয়ে ব্যস্ত হই, তবে ত্রিতাপ-জ্বালা অনিবার্য্য। সুতরাং মনের কথা ও মনোধর্ম্মী লোকের কথা না শুনে যাঁরা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবা করেন, তাঁদের উপদেশ সর্ব্বতোভাবে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ—সেবা জিনিষটি কি?

উঃ—সেবা দেহ-মনের ধর্ম্ম বা কার্য্য নহে। সেবা আত্মার ধর্ম্ম। সেবায় বণিয়াগিরি নাই। কৃষ্ণসুখার্থ কৃষ্ণসেবাই প্রকৃত কৃষ্ণসেবা, তাতে স্বসুখবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। সেবা জিনিষটা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। বেদান্তবোধই হ'তে পারে না—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহই গুরু হ'তে পারে না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তব সত্যকথা। ভগবান্ কৃষ্ণ বল্‌ছেন—আমাকে যে যেভাবে সেবা করে, আমিও তাঁকে সেইভাবে সেবা (কৃপা) করি। কান্তরসে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা, কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁর সর্ব্বাঙ্গকে বিলিয়ে দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন। কান্তরসেই প্রপত্তির পরিপূর্ণতা ও সেবার পরাকাষ্ঠা।

প্রঃ—আমাদের ভক্তি কি ক'রে বৃদ্ধি হ'বে?

উঃ—সেবা কর্‌তে কর্‌তেই সেবা-প্রবৃত্তি জাগ্‌বে—সেবাপ্রবৃত্তি বাড়্‌বে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

যেখানে গুরুকৃষ্ণের সেবা কর্‌বার ইচ্ছাই নাই, সেখানে আবার বাড়ার কি কথা আছে? যদি চিত্তবৃত্তি গুরুর চরণে থাকে, তা' হ'লেও আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ করবে। নতুবা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বা সংসার-প্রবৃত্তিই বাড়্‌বে। নিরন্তর সাধুগুরুর সেবা কর্‌লে সব সুবিধা হ'য়ে যাবে। তা' না ক'রে যদি আমরা সংসারের সেবা, মায়ার সেবা বা নিজের সুখ-সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তা' হ'লে নানাবিধ অমঙ্গল বা অশান্তি এসে আমাদিগকে বিপন্ন কর্‌বে। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তসেবা ছাড়া ভক্তি বাড়ে না।

আমি গুরুকৃষ্ণকে আশ্রয় কর্‌লাম, কিন্তু তাঁদের সেবার দিকে আমার আদৌ দৃষ্টি নাই। ভক্তিপথ আশ্রয় করে যদি ভক্তিই না করি, নানাভাবে সেব্যের সেবা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত না হই, তা' হ'লে মঙ্গলের আশা কোথায়?

আগে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে হ'বে, নিজে লঘু হ'তে হ'বে, ইহার নাম আশ্রয়। আশ্রিতের কাজ হচ্ছে—ভৃত্য হ'য়ে সেবা করা। কিন্তু আমরা তা' কর্‌ছি কি? সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ কর্‌তে হ'বে, তবে ত' পূর্ণবস্তু পাওয়া যাবে। গুরুকে সর্ব্বস্ব দেওয়া ত' দূরের কথা, আমরা কিছুই দিতে চাই না। অথচ মুখে কৃপা চাই, ভগবান্‌কে চাই। অন্তর্যামীকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। গুরুপাদপদ্ম-দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি কি ক'রে বাড়্‌বে? গুরুপাদপদ্ম-দর্শনের পরও যদি আবার যোষিৎ-দর্শন হয়, সংসার করার প্রবৃত্তি বাড়ে, তবে পতন হ'য়ে গেল—ঊর্দ্ধগতি হ'ল না—নীচেই থাক্‌লাম। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি প্রীতির সহিত গুরুসেবা করেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে—কৃষ্ণ-বিষয়ে দিব্যজ্ঞান লাভ হ'বে—সেবা-প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হ'য়ে সেবানন্দে মগ্ন হ'বে।

যে কাজ কর্‌লে বিষয় বাড়াবার প্রবৃত্তি কমে, সংসার-বাসনা কমে, এরূপ কাজ কর্‌তে হ'বে। তখন আর কর্ত্তাভিমান বা ভোক্তাভিমান থাকে না, তখন কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে বা কৃষ্ণযোষিৎকে পরমপূজ্যা গুরুজ্ঞান কর্‌তে পারা যায়। আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা—এই জড় অভিমান কমে গেলেই ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। সংসার-বাসনা প্রবল থাক্‌লে, সংসারের জন্য বেশী ব্যস্ত হ'লে সেবা-প্রবৃত্তি জাগ্‌বে না। ভগবৎ-সেবার জন্য উৎকণ্ঠা হ'লে মানুষ নিজেকে গুরুর পুত্র-জ্ঞান করে বলিয়া এ সকল পিতা-পুত্রাদির সঙ্গে আর সম্বন্ধ থাকে না, তখনই প্রকৃত মঙ্গল হয়—মঠবাস হয়—প্রকৃত আশ্রয় হয়।

❀❀❀

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

সংসার-কূপ

জীবসমূহ কেবল নিরন্তরই মরিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিতেছে ও জন্মাইবার জন্য মরিতেছে। কি চর, কি অচর সমুদায় সংসারের চেষ্টা স্বপ্নমায়াদি সদৃশ মিথ্যা ও নশ্বর। কেবল নশ্বর ও মিথ্যা নহে ; বিপদের আলয়, পাপের মূল ও অভিভবের ভূমি। এই সংসারে কেহ আমাদিগকে বিক্রয় করে নাই, অথচ আমরা সংসারের নিকট বিক্রীতের ন্যায় (ক্রীতদাসের ন্যায়) কালযাপন করিতেছি। সকলেই বৃথা মোহে মুগ্ধ হইয়া বৃথা সংসার-কূপে ভ্রমান্ধ পশুর ন্যায় নিপতিত রহিয়াছি। বৃথা সুখভোগের আশায় কেবলমাত্র ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন হইতেছি। পিপাসাকাতর হরিণ-গণ যেরূপ মরীচিকায় জলভ্রমে বৃথা ধাবমান হয়, সেইরূপ মূঢ়চেতা আমরা সুখপ্রত্যাশায় আকৃষ্ট হইয়া বৃথা সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া কষ্ট স্বীকার করিতেছি। সংসার পথের পথিকদিগের প্রায়ই বিষমাবস্থা (রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি দুরবস্থা)। **মায়ার সংসার অসংখ্য নিদারুণ দুর্দ্দশা ও কষ্টের উৎপাদক। নিরন্তর ক্লেশদায়ক দগ্ধ সংসারে কিছুমাত্র স্বাদ বা রস নাই, তবে যে কিছু সুস্বাদ ও সরস বলিয়া বোধ হয়, একমাত্র মূঢ়তাই তাহার কারণ।**

গৃহে আসক্তি—ভোগবুদ্ধিই গৃহের অন্ধকূপত্ব। গৃহান্ধ গৃহকূপে থাকিয়া কূপমণ্ডূকের ন্যায় গৃহকূপটীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান মনে করিয়া তাহাতেই সারাজীবন অতিবাহিত করিবার চেষ্টা করেন। অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল বিষয়ের লোভে বিড়ম্বিত হইয়া মনুষ্য আপনার মরণ পর্য্যন্ত কেবল দুঃখ পাইবার নিমিত্তই দুঃখের কূপে নিপতিত হইতেছে। অক্ষমতা, আপদ, তৃষ্ণা, মূকতা, মূঢ়বুদ্ধিতা, ক্রীড়া-কৌতুকে অভিলাষিতা, চাঞ্চল্য প্রভৃতি সমুদায় দোষই সংসারের জীবের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।

যক্ষ (ভূত) যেমন শিশুর নিকটই উদয় হয়, তদ্রূপ মোহাভিভূত মন হইতেই সংসার ক্লেশ জন্মে। সংসার-নামক দীর্ঘ রোগ নরগণের প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধি বিনাশ করে, ঘোর অন্ধকূপে অর্থাৎ নরকে নিপতিত করে এবং তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত করে। অবিদ্যাদোষে অহংমমাভিমানরূপ দোষজ্বর উপস্থিত হওয়ায় তাহারা সুখ-তৃষ্ণায় ও তজ্জনিত তাপে অভিভূত হইয়া সুখতৃষ্ণা ও তাপ নিবারণার্থ সংসারে সুখের অন্বেষণ করে, অথচ তাহা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের অপশান্তিও হয় না। জীব সংসারে যে সুখের আশায় পরিভ্রমণ করে, তাহা তাহাদের তৃষ্ণাজনিত পাপ, তাহাই তাহাদের দোষের অবস্থা। ইহজগতে সুখের ও দুঃখের দশা বিদ্যুৎ অপেক্ষাও স্বল্পস্থায়ী। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সুখ-দুঃখের রীতি এই যে, সুখ দুঃখকে বিনাশ করে এবং দুঃখও সুখকে বিনাশ করে। সুখের পরে দুঃখ, দুঃখের পরে সুখ। সে-কারণে জড় সুখান্বেষী লোক কোনকালে শ্রেয়ঃ লাভ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

করিতে পারে না। অসীম ও অনন্তকাল ব্যাপিয়া তাহারা সুখ-দুঃখের স্রোতে ভাসমান থাকিতে থাকিতে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

প্রবৃত্ত অর্থাৎ অনিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সংসারে ভ্রমণ করিতে হয়। এই সংসারটি মায়াময় গুণপ্রবাহ-স্বরূপ। গুণ ও কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণের সংসার হইয়া থাকে। স্বপ্নের ন্যায় এই সংসার অজ্ঞানমূলক, সুতরাং নশ্বর বা অবাস্তব। শাস্ত্র ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট এই শরীরকে রথ, ইন্দ্রিয়সকলকে অশ্ব, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মন রশি, শব্দাদিকে গন্তব্যদেশ, বুদ্ধিকে সারথি এবং বৃহৎ দেহব্যাপী চিত্তকে কঠিন বন্ধনস্বরূপ বলিয়াছেন। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই ছয়টী সংসারানুভবের দ্বারস্বরূপ, উহাদের সাহায্যে জীব নিজ নিজ দেহদ্বারা নিষ্পাদিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। দুষ্ট ইন্দ্রিয়াশ্বগণ অসাবধানী দেহরথকে প্রবৃত্তমার্গে লইয়া গিয়া বিষয়-দস্যুর হস্তে নিক্ষেপ করে, তৎপরে সেই দস্যুগণ অশ্ব ও সারথির সহিত তাহাকে গুরুতর মৃত্যুভয়াকুলিত অন্ধকারময় সংসার-কূপে নিক্ষেপ করে। অর্থোপার্জ্জনপর বণিকগণ যেমন অর্থের জন্য কণ্টকাদিপূর্ণ দুর্গম পথে চলিতে চলিতে ঘোরতম কাননে গিয়া পড়ে, সেইরূপ এই জীবকুল মায়াধীশ ভগবান্ বিষ্ণুর অধীনা মায়াদ্বারা দুর্গম প্রবৃত্তমার্গে চালিত হইয়া এই ভয়ানক সংসার লাভ করে। যেমন প্রতিবৎসর কর্ষণাদিদ্বারা ক্ষেত্রস্থ তৃণ-গুল্মাদি ছেদন করিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করা হয়, তথাপি ঐ সকল তৃণাদির বীজ দগ্ধ হয় না বলিয়া বপনকাল অতীত হইলেও ক্ষেত্র পুনরায় তৃণ-গুল্মাদির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গহ্বরসদৃশ হয়, সেইরূপ এই গৃহাশ্রম কর্ম্মক্ষেত্র স্বরূপ, ইহাতে কর্ম্মসকল একেবারে ক্ষয় হয় না, কারণ এই আশ্রম কাম্যকর্ম্মের ভাণ্ডসদৃশ। যেরূপ কর্পূরের ভাণ্ডে কর্পূর না থাকিলেও তাহার গন্ধ যায় না, সেইরূপ বাসনা ক্ষয় না হওয়ায় কর্ম্মসমূহের নাশ হয় না। মনুষ্যের অনুষ্ঠিত কাম্যকর্ম্মসকলই স্ফটিকস্তম্ভে প্রতিবিম্বিত আকারের ন্যায় নিষ্ফল।

এই সংসারে অসংখ্য রক্তমাসময় ও অস্থিময় যন্ত্র (মানবদেহ) জন্মিয়াছে, পরন্তু সে-সকলে যথার্থ সচেতনতার অভাব দেখা যায়। তাহারা কেবল বৃথা শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় উপভোগ করিয়া বিনষ্ট হয়। মূঢ় ব্যক্তিগণই এই সংসারে শ্রীকে স্থিরা ও উৎকৃষ্ট মনে করে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা স্থিরা নহে, উৎকৃষ্টাও নহে, তাহা নিতান্ত অনর্থদায়িনী ও মোহের হেতু। জীব বাল্যাবস্থায় অকারণে ক্রোধরোদনাদির বশবর্ত্তী হইয়া নিগড়বদ্ধ হস্তীর ন্যায় অনন্ত দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয় ও দুঃখে শৈশবকাল জীর্ণ করিয়া থাকে। শৈশবকালে অজ্ঞতানিবন্ধন জল, বহ্নি ও অনলাদিদ্বারা পদে পদে ভীত হইতে হয়। স্বীয় অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত না হইলে বালকদিগের আশালতা এককালে ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে তাহারা বিশেষরূপে ম্লান ও দুঃখিত হয়। যেমন যূথভ্রষ্ট মৃগ কোন্ দিকে যাইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

যৌবনাবস্থায় পুরুষগণও পিতা-মাতা-স্ত্রীর ভরণ-পোষণার্থ ধনলোভে আকুল হইয়া কোন্ দিকে গমন করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হয়। ললনাগণ বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি ভূষণে ও সুগন্ধি অনুলেপনে যে শরীরে সৌষ্ঠব সাধন করে, সে শরীর শ্মশানে শৃগাল-কুকুরে ভক্ষণ করিবে, প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ করিবে, তাহাই তাহার শেষফল বা চরম পরিণাম। অশেষ দোষাকর দুঃখশৃঙ্খলরূপিণী ললনাতে জীবের কি প্রয়োজন রহিয়াছে? বনচারী জন্তুগণের শরীর যেরূপ রক্তমাংসাদিময়, ললনাগণের শরীরও তদ্রূপ রক্তমাংসাদির পুত্তলিকা। উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল যন্ত্রের ন্যায় চপল ও কতকগুলি অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত। তাহার নিমিত্ত এত আগ্রহ কেন? চিন্তামণি যেমন অল্পভাগ্য নরের হস্ত হইতে শীঘ্রই অন্তর্দ্ধান করে, সেইরূপ যৌবন-পক্ষীও জীবের দেহপিঞ্জর হইতে সত্বর পলায়ন করে।

নদী যদ্রূপ তীরের তরুকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ বার্দ্ধক্যে জরা এই ভৌতিক দেহকে বিনাশ করিয়া থাকে। বিষ কণামাত্র ভক্ষিত হইলেও তাহা যেমন অচিরাৎ দেহবৈরূপ্য আনয়ন করে, তেমনই জরা শীঘ্রই এই দেহস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জর্জ্জরীকৃত করিয়া অত্যন্ত বিরূপ করিয়া তুলে। কামিনীগণ শিথিল জরাজীর্ণ পুরুষকে বলীবর্দ্দের বা উষ্ট্রের সমান জ্ঞান করে। স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, বান্ধব, দাস, দাসী সকলেই জরাক্রান্ত মানবকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। গৃধ্র যেমন উচ্চ বৃক্ষের আশ্রয়ে গমন করে, তেমনই দুরাশা আসিয়া কুদৃশ্য দৈন্যগ্রস্ত গুণহীন ও পরাক্রমহীন বৃদ্ধ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে। বৃদ্ধকালে 'আমি কখন কি-প্রকারে কাহার নিকট হইতে সুস্বাদু ভক্ষ্য পাইব'—এইরূপ চিন্তা অগ্নিসম বর্দ্ধিত হইয়া নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাকে। বস্তুতঃই বৃদ্ধকালে সকল বিষয়েই অভিলাষ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কোনও বিষয় উপভোগ করিবার সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং সামর্থ্যহীন বৃদ্ধদিগের হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। বৃদ্ধকালে অপকারকারিণী জরারূপী কালসর্পে আক্রান্ত হইয়া রোদন করিতে থাকে, সেইসময় মৃত্যুরূপ উলূক (কালপ্যাঁচা) আসিয়া দেখা দেয়। সন্ধ্যার আগমনে তিমিরবিহারী পেচকগণ যেমন অন্ধকারের অনুগামী হয়, এই নশ্বর দেহে জরার আবির্ভাব দেখিলে মৃত্যু আহ্লাদসহকারে তাহার অনুগমন করে। জনশূন্য নগরের লতাহীন তরুর ও অনাবৃষ্টিযুক্ত দেশের কিছু না কিছু শোভা থাকে, কিন্তু জরাজর্জ্জরিত দেহের অণুমাত্রও শোভা থাকে না। এই দেহরূপ কদলীবৃক্ষ যখন জরাপ্রভাবে নিস্তেজ হয়, তখন মৃত্যুরূপ মাতঙ্গ আসিয়া তাহা উৎপাটিত করিয়া থাকে। শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইলেও মৃত্যুরূপিণী রাক্ষসীর হস্ত হইতে কেহ পরিত্রাণ পায় না।

প্রস্তরের মধ্যে একপ্রকার ভেক থাকে, তাহারা বিশেষ পুষ্ট (মোটা ও বড়) ও অন্ধ। এই সংসারে বিবেকহীন হইয়া কেবলমাত্র ভোগসুখে সেইসকল ভেকের

ন্যায় কালাতিপাত কর্ত্তব্য নহে। যে-সকল ভোগবিলাসী পাপাত্মগণ আত্মজ্ঞান লাভ করে না, সংসার-ভয়ে ভীত হয় না, তাহারা স্বীয় জননীর বিষ্ঠাকৃমি ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তাহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করা অবিধেয়। এতৎপ্রসঙ্গে বশিষ্ঠ রামায়ণের অষ্টাদশ সর্গের ৪৭ শ্লোকে রহিয়াছে,—

এতাবত্যপি যেঽভীতাঃ পাপা ভোগরসে স্থিতাঃ।
স্বমাতৃবিষ্ঠাকৃময়ঃ কীর্ত্তনীয়ং ন তেঽধমাঃ।।

যাহারা এই সংসারে সদসদ্বিবেচনাশূন্য ও মুগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে, যাহারা কেবল জন্ম, মরণ ও জরা প্রভৃতি দুঃখের অনুগামী হইয়া কালযাপন করে, তত্ত্ববিচার করে না, তাহারা মানব হইয়াও পশু। অশেষ দোষাকর সংসারে সার পদার্থ অতি দুর্ল্লভ। এই সংসারে যে-সমস্ত ধীসম্পন্ন যশোনিধি ব্যক্তি সারপদার্থের নিমিত্ত যত্ন প্রকাশ করেন, তাঁহারাই ধন্য ও শ্রেষ্ঠ। তীর যেমন বর্ম্মাচ্ছাদিত শরীর ভেদ করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ এই ভয়ানক সংসার প্রাজ্ঞ পুরুষের হৃদয় বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তত্ত্ববিৎ কখনও বিষয়সঙ্গাত্মক মোহগর্ত্তে নিপতিত হয় না। কোন্ পথাভিজ্ঞ পুরুষ ইচ্ছা করিয়া গভীর গহ্বরে পতিত হইতে ইচ্ছা করে? সৎশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা যাহাদের চিত্তচরিত পবিত্র হইয়াছে, তাঁহারা সাধ্বী ও পতিব্রতা স্ত্রীর অন্তঃপুরচত্বরে পরম পরিতোষ প্রাপ্তির ন্যায় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিচারশীল ব্যক্তি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, মেরুর ন্যায় ধীর ও চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হইয়া থাকে। তেজোরাশিবিশিষ্ট সূর্য্য যেরূপ কস্মিনকালেও তমোমধ্যে নিমগ্ন হন না, সেইরূপ সদ্বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণও কদাচ সংসাররূপ মহাবিপদে নিপতিত হন না। যাঁহারা সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার চেষ্টা করেন না, নিশ্চয়ই তাঁহারা প্রজ্বলিত গৃহমধ্যস্থ রাশিকৃত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। যাঁহারা একবার সংসারের রহস্য জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কদাচ মোহকারিণী সংসার-মায়ায় অবস্থান করেন না।

বিষয়-বিসূচিকা অতি ভয়ানক রোগ। নরক-নগরোপম স্বরূপ দেহের প্রতি মমতাদি বুদ্ধি উৎপন্ন করা এ রোগের প্রধান লক্ষণ। শীঘ্র এ রোগের চিকিৎসা না করিলে ইহা বর্দ্ধিত হইয়া জীবকে নরক দুর্দ্দশা ভোগ করায়। **সাধুসঙ্গে পবিত্রকারক শ্রীহরিনাম গ্রহণের দ্বারাই অশেষ যন্ত্রণাদায়িণী বিষয়-বিসূচিকা পীড়ার একমাত্র শান্তি হইতে পারে।** সাধুসঙ্গ হইলেই সংসার-পঙ্কে অর্থাৎ পাপ, পুণ্য, শোক, মোহে লিপ্ত হইতে হয় না। **একমাত্র সাধুসঙ্গই নরগণের সংসার-কূপ হইতে উত্তরণের প্রধান সহায় ও উপায়।** সাধুসঙ্গের দ্বারা জীব বুঝিতে পারেন—এই সংসার কেবল সঙ্কল্প বিনির্গত ও চিত্রিত নগরীর অনুরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

জীবসকল সঙ্কটাবহ শত অনর্থে পরিপূর্ণ সংসাররূপ মহাগর্ত্তে নিপতিত ও আত্মোদ্ধারে অসমর্থ। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত সকলেই

কালাধীন ও বিষয়মুগ্ধ। সুতরাং এক বিপন্ন ব্যক্তি যেমন অপর বিপন্ন ব্যক্তির বিপন্নাশে অসমর্থ, তদ্রূপ যে নিজে সংসার-কূপে পতিত সে অপর সংসার-কূপে নিমগ্ন ব্যক্তিকে সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার করিতে অক্ষম। **সংসারের সার্ব্বকালিক অশান্তি দূর হইবার উপায় সকল শান্তির নিলয় ভক্ত ও ভগবানের পাদপদ্মাশ্রয়।**

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ।। (ভাঃ ১১।৮।৪১)

"শ্রীহরি ব্যতীত সংসারকূপে নিপতিত রূপরসাদি বিষয়কর্ত্তৃক অপহৃত বিবেক, কালরূপ সর্পের কবলে কবলিত জীবগণকে উদ্ধার করিতে কেহই সমর্থ নহে।"

নিরালস্য হইয়া যত্নসহকারে সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গাদির অভ্যাস এবং শ্রীহরিভজনে রত থাকিলেই অনায়াসে হিতকর স্বার্থসাধন হইতে পারে।

'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম'—এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

ভগবৎ-কৃপা

শ্রীভগবানের কৃপা কখন কিভাবে কাহার প্রতি বর্ষিত হয় তাহা অনুধাবন করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। অনেক সময় গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শাসন বা কথাকে আমরা তাঁহাদের অকৃপা বলিয়া মনে করি। মনে দুঃখ পাই, ভুল বুঝি। কিন্তু তাহা নহে। তাঁহাদের কৃপার তুলনা নাই। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া পরম ভাগবত শ্রীমুকুন্দ দত্তের পূত জীবনচরিত কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রামের ছনহরা গ্রামে শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীবাসুদেব দত্ত নামে দুই মহাভাগবতের আবির্ভাব হয়। মুকুন্দ দত্ত বাসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মুকুন্দ কৃষ্ণলীলায় ব্রজধামে 'মধুকণ্ঠ'-নামে খ্যাত ছিলেন। সেই মধুকণ্ঠই গৌরলীলায় 'মুকুন্দ'। তিনি সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণে গৌরহরি ভাবোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিতেন।

বাসুদেব ও মুকুন্দ গঙ্গাতীরে বাসের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপে আসেন। মহাপ্রভু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন লীলা করিতেছেন—সেইসময় ঐ টোলে মুকুন্দ দত্ত ভর্ত্তি হইলেন। তিনি মহাপ্রভুর সহপাঠীরূপে তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিলেন। মহাপ্রভু যখন নিমাই পণ্ডিত তখন তিনি বহু ছাত্র সমভিব্যাহারে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

সমগ্র নবদ্বীপে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার শাস্ত্র বুঝিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কেবলমাত্র গঙ্গাদাস পণ্ডিত অনুধাবন করিতে পারিতেন। নিমাই পণ্ডিতকে দেখিয়া সকলেই সম্ভ্রমবোধ করিতেন। পাষণ্ডিগণ তাঁহাকে দেখিয়া সাক্ষাৎ যম বলিয়া মনে করিত। তথাকথিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি জ্ঞান করত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তখন নবদ্বীপে ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যায় রত। সেই সভায় সমস্ত বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেন এবং হরিকথা সঙ্কীর্ত্তনে মহানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন। একদিন সেই সভায় মুকুন্দ দত্ত উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন করিলেন। তিনি ত' ব্রজের মধুকণ্ঠ। তিনি কি করিয়া থাকিতে পারিবেন! তিনি ভাবে বিভোর হইয়া এমন কীর্ত্তন করিলেন যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রমুখ সভাস্থ সকলেই আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন এবং জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন-বন্যায় সমগ্র জগৎকে ভাসাইয়া দিবার জন্যই যে সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌরহরির আবির্ভাব, সেই গৌরহরি মুকুন্দদত্তের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, তিনি যে তাঁহার কীর্ত্তন-লীলাসঙ্গী হইবেন, তাহা বুঝিলেন এবং অন্তরে তাঁহার প্রতি খুবই সুপ্রসন্ন হইলেন। কিন্তু বাহ্যতঃ তিনি ত' এখন নিমাই পণ্ডিত। তিনি সর্ব্বত্র সকলের নিকট গিয়া শাস্ত্রের বা ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া সকলকে বিচারে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। এইজন্য পণ্ডিতমণ্ডলী সবসময় তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতেন।

একদিন মহাপ্রভু সহপাঠী মুকুন্দকে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া বিচারে আহ্বান করিলেন। মুকুন্দ ভাবিলেন,—কি করা যায়। নিমাই ত' ব্যাকরণের পণ্ডিত। তাঁহাকে বলিলেন,—"দূর, ব্যাকরণ ত' শিশুপাঠ্য।" এই বলিয়া তিনি মহাপ্রভুকে অলঙ্কার শাস্ত্রের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার মহাপ্রভু সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে মহাপ্রভুর এইপ্রকার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুকুন্দের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি ভাবিলেন,—"ইনি কে? ইনি কোনমতেই মনুষ্য নহেন। মনুষ্যের এইপ্রকার শক্তি হইতে পারে না।" তিনি কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"হে কৃষ্ণ! এই নিমাইকে আপনি সুবুদ্ধি দান করুন এবং আপনার ভক্ত করিয়া তুলুন। ইনি যদি কৃষ্ণভক্ত হন, তাহা হইলে আমি ইঁহার দুর্ল্লভ সঙ্গ এক মুহূর্ত্তও ছাড়িব না।" মুকুন্দসহ অদ্বৈতসভার সমস্ত বৈষ্ণব এই প্রার্থনাই করিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহারা ত' কৃষ্ণেতর কথা বলিতে বা শুনিতে চান না।

একদিন মুকুন্দ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন, এমন সময় নিমাই বহু ছাত্রসহ রাজপথে চলিয়াছেন। নিমাইকে দেখিয়াও মুকুন্দ দত্ত যেন দেখেন নাই—এইভাব দেখাইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। গৌরহরি গোবিন্দকে মুকুন্দের পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গোবিন্দ জানেন না বলায় তিনি বলিলেন,—"বুঝিয়াছি। আমাকে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

ইহারা বহির্ম্মুখ মনে করিয়াছে। মুকুন্দ বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ত'। আর আমার কথায় কোন কৃষ্ণকথা নাই। তজ্জন্যই মুকুন্দ আমাকে দেখিয়া পলাইয়া গেল।" মুকুন্দের উদ্দেশ্যে বলিলেন,—'মুকুন্দ! কোথায় পলাইবে? আর বেশীদিন আমার নিকট হইতে দূরে থাকিতে পারিবে না। আমি এমন বড় বৈষ্ণব হইব যে, তোমরা ত' বটেই, এমনকি অজ-ভব আদি সকলকেই আমার নিকট আসিতে হইবে। তিনি মুকুন্দসহ সকল বৈষ্ণবকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"শুন ভাই সব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুই সর্ব্ব বিলক্ষণ।।
আমারে দেখিয়া এবে যে সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায়।।"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১১।৪৮-৪৯)

মহাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য তিনি গয়ায় গমন করিলেন। সেখানে তাঁহার শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎ। তিনি ঈশ্বরপুরীকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ করিয়া কহিলেন,—

"প্রভু কহে,—গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে হেরিলাম চরণ তোমার।।"

জগৎ-শিক্ষার নিমিত্ত তিনি শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণের অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম উথলিয়া উঠিল। গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া তিনি সর্ব্বদা প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় 'হা কৃষ্ণ!' 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সেইসময় মুকুন্দ দত্ত তাঁহাকে কৃষ্ণগুণগান কীর্ত্তন করিয়া শুনাইতেন। মহাপ্রভু তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইতেন ও সুখ পাইতেন। মুকুন্দের কীর্ত্তনে এমন কি অদ্বৈতাচার্য্য ও ঈশ্বরপুরীপাদ পর্য্যন্ত ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন।

শ্রীমতী রাধারাণীর পিতা শ্রীবৃষভানুরাজা শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিরূপে চট্টগ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য পরম বৈষ্ণব মহাভাগবত ছিলেন ; কিন্তু বাহ্যতঃ ভোগীর লীলাভিনয় করিতেন। তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র মুকুন্দ দত্তই তাঁহাকে চিনিতেন এবং তাঁহার গূঢ়তত্ত্ব অবগত ছিলেন। মুকুন্দ একদিন গদাধর পণ্ডিতকে বলিলেন,—"চলুন, আপনাকে আজ একজন পরম বৈষ্ণবের নিকট লইয়া যাইব।" এই বলিয়া তাঁহাকে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট লইয়া গেলেন। সেইসময় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দিব্যখট্টার উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বহুমূল্য পট্টবস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক স্বর্ণাভরণে ভূষিত হইয়া সুসজ্জিতভাবে বসিয়া আছেন। তাম্বূল চর্ব্বণ

করিতেছেন। সেইস্থান আতরের সুগন্ধে ভরপূর। গদাধর পণ্ডিত আজন্ম বিষয়বিরক্ত বৈরাগী। তিনি বিদ্যানিধিকে দর্শন করিয়া সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন—ইঁনি কেমন বৈষ্ণব। তাঁহার চিত্তে সংশয় আসিয়া উপস্থিত হইল। মুকুন্দ দত্ত তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সংশয়মুক্ত করিবার জন্য এবং বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব ও বিদ্যানিধির পরম ভাগবতত্ব সন্দর্শন করাইবার জন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক যাহাতে কৃষ্ণের অপার মহিমা, করুণার কথা প্রকাশিত সেই শ্লোক কীর্ত্তন করিলেন।—

"অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্য সাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেমঃ।।" (ভাঃ ৩।২।২৩)

অহো কি আশ্চর্য্য! বকাসুরের ভগ্নী দুষ্টা পূতনা প্রাণ-বিনাশেচ্ছা প্রণোদিতা হইয়া যাঁহাকে কালকূটমিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রী-প্রাপ্য (কৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী অম্বিকা-কিলিম্বার প্রাপ্য গোলোকে) গতি লাভ করিয়াছিল, সেই পরম দয়ালু কৃষ্ণ বিনা আর কাহারই বা শরণাপন্ন হইব?

মুকুন্দের শ্রীমুখে ভাগবতের এই শ্লোক শ্রবণ করিবামাত্রই পুণ্ডরীক অঝোর নয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া দিব্যখট্টা হইতে ভূমিতে পড়িয়া গিয়া প্রেমাবেশে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া গেলেন। তাঁহার এইপ্রকার অষ্টসাত্ত্বিক বিকার সন্দর্শনে গদাধর পণ্ডিত অতীব বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—"হায়! হায়! আমি কি করিলাম। এইপ্রকার মহাভাগবত পরম বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইলাম। এই অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে হইলে ইঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আমি ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিব।" তাঁহার অন্তরের বাসনা মুকুন্দের নিকট প্রকাশ করিলেন। মুকুন্দ দত্ত ইহা শ্রবণে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গদাধরের প্রশংসা করিলেন এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে সব জানাইলেন। মহাপ্রভুও ইহা শ্রবণ করিয়া খুবই সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বিদ্যানিধিকে অনমুতি প্রদান করিলে বিদ্যানিধি প্রভুর অনুমতিক্রমে শুভদিনে গদাধর পণ্ডিতকে দীক্ষাপ্রদান করিলেন। এই গদাধর পণ্ডিত যে সে ব্যক্তি নন। তিনি কৃষ্ণলীলায় শ্রীমতী রাধারাণী ছিলেন। মনে রাখিবেন, মুকুন্দও যে সে ব্যক্তি নন। মুকুন্দেরই উপরোধক্রমে রাধারাণীর অবতার গদাধর পণ্ডিতকে বিদ্যানিধি দীক্ষা দিয়াছিলেন।

মুকুন্দের গুণের কথা আর কি লিখিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তন-

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

বিলাসে মত্ত। সেই সঙ্কীর্ত্তনের লীলাসঙ্গী ছিলেন মুকুন্দ। তিনি সেখানে হরিবাসরের অধিবাস-কীর্ত্তনে মূলগায়ক ছিলেন। মুকুন্দ কীর্ত্তন ধরিলেন,—

"শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ।।
* * *
শ্রীবাস-পণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন-কত গায়।।"
* * *
"মুকুন্দাদি গায় অভিষেক সুমঙ্গল।
কেহ কান্দে, কেহ নাচে, আনন্দে বিহ্বল।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।৩২)

মুকুন্দের ন্যায় এইপ্রকার মহাভাগবত লীলাসঙ্গীকে মহাপ্রভুর শাসনবাক্য শ্রবণ করিলে অত্যাশ্চর্য্য হইতে হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া সাতপ্রহর মহাপ্রকাশলীলা করিয়াছিলেন। তখন তিনি সমস্ত ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া সকলকে তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী রূপ দেখাইলেন এবং বর প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুকুন্দ যে এতই প্রিয়, যাঁহার কীর্ত্তনে তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, এবম্প্রকারের পরম বৈষ্ণবকে আহ্বান করিলেন না। ইহাতে সমস্ত ভক্ত বিস্মিত হইলেন। অবশেষে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর নিকট গিয়া মুকুন্দকে কৃপা করিবার জন্য নিবেদন করিলে প্রভু শ্রীবাসকে বলিয়াছিলেন,—

প্রভু বলে,—"হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি' মোরে কভু না সাধিবা।।
* * *
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৩, ১৮৫)

অর্থাৎ মহাপ্রভু মুকুন্দকে দিয়া জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি যাবতীয় অভিধেয় ভক্তির সহিত সমান অথবা ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ সাধন—ইহা যাহারা বলে, তাহারাই ভগবানের অঙ্গে আঘাত করে।

মুকুন্দ বাহির হইতে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন,—"সত্য সত্যই আমি ত' জড়বিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সাম্প্রদায়িক শিক্ষাক্রমে ভক্তির সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি নাই। সুতরাং আমি আর এই অপরাধী শরীর রাখিব না।"

তিনি অঝোর নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি কোনদিন দর্শন পাইব?" শ্রীবাস মুকুন্দের এইকথা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

প্রভু বলে,—"আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৯৯)

প্রভু বলিয়াছেন,—কোটি জন্ম পরে দর্শন পাইব, ইহাতেই মুকুন্দের আনন্দ। কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—মহাপ্রভুর বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না। তিনি দর্শন পাইব, দর্শন পাইব—এই বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবান্ প্রেমবশীভূত। মুকুন্দের প্রীতি সেবার নিকট তিনি আজ পরাজিত। তাই মহাপ্রভু নিজের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে বাধ্য হইলেন,—

প্রভু বলে,—"মুকুন্দ, ঘুচিল অপরাধ।
আইস, আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২০৫)

মুকুন্দের কোটি জন্ম সেই মুহূর্ত্তেই শেষ হইয়া গেল। তিনি ঈশ্বররূপ দর্শন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণব-মণ্ডল।
শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল।।
আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এইমত হউ তোরে সকল মহান্ত।।
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২৫৮-২৬০)

ভগবৎকৃপার কথা আর কি লিখিব। একদিন মহাপ্রভু মুকুন্দের গৃহে গিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণমঙ্গল গান শুনিতেছিলেন। সেইসময় তিনি তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায়—এমন পরম গোপনীয় কথা কেবলমাত্র মুকুন্দকেই বলিয়াছিলেন। কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর এই মুকুন্দের কীর্ত্তনেই প্রভু ধৈর্য্য ধারণ করিতেন এবং সুখ পাইতেন। নীলাচলে সর্ব্বসময়েই মুকুন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন।

এমন শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্রজের মুধুকণ্ঠ প্রভুর লীলাসঙ্গী মুকুন্দদত্ত মহাপ্রভুর শাসন অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া তাহা প্রভুর অহৈতুকী কৃপারূপে বরণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই মহাপ্রভু তাঁহাকে বর দান করিলেন এবং সেই বর শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সুতরাং গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শাসনই আমাদের একমাত্র কল্যাণের পথ এবং ভরসার কথা বলিয়া আমরা যেদিন বুঝিতে পারিব, সেইদিনই আমরা ভগবৎকৃপা লাভে সমর্থ হইব।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

❑※❑

নগর-সঙ্কীর্ত্তন

বহুলোক একত্রে মিলিয়া বাদ্য ও নৃত্যাদির সহিত ভগবদ্‌গুণগানপূর্ব্বক নগর-পরিভ্রমণ বা নগরে নগরে ভগবানের নাম-প্রচারই—"নগর-কীর্ত্তন।" ভগবান্—এক অদ্বিতীয় বস্তু। বেদ বলেন,—"ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"—তিনি এক অদ্বয়বস্তু, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই। ভগবান্ সর্ব্বজীব-প্রভু, সুতরাং তিনি সকলেরই এক—

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস কাজীকে বলিয়াছিলেন,—

শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর।।

* * *

নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৭৬-৭৭)

মুসনমান শাস্ত্রেও "কালমায়ে শাহাদাত" (সাক্ষ্যবাক্য) বলেন,—'খোদা' ভিন্ন আর কেহ-ই উপাস্য নাই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার আর শরীক্ নাই। হজরত মহম্মদও 'খোদা' নহেন, তিনি 'খোদাতায়ালা'র 'বান্দা' (সেবক) ও তাঁহারই প্রেরিত পুরুষ।

তাঁহাদের "কালমায়ে তাম্‌জীদ্" (গুণপ্রকাশকবাক্য) বলেন,—"সমস্ত প্রশংসা খোদাতায়ালারই জন্য ইত্যাদি।" তাশাহ্‌হুদ্ বলেন,—"সমুদয় জিহ্বার প্রশংসা, দৈহিক আরাধনা ও আর্থিক উপাসনা খোদাতায়ালার জন্য নির্দ্দিষ্ট।"

এমতাবস্থায় একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য, আরাধ্য ও কীর্ত্তনীয়—ভগবানের গুণকীর্ত্তনে কাহারও কোনই আপত্তির কারণ হইতে পারে না। যেখানে উপাস্য, প্রভু, ভোক্তা বা "খোদা" এক অদ্বিতীয় পুরুষ, আর সকলেই তাঁহার উপাসক, দাস, সেবক বা 'বন্দা', সেইস্থানে কখনও পরস্পরের মধ্যে **ঐক্যতানের** অভাব হইতে পারে না। জাগতিক জীব সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইলেই 'নিত্যদাস' বা 'বন্দা' অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অবৈধরূপে 'প্রভু' বা 'খোদা'

❑ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

সাজিতে অগ্রসর হয়। এইরূপ ভোগবুদ্ধিমূলে জগতে বহু প্রভু ও বহু ভৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে প্রভু বা ভোক্তার সংখ্যা অনেক, সেইখানেই সংঘর্ষ ; আর যেখানে প্রভু, ভোক্তা বা খোদা একজন, আর বাদবাকী সকলই তাঁহার দাস—সেবক বা 'বন্দা', সেখানে সংঘর্ষের কোনও কারণ নাই। কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য, চেষ্টা ও চিত্তের গতি একপ্রকার। সকলেই এক প্রভুর সন্তান—পারমার্থিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ-বিশিষ্ট।

"পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।"

—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের এই বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অদ্বিতীয় বস্তু ভগবান্ পরমার্থতঃ সকলেরই এক। বাহ্য মতভেদ বা বিবাদে প্রকৃতবস্তুর কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের (Subjective existence) পরিবর্ত্তন হয় না। কেহ যদি পৃথিবীকে চতুষ্কোণ, কেহ বা ত্রিকোণ বা গোলাকার বলিয়া পরস্পর অনন্ত-কাল ধরিয়া বিবাদ করিতে থাকেন, তাহা হইলেও পৃথিবীর যাহা প্রকৃত আকার, তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না। কোন ব্যক্তি যদি সূর্য্যের উদয় সম্বন্ধে পশ্চিমদিক্, কেহ বা দক্ষিণদিক্, কেহ বা উত্তরদিক্, আবার কেহ বা পূর্ব্বদিক্ বলিয়া নির্ণয় করেন, এইরূপ পরস্পর মতভেদহেতু সূর্য্য কখনও তাঁহার নিত্য উদয়াচল পরিত্যাগ করিবেন না। সুতরাং যেখানে আমরা সকলেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের দাস বা 'বন্দা', সেখানে আমাদের উদ্দেশ্যও এক হওয়া উচিত অর্থাৎ আমরা যাহাতে সকলেই নির্ব্বিবাদে তাঁহার নিত্যসেবক বা 'বন্দা' অভিমান অটুট রাখিয়া তাঁহার সেবাতে নিমগ্ন থাকিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

পুরাণ, কোরাণ—সকলেই একবাক্যে বলেন যে,—পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তনদ্বারাই তাঁহার প্রকৃত সেবা হয়। সনাতন বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রের ত' কথাই নাই, ইস্‌লাম শাস্ত্রেও বহুস্থানে 'খোদাতায়ালা'র যশঃকীর্ত্তনের কথা গ্রথিত আছে। আমরা উপরে 'তাশাহ্‌হুদের' যে অনুবাদ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতেও দেখা যায় যে, সমুদয় জিহ্বার প্রশংসা 'খোদাতায়ালা'র জন্যই নির্দ্দিষ্ট।

প্রাচীন বৈদিক যুগেও ব্রাহ্মণগণ সামগানে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া পরমপুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। আমরা শ্রুতিশাস্ত্রে 'উদ্‌গান', 'উদ্‌গাথা' প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাই। কলিসন্তরণোপনিষৎ কলিকালে একমাত্র নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি বেদবিস্তার-শাস্ত্রে সঙ্কীর্ত্তনকেই একমাত্র কলিযুগের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'জপ' হইতে 'উচ্চকীর্ত্তন' শ্রেষ্ঠ।—

"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতূন্ পুনাতি চ।।"

(শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ-বাক্য)

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

উচ্চকীর্ত্তনদ্বারা একাধারে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের কর্ণে উচ্চকীর্ত্তনের ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারাও মঙ্গললাভ করেন ; আর কীর্ত্তনকারীরও একাধারে হরিনাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হয়। আবার নগরকীর্ত্তনাদি দ্বারা একসঙ্গে বহুজীবের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। অনেক সময় ঘরে বসিয়া উচ্চকীর্ত্তন করিলেও সেই ধ্বনি সঙ্কুচিত-চেতন পশুপক্ষী বা আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষ-লতাদির সৌভাগ্য উদয় করায় না, কিন্তু নগর-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-তৃণগুল্ম-লতাদিরও সুকৃতি বা সৌভাগ্যের উদয় হয়। ঝারিখণ্ডের পথে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-প্রচারের কথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"হরিবোল বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি'।।
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।।'

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৪৫-৪৬)

গীতকাণ্ড, বাদ্যকাণ্ড ও নৃত্যকাণ্ড—এই ত্রিবিধ ব্যাপার 'তৌর্য্যত্রিক' নামে অভিহিত। এই ত্রৌর্য্যত্রিক ব্যসন বা কামজ দশবিধ দোষের অন্যতম। কিন্তু ইহাই আবার ভগবৎপ্রীতির জন্য সাধিত হইলে ভক্ত্যঙ্গ-মধ্যে গণিত হয়। নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টাই—'কাম' আর ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছাই—'প্রেম'। ভগবৎপ্রীতির জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির মাহাত্ম্য সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে স্থাপিত আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৮।১১০ সংখ্যায় নারদীয় পুরাণবাক্যে এইরূপ লিখিত আছে,—

'বিষ্ণোর্গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণজাতীনাং কর্ত্তব্যং নিত্যকর্ম্মবৎ।।"

শ্রীহরির উদ্দেশ্যে নৃত্য-গীত ও অভিনয়াদি ব্রাহ্মণগণের নিত্যক্রিয়ার ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য। আরও লিখিত আছে যে, যাঁহারা শ্রীকেশবের প্রীতির উদ্দেশ্যে নৃত্যগীত না করেন,—"বহ্নিনা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন রসাতলম্"—তাঁহারা কেনই বা পুড়িয়া মরেন না বা রসাতলে গমন করেন না? সুতরাং হরিচর্য্যার জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী বিশেষ অপরিত্যাজ্য অঙ্গ।

এই ত' গেল সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞা। আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণেই বা কি দেখিতে পাই, তাহাও বিচার করা যাউক্। আজ পাঁচশত বৎসরের অধিক দিনের কথা, তখন বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ মুসলমান-শাসনের অধীন ছিল। নবদ্বীপে তখন ফৌজদার কাজীর আসন। তাৎকালিক মুসলমান শাসনানুসারে দণ্ডবিধান ও শাসনাদি পরিচালনা কাজীগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। ইঁহারা সুবাবাঙ্গালায় সুবাদারের অধীন ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে গার্হস্থ্য-

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

লীলার অভিনয় করেন, তখন সেখানকার ফৌজদার ছিলেন—মৌলানা সিরাজুদ্দিন, অপর নাম চাঁদকাজী। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ নগরের সকল লোককেই সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ দেন। তদনুসারে—

'মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩)

নবদ্বীপের সর্ব্বত্র এইরূপ অবস্থা হইল। মুসলমানগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কাজীর নিকট আসিয়া নিবেদন জানাইলেন। সন্ধ্যাকালে কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া এক নাগরিকের ঘরে আসিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং সকলকে বলিতে লাগিলেন,—

"কেহ কীর্ত্তন না করিও সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি' যাইতেছোঁ ঘরে।।
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তা'র জাতি যে লইমু।।"

নগরিয়াগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাঁহাদের কীর্ত্তন-বাধার কথা জ্ঞাপন করিলে এবং তাঁহারা স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না জানাইলে, মহাপ্রভু নগরিয়াগণকে বলিলেন,—

নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর-মণ্ডন।।
সন্ধ্যাতে দিউটী সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখ, কোন্ কাজী আসি' মোরে মানা করে।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বলিয়া সন্ধ্যাকালে নগর সঙ্কীর্ত্তনের জন্য তিন সম্প্রদায় রচনা করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের নর্ত্তক হইলেন ঠাকুর হরিদাস, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নর্ত্তক অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, আর তৃতীয় সম্প্রদায়ের নর্ত্তক গৌর-নিত্যানন্দ দুই ভাই। এইরূপে তিন সম্প্রদায়ে নগরকীর্ত্তন করিতে করিতে কাজীর গৃহের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজী নিজগৃহে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু কাজীর গৃহের দ্বারে বসিয়া থাকিয়া লোকদ্বারা কাজীকে ডাকাইয়া আনাইলেন। কাজী ও মহাপ্রভুর মিলন হইল। কাজী মহাপ্রভুকে সম্মান করিলেন, মহাপ্রভুও কাজীকে সম্মান করিয়া বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"আমি তোমার গৃহের অভ্যাগত ; কিন্তু তুমি আমাকে দেখিয়া লুকাইয়া রহিয়াছ, তোমার এ কিরূপ ধর্ম্ম?" কাজীও প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া আপনাকে শান্ত করিবার জন্যই আমি লুকাইয়া ছিলাম। আপনি শান্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমিও আপনার সহিত

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

মিলিত হইতে আসিলাম। আমার পরমভাগ্য যে আজ আমি আপনার ন্যায় অতিথি পাইয়াছি। গ্রামসম্বন্ধে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আমার 'চাচা' (খুল্লতাত) ও আপনার 'নানা' (মাতামহ) হন। সুতরাং সেই সম্বন্ধে আপনি আমার 'ভাগিনা'। ভাগিনার ক্রোধ 'মামা' অবশ্যই সহ্য করেন, আর মাতুলের অপরাধও ভাগিনা গ্রহণ করেন না।" এইরূপ উভয়ের মধ্যে গূঢ়ার্থসূচক অনেক কথা হইল অর্থাৎ চাঁদকাজী কৃষ্ণলীলায় কংস বা দেবকীনন্দনের মাতুল ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও কাজীর মধ্যে ইস্‌লাম-ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে অনেক কথা হইল এবং কাজীও মহাপ্রভুর বাক্য সুসত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিলেন। কাজী মহাপ্রভুকে একদিনের ঘটনা এইরূপ জানাইলেন,—

" * পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল।।
আসি' কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই।।
মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি করি জাগরণ।
তা'তে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—যোগ্য আচরণ।।
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত।।
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি।।
না জানি, কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায়।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায়।।
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ।।
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি'।।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়।।
হিন্দু-শাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি।।
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তা'রে করহ বর্জ্জন।।

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২০৩-২১৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, তৎকালে "পাষণ্ডী হিন্দু"গণ—যাঁহারা মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি পূজায় সারারাত্র জাগিয়া নৃত্যগীত, বাদ্যাদি করিতেন এবং উহাকেই 'হিন্দুর ধর্ম্ম' মনে করিতেন, তাঁহারাও নিমাই

পণ্ডিতের নগরসঙ্কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট গিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমপ্রদ-বিগ্রহ গৌরহরির এমনই বদান্যতা যে, কাজী প্রতিকূল হইয়াও পরে অনুকূল হইলেন। নিমাইর বিরুদ্ধে হিন্দুগণ অভিযোগ করিলে, কাজী উল্টে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। গৌরহরির কৃপায় কাজীর মুখে 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'নারায়ণ' নাম প্রকাশিত হইয়াছিল। কাজী নিমাঞির নিকট বর চাহিয়াছিলেন,—

"এই কৃপা কর, যেন তোমাতে রহু ভক্তি।" সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু আবার কাজীকে আত্মীয়বোধে বলিয়াছিলেন,—

"* এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সঙ্কীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়।।"

পাঠকগণ! কাজীর উত্তর শ্রবণ করুন—শুধু উত্তর নয়—প্রতিজ্ঞা।—

কাজী কহে,—"মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে 'তালাক' দিব, কীর্ত্তন না বাধিবে।।"

এখনও শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের সন্নিকটে চাঁদকাজীর সমাধি পরমসম্মানের সহিত বৈষ্ণবগণের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। আজিও তথায় তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। দেশ-দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া আজও কাজীর কবরের নিকট সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম ও প্রদক্ষিণাদি দ্বারা কাজীর সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় বৈষ্ণবগণ শ্রীকাজীর সমাধি পরিক্রমা করেন।

অতএব যে-স্থানে আমরা পরমপালক অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, সে-স্থানে কাহারও মধ্যে অপ্রীতির কথা থাকিতে পারে না।

মহামান্যা সদাশয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াও যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকই নির্ব্বিবাদে স্ব-স্ব ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচার করিতে পারেন, তজ্জন্য ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন। যদি সত্য সত্য এক অদ্বয়জ্ঞান ভজনীয় বস্তুরই আরাধনা হয়, তাহা হইলে একজনের আরাধনার প্রকারভেদে আর একজনের আরাধনার ব্যাঘাত হইতে পারে না। বাদ্যাদি-সংযোগে 'নগরসঙ্কীর্ত্তন' সনাতন ধর্ম্মের একটী অপরিত্যাজ্য প্রধান অঙ্গ। মনুষ্যমাত্রেরই ইহাতে যোগদান করিবার অধিকার আছে ও যোগদান করা বিধেয়। আমরা জানি যে, "শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা" নগরসঙ্কীর্ত্তন প্রচারকালে বহু সম্মানিত, শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ঈশ্বরপরায়ণ মহোদয়গণ সমস্ত লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের সহিত নাম-কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়াছেন। বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত ভ্রাতৃগণ আমাদের শ্রীগৌড়ীয় ও ভাগবতের গ্রাহক আছেন। আত্মধর্ম্মের রাজ্য প্রীতির রাজ্য, সে-স্থানে বিবাদ নাই। যেখানে স্বার্থ সেখানেই বিবাদ। অতএব আমাদের বিরূপের ধর্ম্ম বা বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া সকলের স্বরূপের ধর্ম্ম বা প্রীতির ধর্ম্ম আশ্রয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

নামযজ্ঞে আহ্বান

স্তব্ধ হও রে কর্ম্ম-মুখর
চরাচর মহাকাশ,
দাও দূরে ফে'লে মিথ্যা মমতার
দুরত্যয় মোহপাশ!
কাম-কলবর বণিক-ব্যাপারে
মণ্ডূকের মক্‌মকি,
রাখ রাখ দূরে, শুন একবার
আসিছে আহ্বান ও-কি!
অখিল ভুবন ভূতল গগন
করিয়া প্লাবিত সব,
"জয় নিত্যানন্দ!"—কোটিকণ্ঠে ওই
উঠিছে সঘনে রব।
শৈত্য-পবনে মধুর আভাস
কি মধু পরশ আনি,
জাগায় জগতে আজি সে আবার
আবির্ভাব-স্মৃতি খানি!
রাঢ়দেশে সেই 'একচক্রা' গ্রাম,
হাড়াই ওঝার ঘরে,
শুভলগ্নে এই নিত্যানন্দ প্রভু
আসিলেন কৃপা ক'রে!
গৌরাঙ্গের অঙ্গ অভিন্ন প্রকাশ
পাষণ্ড-পরম-গতি,
বলাই ব্রজের, রোহিণী-নন্দন,
সঙ্কর্ষণ লোকপতি!
আবির্ভাব-মহামহোৎসবে তাঁরি,
গুণাকর গৌর-জন,
গাহি প্রেমভরে নিতা'য়ের জয়
করেন সে উদ্দীপন!
উদার পরম তাঁহারাই সবে
সমাদরে সর্ব্বজনে,
করেন আহ্বান—এস ভাই সবে,
নাম-যজ্ঞে শুভক্ষণে!

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

জয় নিত্যানন্দ!—জয়!-জয়!-রবে
অখিল ভুবন ভরি,
সাধুসঙ্গে শুদ্ধ-সেবানন্দে মিলি
হও ধন্য দেহ ধরি!!

জম্মু-কাশ্মীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত অস্মদীয় শিক্ষাগুরুদেব শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ গত ৪।৯।২০০২ হইতে ১০।৯।২০০২ তারিখ পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা আতঙ্ক-নগরী জম্মু-কাশ্মীরে বিশেষ সাফল্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কেন, সমস্ত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রথম জম্মু-কাশ্মীরে এত বিপুল প্রচার হইল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিমানবন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্রই অভূতপূর্ব্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। নিরাপত্তা বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া কাহারও বিমানবন্দরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। সমগ্র ভারতের রাজধানী দিল্লী এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান মহানগরীর বিমানবন্দরগুলিতেও এত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয় না। বিমান অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস ও আধাসামরিক বাহিনী প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত। বিমানবন্দরের বাহিরে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হইলেও সর্ব্বত্রই পুলিস অত্যন্ত সজাগ, সতর্ক ও সন্ত্রস্ত। পুলিসবাহিনীর দিকে দৃক্‌পাত করিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাহারা সর্ব্বদা শশব্যস্ত ও চঞ্চল।

জম্মু-কাশ্মীরের ভক্তগণ শ্রীল মহারাজকে যেরূপ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা বিরল। ভূস্বর্গ জম্মু-কাশ্মীরের বিমানবন্দরে ফুল ও মালা লইয়া প্রবেশ নিষেধ থাকায় ভক্তবৃন্দ মৃদঙ্গ-করতাল ও ফুলমালা লইয়া সঙ্কীর্ত্তনরতাবস্থায় বিমানবন্দরের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিমানবন্দরে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই সুরক্ষাবাহিনী পক্ষ হইতে জানা যায় যে, শ্রীল মহারাজের জন্য বাহিরে বহু ভক্তবৃন্দ দীর্ঘক্ষণ যাবৎ প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিমানবন্দরের বাহিরে আসিলে দেখা যায় যে, দ্বিশতাধিক ভক্তবৃন্দ ব্যতীত তাঁহাদের সহিত স্থানীয় সহস্রাধিক ব্যক্তি যোগদান করিয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় সমগ্র পশ্চিম ভারত ও উত্তর ভারতের কিয়দংশ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

আধিদৈবিক তাপের প্রকোপে জর্জ্জরিত হইলেও শ্রীল মহারাজজী জম্মু-কাশ্মীরের গণনির্ব্বাচনের প্রাক্কালে হরিকথার প্লাবন আনয়ন করিয়াছেন। হরিকথার প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—(১) মায়াবাদ-খণ্ডন, (২) ভক্তপ্রবর জাম্বুবানের ইতিহাস, (৩) শ্রীল সনাতন গোস্বামী-কথিত বিভিন্নপ্রকার ভক্তের বৈশিষ্ট্য, (৪) ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ও (৫) ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম।

মায়াবাদ কি? ভক্তপ্রবর শঙ্কর কেন ইহা প্রচার করেন? মাবাদিগণের গতি কি? এ সকল বিষয়ে শ্রীল মহারাজ বিশদ আলোচনা করেন। মায়াবাদিগণের গতি-সম্বন্ধে তিনি বলেন,—মায়াবাদিগণ বেদের প্রাদেশিক বাক্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' তথা 'সোঽহম্', 'শিবোঽহম্' বাক্য লইয়া মাতামাতি করিয়া থাকেন। প্রথম প্রথম ইহারা 'ওঁ নমো শিবায়', 'ওঁ নমো শিবায়' জপ করিতে থাকেন। পরবর্ত্তিকালে নিজেকে পরিপক্ক মনে করিয়া 'ওঁ নমো শিবায়'-এর পরিবর্ত্তে 'শিবোঽহম্', 'শিবোঽহম্' জপ করিতে থাকেন। শিবশক্তি পার্ব্বতী দেবী ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"দুষ্ট! পূর্ব্বে আমি তোমার 'মা' ছিলাম, আর আজ তুমি আমাকে 'বামা' বানাইতে চাহিয়া শিব সাজিয়াছ। আচ্ছা, তোমাকে আমি উপযুক্ত শিক্ষা দিতেছি", বলিয়া উন্মত্তা হইয়া সম্পূর্ণ বিবস্ত্রাবস্থায় 'শিবোঽহম্', 'সোঽহম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি উচ্চারণকারিগণকে খড়্গদ্বারা শিরোচ্ছেদ করেন। এইরূপ বিধ্বংসকারী পার্ব্বতীর রূপই হইল করালবদনী কালীরূপ। শ্রীশিবঠাকুর অসময়ে প্রলয়ের পূর্ব্বাভাস লক্ষ্য করিয়া পার্ব্বতীদেবীকে অবরোধ করিবার মানসে পথিমধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন। পার্ব্বতীদেবী উন্মত্ততাবশতঃ রাস্তা অতিক্রমণকালে শিব-ঠাকুরের অঙ্গে পদস্পর্শ হইলে নিজ জিহ্বা কামড়াইয়া নিরস্তা হন। এইজন্যই কালীদেবী জিহ্বা বাহির করিয়া রাখিয়াছেন। কালীমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কাহারও ক্ষেত্রে এরূপ বহির্গত-জিহ্বা লক্ষিত হয় না। পুষ্পমালার পরিবর্ত্তে দেবী 'শিবোঽহম্' উচ্চারণকারিগণের কাটামুণ্ডের মালা গাঁথিয়া নিজ গলায় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের হাত কাটিয়া লজ্জানিবারণের বস্ত্র করিয়াছেন। এইরূপ লীলাদ্বারা তিনি জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে, কেহ যেন স্বপ্নেও 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সোঽহম্', 'শিবোঽহম্' উচ্চারণ না করেন। উচ্চারণ করিলে তাহাদিগকে অকালে প্রাণ হারাইতে হইবে, কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। দেবীর গলদেশে যে মুণ্ডমালা লক্ষিত হয়, তাহাদের ললাটে ত্রিপুণ্ড্র তিলক শোভিত। বৈষ্ণবগণকৃত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র পরিদৃষ্ট হয় না।

জম্মুতে ভক্তপ্রবর জাম্বুবানের গুহা আজও বিদ্যমান থাকিয়া জাম্বুবতীর কথা স্মৃতিপটে জাগরিত করায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাজা সত্রাজিৎকর্ত্তৃক দোষ আরোপিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ উক্ত গুহা হইতে জাম্বুবানকে পরাজিত করিয়া স্যমন্তক

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

মণি উদ্ধার করিয়া সত্রাজিৎকে প্রদান করেন। পরবর্ত্তিকালে উক্ত মণি সত্যভামার বিবাহকালে রাজা সত্রাজিৎ যৌতুকস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সত্যভামার সহিত প্রদান করেন। জম্মু হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০ কিলোমিটার গুহা আজও বিদ্যমান। কোন কোন ভক্ত উক্ত গুহাতে প্রবেশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। জঙ্গীরা উক্ত গুহার অপব্যবহার করিতে শুরু করায় বর্ত্তমানে সরকার তাহা অনতিদূরেই বন্ধ করিয়া দেওয়ায় কেহই আর জম্মু হইতে গুহাপথে শ্রীনগর যাইতে পারেন না। মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের নরবৎ লীলাকালে সীতাদেবীকে অন্বেষণ করিবার জন্য জাম্বুবান, হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতি সমুদ্রতটে আসিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন কে করিবে, ইহার আলোচনাকালে ভক্ত জাম্বুবান বলেন,—"আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, আমার যুবাবস্থার কথা বলিতেছি। ভক্তবৎসল ভগবান্ বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। ভক্তগণের ইচ্ছাপূরণার্থে ধরাধামে শ্রীবামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা করিবার জন্য শ্রীভগবান্ শ্রীত্রিবিক্রম-রূপ ধারণ করিলে উক্ত ক্ষণকালমধ্যে আমি মন অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে পৃথিবী সাতবার পরিক্রমা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য থাকিলেও বার্দ্ধক্য-দশাহেতু প্রত্যাবর্ত্তনের অসামর্থ্যতা আশঙ্কা করিতেছি।" এই ভক্তপ্রবর জাম্বুবান ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের প্রচুর সেবা সম্পাদন করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে দ্বাপরযুগে নিজ পালিতকন্যা জাম্বুবতীর বিবাহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্পাদন করিয়া ভগবানের শ্বশুর হইয়া যান এবং নরলীলায় শ্রীকৃষ্ণেরও প্রণম্য হন।

সনাতন-ধর্ম্ম ও পাঁচপ্রকার ভক্তের তারতম্য-বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ বলেন,—সর্ব্বদা বর্ত্তমান যে বস্তু, তাহাই সনাতন। এই সনাতনবস্তু আবার দুইপ্রকার—(১) আত্মা ও (২) পরমাত্মা। আত্মার সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তপ্রবর অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন,—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।।

অর্থাৎ জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপক, স্থায়ী, অচল এবং সনাতন।

অপর সনাতন বস্তু সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক এবং আমাদের আদি গুরু শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনম্।।

শ্রীব্রহ্মা ভগবানের সখা ও গোবৎসাদিকে পীতাম্বর, চতুর্ভুজ, নিখিল তত্ত্বের

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

ও আপনার উপাস্যরূপে দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়া পড়েন এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে করিতে ব্রজবাসিগণের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই সনাতন বস্তু যে ধর্ম্মের দ্বারা সংযুক্ত হন, তাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলে। যেমন, অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে একাধিক ইষ্টককে সংযুক্ত করিতে হইলে সিমেণ্ট, বালি, জলদ্বারা প্রস্তুত মসলার প্রয়োজন, তদ্রূপ দুই সনাতন বস্তুর সংযুক্তিকরণে যে ধর্ম্ম মধ্যস্থতার কার্য্য করে, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মেরই অপর নাম জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের আশ্রয়েই সাধক গোলোক-বৃন্দাবনে প্রবেশ লাভ করিয়া যুগল-কিশোরের বা শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীর সেবা লাভ করেন।

পঞ্চপ্রকার ভক্তের তারতম্যে প্রথম—জ্ঞানীভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজাদি, দ্বিতীয়—শুদ্ধভক্ত অম্বরীষ মহারাজ, তৃতীয়—প্রেমীভক্ত শ্রীরামভক্ত হনুমান, চতুর্থ—প্রেমপর ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত পাণ্ডবগণ ও পঞ্চম—শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী ও সখা উদ্ধব। ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনান্তে ব্রজবাসিগণের সেবা পরিপাটী বর্ণন করেন। ব্রজবাসিগণ ভক্তপর্য্যায়ে পর্য্যবসিত হন না, তাঁহারা ভক্তগণের আরাধ্য মুকুটমণি। ব্রজবাসিগণের কৃপা ব্যতীত, তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত কেহই শ্রীশ্যামসুন্দরের বা শ্রীবিনোদবিহারীর কৃপা লাভ করিতে সমর্থ নহেন। এই আনুগত্য বৈষ্ণবগণ এবং বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য হইতে আরম্ভ হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

আপনারা যদুরাজের ইতিহাস শুনেছেন। তিনি হলেন যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি যখন রাজা হয়েছেন, রাজত্ব চালাচ্ছেন ভালভাবেই, তাঁরই রাজধানীতে রাজপ্রাসাদের অতি নিকটেই একজন সাধু বাস করতেন বৃক্ষতলে, তাঁরই নাম অবধূত। তিনি সবসময়ই বৃক্ষতলে বাস করতেন। কিন্তু শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সবই অতিক্রম করতেন তিনি অনায়াসে, খুব আনন্দিত মনে। সেই সাধুর আচরণ দেখে যদুরাজ খুব বিস্মিত হয়েছেন। প্রজাগণের কল্যাণ-চিন্তায় তিনি ভোর বেলায় উঠে বেরিয়ে যেতেন নগরে—কোথায় কোন্ প্রজার কি অসুবিধা হচ্ছে, না হচ্ছে, নিজেই খবর নিতেন। এইরূপ অবস্থায় একদিন খবর নিয়ে ফিরবার সময় তিনি ঐ সাধুর কাছে উপস্থিত হন। তিনি কিভাবে নিশ্চিন্তভাবে আনন্দিত মনে দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছেন, এটা দেখে রাজার খুব জানবার জন্য উৎসুক হয়। এই সাধুকে দেখি শীত,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

গ্রীষ্ম, বর্ষা সবসময়ই একই অবস্থায় থাকেন খুব আনন্দিত মনে। কোন দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুই নাই। আর আমি একজন রাজা, আমার কতরকম অসুবিধা, কত মানসিক কষ্ট! তাই একদিন তিনি সব খবর নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরবার সময় ঐ সাধুর কাছে গিয়ে বসেছেন। তাঁকে গিয়ে প্রশ্ন করছেন রাজা।—

শ্রীযদুরুবাচ,—

কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্ত্তুং সুবিশারদা।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ।।

যদুরাজ বললেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি কোনরূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করছেন না, তথাপি আপনার এইরূপ সর্ব্বলোক-বিলক্ষণা বুদ্ধি কিরূপে উৎপন্ন হল? আপনি যে খুব সাধন-ভজনে ব্যাপৃত তাও দেখি না, অথচ আপনার বুদ্ধিকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। যে বুদ্ধিবলে আপনি বিদ্বান্ হয়েও বালকের ন্যায় এই পৃথিবীতে অনায়াসে বিচরণ করছেন খুব আনন্দিত চিত্তে, এটা আমার জানতে খুব ইচ্ছা হয়।

প্রায়ো ধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঞ্চ মানবাঃ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ।।

জগতে মানবগণ প্রায়ই আয়ুঃ, যশঃ, ঐশ্বর্য্য-কামনায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং আত্মতত্ত্ব-বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। জগতের যে-সব মানুষ তারা এই জাগতিক বিষয় নিয়েই সবসময় ব্যস্ত আছে। কিন্তু আপনাকে আমি দেখি অন্যরকম। জগতে থেকেও জগতের কোন ব্যাপারে আপনি সংস্পৃষ্ট নন। আপনাকে অন্যরকম দেখি, এটা কেন? সাধারণ লোক জগতের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নিয়েই ব্যস্ত থাকে; কিন্তু আপনাকে ত' সে-সব কোন চেষ্টা করতে দেখি না, অথচ আপনি খুব সুখী, আনন্দিত। কিভাবে এটা হয় আপনার?

তন্তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগোঽমৃতভাষণঃ।
ন কর্ত্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ।।

কিন্তু আপনি সমর্থ, জ্ঞানী, নিপুণ, সুন্দর এবং মুধরভাষী হয়েও জড় উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক কোনরূপ কার্য্যের চেষ্টা বা কোনরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করছেন না, এটা দেখা যাচ্ছে। আপনাকে আমি বুঝতে পারছি না।

জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদাবাগ্নিনা।
ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভঃস্থ ইব দ্বিপঃ।।

জগতে মানবগণ কামনা-বাসনা এবং লোভরূপ দাবানলে নিরন্তর দহ্যমান হচ্ছে। আপনি গঙ্গাসলিলমধ্যগত অগ্নিসন্তাপমুক্ত হস্তীর ন্যায় সন্তাপরহিত হয়ে সবসময় অবস্থান করছেন। জগতের মানুষ এত কষ্ট পাচ্ছে, বিভিন্ন ধরণের আশা-

আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে রয়েছে, ভীষণ কষ্ট পায় সেইসব নিয়ে—সেগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। কিন্তু আপনাকে কোনরকম চেষ্টাই করতে দেখা যায় না।

ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণম্।
ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ।।

হে ব্রহ্মন্! আপনি পুত্রকলত্রাদিশূন্য, আপনার কোন সংসার নাই, অতএব বিষয়ভোগরহিত হয়েও কিরূপে হৃদয়ে এমন আনন্দ লাভ করছেন? সবসময় আপনাকে দেখি খুব আনন্দিত, হাসি-খুশী মুখ। আমরা তার কারণ জিজ্ঞাসা করছি, সুতরাং কৃপাপূর্ব্বক বর্ণনা করুন। রাজা এইভাবে সেই সাধুকে প্রশ্ন করছেন।

শ্রীভগবানুবাচ,—

যদুনৈব মহাভাগো ব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা।
পৃষ্টঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং দ্বিজঃ।।

শ্রীভগবান্ বললেন,— ব্রাহ্মণ-হিতপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ যদুকর্ত্তৃক এইরূপ সম্মানিত ও জিজ্ঞাসিত হয়ে মহাভাগ অবধূত ব্রাহ্মণ বিনয়াবনত রাজাকে বলতে লাগলেন।

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ,—

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু।।

ব্রাহ্মণ বললেন,—হে রাজন্! আমি যাদের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে মুক্তভাবে এই পৃথিবীতে অনায়াসে ভ্রমণ করছি, আমার নিজবুদ্ধিদ্বারা স্বীকৃত তাদৃশ অনেক গুরু জগতে বর্ত্তমান আছেন। তাদের নাম শ্রবণ করুন।—

রাজা প্রশ্ন করেছেন, জগতের লোক যেভাবে চলে, আপনি সেভাবে চলছেন না দেখছি। আপনার কোন চেষ্টাই নাই—নিশ্চেষ্ট, অথচ সুখী, শান্ত এবং খুব আনন্দিতচিত্ত সবসময়। সেই প্রশ্নের উত্তরে ওই সন্ন্যাসী বলছেন,—আমার অনেক গুরু আছেন, সেই গুরুগণের কাছ থেকে যে-সব শিক্ষা আমি পেয়েছি, সেই শিক্ষা আমি নিজে আচরণ করি। তদনুসারে আমি শান্তচিত্ত, আমার কোন চেষ্টা নাই। সেই গুরু কারা কারা? অবধূতের চব্বিশ গুরুর উদাহরণ এখানে আরম্ভ হয়েছে।

পৃথিবীবায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ।।
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ।।
এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্ব্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

কতজন গুরু উনি করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছেন, সেই শিক্ষা নিয়ে যে উনি জগতে চলছেন, তাতেই উনি এত আনন্দিত-চিত্ত। কে কে? হে রাজন্! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, ভ্রমর, হস্তী, মধুহরণকারী ব্যাধ, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যা, কুরর পক্ষী, বালক, কুমারী, বাণনির্ম্মাণকারী কোনও এক লৌহকার, সর্প, ঊর্ণনাভ এবং পেশকারী (ভ্রমর-বিশেষ)—এই চতুর্ব্বিংশতি বস্তুকে আমি নিজ-হৃদয়ে গুরুরূপে স্বীকার করে নিয়েছি। ওদের আচরণ-দর্শনে স্বয়ং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আমি ওদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি।

যতো যদনুশিক্ষামি যথা বা নাহুষাত্মজ।
তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে।।

হে যযাতিনন্দন! পুরুষবর! আমি এদের মধ্যে যার নিকট থেকে যেরূপ শিক্ষা লাভ করেছি, তাহা আমি বর্ণনা করছি, আপনি শ্রবণ করুন।

ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ।
তদ্বিদ্বান্ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্।।

দুঃখসহিষ্ণু পুরুষ দৈবাধীন প্রাণীকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয়েও ইহা দৈবকার্য্য জানিয়া ধর্ম্মপথ হতে কখনও বিচলিত হবেন না। জগতে যত দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা আমাদের আসে, কিভাবে সেটাকে আমরা মেনে নেব, সেই শিক্ষাটা প্রথমে বলছেন। আমি প্রাণিপদাহতা, নিশ্চলা পৃথিবীর নিকট থেকে এই ক্ষমা-ব্রত শিক্ষা করেছি। প্রথমে বলছেন,—মা বসুন্ধরা পৃথিবীর কাছ থেকে কি শিক্ষা পেয়েছি?—সহ্যগুণ। সর্ব্বংসহা তাঁর কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা পেয়েছি। প্রথম গুরু আমার ধরিত্রী দেবী।

পৃথিবীর বক্ষে বিচরণশীল জনগণ পৃথিবীকে শিক্ষাগুরু না জেনে বীরভোগ্যা মনে করেন। সুতরাং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পীড়া দান করে প্রত্যেককে নিত্যধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা করেন। কামনার বশবর্ত্তী হয়ে কামপূরণকারী দেবগণের আনুগত্যক্রমেই প্রাণিগণের পরস্পর হিংসাপ্রবৃত্তির উদয়। আধিভৌতিক দুঃখের দ্বারা অভিভূত হলে জীবের সহিষ্ণুতা ধর্ম্ম থাকে না। তজ্জন্য অসহিষ্ণু জীব শিক্ষার অভাবে জগতে ভোগপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়। কিন্তু ক্ষিতির ধর্ম্ম—সহনশীলতা। পৃথিবীকে গুরুজ্ঞান করায় আমিও তদনুগ সহিষ্ণু হব—এই শিক্ষাই পেয়েছি।

শশ্বৎ পরার্থসর্ব্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।
সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্।।

সাধুব্যক্তি পরোপকারার্থে বৃক্ষ, তৃণ, নির্ঝরাদি প্রসবকারী পর্ব্বতের নিকট থেকে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

পরোপকারার্থে নিজের উৎপত্তি এবং বৃক্ষের শিষ্য হয়ে পরাধীন জীবন শিক্ষা করবেন। আমরা বলি আমরা স্বাধীন। স্বাধীন হয়ে আমরা থাকতে চাই, চলতে চাই। কিন্তু সে-স্বাধীনতার মূল্য কি? যে-স্বাধীনতায় আমার কোন হাত নাই, সেরূপ স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। সব উপদেশের সারকথা হল—ভগবানের উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করা। উপদেশক দুই প্রকার,—সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ। অসাক্ষাৎ মানে শাস্ত্র। যখন সাধুকে পাওয়া যাবে না, সাধু দুর্ল্লভ যখন, তখন কি করে আমি চলব চলার পথে? তখন বলছেন, গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গ করতে হবে। যখন সাক্ষাৎভাবে সাধু-গুরুর উপদেশ আমরা পাচ্ছি না, তখন শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়েই আমাদের আলোচনা করতে হবে। কেন? সেই শাস্ত্রগ্রন্থ হল পরোক্ষ সাধু, সৎসঙ্গ।

গিরিসমূহ কঠিন, মৃত্তিকা সেরূপ কঠিন নহে। তজ্জন্য কঠিন পর্ব্বত অকঠিন মৃত্তিকাসমূহ বহন করে এবং কঠিন পর্ব্বতের ভার অকঠিন মৃত্তিকা ধারণ করতে সমর্থ হয় না। পৃথ্বীর দুইপ্রকার উপাদান—কঠিন পর্ব্বত ও অকঠিন মৃত্তিকা। পর্ব্বত থেকে তদিতর বস্তুসমূহ পরার্থপরতা শিক্ষা করতে হবে। পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই একমাত্র সাধুত্বের কারণ। পরের মঙ্গল কামনা, হিতকামনা—এটা হল সাধুর বড় লক্ষণ। নতুবা স্বার্থপরতা এসে জীবকে পরহিংসা-চেষ্টান্বিত করায়।

পৃথিবী থেকে জাত বৃক্ষের নিকট থেকে শিক্ষালাভের বিষয়—পরোপদ্রব-সহিষ্ণুতা।

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারো পানী না মাগয়।। (চৈঃ চঃ)

সাধুসন্ত হচ্ছেন ঐরকম। তাঁরা পরোৎপীড়ক নন। তাঁদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করলে, বৃক্ষ যেমন কোন কিছু ব্যবস্থা নেয় না, সেইরকম গুণ থাকবে। সাধনার ক্ষেত্রে সাধক-সাধিকার সেই ধরণের জ্ঞান থাকবে। গাছকে কাটছে যে, তাকেও ছায়া দিচ্ছে গাছ। মানুষ করে কি এইরকম? করবে? করবে না। সেইজন্য কথাটা এসেছে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে। ঐরকম সহ্যগুণ শিক্ষা করতে হবে। আমি পর্ব্বতের কাছ থেকে, বৃক্ষের কাছ থেকে এই শিক্ষা লাভ করেছি।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর Theory এটা। চৈতন্যমহাপ্রভু এই উপদেশ করেছেন। যে আটটা শ্লোক (শিক্ষাষ্টক) বলেছেন মহাপ্রভু, তার মধ্যে তৃতীয় শ্লোক—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।। (ক্রমশঃ)

**

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৩৪শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

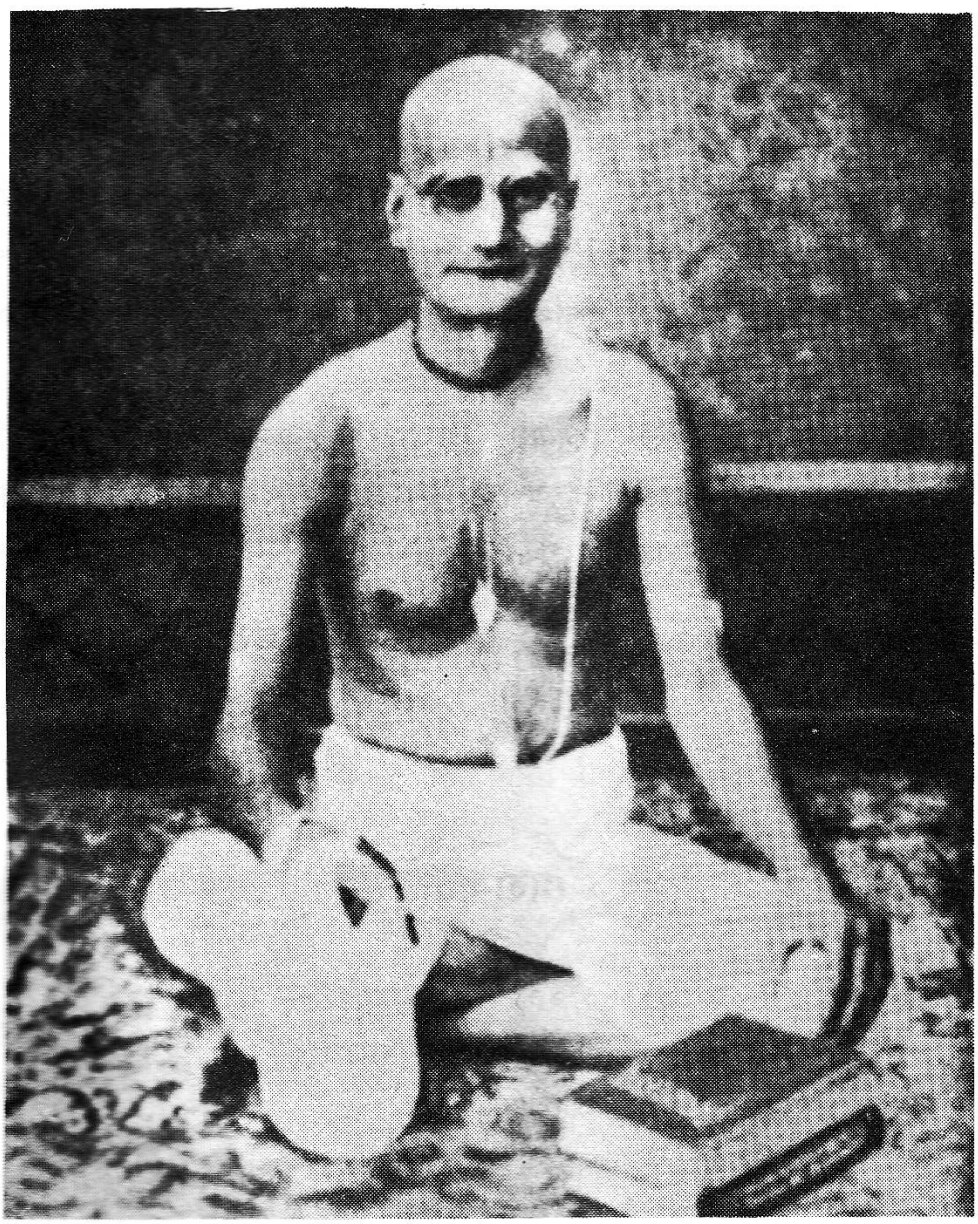

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।
২৭ হৃষীকেশ, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ৩রা কার্ত্তিক, ১৪০৯ (ইং ২১/১০/২০০২) সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী গৌড়ীয় মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ***১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের*** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ৩৪শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

১লা আশ্বিন, ১৪০৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

সেবা-সূচী

৩রা কার্ত্তিক (ইং ২১/১০/২০০২), সোমবার—
প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের
অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।
মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।
অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে **"সাধারণ-সম্পাদক"**-এঁর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া (পঃ বঃ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ আশ্বিন, ১৪০৯ ; ১৮ অক্টোবর, ২০০২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৪শ বর্ষ } ২৭ দামোদর, বাসুদেব, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ কার্ত্তিক, রবিবার, ১৪০৯, ইং ১৭/১১/২০০২ {৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

ব্রহ্ম-শিবাদি-দেববৃন্দ-কৃতং

দেবকী-গর্ভস্থিত-'বাসুদেব-স্তোত্র'-পঞ্চদশকম্

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ে—২৬-৪০]

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃত-সত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।।১।।

হে ভগবন্! আপনি সত্য-সঙ্কল্প অর্থাৎ আপনি যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহার সত্যতা সংরক্ষণ করিয়া থাকেন ; অতএব আপনি সত্যব্রত। সত্যই আপনাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া আপনি সত্যপর। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়—এই ত্রিবিধকালে আপনি সমানভাবে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া আপনি ত্রিসত্য, আপনি পঞ্চভূতের উৎপত্তি-কারণ, আবার পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরও আপনি তাহাতে অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান এবং ভূতনাশে অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। আপনি ঋত

অর্থাৎ সুসত্যবচন এবং সত্য অর্থাৎ সমদর্শন—এই উভয়েরই প্রবর্ত্তক। অতএব আমরা সত্যাত্মক আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।।১।।

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলশ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছেদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ।।২।।

এই সমষ্টি-ব্যষ্টি-দেহাত্মক প্রপঞ্চ আদি-বৃক্ষস্বরূপ, প্রকৃতি ইহার আশ্রয় এবং সুখ-দুঃখ ইহার দুইটী ফল ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী ইহার মূল ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটী ইহার রস ; পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইহার পাঁচটী জ্ঞানাগম প্রকার ; শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ছয়টী ইহার স্বভাব। ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সাতটী ইহার ত্বক-স্বরূপ এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী ইহার শাখা; নবদ্বার ইহার ছিদ্র এবং দশপ্রাণ ইহার পত্র, ইহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে দুইটী পক্ষী বিরাজমান।।২।।

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিস্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃত-চেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে।।৩।।

হে ভগবন্! এই সংসাররূপ আদি-বৃক্ষের আপনি একমাত্র উপাদান-কারণ, আপনি উহার একমাত্র লয়স্থান এবং আপনি উহার একমাত্র পালক ; কিন্তু আপনার মায়াদ্বারা আবৃতচিত্ত ব্যক্তিগণ আপনাকে বহুরূপে দৃষ্টি করিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ তাহা করেন না।।৩।।

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্।।৪।।

জ্ঞানৈক-স্বরূপ আপনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসমূহের পালনার্থ ধার্ম্মিকগণের সুখপ্রদ দুষ্টদিগের বিনাশক বিশুদ্ধসত্ত্বময় মৎস্যাদি-রূপসকল পুনঃ পুনঃ প্রকট করিয়া থাকেন।।৪।।

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিল-সত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিত-চেতসৈকে।
ত্বৎপাদ-পোতেন মহৎ-কৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎস-পদং ভবাব্ধিম্।।৫।।

হে কমলনয়ন! মুখ্য বিবেকি-পুরুষগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রয় আপনাতে সমাধি-দ্বারা চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা মহৎদিগের আদরণীয় ভবদীয় পদ-তরণী অবলম্বনপূর্ব্বক ভবসাগরকে গোবৎস্য-পদজ্ঞান করেন।।৫।।

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্র-সৌহৃদাঃ।
ভবৎ-পদাম্ভোরুহ-নাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্।।৬।।

হে স্বপ্রকাশ! আপনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, আপনার চরণ-আশ্রিত মহাজনগণ এই ভীষণ সুদুস্তর ভবার্ণব স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়া ভবদীয় পাদপদ্ম-তরণী ইহলোকে (গুরুপরম্পরায় বা শ্রৌতপন্থায়) রাখিয়া গিয়াছেন ; কেননা, তাঁহারা সর্ব্বভূতে অতিশয় প্রীতিযুক্ত।।৬।।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।৭।।

যদি কেহ বলেন যে, ভগবৎ-পাদাশ্রয়ের প্রয়োজন কি? শুষ্কজ্ঞানের দ্বারাই ত' ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়! তদুত্তরে বলিতেছেন,—হে পদ্মলোচন! অপর যে-সকল ব্যক্তি নিজদিগকে "মুক্ত" বলিয়া অভিমান করেন, আপনাতে তাহাদের প্রীতি না থাকায় তাহারা মলিন-চিত্ত। সেইসকল ব্যক্তি অতিশয় কষ্টে মোক্ষ-সন্নিহিত প্রদেশে অধিরোহণ করিলেও আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করায় তথা হইতে অধঃপতিত হন।।৭।।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।। ৮ ।।

হে মাধব! হে প্রভো! আপনাতে প্রীতি-সম্বন্ধযুক্ত পরম ভাগবতগণ কখনও সুপথভ্রষ্ট হন না, বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্নোৎপাদন-কারিগণের পালক-সমূহের মস্তকের উপর পদ প্রদানপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন।। ৮ ।।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয়-উপায়নং বপুঃ।
দেবক্রিয়া-যোগ-তপঃ-সমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে।। ৯ ।।

হে ভগবন্! আপনি স্থিতিকালে দেহিগণের মঙ্গল-সাধক বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় বপু প্রকট করেন, যেহেতু ঐ বপুদ্বারা লোকসকল বেদক্রিয়া, যোগ, তপস্যা ও সমাধি-যোগে আপনার পূজা করিয়া থাকেন।। ৯।।

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ
বিজ্ঞানমজ্ঞান-ভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণ-প্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ।। ১০ ।।

হে বিধাতঃ! যদি আপনার এই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বপু প্রকটিত না হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান ও তৎকৃত ভেদ-নিবর্ত্তক অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব হইত না। গুণপ্রকাণের দ্বারা আপনি,—গুণসমূহ যাঁহার সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়, অথবা যিনি গুণসকলের প্রকাশক, তিনি জড়বুদ্ধ্যাদি-গুণের অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ ঈশ্বর—এইরূপে অনুমিত হন মাত্র, (সাক্ষাৎকার হন না, কিন্তু যাঁহারা আপনার বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় বিগ্রহের উপাসক, তাঁহারা আপনার সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন—ইহাই তাৎপর্য্য)।। ১০ ।।

ন নাম-রূপে গুণ-জন্ম-কর্ম্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়-বর্ত্মনা
দেব-ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি।। ১১ ।।

(দেবতাগণ বহুরূপে প্রকাশমান ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—) হে দেব! গুণ, জন্ম ও ক্রিয়াদ্বারা আপনার নাম ও রূপ নিরূপিত হয় না। কেন না, আপনি অনুমিতি-পন্থাবলম্বি-সাধকের মনোবাক্যের অগোচর, সাক্ষী-স্বরূপ। কিন্তু ভক্তগণ উপাসনা অর্থাৎ সেবাদ্বারা আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।। ১১ ।।

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে।। ১২ ।।

হে ভগবন্! আপনার পাদপদ্মযুগলে আবিষ্টচিত্ত হইয়া যিনি সর্ব্বকার্য্যে আপনার পরম মঙ্গলময় নাম ও রূপ গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিতে করিতে অপরকে স্মরণ ও চিন্তন করাইয়া থাকেন, তাঁহারা আর সংসার থাকে না।। ১২।।

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতা ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্।। ১৩ ।।

হে হরে! আপনার পাদপদ্মোদ্ভূতা এই ধরণীর ভার আপনার আবির্ভাব মাত্রেই অপনীত হইল, ইহাই আমাদের পরম ভাগ্য। পরন্তু আরও আমাদের ভাগ্য যে, আপনার সুশোভন ধ্বজ-বজ্র ও অঙ্কুশাদি শুভলক্ষণদ্বারা পৃথিবীকে অঙ্কিতা এবং সুরলোককে আপনার অনুকম্পিত দেখিতে পাইব।। ১৩ ।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া
কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি।। ১৪ ।।

হে ঈশ! অসংসারী আপনার জন্মকারণ—ক্রীড়ামাত্র, তদ্ব্যতীত আমরা আর কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। (আপনার জন্মাদির কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় কোন কারণ নাই) কেননা, হে নিত্যমুক্ত! জীবাত্মারও যে জন্মাদি, তাহা আপনাতে অপাশ্রিতা অবিদ্যার দ্বারাই হইয়া থাকে।। ১৪ ।।

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে।। ১৫ ।।

হে ঈশ! আপনি (পূর্ব্বে) মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব), কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয় (রামচন্দ্র ও পরশুরাম), বিপ্র (বামন) এবং দেবতাগণের মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যেরূপ পালন করিয়াছেন, এখন সেইরূপ পৃথিবীর ভার হরণ করুন, অর্থাৎ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া আশ্রিত আমাদিগকে পালন করুন। হে যদুত্তম! আপনাকে আমরা বন্দনা করিতেছি।। ১৫ ।।

☆☆☆

সাধুজনসঙ্গ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৪ পৃষ্ঠার পর]

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য-সূচক এবম্বিধ বাক্যসকল শাস্ত্র ভূয়ঃ ভূয়ঃ বলিতেছেন। সাধুসঙ্গের কেন এত মাহাত্ম্য, এত বল, এত ফল, তাহা বলা যায় না। তবে একমাত্র বলা যাইতে পারে, সাধুসঙ্গ-অভাবে কেহ কেহ বহু জন্ম সাধন করিয়াও কৃষ্ণভক্তি পান নাই। তাঁহারাই আবার সাধুসঙ্গে অতি শীঘ্র ভক্তি লাভ করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে যে কত মাধুরী আছে, সাধুসঙ্গে সাধুমুখ-বিগলিত হরিকথায় যে কত আকর্ষণী শক্তি আছে, সাধু-চরিত্রে যে কত প্রবল বল আছে, তাহা যিনি সাধুসঙ্গ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। সাধুসঙ্গবিহীন তার্কিকগণ তাহা কিরূপে বুঝিবে? সাধুসঙ্গের এত মহিমা বলিয়াই শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন,—

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ।।

[ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষ-কালমাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনার সম্ভাবনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা কি বলিব?]

সাধুর অন্তর-লক্ষণ

ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধুসঙ্গ করিবার পূর্ব্বে সাধু কে, তাহার বিচার আবশ্যক। নতুবা সাধু বলিয়া অসাধুসঙ্গ গ্রহণ করিলে বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। শাস্ত্রে সাধুর লক্ষণ-সূচক একটী বাক্য আছে, যথা—

নির্ব্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কার-বর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে।।

পাঠক! সাধু ও বৈষ্ণব ভিন্ন মনে করিবেন না। বৈষ্ণবের লক্ষণ কি তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

—যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১১)

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে।।
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান'।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২, ৭৪)

কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণগুলি অন্তরে থাকে, সুতরাং ইহাদ্বারা সহসা সাধুর পরিচয় জানা যায় না।

সাধুর বাহ্য লক্ষণ

অন্তরের ক্রিয়া শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত সাধুর বাহ্য আচার কিরূপ তাহা মহাপ্রভু কহিয়াছেন, যথা চরিতামৃতে,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

এবম্বিধ অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবের বাহ্য আচার ; তাহা যাঁহার হইয়াছে

তিনিই বৈষ্ণব। তাঁহার সঙ্গেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা অসৎসঙ্গ ত্যাগের প্রতি কোন যত্ন না করিয়া হরিনাম গ্রহণাদি ভক্তি-অঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবপ্রায় বা বৈষ্ণবাভাস। তাঁহাদের সঙ্গে সাধুসঙ্গের ফল হওয়া অসম্ভব।

সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে

সাধুসঙ্গ কি? সাধুর সহিত কথা কহিলেই সঙ্গ হয় না, সঙ্গ-শব্দের অর্থ প্রীতি বা আসক্তি। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রীতির লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্।।

(উপদেশামৃত ৪)

কৃষ্ণসেবোপযোগী কোন দ্রব্য সাধুকে দেওয়া, সাধুর নিকট হইতে তদ্রূপ কোন দ্রব্য গ্রহণ করা, কৃষ্ণ সম্বন্ধসূচক গুহ্যকথা সাধুকে বলা এবং জিজ্ঞাসা করা, হর্ষমনে সাধুর নিকট হইতে কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করা এবং সাধুকে মহাপ্রসাদ ভোজন করানই সাধুসঙ্গ। মূলকথা, বিষয়ী বন্ধু-বান্ধবের প্রতি অন্তরাসক্তি ত্যাগ করিয়া সাধুকেই প্রাণের বন্ধু জানিয়া সাধুর সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধের আলাপ-ব্যবহার করিলেই সাধুসঙ্গ হয়।

সাধুর নিকট বিষয়-কথার আলোচনা—সাধুসঙ্গ নহে

সাধুর নিকট গিয়া 'এদেশে বড় গরম, সে দেশে শরীর ভাল থাকে ; এ বাবু বড় ভাল ; চাউল, ধান্য কিরূপ হইবে' ইত্যাকার মায়াবিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয়ত' প্রশ্নকারীর কথার দু'একটী উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়? সাধুর নিকটে গিয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎকথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ। তাহাতেই ভক্তিলাভ হয়। শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া কৃষ্ণকথা ও বিষয়-কথার পার্থক্য অবগত হইয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিবেন। মূলকথা এই—যে-কথা কৃষ্ণ-উন্মুখ করায়, তাহাই কৃষ্ণকথা। আর যে-কথা কৃষ্ণ-বিমুখ করাইয়া বিষয়-উন্মুখ করায়, তাহাই বিষয়-কথা।

সাধুসঙ্গের আবশ্যক

সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা জ্ঞাপনার্থ অধিক আর বলিবার কিছু প্রয়োজন নাই। শ্রদ্ধাবান্ সাধকমাত্রেই সাধুসঙ্গে যত্নপর হউন। শ্রদ্ধালু হইয়াও যাঁহারা ভজনে কোন উন্নতি করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সাধুসঙ্গ করুন। সাধুসঙ্গাভাবই তাঁহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছে। গৌরচন্দ্রের এই বাক্য কয়েকটী সকলেই মনে রাখুন।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
'নিত্যসংসার', ভুঞ্জে নরকাদি-দুঃখ।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়।।
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২, ১৪-১৫)

কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু কহিতেছেন,—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সব ত্যজি' তবে তিঁহো কৃষ্ণেরে ভজয়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩০৫)

হরিনাম-পরায়ণ সাধককে প্রভু কহিতেছেন,—

অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়।।
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।। (প্রেমবিবর্ত্ত)

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারস্থিত মানবগণকে মহাপ্রভু একমাত্র সাধুসঙ্গ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিবেন সাধুসঙ্গের কত মহিমা। এই সংসারক্ষেত্রে সাধুসঙ্গ কল্পতরুসদৃশ!!

সাধুসঙ্গের প্রভাব

সাধুসঙ্গের অপার মহিমা কে অবিশ্বাস করিবে? কে না জানে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গবলে পাপাচারী বারনারী কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার যোগ্যা হইয়াছিল? কে না শুনিয়াছে, ভক্তবর নারদের সঙ্গ ও কৃপাবলে অতি নিষ্ঠুর-হৃদয় ব্যাধও হরিভক্তি লাভ করিয়া ক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রাণনাশ-বিষয়ে কত সতর্ক হইয়াছিল? পাষণ্ড-প্রধান জগাই প্রথমতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গলাভ করিয়াই ত' কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিয়া শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র হইয়াছিল। পতিতপাবন নিতাইচাঁদের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত কিরূপেই বা জগাই-মাধাই উদ্ধার হইত? অতএব সকলেই সাধুর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধালু হইয়া সাধুসঙ্গে প্রাণ-মন মজাইয়া "জয় রাধাশ্যাম" বলিয়া জীবন-মন কৃতার্থ করুন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৪ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—হরিসেবা কি নিজে করা যায় না?

উঃ—কৃষ্ণ যদি জীবকে দয়া করেন, তবেই হরিসেবা করা যায়। নতুবা মানুষের চৌদ্দ পুরুষের সাধ্য নাই যে, এত হাঙ্গামা কাটিয়ে হরিসেবা কর্‌তে পারে। হরিসেবা তামাসার কথা নয়।

জন্ম-নামক একটী যোষিৎ, ঐশ্বর্য্য-নামক আর একটী যোষিৎ, পাণ্ডিত্য-নামক তৃতীয়প্রকার যোষিৎ ও সৌন্দর্য্য-নামক চতুর্থ-প্রকার যোষিৎ। এইসকল যোষিৎকে গোপীজনবল্লভের সেবায় নিযুক্ত না কর্‌লে এদের কবলে প'ড়ে যেতে হবে।

ভগবৎ-সম্পর্ক দর্শনের পরিবর্ত্তে ভোগ্যবুদ্ধিতে জগদ্দর্শন ও যোষিদ্‌দর্শনে নানা অসুবিধা হচ্ছে—ভগবৎসেবক হ'বার পরিবর্ত্তে জগতের প্রভু হ'বার বা জগতের উপর প্রভুত্ব কর্‌বার ইচ্ছা জাগ্‌ছে। এখানে সকলেই সেব্য বা প্রভু হতে চাচ্ছে, ইহাই অবৈষ্ণবতা। সেব্য ও সেবকের সহিত যোগসূত্রই হ'ল ভক্তি বা সেবা, আমি অপরের সেব্য, এই অভিমান হ'লে সেবা আর কি ক'রে হবে? সেবকই ত' সেবা কর্‌বে।

আমি কর্ত্তা হ'য়ে শ্রবণ কর্‌ব, দর্শন কর্‌ব, কীর্ত্তন কর্‌ব, স্মরণ কর্‌ব—এটা কর্ম্মীর বিচার—অভক্তের বিচার। যখন নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক যাবতীয় চেষ্টা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হবে, তখনই সুবিধা হবে।

ভগবৎ-সেবক আমরা সাধুসঙ্গে থেকে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা কর্‌ব। আমরা সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-পাদপদ্মে নির্ভর কর্‌ব। সকল বিপদ্ বা সমস্যার মীমাংসা—ভগবানের বিধানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা।

এ জগতে আমরা পতি-পত্নী সম্বন্ধ, পিতা-পুত্র সম্বন্ধ, বন্ধু-বন্ধু সম্বন্ধ ও প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ—এই চারিটী সম্বন্ধ নিয়ে সেবা করি। স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবেই ইহ জগতে এই অনিত্য সম্বন্ধ হয়েছে। এ জগতে যত কিছু তা' প্রথমমুখে দেখ্‌তে ভাল হ'তে পারে, কিন্তু শেষটা নৈরাশ্য। 'মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।' এই চারিটী সম্বন্ধের মধ্যে যে কোন একটা সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে হ'লেই মঙ্গল, তাতেই হরিসেবা হবে।

এই জড়জগৎ থেকে বৈকুণ্ঠ-লোকে যাওয়া যায় ভগবানের সেবা আরম্ভ কর্‌লে। আর অপরের নিকট থেকে সেবা গ্রহণ কর্‌বার ইচ্ছা হ'লে এখানে আসক্ত হ'য়ে ত্রিতাপ ভোগ কর্‌তে হবে।

আমরা কৃষ্ণ নহি—প্রভু নহি, আমরা কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণই আমাদের নিত্য

সেব্য, নিত্য প্রভু। আমরা কৃষ্ণের Eternal slaves—কৃষ্ণের নিত্য কেনা গোলাম—এই কথাটা ভুলে কৃষ্ণের সেবার বিরুদ্ধে অভিযান কর্‌তে গেলেই সংসার হবে, তখন ত্রিতাপগ্রস্ত হ'য়ে আমাদের দুঃখের আর সীমা থাক্‌বে না। সংসারটা হ'ল নরকের দ্বার। সেখানে আছে কেবল ভোগ বা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ। কৃষ্ণকে ভুল্‌লেই সংসার হবে। তাই শাস্ত্র ব'লেছেন,—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি' মজে।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

প্রঃ—বিশ্বকে কিভাবে দেখ্‌তে হবে?

উঃ—আপনারা এই বিশ্বকে—বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ-রূপে দর্শন করুন। এ জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার সামগ্রী। যেদিন আপনারা গুরুকৃষ্ণকৃপায় দ্বিতীয়াভিনিবেশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কৃষ্ণময় জগৎদর্শন কর্‌তে পার্‌বেন, সেইদিনই আপনাদের এই বিশ্ব-স্বরূপেই গোলোকদর্শন হবে। আপনারা সমগ্র নারীজাতিকে কৃষ্ণভোগ্যরূপে—কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন, তাঁদের উপর কোনপ্রকার ভোগবুদ্ধি কর্‌বেন না। তাঁরা কৃষ্ণ-ভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতামাতাকে অন্যরূপে দর্শন না ক'রে কৃষ্ণের পিতৃ-মাতৃরূপে দর্শন করুন। আপনারা পুত্রকে নিজ সেবক মনে না ক'রে বালগোপালের সেবকের গণরূপে দর্শন করুন। তা' হ'লে আপনাদের বিশ্বদর্শন থাক্‌বে না, গোলোকদর্শন হবে।

প্রঃ—শ্রীগুরুদেবের Direct সঙ্গ ও সেবা কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীগুরুদেবের সহিত Direct communion থাকা দরকার। যাহারা গুরুর সেবা ও সঙ্গ সাক্ষাদ্ভাবে করিতে চায় না, তাহারা বঞ্চিত হইতে বাধ্য। Direct communion with Guru is the first step on the path of Devine Service. Guru is to be served in every entity. If Guru is not served no one can be really served. I must not hear anything till I am authorised to hear by my Divine Master Shri Gurudev.

প্রঃ—আমরা কি শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস?

উঃ—হ্যাঁ। শ্রীচৈতন্যদেবের মধুররসাশ্রিত ভক্তগণ নিজদিগকে শ্রীরূপানুগদাস বা শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস বলিয়া অভিমান করেন।

প্রঃ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার কি?

উঃ—কৃষ্ণে মতি হউক্—এইরূপ শুভাকাঙ্ক্ষা বা আশীর্ব্বাদই জগতের

মঙ্গলজনক। জীবকে কৃষ্ণে মতিবিশিষ্ট করিতে পারিলে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপকার। সকলকে কৃষ্ণভক্তি দান করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বা সর্ব্বাপেক্ষা বড় Altruism, ভক্তগণের চিত্ত সর্ব্বদাই এইরূপ পরোপকারের জন্যই ব্যস্ত।

ভগবান্‌কে জানাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। শাস্ত্র বলেন,—'বিদ্যা ভাগবতাবধি'।

প্রভু কহে,—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে,—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।। (চৈঃ চঃ)

বর্ত্তমানে যে Godless education (নিরীশ্বর শিক্ষা) প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগদ্বাসীর কোন সুবিধা হইতেছে না—অসুবিধাই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া বিতরণের দ্বারাই মনুষ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার হইবে।

প্রঃ—কাহার কপাল ভাল?

উঃ—মনুষ্যজাতির ভাগ্য বা কপাল—দুই প্রকারের। একপ্রকার লোকের কপাল—পোড়া, আর একপ্রকার লোকের কপাল—জোড়া। যাঁহার কপাল ভাল ও বড়, তিনিই হরিভজনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি এই জন্মেই হরিভক্তি লাভ করেন—তাঁহার আর জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। আমরা একান্তভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে এই জন্মেই সকল মঙ্গল লাভ করিব। মঙ্গলের রাস্তায় আসিয়াও অসৎসঙ্গফলে জীবের পুনরায় পতন হইতে পারে। সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার লোভ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। হরিভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ শুনিলে সকল প্রকার অসৎচিন্তা দূর হইয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা এক সত্য, এত বড় ও এত সুন্দর যে, তাহার নিকট অন্য কথা কখনও টিকিয়া থাকিতে পারে না এবং পারিবেও না। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষধিক্কারকারী শ্রীচৈতন্য-কথার সেবকই প্রকৃতপক্ষে মহা-উদার। গৌরভক্তগণ কত বড় বুদ্ধিমান্, কত চিন্তাশীল ও কত বড় পরোপকারী তাহা একবার নিরপেক্ষ চিত্তে অনুধাবন করা দরকার। আমি অন্যের উপর প্রভুত্ব করিব, অপরে আমার সেবা করুক—এই প্রকার ভীষণ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন।

প্রঃ—কাহাকে দান করিতে হইবে?

উঃ—যদি উপকার করিতে হয়, যদি দান করিতে হয়, তবে গুরু-বৈষ্ণবকেই দান করা কর্ত্তব্য। All credit is due to the Godloving people only. যিনি ২৪ ঘণ্টা ভগবানের ভজন করেন, একমাত্র তাঁহাকেই বিশ্বাস ও সেবা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভগবানের সেবা করে না, সেবা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিতে হইবে না এবং তাহাকে কিছু দেওয়াও উচিত নয়।

প্রঃ—শুদ্ধভক্তের বিচার কিরূপ?

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

উঃ—শুদ্ধভক্তের বিচার এই যে, বস্তুগুলি আমার ভোগের জন্য নয়, কিন্তু যাবতীয় বস্তুই ভগবানের সেবার জন্য। সকল চেতন ও অচেতন বস্তু সবই কৃষ্ণেরই সেবার জন্য। সুতরাং All are activities should tend to His unalloyed service. "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।" All our services must target to Him only. আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করাই দরকার। All our servitors of Krishna. Therefore we shall not deprive them of their service. Let all of them offer their services to Krishna. তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয় হউক্। যদি ইটগুলিকে আমার ঘরের জন্য ব্যবহার করি, তবে অসুবিধা হইল। কিন্তু ইটগুলি ভগবানের মন্দিরের কাজে লাগাইলেই আমাদের সুবিধা হইল। অচেতন পদার্থগুলি যদি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তবেই তদ্দ্বারা উহাদের সদ্ব্যবহার হইল ; আর জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইলেই উহার অসদ্ব্যবহার হইল। Our senses should be directed to His service. All objects are really and essentially properties of Godhead. These are never meant for the enjoyment of conditioned people. It is wrong and misguided to think that the things are created for us. Nothing is for our sensuous enjoyment. Everything should be properly adjusted for the service of Godhead.

ইহ জগতে যত রকমের অচেতন পদার্থ আছে, সকলই হরিসেবায় নিযুক্ত হইলে তবে সার্থক হইবে। এই যে কতকগুলি বাঁশ দেখ্ছেন, ইহাদ্বারা যদি হরিকথা-শ্রবণের স্থান করা যায়, তবেই এগুলির সদ্ব্যবহার হ'বে। শ্রীহরিমন্দির ও হরিভক্তের সেবার জন্যই আমরা এসব দ্রব্য ব্যবহার করি। ভক্তের সকল কার্য্যই ভগবানের সুখের জন্য—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্য। A true devotee does not do anything for his sensuous enjoyment. শুদ্ধভক্ত নিজের জন্য বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য কোন কাজ করেন না, কিন্তু Absolute এর জন্যই সকল করেন। He is always true to the service of the Supreme Lord.

প্রঃ—কে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে?

উঃ—যাঁহারা শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের অকপট আনুগত্য করিবেন, তাঁহারাই ভগবানের কৃপা পাইবেন—তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

দুর্ব্বল ও বলবান্

"বলহীনেন ন লভ্যঃ" বাক্যানুসারে বলহীন অথাৎ দুর্ব্বল ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক—উভয়লোকেই কোন সুখলাভ করিতে পারে না। ব্যবহারিক জগতে দেহবল, ধনবল, জনবল প্রভৃতির বলে বলীয়ান্ ব্যক্তিকেই লোকে 'বলবান্'রূপে চিহ্নিত করিয়া অনেক সম্মান করেন। প্রায়শঃ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের তথাকথিত বলশালী ব্যক্তির দ্বারা উৎপীড়িত বা অত্যাচারিত হইতে দেখা যায়। গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, পার্থিব জগতের বলবান্ ব্যক্তিও দুর্ব্বলের সমপর্য্যায়-ভুক্ত। পঙ্কের মধ্যে পতিত হইলে মহাবলবান্ হস্তীও যদ্রূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ মহাবলশালী ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইলে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার দেহবলের অহঙ্কারসকলই চূর্ণ হইয়া যায়। বৃদ্ধকাল আসিলে জীবমাত্রেই হীনবল বা দুর্ব্বল হইতে বাধ্য।

বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল,
পীড়াবশে হইনু কাতর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল, ক্ষীণ কলেবর,
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর।।

"বাহুবীর্য্য বলং রাজ্ঞো" অর্থাৎ 'বাহুবলই রাজার বল' বলিয়া জগতে প্রচারিত থাকিলেও কিন্তু রাজার বাহুবল কতদিনের জন্য? তাহা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি না। যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা পরাজিত অথবা নিহত হইলে হীনবল হইয়া পড়েন। গৃধ্র বকাদি যেমন সিংহভয়ে ভীত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে না, রাজাও সেইরূপ অপর ত' দূরের কথা নিজেকে পর্য্যন্ত কালচক্র হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। দেহের বিনাশ হইলে ধনের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। ধনবল কাহারও প্রাণ রক্ষা করিতে পারে না।

ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।

চোরে চুরি করিয়া লইলে অথবা কোন কারণে ধন নষ্ট হইলে তাহা দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ধনবলে বলীয়ান্ ব্যক্তিকে শত্রুভয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেও দেখা যায়। ধনবল না থাকিলে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন একে একে দূরে সরিয়া পড়ে, তখন জনবল বলিয়া কিছুই থাকে না। পার্থিব জগতের বলবান ব্যক্তি শীত, বর্ষা প্রভৃতি বহুবিধ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশার প্রতিকার করিতে অসমর্থ হইয়া দুর্ব্বলের ন্যায় দুরন্ত চিন্তায় বিষণ্ণ হইয়া থাকে।

চাণক্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে বিভিন্নপ্রকার বলের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

দুর্ব্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলম্।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং চৌরাণামনৃতং বলম্।।

"দুর্ব্বলের স্বকীয় কোন বল না থাকায়, রাজার আশ্রয়ই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। মূর্খের বল নীরবতা, কিন্তু কথা বলিলেই তাহার বিদ্যা জাহির হইয়া পড়ে। শিশুর অন্য কোন বল নাই, ক্রন্দনই তাহার একমাত্র বল। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তস্কর নিজেকে রক্ষা করিয়া থাকে, অতএব মিথ্যাই তাঁহার বলস্বরূপ।" চাণক্যের রক্ষক ও রক্ষিত—উভয়েরই অবস্থান যেহেতু মায়িক জগতে, অতএব তাঁহারা দুর্ব্বল। মায়িক জগতের বস্তুমাত্রেই কালচক্র অতিক্রম করিতে অক্ষম বলিয়া স্বভাবতঃই দুর্ব্বল। একজন দুর্ব্বল ব্যক্তি অপর দুর্ব্বল ব্যক্তির কিরূপে বলস্বরূপ হইতে পারে? জাগতিক বলের দ্বারা সাময়িক কিছু লাভ হইলেও তাহাতে কখনও নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—"রূপ, যৌবন এবং মাধুর্য্যই নারীর বল। রূপ, যৌবন ও মাধুর্য্য যে নারীর নাই, সে নারীর সমাদর কোথায়? " নারীর রূপ যদি তাহার বলই হয়, তবে অত্যন্ত রূপবতী হেলেনাকে কেন্দ্র করিয়া ট্রয়নগরী ধ্বংসের কারণ কি? চিতোরের রাণী পদ্মিনীর কাহিনী ত' কাহারও অজানা নয়। বল ত' নিজেকে ও অন্যকে রক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া ধ্বংসের কারণ হইলে তাহাকে কি বলা হইবে? নারীর যৌবন-বল কয়দিনের জন্য? বৃদ্ধকাল আসিয়া গ্রাস করিলেই যৌবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আবার যৌবনকালে ঈষৎ শ্বেতকুষ্ঠের আক্রমণে অথবা অন্য কোন কারণে দেহের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইলে সেই নারীর প্রতি কেহই ফিরিয়া তাকায় না। অতএব রূপ ও যৌবনের অহঙ্কার করাই নারীর পক্ষে বৃথা।

ইহজগতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি আকর্ষক বস্তুগুলি আমাদের অতি নিকটেই আছে, তজ্জন্য দুর্ব্বল আমরা তাহাদের দ্বারা অকৃষ্ট হইয়া যাই। কতকগুলি আসুরিক-স্বভাববিশিষ্ট মূঢ় ব্যক্তি স্বশরীরাবস্থিত সর্ব্বস্বাপহারী কামাদি ছয়টী শত্রুকে জয় না করিয়া নিজেদের 'বলবান্' বলিয়া জগতে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকার দাবী করে। আসুরিক-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চরিত্র সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।। (গীতা ১৬।১৪)

"আসুরিক-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই শত্রুকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে

শীঘ্র নাশ করিব, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই বলবান্, আমিই সুখী এইরূপ মনে করিয়া থাকে।" আসুরিক-স্বভাববিশিষ্ট 'বলবান্' অভিমানী ব্যক্তিগণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া অজস্র অজস্র নিম্নযোনিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। বৃক্ষের মূলদেশ ছিন্ন হইলে শাখাটি যেমন আপনিই শুষ্ক হয়, তেমনই কঠোর শাস্তি লাভ করিলে অহঙ্কারীদিগের 'আমি বলবান' এই অহঙ্কার এমনিতেই চূর্ণ হইয়া যায়। নিজেকে 'বলবান্' বলিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিলেই ত' আর ভগবান্‌কে ফাঁকি দিতে পারা যাইবে না, বরং অপরকে বঞ্চিত করিতে গিয়া নিজেকেই বঞ্চিত হইতে হয়।

দেহ ও মন নশ্বর—প্রাকৃত বস্তু, তাহা আত্মা নহে—অনাত্মবস্তু। মন পরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু আত্মা অমৃতের পুত্র, অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য। ভোগ বা ত্যাগ মনের কার্য্য, আর আত্মার কার্য্য ভগবৎসেবা। মন প্রাকৃত জগতের সকল কথাই জানিতে পারে, কিন্তু বৈকুণ্ঠবস্তু জানিবার সামর্থ্য তাহার নাই। কুণ্ঠবস্তু মনের বলের দ্বারা কি করিয়া বৈকুণ্ঠের সন্ধান পাওয়া যাইবে? শুদ্ধ আত্মাই বৈকুণ্ঠের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে। নশ্বর দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া তাহাকে পুষ্টি করিবার চেষ্টা বিবেকবান্ বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। প্রাকৃত দেহ ও মনের বলে বাল্য, যুবা ও বৃদ্ধাবস্থা বর্ত্তমান, কিন্তু আত্মবলে তাদৃশ ভেদ নাই। "নাস্তি চাত্মসমং বলম্" অর্থাৎ আত্মবলের সমান আর কোন বল নাই। বর্ত্তমানে সেই আত্মবলের উপলব্ধির অভাব হওয়াতেই আমরা আমাদিগকে দুর্ব্বল ভাবিতেছি। মনুষ্য ভগবান্ হইতে যতই দূরে সরিয়া যায়, ততই সে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। নিতান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি যেরূপ সাঁতার দিয়া নদীর অপর পারে পৌঁছাইতে পারে না, তদ্রূপ আত্মবলে বলীয়ান্ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই ভবনদী পার হইয়া ভগবানের অপ্রাকৃত ধামে পৌঁছাইতে সক্ষম হয় না। আত্মবলে বলীয়ান্ হইলেই বাক্য, মন, ক্রোধ জিহ্বা, উদর ও উপস্থ—এই ষড়্‌বেগ দমন করিয়া জীব অনায়াসে জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে।

সকলপ্রকার বলের উৎস হইতেছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। স্থাবর ও জঙ্গম, পর ও অপর ব্রহ্মাদি সকলকেই তিনি স্বীয় বলে বশীভূত করিয়াছেন। ভগবান্‌কে ভুলিয়াই জীবের যত দুঃখ। জীবের অনাত্মপ্রতীতি হইতে জাত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ই এই দুঃখলাভের একমাত্র কারণ। সাধুসঙ্গ করিতে করিতেই এই শরীরদ্বয়ের ভোগপ্রবৃত্তি লুপ্ত হইলে জীবকে আর জড়ীয় সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। দুর্ব্বল জীব নিজেকে কখনও রক্ষা করিতে পারে না। তাহাকে কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত বা মায়ার কেহ না কেহ আকর্ষণ করিবেই। হৃদয়দৌর্ব্বল্য জীবের একটী প্রধান অনর্থ। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেব আমাকে রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাসরূপ শরণাগতির অভাবই

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

আমাদের হৃদ্দৌর্ব্বল্যের কারণ। ভগবানের পরম শক্তিশালিনী বীর্য্যবতী কথা সাধুর নিকট শুনিতে শুনিতেই হৃদ্দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলিই দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে প্রচুর পরিমাণে বল উপস্থিত হইবে। তখন আত্মার সহজধর্ম্ম হরিভজন করিবার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে উদিত হইবে। বলদেব তথা গুরুদেবের কৃপাতে আত্মবল অর্থাৎ চিদ্‌বল প্রাপ্ত হইলে ভগবানের সেবার সকল কার্য্য অনায়াসে করিতে পারিব।

বলহীন অর্থাৎ দুর্ব্বল লোকেরা হরিভজন করিতে পারে না। চিদ্‌বল অর্থাৎ অভিন্ন বলদেব-নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বল প্রাপ্ত হইয়া যিনি বলশালী হইয়াছেন, তাঁহার হরিনাম করিতে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আমরা দুর্ব্বল জীব। বলদেব তথা গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত সবল অর্থাৎ বলবান্ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। গুরু-বৈষ্ণবের সেবকগণ যে বল প্রাপ্ত হন, তাহা পাশবিক বল, আসুরিক বল, দৈহিক বল বা মানসিক বল নহে, তাহা আত্মার বল—চেতনের বল। আত্মার বল অনিত্য নহে—নিত্য,—তাহা কখনও হ্রাস হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। এই চিদ্‌বল একবার লাভ করিতে পারিলে জীব কখনও দুর্ব্বল থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের নিকটই এই চিদ্‌বল পাওয়া যায়, পার্থিব জগতের লোক এই বলের সন্ধান জানেন না। বলের দেবতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত যুক্ত না হইলে কেহই বলবান্ হইতে পারেন না। হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাই বল। সেবাপ্রার্থনাই বল প্রার্থনা, সেবাপ্রাপ্তিই বলপ্রাপ্তি। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবকই 'বলবান্'। সেবার ন্যায় বল আর কিছুই নাই। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ উপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—"শ্রীগুরুদেবের সেবা আদর ও প্রীতির সহিত কর্‌লে হৃদয়ে প্রচুর বল আস্‌বে। গুরুসেবা ও নামসেবাদ্বারাই ভক্তিবল লাভ হবে।" সেবা এত বলশালিনী যে, তিনি সমস্ত চিদ্‌বলের মালিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও বশীভূত করেন।

গুরু-বৈষ্ণবগণ চিদ্বলে বলীয়ান্, সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনে রত। আমরা যদি তাঁহাদের দাস হইয়া বল সঞ্চয় করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবেই হইবে। পরমকারুণিক গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক লঘু ও দুর্ব্বলের জন্য আদর্শ প্রকটিত করিয়া তাহাদিগকে ভক্তিপথে অগ্রসর করাইয়া 'বলবান্' করিবার সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন। গুরু-বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীবের মঙ্গললাভের অন কোন উপায় নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ



শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

সন্দর্ভ-সার

[শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—২৪]

গোপ-গোপীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর হন, তবে রাস-প্রসঙ্গে প্রেয়সী গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগের কথা উক্ত হইল কেন? তদুত্তর,—ব্রজগোপীগণ দুই প্রকার—নিত্যসিদ্ধা ও সাধকচরী। তন্মধ্যে সাধকচরীগণ অসিদ্ধদেহা। তাঁহাদের কেহ কেহ গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপরূপে স্বয়ং ভগবান্, ইঁহারাও তদ্রূপ গোপীরূপে নিত্যপ্রেয়সী। আর যাঁহারা সাধনদ্বারা গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধকচরী। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ ও শ্রুতিগণ সাধকচরী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ঐ গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগের প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে,—

অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ।।
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধূতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ।।
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ।। (ভাঃ ১০।২৯।৯-১১)

গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ পতি-শুশ্রূষার জন্য গৃহে প্রবেশ করার পরেই শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি হয়। তাহা শ্রবণমাত্র তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিতা, কিন্তু বাধা দিবার জন্য দ্বাররোধ করিয়া পতিগণ দণ্ডায়মান। তখন অনন্যোপায় হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করত প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান-প্রভাবে অশুভ—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির অন্তরায়-স্বরূপ গুরুজন-ভয়াদি বিদূরিত হইল। আর ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করার জন্য মঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ সখ্যাদির সাহায্য-চিন্তন তিরোহিত হইল। এস্থলে 'অশুভ' ও 'মঙ্গল'-শব্দের এতাদৃশ অর্থ করার হেতু দেখাইতেছেন যে, নিন্দিত কর্ম্ম হইতে অশুভ, আর বিহিত কর্ম্ম হইতে মঙ্গল হয়। ভগবৎ-পরিকরগণের কর্ম্মবন্ধনহেতু জন্ম সম্ভব নহে, তজ্জন্য তাঁহাদের অশুভ বা মঙ্গল নাই। তদ্বিষয়ে প্রমাণ,—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে। (বিষ্ণুপুরাণ)

বৈষ্ণবগণের কর্ম্মবন্ধনহেতু জন্ম নাই। তবে যে তাঁহাদের জন্মাদির কথা শ্রুত হয়, তাহা ভক্ত, ভক্তি বা ভগবদিচ্ছাতেই হইয়া থাকে। সুতরাং গোপীগণের 'অশুভ'

বা 'মঙ্গল'-শব্দের এইপ্রকার অর্থই সঙ্গত। তাঁহারা আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা—প্রেমের প্রকটবিগ্রহ। তাঁহাদের গুণময় দেহস্থিত যে 'অশুভ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থান্তর হইতে পারে।

ভৃগুমুনি শ্রীহরির বক্ষে পদাঘাত করিলে পর শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

অদ্যাহং ভগবঁল্লক্ষ্ম্যা আসামেকান্তভাজনম্।
বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ।। (ভাঃ ১০।৮৯।১১)

হে ভগবন্! অদ্য আমি লক্ষ্মীর একান্ত আশ্রয় হইলাম। আপনার পদাঘাতে আমার পাপক্ষয় হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা আমার বক্ষঃস্থলে বাস করিবেন।

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে অশেষ পাতক নষ্ট হইয়া থাকে, সেই ভগবদ্বিগ্রহে পাপস্পর্শলেশের সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? তবে শ্রীহরির বক্ষে পদাঘাত করার জন্য ভৃগুমুনির যে অনুতাপ হইয়াছিল, তাহা ঘুচাইবার জন্য শ্রীহরির ঈদৃশী উক্তি। এস্থলে যেমন ভগবদ্বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষার জন্য অর্থান্তর করা হইল, রাসপ্রসঙ্গে গোপীগণ-সম্বন্ধে কথিত 'অশুভ' ও 'মঙ্গল'-শব্দেরও উক্তরূপ অর্থান্তর হওয়া উচিত। অতঃপর মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন,—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্।। (ভাঃ ১০।২৯।১২)

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠকান্ত বলিয়াই জানিতেন, ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না। গুণযুক্ত-বুদ্ধিবিশিষ্টা তাঁহাদের গুণপ্রবাহের বিরতি কি-প্রকারে সম্ভব?

তদুত্তরে শ্রীশুকোক্তি,—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ।।
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ।।
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে।।
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে।।

(ভাঃ ১০।২৯।১৩-১৬)

শুকদেবের উক্তি,—হৃষীকেশকে বিদ্বেষ করিয়া যেরূপ শিশুপাল সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহাকে দ্বেষ করিয়াও যখন সিদ্ধিলাভ করা যায়, তখন অধোক্ষজ-প্রিয়াগণের গুণময় দেহত্যাগের কথায়

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

আশ্চর্য্যের বিষয় কি থাকিতে পারে? হে নৃপ! অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, গুণাত্মা ভগবান্ কেবল মানবগণের মঙ্গলের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীহরির প্রতি সতত কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বা সৌহৃদ্য বিধানদ্বারা তন্ময়তা লাভ করা যায়। অজ ভগবান্ যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে এ সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য। যেহেতু তাঁহা হইতে স্থাবরাদিও মুক্তিলাভ করিতে পারে।

জারবুদ্ধ্যা—জার এই যে বুদ্ধি তদ্দ্বারা সঙ্গতা—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ জাররূপ প্রাপ্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিলেন, এরূপ নহে। অর্থাৎ, গোপীগণের বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জার (উপপতি) এই ভাবনা আছে বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি 'জার' নহেন। কেহ যদি রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি করে, সেটী তাহার বুদ্ধিগত ভ্রম, কিন্তু বস্তুগত কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। সেইপ্রকার গোপীগণের বুদ্ধিতে 'শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জার'—এই ভাবনা থাকিলেও তিনি তাঁহাদের জার ছিলেন না। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ কাহারও জার হইতে পারেন না। তিনি সকলের হৃদয়-রমণ। যোগমায়া-প্রভাবেই তাঁহাতে জারবুদ্ধি হইয়াছিল। সেই বুদ্ধিতেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এস্থলে জার অর্থাৎ উপপতিভাবে ভজনের প্রাবল্য দর্শিত হইয়াছে। জার-শব্দ নির্দ্দেশদ্বারা লোকধর্ম্ম ও লোকমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া গোপীগণের নির্বাধত্ব দেখান হইল। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য দুস্ত্যাজ্য লোকধর্ম্ম ও লৌকিক মর্য্যাদাত্যাগে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাদের তীব্র উৎকণ্ঠার প্রবল প্রবাহ সমস্ত অন্তরায়কে তৃণের মত ভাসাইয়া দিয়াছিল। যদি এইপ্রকার জার-বুদ্ধি না থাকিত, তবে গোপীভাবের উৎকণ্ঠাতিশয্য ও গোপীপ্রেমের মহিমা প্রদর্শনের অন্য উপায় ছিল না। শ্রীকৃষ্ণভজনে এইরূপ উৎকণ্ঠার প্রয়োজন।

"সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ'-পদে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির বিরোধী গুরুজন-মধ্যে বাসাদি অন্তরায় বুঝিতে হইবে। গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগের কথা বলায় পরীক্ষিৎ মহারাজের হৃদয়ে ঐরূপ প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল।

গোপীগণের প্রাকৃত গুণসম্পর্কের অভাব হইলেও শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবন্ধ যে-সকল গুণ আছে, তৎসমুদয় পরমপুরুষার্থের অন্তর্গত, সে-সকলের নির্বৃত্তি হইতে পারে না। মায়িক গুণসকল পরমপুরুষার্থ সাধনের অন্তরায় বলিয়া সে-সকলের ক্ষয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ব্রজগোপীগণের যে-সকল গুণ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতুভূত, সে-সকলের বিরতি হইতে পারে না। তাঁহাদের স্বরূপানুবন্ধী গুণ ; যতদিন স্বরূপের স্থিতি, ততদিন গুণেরও স্থিতি। স্বরূপের ধ্বংস অসম্ভব বলিয়া গুণক্ষয়ও অসম্ভব। সুতরাং গুণক্ষয়-জন্য মুক্তি তাঁহাদের নাই।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

"উক্তং পুরস্তাৎ' শ্লোকের ব্যাখ্যা,—পুরঞ্জনের ইতিহাসের মত (স্ত্রীচিন্তা করিয়া মৃত্যুর পর স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি) ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতু নির্ণয় দুরূহ বিষয়বলিয়া শ্রীশুকদেব উক্ত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলেন।

শিশুপাল ও দন্তবক্র পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল ছিলেন। চতুঃসন বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা চিরকুমার ও নগ্ন ছিলেন। তাঁহাদের নগ্নভাবে হরি-সন্নিধানে যাইতে জয়-বিজয় নিষেধ করায় চতুঃসন কুপিত হইয়া তাহাদিগকে অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণের অভিসম্পাত প্রদান করেন। সেই পাপে তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহরির বীর-রসে যুদ্ধ-কৌতুক উপভোগের নিমিত্ত জয়-বিজয়ের প্রপঞ্চে অবতরণ। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্ষদছাড়া ভগবানের তুল্য কেহ নাই। তজ্জন্য পার্ষদগণকে অবতরণ করাইয়াছিলেন। অসুরভাব ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়া অসুর যোনিতে জন্মাইলেন। ভগবান্ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—তোমরা মর্ত্ত্যলোকে গমন করিতে ভীত হইও না। আমি অভিশাপ-খণ্ডনে সমর্থ হইলেও অভিসম্পাত করাইলাম, উহা আমার অনুমোদিত। এই বচনানুসারে জানা যায় যে, জয়-বিজয় সনকাদির শাপছলে শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবদ্-ইচ্ছাতেই তাঁহাদের অপ্রাকৃত দেহের তিনবার পার্থিব দেহে প্রবেশ হইয়াছিল।

শিশুপাল ও দন্তবক্রের বিনাশান্তে শ্রীনারদমুখে তাহাদের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—দেহেন্দ্রিয়-প্রাণহীন বৈকুণ্ঠবাসীদের প্রাকৃত দেহ কিরূপে সম্ভব? তদুত্তরে শ্রীনারদ-ঋষির উক্তি,—

তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃষ্বস্রাত্মজৌ তব।
অধুনা শাপনির্ম্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ।। (ভাঃ ৭।১।৪৬)

শ্রীনারদ বলিলেন,—সেই জয়-বিজয় তোমার মাতৃষ্বসার গর্ভে ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ-চক্রে তাহাদের পাপ হত হওয়ায় এখন শাপ-নির্ম্মুক্ত হইল।

এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণচক্রেণ হতমংহো যয়োস্তৌ। তয়োঃ পাপমেব হতং ন তু তৌ।" "চক্রদ্বারা তাহাদের পাপ হত হইয়াছিল, তাহারা হত হন নাই।" ব্রজগোপীগণের গুণময় দেহত্যাগ সম্বন্ধেও তদ্রূপ সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। পত্যাদি যখন বাধা প্রদান করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় তাৎকালিক কম্পিত গুণময় দেহে অপ্রাকৃত দেহবিশিষ্টা গোপীগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাসপ্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি,—

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্ব-পার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্-ব্রজৌকসঃ।।

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৭)

গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই। কারণ তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীকে পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বস্থিতা গোপীগণের তদিচ্ছায় মায়াকল্পিত দেহে পতিপার্শ্বে অবস্থান হইয়াছিল। উঁহারা সেই মায়িক দেহত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, নিজদেহ ত্যাগ করেন নাই।

জয়-বিজয়-প্রসঙ্গে যদি তাঁহাদের দ্বেষাভাসের সহিত নিরন্তর স্মরণপ্রভাবে তাদৃশ অসুরদেহ ত্যাগের পর পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান ঘটে, তবে ব্রজরামাগণের প্রীতির সহিত নিরন্তর স্মরণপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না। 'তন্ময়তা'-শব্দে তৎপ্রচুরতা বুঝিতে হইবে। যেমন স্ত্রীময় কামুক—কামুকের চিত্তে যেমন কেবল স্ত্রী স্ফূর্ত্তি পায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে কাম-ক্রোধ-স্নেহাদি ভাবদ্বারা তাঁহাতে গাঢ় আসক্তি জন্মে। 'তন্ময়তা'-শব্দে অনুরক্তাত্মতা ও প্রলীনতা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

বৈষ্ণব ঠাকুর—দয়ার সাগর

বৈষ্ণব ঠাকুর—দয়ার সাগর, বাঞ্ছাকল্পতরু, পতিতপাবন। পতিতের উদ্ধারের জন্য সতত ব্যস্ত।

"সর্ব্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে।।
*　　*　　*
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি' দিগ্‌দরশন।।"
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ।।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭২, ৭৪-৭৭)

বৈষ্ণবের করুণার সীমা নাই। তাঁহারা জীবদুঃখে দুঃখী হইয়া কৃষ্ণের নিকট তাহাদের কল্যাণ প্রার্থনা করেন। এমন কি দ্রোহকারিগণেরও মঙ্গল চিন্তা করিয়া তাহাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের ন্যায় হিতকারী জগতে আর কেহই নাই।

বৈষ্ণবঠাকুর যে দয়ার সাগর তাহা আমরা শ্রীগদাধর দাসের জীবন-চরিতে দেখিতে পাই।

শ্রীল গদাধর দাসের শ্রীপাট কলকাতা হইতে ৮ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে এড়িয়াদহ-নামক গ্রামে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর তিনি যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখন তিনি সেখানে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহারা যখন অপ্রকট হইলেন, তখন গদাধর দাস ক্রন্দন করিতে করিতে আকুল হইয়া ভাবিলেন,—"আমি আর এখানে থাকিব না।" তিনি যেন জগৎ অন্ধকারময় দেখিলেন। তিনি মনের দুঃখে নবদ্বীপের বাস উঠাইয়া কাটোয়া চলিয়া আসিলেন এবং পরে কাটোয়া হইতে এড়িয়াদহে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিলেন।

শ্রীল গদাধর দাস শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীমতী রাধারাণীর ভূষণস্বরূপা চন্দ্রকান্তি ছিলেন। তিনি রাধারাণীর অঙ্গকান্তি। তিনি মধুররসের রসিক ভক্ত ছিলেন। কাটোয়ায় তিনি মহাপ্রভুর অর্চ্চাবিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পানিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে শুভাগমন করেন, তখন গদাধর দাস সেখানে উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি এমন কৃপা প্রদর্শন করিলেন যে, তাঁহার মস্তকে নিজ পাদপদ্ম স্থাপন করিলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। ইহাতেই তিনি যে প্রভুর কত প্রিয় ছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়মণ্ডলে পাঠান। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে পুরী হইতে এই গদাধর দাস, রামদাস, পরমেশ্বরী দাস, রঘুনাথ বৈদ্য, পুরন্দর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ গৌড়দেশে আসিতেছেন—পথিমধ্যে ভক্তগণের ভাব প্রকটিত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গদাধর দাস শ্রীমতী রাধারাণীর অঙ্গকান্তি। তাঁহার মধ্যে রাধিকার ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি গোপীভাবে মত্ত হইয়া "কে দই নিবে, কে দই নিবে"—বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ইহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।

"হইলা রাধিকাভাব—গদাধর দাসে।
দধি কে কিনিবে? বলি' অট্ট অট্ট হাসে।।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২৩৮)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গদাধর দাসের গৃহে আগমন করিয়াছেন। আসিয়া দেখেন, গদাধর গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া মাথায় গঙ্গাজলের কলসী লইয়া 'কে দুধ নিবে, কে দুধ নিবে" বলিয়া ডাকিয়া চলিয়াছেন।

"গোপীভাবে গদাধরদাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরমানন্দময়।।
মস্তকে করিয়া গঙ্গা-জলের কলস।
নিরবধি ডাকে,—কে কিনিবে গোরস।।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৩৭২-৩৭৩)

এই ভাব দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দের সীমা রহিল না।

"গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধরদাসে।
নিরবধি আপনাকে 'গোপী' হেন বাসে।।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৩৮১)

গদাধর দাসের দেহস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, বাহ্যজ্ঞান কিছুই ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই গোপীর ভাবে মগ্ন থাকিতেন।

গদাধর দাসের শ্রীপাট এড়িয়াদহ-গ্রামে প্রবল পরাক্রমশালী, দুর্দ্দান্ত, হরিকীর্ত্তন-বিরোধী, বিধর্ম্মী এক কাজীর বাস ছিল। তাঁহার প্রতি গদাধরের অন্তরে করুণার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন,—শ্রীচৈতন্য-অবতারে জগতের সকলেরই অচৈতন্য দূরীভূত হইয়া গিয়া মঙ্গল লাভ হইল। আর এই কাজী বেটা কেবল পড়িয়া রহিবে, তাহা হইতে পারে না। এই বলিয়া দয়ার সাগর বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীগদাধর দাস একদিন রাত্রে প্রেমে মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে করিতে ঐ কাজীর গৃহে নির্ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 'কাজী বেটা কোথায়, কাজী বেটা কোথায়" বলিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে হরিনাম করিবার জন্য আদেশ করিলেন।

গদাধর বলে,—"আরে, কাজী বেটা কোথা।
ঝাট 'কৃষ্ণ' বল, নহে ছিণ্ডোঁ তোর মাথা।।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪০০)

গদাধরের চীৎকার ও এইপ্রকার রূঢ়কথা শুনিয়া কাজী প্রথমতঃ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব ভাবোজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে তাঁহার সেই ক্রোধ প্রশমিত হইয়া গেল। তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং এত রাত্রে গদাধরের এখানে আগমনের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে গদাধর বলিলেন,—

"শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে বলাইলা 'হরি হরি'।।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরিনাম।
তাহা বলাইতে আইলাঙ তোমা' স্থান।।
পরমমঙ্গল হরিনাম বল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি।।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪০৩-৪০৫)

এইকথা শুনিয়া পরম দুর্ম্মতি হিংসক চরিত্র কাজী বিস্মিত হইয়া গেলেন। যদিও কাজী বিধর্ম্মী ছিলেন, তথাপি গদাধর দাসের দর্শনে এবং তিনি যে তাঁহার এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও এমন সরল উদার—ইহা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"ঠাকুর! আজ তুমি গৃহে যাও। আমি তোমাকে কথা দিতেছি—আগামীকল্য আমি 'হরি' বলিব।" কাজীর মুখে আগামীকল্য 'হরি বলিব' এই কথা শুনিয়া গদাধর আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—"কাজী! আর আগামীকল্য কেন? এই ত' তুমি এখনই হরিনাম করিলে। আর তোমার কোন চিন্তা নাই। এই যে হরিনাম করিলে, ইহাতেই তোমার সমূহ অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া গেল।

"গদাধর দাস বলে,—আর কালি কেনে।
এই ত' বলিলা 'হরি' আপন-বদনে।।
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ।
যখন করিলা হরিনামের গ্রহণ।।
এত বলি' পরম-উল্লাসে গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর।।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪০৯-৪১১)

বৈষ্ণব ঠাকুর কতই করুণাময়, দয়ারসাগর, তাহা শ্রীগদাধর দাসের পূত জীবন চরিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

পরিশেষে অপর এক দয়ার সাগর বৈষ্ণব ঠাকুরের কথা লিখিতেছি। তিনি হইতেছেন—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ।

একসময় মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে প্রচারপার্টী চলিয়াছেন, শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ—নিয়ামক। সঙ্গে শ্রীল নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী (শ্রীল ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ), শ্রীল মহানন্দ ব্রহ্মচারী (শ্রীল ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ), শ্রীল ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ, শ্রীল কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, শ্রীল সজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী (শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ) প্রভৃতি। এই অধমও সঙ্গে রহিয়াছে। একটী মাঠের মধ্যে হাঁটিতে হাঁটিতে রাত্রি হইয়া গেল। জ্যোৎস্না রাত্রি। এমন সময়

সেই ফাঁকা মাঠে একজন আসিয়া হাঁক ছাড়িল—কে? আমরা মঠের লোক বলায় সে গম্ভীরস্বরে বলিল—" কি মাঠের লোক।" এই বলিয়া সে যখন নিকটে আসিল তখন শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজকে দর্শন করিয়াই তাহার ভাবান্তর আসিয়া গেল। শ্রীল মহারাজ তাহার প্রতি এমন করুণার দৃষ্টিতে তাকাইলেন, সেই দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীল মহারাজের কৃপায় নিমেষে তাহার চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়া গেল এবং শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে সবিনয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিল।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজই প্রথম শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার আয়োজন করেন। পরিক্রমাকালে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে পরিক্রমা-পার্টী উপস্থিত। শ্রীল মহারাজ ভাবোন্মত্ত হইয়া যোগপীঠ শ্রীমন্দিরের বারান্দায় উঠিয়া পড়িয়াছেন। তখন এক দুর্ব্বৃত্ত মহারাজকে ঠেলিয়া দিল। মহারাজ পড়িয়া গেলেন, কিন্তু তখন সেই দুর্ব্বৃত্তের প্রতি তাঁহার কারুণ্যঘন দৃষ্টি! শ্রীমুখমণ্ডলে বিন্দুমাত্র বিরক্তির ভাব নাই। অদোষদরশী দয়ার সাগর বৈষ্ণব ঠাকুর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন,—"তোমার মঙ্গল হউক।"

শ্রীধাম নবদ্বীপে তেঘরিপাড়ায় কাঁঠালতলায় তখন শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ছোট ছোট ৩টী ঘর। মধ্যঘরে শ্রীবিগ্রহ। পরিক্রমায় অসংখ্য ভক্তের সমাগম। যাত্রিগণ প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। শ্রীল মহারাজ চেয়ার লইয়া গাছের নীচে উপবিষ্ট। ব্রহ্মচারিগণ খুব যত্নের সহিতই পরিবেশন করিতেছেন। প্রসাদগ্রহণকারী এক ভক্ত আর একবার চাটনি চাহিলেন। পরিবেশনকারী হয়ত' অন্যমনস্ক ছিলেন, তাই ঐ ভক্তটীকে আর পুনর্ব্বার চাটনি দেওয়া হইল না। শ্রীল মহারাজ তৎক্ষণাৎ ঐ ব্রহ্মচারীটিকে ডাকিয়া বলিলেন,—এই ভক্তটী যে চাটনি চাহিলেন, দিলে না কেন? চাটনি আন। গুণে গুণে একশতবার দাও। তোমরা যখন চাটনি পরিবেশন করিয়াছিলে, তখন হয়ত' ইঁহার মনে চাটনি গ্রহণের ইচ্ছা উদয় হয় নাই। এখন ইচ্ছা হইয়াছে। তোমরা কি জান না,—

"আকণ্ঠ ভোজন করি',　　বল মুখে হরি হরি,
অবিদ্যা-দূরিত নাহি রবে।।"
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন,　　বিরিঞ্চি-শম্ভুর মান্য,
খাইলে প্রেম হইবে উদয়।।"

—এই বলিয়া প্রসাদের গুণগান কীর্ত্তন করিলেন। মহাপুরুষের লীলা বোঝা ভার। শ্রীল মহারাজের এতাদৃৎ করুণা দেখিয়া ভক্তটী কাঁদিয়া ফেলিলেন। কারণ, এমন দরদী দয়ার সাগর বৈষ্ণব ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তিভাব জাগিয়া উঠিল এবং পরে তিনি শ্রীল মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

পরিক্রমার সময় ঐ কাঁঠালতলায় শ্রীগৌর-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ চলিতেছে। এমন সময় দুর্ব্বৃত্তগণ আসিয়া বিশেষ দৌরাত্ম্য করিল। সকলেই শ্রীল মহারাজকে ইহার বিহিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেও অদোষদরশী শ্রীল মহারাজ দুর্ব্বৃত্তগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া তাহাদের মঙ্গল কামনা করিলেন। ইহাতে দুর্ব্বৃত্তগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া অপরাধ ক্ষালনের জন্য পাদপদ্মে প্রণত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করিলে ক্ষমার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাহাদিগকে অমায়ায় কৃপা করিলেন।

এইপ্রকার আরও বহু বহু অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সাক্ষীস্বরূপ রহিয়াছে। তাই বলি,—বৈষ্ণব ঠাকুর—দয়ার সাগর।

আমরা যদি প্রত্যহ নিম্নোক্ত কীর্ত্তনটী গাহিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল লাভ অবশ্যই হইবে, সন্দেহ নাই।

"ওহে!

বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমারে,
তোমার চরণ ধরি।।
ছয় বেগ দমি', ছয় দোষ শোধি',
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে।।
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি, শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে।।
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি',
ধাই তব পাছে পাছে।।"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

আনুগত্য

সমস্ত কৃষ্ণভজন ব্যাপারটী এক অপ্রাকৃত চিন্ময়-রাজ্যের কথা। প্রাকৃতাভিমানী জীবকর্ত্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হইবার বস্তু নহে। এ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।"

বলিয়া যে শ্লোকটী দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ অনুধাবন করিলে আমরা জানিতে পারি যে, কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সব চিন্ময়, অতএব অপ্রাকৃত। জীবের জড়েন্দ্রিয় এইগুলি সম্বন্ধে কোনরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। ইঁহারা স্বপ্রকাশ তত্ত্ব। সেবা-পরায়ণ অধিকারী জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার জিহ্বাদিতে স্বয়ং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন মাত্র।

"অপ্রাকৃত নহে কভু প্রাকৃত গোচর।"—এই বাক্যে শ্রীগৌরসুন্দর পরমার্থলাভ-বিষয়ে জীবের সমস্ত প্রকার প্রাকৃত চেষ্টাকে 'নিরর্থক' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত হরিভক্তের তটস্থ লক্ষণ নির্দ্দেশছলে বলিতেছেন,—

ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ।।

অর্থাৎ যিনি জন্ম বা কর্ম্মের দ্বারা, বর্ণাশ্রম বা জাতির দ্বারা এই চর্ম্মময় কোষের আমিত্বে বাহাদুরি করেন না, তিনিই হরির প্রিয়।

তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে, শ্রীহরির কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও 'অপ্রাকৃত'। তাঁহারা এ জড়জগতে অধিষ্ঠিত বলিয়া আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ তাঁহারা কোন অপ্রাকৃত রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপ্রাকৃত কলেবরে কৃষ্ণভজন করেন। কৃষ্ণভজন-বিষয়ে জীবের জড়ানুভূতির অহঙ্কার কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র ; আর অন্য কিছু নহে।

সাধু ও সাত্বতগণ জীবের স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব্বপ্রকারে ধিক্কার প্রদান করত আনুগত্যকেই এই অপ্রাকৃত ভজনলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'আনুগত্য' বলিতে অবশ্য অকিঞ্চন কৃষ্ণানুগতজনগণেরই আনুগত্য বুঝিতে হইবে। এই কৃষ্ণসেবাপরায়ণ জনগণই জীবের উপদেষ্টা বা গুরু। ইঁহাদের আনুগত্যে জীবনযাপন করা ব্যতীত অপ্রাকৃতানুভূতি লাভ করিবার সামর্থ্য জীবের নাই। গুরুকে কৃষ্ণসেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াই 'বস্তুজ্ঞান' লাভ করিতে হইবে। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিতেছেন,—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

কিন্তু আনুগত্য ব্যাপারটী আমরা যত সোজা মনে করি বস্তুতঃ ইহা তত সোজা নয়। অনুগতজনের সঙ্গলাভ ব্যতীত কেবলমাত্র অন্যমনস্কভাবে শাস্ত্রপাঠ বা শ্রবণে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে আমরা সমর্থ নহি। আমরা 'অনুগত' হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করিতে পারি এবং এইরূপ বৃথা অভিমানের ফলে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপালাভ হইতে চিরতরের জন্য বঞ্চিত থাকিতে পারি, কিন্তু যদি কোনদিন কৃষ্ণকৃপায় তদ্ভক্তসঙ্গলাভক্রমে তাঁহার সেবাময় জীবনের শুদ্ধকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিময়ী চেষ্টাসমূহের পর্য্যালোচনা করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারি, তাহা হইলে আনুগত্য-ধর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধিক্রমে তল্লাভে আমাদের এতাবৎকাল কৃত যাবতীয় চেষ্টাকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর জানিতে পারিয়া আমাদিগকে নিরতিশয় দুঃখে ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হইবে।

আবার আমরা 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি' প্রত্যাশা করার ন্যায় আপনাতে আনুগত্যের সম্পূর্ণ অভাব বিদ্যমান সত্ত্বেও ভজনে ফলোদয় কামনা করি এবং তদ্দর্শনে ভজন এবং ভজনীয় বস্তু-সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ি। কিন্তু আমরা একটীবারও ভাবিয়া দেখি না যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দের হাটে শ্রদ্ধামূল্যেই বস্তু বিতরিত হয়। প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ফলেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি জন্মে এবং জাতরতি ব্যক্তিই নিষ্কপটে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারেন। বৈষ্ণবকে অভিন্ন-বিষ্ণুজ্ঞানেই সেবা করিতে হইবে। সেবা ছাড়া ভজন আর কিছুই নহে। শ্রীনামগ্রহণাদি কার্য্যও সেবাকল্পেই অনুষ্ঠান করিতে হয়, নতুবা ইহাও জীবের আরোহচেষ্টাই হইয়া পড়ে এবং পরিণামে ইহা অভীপ্সিত ফল দান না করিয়া জীবের পিত্তবৃদ্ধিরই কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কহে, জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা বিনে।।

যতটুকু আনুগত্যের ফলে হরিভক্তি লাভ হয়, তাহা যদি আমাদিগের মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে আমরা তাহা (হরিভক্তি) কি-প্রকারে আশা করিতে পারি? আমরা আমাদের দুর্দ্দৈবের ফলে বর্ত্তমানে হরিভক্তি লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়াই যে ভক্ত ও ভক্তির প্রতি উদাসীন হইয়া অন্ধ তমিস্রপথে অধিকতর নির্ভয়ে বিচরণ করিব ইহাই বা কি-প্রকারে ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? কৃষ্ণভক্তিই যদি নিত্যবস্তু হয় এবং তল্লাভই যদি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে নিজ স্বাতন্ত্র্যের সদ্ব্যবহারক্রমে আনুগত্যময় জীবন লাভ করিবার জন্য কেনই বা না আমরা অধিকতর উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিব?

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

শ্রীল তুলসীদাস মহারাজ তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী একটী দোঁহাতে বলিয়াছেন,—

সন্ত বড়ে পরমারথী, শীতল উন্‌কি অং।
তপন বুঝাওত আউর্‌কে, ধরাওত আপ্‌না রং।।

ইহার অর্থ এই যে, সাধু পরমার্থবেত্তা, তাঁহার হৃদয় সংসার-বাসনানলে উত্তপ্ত নহে। তিনি উপদেশ দানাদির দ্বারা শিষ্যের পূর্ব্বস্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের মত করিয়া তুলেন।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সরলভাবে যদি আমরা ভক্তিলাভেচ্ছু হইয়া সদ্‌গুরুর নিকট গমন করি এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী চলি, তবেই তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবারিতে সঞ্জীবিত হইতে পারি। গুরু শিষ্যের চালক, নিয়ামক বা শাস্তা। শিষ্যের সহিত ব্যবহারে তিনি শিষ্যের কোন উপদেশ বা অনুরোধের অপেক্ষা করেন না। গুরুর এবম্বিধ আচরণে শিষ্য যদি তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধ হন, তবে শিষ্য গুরুর অনুগত নন, প্রকারান্তরে গুরুকেই শিষ্যরূপে পরিণত করিতে উদ্‌গ্রীব, বলিতে হইবে। কারিকরের পুতুলের ন্যায় শিষ্যকে গুরুর নিকট অবস্থান করিতে হইবে এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে তৎপর থাকিয়া ভজনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যিনি যত শীঘ্র আত্মধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত গুরুর মনকে নিজের 'মন' করিয়া লইতে পারিবেন, গুরুর 'কৃত্য'কে নিজকৃত্য বলিয়া বরণ করিতে পারিবেন, তিনি তত শীঘ্র গুরুকৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া পূর্ণকাম হইবেন।

বৈষ্ণবগণের জীবন আনুগত্যময়। তাঁহারা বাক্যে ও কার্য্যে তাঁহাদের সেই আনুগত্যময় জীবনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের মত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মূঢ় ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্য এ মরজগতে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সুমধুর বাক্যাবলীতে তাঁহাদের স্বভাব এতদূর প্রস্ফুটিত রহিয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে আমাদের এই পাষাণ হৃদয়েও আনন্দ, বিস্ময় ও দৈন্যের সঞ্চার হইবে। আচার্য্যপ্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গুরুগৌরাঙ্গের নিকট নিজের আনুগত্য এইরূপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—

সর্ব্বস্ব তোমার,　　চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর,　　তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে।।
বাঁধিয়া নিকটে,　　আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ-জনেরে,　　আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে।।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম-আনন্দে,
প্রতিদিন হ'বে তাহা।।
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি।।
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ঘরে।
ভকতিবিনোদ, তোমার পালক,
বলিয়া বরণ করে।।

ঠিক এইরূপ সরলভাবে আমাদিগকে শ্রীগুরু-গোবিন্দের আনুগত্য করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজ স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে বলিদান দিয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত অকিঞ্চন হইয়া ভক্তির যাজন করিতে সমর্থ হইব না। প্রকৃত আনুগত্যাভাবে কীর্ত্তন্যাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বা অভিনয় আমাদের ভোগেরই প্রকারভেদ মাত্র। গুরু-গৌরাঙ্গের প্রতি ভোগ্যবুদ্ধিবশতঃ আমরা ভক্তিদেবীর কৃপালাভ হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিতই রহিয়া যাইব।

কৃষ্ণ অব্যভিচারী ভক্তিযোগদ্বারাই সেবিত হন। সদ্‌গুরুর আনুগত্য ব্যতীত ভক্তি অব্যভিচারী হইতে পারে না। ব্যভিচারী ভক্তি জীবের সংসার-ধ্বংসক্রমে সুখসার শ্রীনন্দনন্দনের অপ্রাকৃত ভজনে সামর্থ্য বিধান করিতে পারে না। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার।।
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল।।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী।।
ইহারে করিয়া জয়, ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়।।
অদোষদরশি প্রভো, পতিত উদ্ধার'।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শ্রীনিত্যানন্দের পদাশ্রিত কাহারও নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। জীবও নিত্য, তাহার ভজন-প্রণালীও নিত্য। যিনি যতটুকু এই নিত্যধর্ম্মের যাজন করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে ফল পাইবেন। যিনি যতটুকু আনুগত্য করিবেন, তিনি ততটুকু বৈষ্ণবতা লাভ করিবেন। ফলদানে নিত্যানন্দ নিরপেক্ষ হইয়াও তিনি কাহাকেও ছাড়িতেছেন না। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই আমার মত পামরের একমাত্র ভরসা। নতুবা আর গতি কি ছিল। আসুন! আমরা সকলে সরল অন্তঃকরণে শ্রীহরির নিজনিজগণের নিকট প্রার্থনা করি,—

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ,　　করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার-নিধি,　　তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার।।

আরও বলি,—

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।।

—শ্রীনিমানন্দ দাস অধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮০ পৃষ্ঠার পর]

—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা। ওটা বুঝতে হবে। চারটে জিনিষ আমাদের গুণরূপে গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে আমাদের নাম-কীর্ত্তনে অধিকার নাই। শাস্ত্রে আমরা যে হরিনাম করব উপদেশ রয়েছে, তা কিভাবে করব? আমাদের এই চারটে গুণ সংগ্রহ করতে হবে। চারটে গুণ আমাদের বিশেষভাবে নিয়ে চলতে হবে। চারটে গুণ কি কি?

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারি গুণে গুণী হয়ে করহ কীর্ত্তন।।

আমার দৈন্য থাকা চাই, কোন মান-অভিমান থাকবে না। দয়া গুণ থাকা দরকার। অন্যকে মান-সম্মান প্রদান করা আর প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন—এই চারটে গুণ থাকা চাই। আমি কিছু চাই না, আমার কোন Demand নাই। লোকে আমাকে ভাল বলুক, বড় বলুক, বড় সাধু বলুক, অনেক হরিনাম করেন ইনি, খুব বড় সাধু—এসব আমার শুনবার দরকার নাই। তার থেকে সমালোচনা শুনা ভাল, তাহলে

আমার ভগবানের প্রতি টান থাকবে। এই চারটে না থাকলে ত' হরিভজন করা যাবে না। এই চারটে গুণ না থাকলে ভগবানের নাম করা যাবে না।

অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে,
অধিকার দিবে তুমি।

অমানী মানদ না হলে কীর্ত্তনে অধিকার আসে না। কীর্ত্তনের অধিকারী কে? একটা প্রবন্ধ আছে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের। বহু কথা লেখা আছে তার মধ্যে। কীর্ত্তনের অধিকার কার? কে নাম-কীর্ত্তন করবে? নাম-কীর্ত্তন করার অধিকার কার? কার শ্রীমুখে নাম প্রকাশিত হবে? এ-সব বিষয়ে আলোচনা আছে। এখানে সে কথাটা বলছেন।

অসহিষ্ণু ব্যক্তি কখনও ভগবানের সেবা করতে পারেন না, সুতরাং সহিষ্ণু হতে হবে। সহ্যগুণসম্পন্ন হতে হবে। তা না হলে আমাদের সাধন-ভজনে কোন মঙ্গল নাই, হতেই পারে না। এইজন্যই গৌরসুন্দর সকল জীবকে তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হয়ে হরিকীর্ত্তন করবার আদেশ করেছেন।

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ।।

প্রাণবায়ু যেমন রূপ-রসাদি ব্যতীত জীবন রক্ষার উপযোগীরূপে কেবলমাত্র আহারাদি লাভ করেই প্রবাহিত হয়, মনস্বী ব্যক্তিও সেইরূপ যাতে জ্ঞান বিনষ্ট ও বাক্য-মন বিক্ষিপ্ত না হয়, তাদৃশ জীবিকামাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিবেন ; পরন্তু ইন্দ্রিয়-সমূহের অভীষ্ট বৃত্তিসকলদ্বারা সন্তুষ্ট হবেন না।

আমার মন যা চাচ্ছে, আমি তা করছি। এটা ভাল কথা নয়। যে মন আত্মার অনুগত নয়, সেই মন যা বলবে, আমি তাই করব, তাহলে আমার কোন মঙ্গলের কথা নাই। যে মন আত্মার অনুগত, বিবেকের অনুগত, শাস্ত্রের অনুগত, সেই মন সবটাই ভাল করবে, কখনই খারাপ করবে না। সবসময় ভাল চিন্তা করবে। নিজের ভাল চিন্তা করবে এবং সমগ্র জগতের সকলের ভাল চিন্তা করবে। এই হল আত্মানুগত মনের ক্রিয়া। তাহলে কোন্ মন নিয়ে আমরা কাজ করব?—আত্মানুগত মন। সেইকথা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে এসেছে।—

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।

চৈতন্যমহাপ্রভু নিজে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়েও আবার তিনি কৃষ্ণকে বলছেন কথাগুলো। 'আনের হৃদয় মন' অর্থাৎ অবশীভূত মন, কলুষিত মন ; 'মোর মন বৃন্দাবন'—আমার যে মন, সে মন বৃন্দাবন। 'মনে বনে এক করি জানি'—সেই

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

মন আর বৃন্দাবনকে আমি এক জানি। কোন তফাৎ নাই। আত্মার বশীভূত মন এবং বৃন্দাবন—এ দুটো একই, একই লাইনের। 'তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি'—সেই মনরূপ বৃন্দাবনে যদি তুমি আমাকে ঠাঁই দাও, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা বলে আমি মেনে নেব—কৃষ্ণকে বলছেন চৈতন্যমহাপ্রভু। বিচারের কথা! ভগবান্ কোন্ হৃদয়ে প্রকাশিত হবেন, কোন্ হৃদয়ে আবির্ভূত হবেন, কোন্ হৃদয়-সিংহাসন তিনি অধিকার করবেন? শাস্ত্রে বলা আছে, এইসব লক্ষণাক্রান্ত যে ব্যক্তি, তাঁর হৃদয়ে ভগবান্ সবসময়ই অবস্থান করেন। সেইরকম হৃদয়টা তৈরী করতে হবে।

সাধন-ভজন মানে তাই। সাধন মানে—যতদিন লাভ না হয়েছে, তার জন্য প্রাপ্তির চেষ্টা ; আর ভজন মানে—যখন অধিকার পেয়েছি আমি। দুটো অবস্থা, একই অবস্থা নয়। সাধন-ভজন কথাটা পাশাপাশি বলা আছে, কিন্তু দুটোর মানে সম্পূর্ণ উল্টো। সাধন মানে আমার নাই, সম্পত্তি লাভ হয় নাই, আমি চেষ্টা করছি; কিন্তু সেই চেষ্টার মধ্যে ভগবৎকৃপা অনুস্যূত—ভগবৎকৃপা বাদ দিয়ে নয়। যদি মনে করি আমি আমার চেষ্টাদ্বারা সব কিছু করে ফেলব, হবে না তা। ভগবৎকৃপা দরকার। তাহলে সেই সাধনে সিদ্ধিলাভ হবে—আমি সব তত্ত্বদর্শন জানতে পারব, বুঝতে পারব। অন্তর্যামিসূত্রে ভগবান্ সব আমাকে জানিয়ে দেবেন, বুঝিয়ে দেবেন। সাধনপথ ব্যাখ্যা করা হয়েছে কতদিন? যতদিন ওটা বাস্তবে রূপায়িত না হয়েছে, Practical যতদিন না হয়েছে, ততদিন সাধন-শব্দ ব্যবহার হয়। আর সাধনে যখন সিদ্ধিলাভ হয়, তখন তাকে বলা হয় ভজন। সাধন-ভজন একসঙ্গে উচ্চারিত হলেও একই নয়, দুটো সম্পূর্ণ উল্টো জিনিষ। ভালটুকু আমার দরকার, আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন যে, ভগবানের সাহায্য দরকার নাই, সহানুভূতি দরকার নাই, তাহলে ভুল করলেন তিনি। কৃপা ছাড়া সাধন সিদ্ধ নয়—এই হল শাস্ত্রের যুক্তি, তত্ত্বসিদ্ধান্ত। ভগবৎকৃপা থাকবে, আমার চেষ্টাও থাকবে। কেবল আমার চেষ্টার দ্বারা আমি ভাল কিছু লাভ করতে পারি না। সেখানে আমি অকৃতকার্য্য হয়ে যাব, ফেল করব পরীক্ষায়। ভগবানের কাছে, তত্ত্বসিদ্ধান্তের কাছে আমি ফেল করে বসে আছি। কেন? Process, procedure আমার ঠিক নাই, সুতরাং আমি কি করে উন্নতি লাভ করব। ভগবৎকৃপাও দরকার।

সাধন আর কৃপা বুঝাতে গেছেন শ্রীমদ্ভাগবতে,—মা যশোমতীকে দিয়ে। বাচ্চাটা (কৃষ্ণ) দুষ্টুমি করছে, সেই দুষ্টুমির কথা শুনে মা যশোদা একটু অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বাচ্চাকে বেঁধে রাখছেন। 'দামোদর' নাম হয়েছে তাঁর—যাঁর কোমরে দড়ির বাঁধন পড়েছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মা যশোদা চেষ্টা করছেন ওকে বাঁধব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ধরা পড়ছেন না। প্রাকৃত জগতের দড়ি দিয়ে তাঁকে বাঁধা যায় না।

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

তবে কি দিয়ে বাঁধা যায় তাঁকে?—প্রেমডোরে। প্রেমডোরে বন্ধন করেছেন মা যশোদা তাঁকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিজে কেরামতি, বাহাদুরি দেখাতে গেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ ধরা দিচ্ছেন না। ততক্ষণ পর্য্যন্ত যত রশি জোড়া দিচ্ছেন, সব ওই দুই আঙ্গুল করে কম পড়ে যাচ্ছে। আবার একটা রশি জোড়া দিলেন, আবার দুই আঙ্গুল কম পড়ল। আবার একটা রশি জোড়া দিলেন, আবার দুই আঙ্গুল কম পড়ে গেল। এই দুই আঙ্গুলটা কি? দুই আঙ্গুল কেন কম পড়ছে? চার আঙ্গুল, আট আঙ্গুল, দশ আঙ্গুল কম পড়ছে না কেন? প্রত্যেকবারে দুই আঙ্গুল করে পড়ছে। একটা হল সাধন, আর একটা হল কৃপা—এই দুই আঙ্গুল, ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমরা চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু আমাদের সফলতা নাই যদি আমি ভগবৎকৃপা না পাই। ভগবানের তরফ থেকে সাহায্য, সহযোগিতা, সহানুভূতি যদি না পাই, তাহলে আমার কার্য্য সিদ্ধ হয় না। এই কথা শাস্ত্রের উপদেশ।

মা যশোমতী যতক্ষণ পর্য্যন্ত অহঙ্কার করছেন, আমি আমার বাচ্চাকে বাঁধতে পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বাঁধতে পারছেন না। তাঁর বাচ্চা ত' সাধারণ বাচ্চা নন। সমগ্র জগতের উপরওয়ালা মালিক। সেই বাচ্চাকে তিনি পুত্ররূপে পেয়েছেন। পাশাপাশি সব গোপীগণ ছিলেন, তাঁরা সব হাসিঠাট্টা করছেন, মা তার পুত্রকে বাঁধতে পারছেন না দেখে। কৃষ্ণের মাকে দেখে গোপীগণ হাসি-ঠাট্টা করবে, তা কৃষ্ণ মেনে নিতে পারছেন না। আমার মা হচ্ছেন পৃথিবীর সেরা, তোমরা তাঁকে বুঝতে পারছ না, চিনতে পারছ না। ছেলেটা মাতৃভক্ত, পিতৃভক্তও কম নন। যেমন যশোদাকে মানেন তিনি, তেমন নন্দমহারাজকেও মানেন। ধরা দিচ্ছেন। ওঁরা যখন ঠাট্টা করছে, তা দেখে ছেলে সহ্য করতে পারছে না। আমার মাকে সাধারণ মা মনে করেছ! এই নাও মা ধর, আমাকে বাঁধ। সব রশি বেশী হয়ে গেল, সাধারণ বাচ্চার মত অল্প রশিতেই বাঁধা পড়ে গিলেন তিনি। বিচারটা কি? যতদিন পর্য্যন্ত আমরা অহঙ্কারী হয়ে চলতে যাই, ভুল হয়ে যায়। যখন অহঙ্কার ছেড়ে দেই, তখন ভগবান্ ধরা দেন। তার আগে ভগবান্‌কে ধরা যায় না। ওই শিক্ষা দিলেন মাকে দিয়ে।

'কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে'—ভাগবতে বলা আছে। কৃপা করে তিনি বন্ধন-দশা স্বীকার করলেন মার কাছে। মা বলে জানিয়ে দিলেন। তোমাকে দিয়েই আমি জগৎকে শিক্ষা দিলাম। তুমি ত' সাধারণ মা নও, কিন্তু তোমাকে দিয়েই আমি শিক্ষা দিলাম জগৎকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রাকৃত অহঙ্কার আছে, বাহাদুরি আছে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি তাঁর ধারে কাছে যাই না। আর যখন প্রাকৃত অহমিকা ছাড়তে পারি আমরা, তখন ভগবান্ ধরা দিয়ে দেন অতি সহজে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

নিবেদন

সংসার-অর্ণব তরি, শ্রীবৈষ্ণব-পায়।
দীনহীন কায়-মনে, মিনতি জানায়।।
মায়ামুগ্ধ জীব আমি, সংসার বন্ধনে।
দিন দিন পড়িতেছি, সত্তম পিছনে।।
মধ্যকালে জরাগ্রস্ত, হ'য়েছি পীড়ায়।
সেইকালে ভয়-ভক্তি, শ্রীনাম বলায়।।
বলিলে কি হ'বে তাহা, সুপ্ত লোভাসুর।
অন্ন-বস্ত্র কুচিন্তায়, সদা রাখে দূর।।
এতদিন গত হ'ল, গ্রাম্যবার্ত্তা বলি।
জীবনে অধীত বিদ্যা, বিফল সকলি।।
ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে, গৌড়ীয় বাণীতে।
শুনিতেছি সুসিদ্ধান্ত, কিছুদিন হ'তে।।
"ভক্তপ্রতি রাখ সদা, নিত্য-সিদ্ধ-জ্ঞান।
গুরু-বৈষ্ণবের বাক্যে, হও মতিমান।।
তা' না হ'লে মায়াবাদে, অর্থবাদী জন।
অহঙ্কারে ভুলাইবে, ভক্তির সাধন।"
বহুদিন এইভাবে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
নৈরাশ্যে বৈষ্ণব-পদে, পড়েছি লুটিয়া।।
একমাত্র গুরুদেব; তদভীষ্ট জন।
তাঁদের চরণে সদা, এই নিবেদন।।
থাকে যেন মতি গতি, নাম-ধাম-রসে।
তাহা যেন নাহি ভুলি, সংসার তামসে।।
তথাপি যে জরাগ্রস্ত, গতাগতহীন।
প'ড়ে আছি কু-সজ্জায়, পরের অধীন।।
সেবাবিধি বৈষ্ণবের, আচরণ যত।
করিবার সাধ্য নাই, উহাতে বঞ্চিত।।
কেবল মনেতে রাখি, শ্রীগুরু-চরণ।
শ্রীনামও স্মৃতিপথে, করি সঙ্কীর্ত্তন।।
আর মাত্র শ্রীগৌড়ীয়, ভক্তির সিদ্ধান্ত।
সারাদিন দেখি তাহা, আদি-মধ্য-অন্ত।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

কেবল ভরসা এবে, গৌড়ীয়-বার্ত্তায়।
করেন করুণা যদি, সপ্তাহধারায়।।
তা' দেখি করিব সদা, নাম-গুণ-গান।
জনমের কুসিদ্ধান্ত, করিব নির্ব্বাণ।।
ভববন্ধ ছিঁড়িবে কি, থাকিবেক তাহা।
শ্রীগুরু-চরণে তাহা দিয়াছি অর্পিয়া।।

—শ্রীবিজয়গোবিন্দ সাহা, বিদ্যাবিনোদ

ইউরেশিয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ বিশেষ সাফল্যের সহিত ইউরোপ এবং পূর্ব্ব অবিভক্ত রাশিয়ার ইউক্রেনে একাদশ দিবসব্যাপী (১৯।৯।২০০২—২৯।৯।২০০২) প্রচার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। একাদশ দিবসের মধ্যে তিনি তিনদিন অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে এবং আটদিন ইউক্রেনের ওডিসা ও ইলিয়াস্ (মার্কসবাদী নেতা লেলিনের পিতা ইলিয়াসের নামানুসারে) শহরে প্রচার করেন।

শ্রীল মহারাজ ইউরোপে "ভজনের প্রয়োজনীয়তা ও সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা" এবং ইউক্রেনস্থ ওডিসা ও ইলিয়াসে "শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকটের কারণ, শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত্র, শ্রীঅম্বরীষ চরিত্র, শ্রীভরত চরিত্র, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও পরচর্চ্চা অকর্ত্তব্য" প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেন। শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত্র আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজ বলেন,—"জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত 'প্রভুপাদ' ১০৮ বার শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত্র আলোচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বা অন্যান্য গ্রন্থের অনেক আলোচ্য বিষয় থাকিলেও শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত্র আলোচনার পিছনে নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত আছে। শাস্ত্রে কথিত আছে,—

গুরুপাদপদ্মে যার রহে নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি।।

প্রহ্লাদ মহারাজের নিজগুরু দেবর্ষি নারদের শ্রীচরণকমলে এত বহুল পরিমাণে নিষ্ঠা-ভক্তি ছিল, যাহার ফলস্বরূপ জগৎতারক বা জগজ্জীবের ত্রাণকর্ত্তা হইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠাভক্তি ব্যতীত কেহই নিজেকে এবং জগৎকে পবিত্র করিতে বা উদ্ধার করিতে পারেন না। অতএব আমাদিগকেও শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্ন হইতে হইবে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্‌ব্রহ্মন্‌ ভূতানাং ভগবান্‌ স্বয়ম্‌।
ইন্দ্রস্যার্থে কথং দৈত্যানবধীদ্বিষমো যথা।।

উক্ত শ্লোকে 'সমঃ প্রিয়ঃ' এবং 'সুহৃদ্‌'-শব্দের মধ্যে ব্রজের প্রধান প্রধান ভাবসমূহ লুক্কায়িত আছে। মুখ্য এবং গৌণভেদে ভক্তিরস দ্বিবিধ। মুখ্যরস আবার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গারভেদে পাঁচপ্রকার। গৌণরস—হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীর, বীভৎসভেদে সাতপ্রকার। মুখ্যরসের মধ্যে শান্তরস ব্রজে সুপ্ত-প্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাদিগকে আমরা সাধারণভাবে শান্ত বলিয়া মনে করি, সেই সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচারভঙ্গী ভিন্নরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একটী শ্লোকের টীকায় 'গাবো' অর্থাৎ গাভীগণকে মাতা বা বাৎসল্যরসের 'নগা' অর্থাৎ গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত সখ্যরসের আশ্রয় বলিয়াছেন। অতএব ব্রজে শান্তরসের প্রকাশ লুপ্ত। ব্রজে শুদ্ধ দাস্যেরও অভাব দেখা যায়। শুদ্ধদাস্য অযোধ্যায় শ্রীরামভক্ত হনুমানে দেখা যায়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের কোন দাস নাই। যে দাসের কথা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ তাহারা ব্রজরাজ শ্রীনন্দ মহারাজের দাস। এই দাসগণের মধ্যে কেহ বাৎসল্যভাব মিশ্রিত আবার কেহ বা সখ্যরস মিশ্রিত। অতএব ব্রজে শুদ্ধদাস্যও নাই।

মুখ্যরসের মধ্যে বাকী থাকে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, উত্তরোত্তর রসের দ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর উত্তরোত্তরভাবে বশীভূত হইয়া থাকেন। এইজন্যই ত' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়,—

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি।।
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।।

অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার পুত্র, আমিই তাহার লালক, পালক, সে আমার লাল্য, পাল্য—এইরূপ বাৎসল্য ভাব। কৃষ্ণ আমার সখা, আমি তাহার সখা, আমাদের দুজনের মধ্যে সমভাব—এইরূপ সখ্যভাব এবং শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণপতি বা প্রিয়তম এবং আমি তাহার প্রিয়তমা—এইরূপ মধুরভাবে যিনি শুদ্ধভক্তি করেন, রসভেদে আমাকে হীন জানিয়া আপনাকে সমান বা বড় মনে করেন, সেই ভাবে আমি তাহার অধীন হই।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে 'সমঃ'-শব্দের দ্বারা সখ্যরস সূচিত হইতেছে। সখাগণ শুদ্ধসখ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না, পরন্তু আনন্দবোধ করেন ও করান। শ্রীকৃষ্ণ কখনও নিজের বড়াই বা প্রশংসা করিতে চান, নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করিতে চান, তৎক্ষণাৎ শ্রীদাম বলিয়া উঠেন,—তুমি কোন্‌ বড়লোক, তুমি আমি সম। অনেকক্ষেত্রে আমিই তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তোমার পিতা ঠাকুরের

নব লক্ষ গোধন, আমার পিতা ঠাকুরের একাদশ লক্ষ গোধন। তোমার মাতাপিতার মাত্র একটী সন্তান, আমার মাতাপিতার তিনটী সন্তান। অতএব আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী স্বকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক,—তুমি আমি সম।।

শ্লোকস্থ 'সুহৃদ্'-শব্দের দ্বারা বাৎসল্য রস প্রকাশ পাইতেছে। বাৎসল্য রসের আশ্রয় মা যশোদা, নন্দবাবা প্রভৃতির মনোভাব—আমি বা আমরা কৃষ্ণের লালক, পালক। কৃষ্ণ আমার বা আমাদের লাল্য, পাল্য। আমি বা আমরা লালন-পালন না করিলে তাহার লালন-পালন কে করিবে? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের ভগবত্তার লেশমাত্রও নাই।

একদা নন্দমহারাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং মন্ত্রী শ্রীউপানন্দ ব্রজস্থ বৈঠানে এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাতে তিনি নন্দমহারাজকে অনুরোধ করেন যে,—নন্দ! এই কৃষ্ণকে তোমরা কখনও কিছু বলিবে না। যশোদাকে বলিয়া দিবে, সে যেন কখনও কৃষ্ণকে তিরস্কার, প্রহার এবং বন্ধন না করে। নন্দবাবা মৃদুহাস্য করত করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এর কারণ কি? আপনার এইরূপ বলিবার কি অভিপ্রায়? ইতিপূর্ব্বে ত' এরূপ আদেশনামা কখন জারি হয় নাই। উপানন্দ বলিলেন,—নন্দ! তোমার কি মনে নাই যে গর্গাচার্য্য নামকরণের সময় বলিয়াছেন, আমাদের এই কৃষ্ণ নারায়ণ-সম। আমি ত' মনে করি, সাক্ষাৎ নারায়ণ, পরব্রহ্ম। তাহা না হইলে অবলীলাক্রমে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে উত্তোলন করিয়া কেবলমাত্র বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির সাহায্যে সপ্তদিবস যাবৎ ধারণ করিয়া রাখিতে পারে! নন্দবাবা পুনরায় স্মিতহাস্যের সহিত বলিলেন,—কৃষ্ণ যদি পরব্রহ্ম হবে, তাহলে ত' তার ক্ষুধা-পিপাসা লাগবে না, মিথ্যাকথা বলবে না, ক্রুদ্ধ হবে না। আমাদের কৃষ্ণ ত' এর সম্পূর্ণ বিপরীত—মিথ্যা না বলিলে তার হজম হইবে না। যশোদা প্রসাদ দিতে দেরী করিলেই ক্রোধান্বিত হইয়া হাঁড়িকুঁড়ি ভাঙ্গিয়া দেয়। আর মাখনচুরির নালিশ শুনিতে শুনিতে কান একেবারে ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। এইজন্যই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন।।

শ্লোকস্থ 'প্রিয়'-শব্দের দ্বারা মধুররসের প্রকাশ পাইতেছে। মধুররসের আশ্রয় গোপরামাগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ প্রাণপ্রিয়তমরূপে জানিতেন। ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন একদা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে সখে! আমি শুনিয়াছি ব্রজের গোপীগণ কঠোর ও কর্কশ বাক্যে আপনাকে গালিগালাজ করেন, তথাপি গোপীগণ আপনার

এত প্রিয় কেন? এমন দ্বারকা রাজপ্রাসাদে শয়ন করিয়াও গোপীগণের জন্য ক্রন্দন করেন, অথচ মহামুনিগণ স্তুতি করিলে তাঁহাদের স্তুতিতে ভ্রূক্ষেপও করেন না। এর কারণ কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—দেখ অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রিয় সখা। অতএব তোমাকে সত্যকথা বলিতে আপত্তি নাই।

ব্রজপুর জরিতৃণাং পারুষাবাচা যথা প্রমোদয়তি।
স্তুতিমপি মহামুনিনাম্ মধুর পদাদপি ন সখে (শকে) তথা।।

হে সখে! ব্রজপুরে জারভাবাশ্রিত গোপীগণের কঠোর বাক্য, কর্কশ বাক্য আমাকে যেরূপ আনন্দ প্রদান করে, মধুর মধুর পদসংযুক্ত মহামুনিগণের স্তুতিও তদ্রূপ আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। এইজন্যই ত' শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে দেখা যায়,—

প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।।

ভজনপ্রিয় সাধকগণকে কিরূপ সহনশীল হইতে হয়, প্রহ্লাদ চরিত্রে তাহা সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। হিরণ্যকশিপু সমস্ত রাজশক্তি, দৈবশক্তি, ঐন্দ্রজালিক শক্তির সাহায্যে ভক্ত প্রহ্লাদের প্রতি নির্ম্মম অত্যাচার, অবিচার করিয়াছে। প্রহ্লাদ মহারাজ নির্ব্বিবাদে, নিঃশব্দে তাহা সহ্য করিয়াছে, কখনও প্রতিবাদ করেন নাই। পিতা হইয়া নাবালক পুত্রের প্রতি এরূপ অত্যাচারের দৃষ্টান্ত ইতিহাসেও বিরল। প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রের প্রতি অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বীয় অনুগামীগণকে বলিয়াছেন,—"সহ্য করিতে শেখা মঠবাসিগণের একটী প্রধান কার্য্য।"

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।

প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে এই শ্লোকে ভজনের ক্রমপর্য্যায় বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে 'শ্রবণ'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলাসমূহের কর্ণস্পর্শ এবং এইরূপ 'কীর্ত্তন' ও 'স্মরণ'-শব্দেরও ক্রম জানিতে হইবে। 'স্মরণ'-শব্দে মনদ্বারা উপরিউক্ত বিষয়সমূহের অনুসন্ধান। 'পাদসেবন'-শব্দে দেশকালাদি অনুসারে পরিচর্য্যা ; 'অর্চ্চন'-শব্দে বিষ্ণুপূজা ; 'বন্দন'-শব্দে নমস্কার ; দাস্য'-শব্দে আমি তাঁহার দাস —এইরূপ ধারণা, 'সখ্য'-শব্দে বন্ধুভাবে তাঁহার হিতকামনা ; 'আত্মনিবেদন'-শব্দে তাঁহাতে দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর সর্ব্বতোভাবে অর্পণ।

এই ভক্তি কিভাবে যাজন করিতে হইবে? 'ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ'—সর্ব্বপ্রথম ভক্তিসাধক শ্রীবিষ্ণুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়া যদি পূর্ব্বোক্ত

ভক্ত্যঙ্গগুলি যাজন করেন, তবেই ভক্তি, অন্যথায় ভক্তি নহে। কি উদ্দেশ্যে যাজন করিবে? 'বিষ্ণুসুখোদ্দেশেনৈব' অর্থাৎ কেবলমাত্র বিষ্ণুর সুখের জন্য, নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নহে। শ্রীবিষ্ণুর চরণে নিজেকে সরাসরি সমর্পণ করা সম্ভব নহে। আশ্রয়বিগ্রহ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই মাধ্যমে বিষয়-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর চরণে সমর্পণ করিয়া নববিধা ভক্তি যাজন করিলেই যথার্থ ভজন সম্ভব। নবধাভক্তির যাজন ব্যতিরেকে কৃষ্ণপ্রেম সুদূরপরাহত। এইজন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।।

শ্রীভগবচ্চরণে মতি মহতের কৃপা ব্যতীত সম্ভব নহে—ইহাও প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র হইতেই শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।

অর্থাৎ নিকিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবগণের পদরজে যে-পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ অভিষিক্ত না হন, সে-পর্য্যন্ত তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

ইহারই পুনরাবৃত্তি ভরত মহারাজের চরিত্রেও রহুগণের উপদেশ-বাক্যে পাওয়া যায়,—"বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্'। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়।।

অর্থাৎ মহৎ পুরুষের কৃপা ব্যতীত কোন কর্ম্মেই ভক্তি হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্তি ত' বহুদূরের কথা, ভববন্ধন ও ক্ষয় হয় না অর্থাৎ সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত বন্ধ হয় না।

অন্যত্র আরও দেখিতে পাওয়া যায়,—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল।।
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়।।

উপরিউক্ত কারণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান অনুশীলন করিতেন। প্রভুপাদের পাদপদ্মের ধূলির কিঙ্করাভিমানী আমাদিগকেও বারম্বার এই উপাখ্যান অনুশীলন করিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ কার্ত্তিক, ১৪০৯ ; ১৭ নভেম্বর, ২০০২

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৪শ বর্ষ } ২৬ কেশব, সঙ্কর্ষণ, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৪০৯, ইং ১৬/১২/২০০২ { ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীজগন্মোহনাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

গুঞ্জাবলী-বেষ্টিত-চিত্রপুষ্প-চূড়া-বলন্-মঞ্জুল-নব্য-পিচ্ছম্ ।
গোরোচনা-চারু-তমালপত্রং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ।।১।।

যাঁহার মস্তকে গুঞ্জাসমূহে বেষ্টিত বিচিত্র কুসুমনির্ম্মিত চূড়াসমন্বিত মনোহর ও অভিনব ময়ূর-পুচ্ছসকল মিলিত হইয়াছে এবং ললাটাদি সর্ব্বাঙ্গে গোরোচনাদ্বারা মনোহর তিলক শোভা পাইতেছে, এতাদৃশ ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি।।১।।

ভ্রু-বল্গনোন্মাদিত-গোপনারী-কটাক্ষ-বাণাবলি-বিদ্ধনেত্রম্ ।
নাসাগ্র-রাজন্-মণি-চারু-মুক্তং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ।।২।।

যাঁহার স্বীয় ভ্রূনর্ত্তনদ্বারা উন্মাদিত গোপাঙ্গনাগণের কটাক্ষবাণসমূহে নেত্রদ্বয়

বিদ্ধ এবং নাসিকাগ্রভাগে মণিময় মনোহর মুক্তা শোভা পাইতেছে, এতাদৃশ ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি প্রণাম করি।।২।।

আলোল-বক্রালক-কান্তি-চুম্বি-গণ্ডস্থল-প্রোন্নত-চারু-হাস্যম্।
বাম-প্রগণ্ডোচ্চল-কুণ্ডলান্তং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।।৩।।

যাঁহার গণ্ডস্থল কুটিল অলকাবলীর ছটায় চুম্বিত, বদনে মৃদু মনোহর হাস্য ও বামবাহুমূলে কুণ্ডলের অন্তভাগ আন্দোলিত হইতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহন-দেবকে আমি বন্দনা করি।।৩।।

বন্ধূক-বিম্ব-দ্যুতি-নিন্দি-কুঞ্চৎ-প্রান্তাধর-ভ্রাজিত-বেণু-বক্তম্।
কিঞ্চিত্তিরশ্চীন-শিরোধিভাতহ বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।।৪।।

যাঁহার অধর ও ওষ্ঠ বন্ধূক পুষ্প ও বিম্বের প্রভাকে ন্যক্কৃত করিয়াছে, সেই সঙ্কুচিত অধরপ্রান্তে শোভিত বেণুযুক্ত বদন এবং মস্তকে ঈষদ্বক্র চূড়া শোভা পাইতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি।।৪।।

অকুণ্ঠ-রেখাত্রয়-রাজি-কণ্ঠ-খেলৎ-স্বরালি-শ্রুতিরাগ-রাজিম্।
বক্ষঃ-স্ফুরৎ-কৌস্তুভমুন্নতাংসং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।।৫।।

যাঁহার কণ্ঠের উপরিভাগে অবিচ্ছিন্নভাবে রেখাত্রয় শোভা পাইতেছে এবং সেই কণ্ঠমধ্যে "উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত"—এই ত্রিবিধ স্বর, শ্রুতি (ষড়্জাদি) ও রাগ (স্বরপ্রকারবিশেষ) বিরাজ করিতেছে, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি শোভমান ও স্কন্ধদ্বয় উন্নত, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি।।৫।।

আজানু-রাজদ্বলয়াঙ্গদাঞ্চি-স্মরার্গলাকার-সুবৃত্ত-বাহুম্।
অনর্ঘ-মুক্তা-মণি-পুষ্পমালং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।।৬।।

যাঁহার সুন্দর ভুজযুগল বলয় ও অঙ্গদযুক্ত এবং আজানুলম্বিত কন্দর্পার্গলা-কার এবং যিনি অমূল্য মণি, মুক্তা ও পুষ্পমালাধারী, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহন-দেবকে আমি বন্দনা করি।।৬।।

শ্বাসৈজদশ্বত্থ-দলাভ-তুন্দ-মধ্যস্থ-রোমাবলি-রম্য-রেখম্।
পীতাম্বরং মঞ্জুল-কিঙ্কিণীকং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।।৭।।

যাঁহার অশ্বত্থ পত্রাকার উদরের মধ্যবর্ত্তী রোমাবলী নিশ্বাসবায়ুদ্বারা কম্পিত হইতেছে এবং উদরে সেই রোমাবলীর অপূর্ব্ব রেখা শোভা পাইতেছে, পরিধানে পীতবসন ও কটিদেশে মনোহর কিঙ্কিণী দুলিতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি।।৭।।

ব্যত্যস্তপাদং মণি-নূপুরাঢ্যং শ্যামং ত্রিভঙ্গং সুর-শাখি-মূলে।
শ্রীরাধয়া সার্দ্ধমুদার-লীলং বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্।।৮।।

যিনি মণিময় নূপুর সম্বলিত চরণযুগল বিপরীতভাবে অর্থাৎ বামপদোপরি দক্ষিণপদ সংস্থাপনপূর্ব্বক শ্রীরাধাসহ কল্পবৃক্ষ-মূলে অবস্থান করিতেছেন, সেই উদার-লীলাময় ও শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি।।৮।।

শ্রীমজ্জগন্মোহন-দেবমেতৎ-পদ্যাষ্টকেন স্মরতো জনস্য।
প্রেমা ভবেদ্ যেন তদঙ্ঘ্রি-সাক্ষাৎ-সেবামৃতেনৈব নিমজ্জনং স্যাৎ।।৯।।

যিনি এই পদ্যাষ্টকদ্বারা শ্রীমজ্জগন্মোহনদেবের স্মরণ করেন, তাঁহার প্রেমভক্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনি প্রেমলাভ করিয়া জগন্মোহনদেবের চরণযুগলের সাক্ষাৎ সেবামৃতে নিমজ্জিত হয়েন।।৯।।

সদ্‌গুণ ও ভক্তি

শুভ কত প্রকার

শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তির ছয়টী মাহাত্ম্যের মধ্যে শুভদত্ব একটী মাহাত্ম্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শুভ কত প্রকার—এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে,—

শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা।
সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ।।
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ১।১।৮)

ভক্তি যে-পুরুষে উদিতা হন তিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি দান করেন এবং সর্ব্বজগতের অনুরাগভাজন হন। তিনি অনায়াসে সমস্ত সদ্‌গুণের আধার হন এবং সমস্ত পবিত্র সুখলাভ ও অনেক অন্যপ্রকার শুভ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ এই সকলকে শুভ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

ভগবদ্ভক্তে যাবতীয় গুণ ও দেবতাগণের সমাবেশ

ভক্তপুরুষ যে-সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন হন তাহা নিম্নলিখিত ভাগবত-বচনে কথিত হইয়াছে,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্রসমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।
(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবানের যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি হয়, তাঁহাতে সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। অসৎ বহির্ব্যাপারে যাঁহার মন ধাবমান এমন অভক্তগণের মহদ্‌গুণ কিরূপে হইতে পারে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।।
অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃ শান্তাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনম্।।

হে ব্যাধ! তোমার যে অহিংসাদি- গুণসকল হইবে ইহাতে অদ্ভুত নয়, যেহেতু যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা স্বভাবতঃ পর-পীড়নে বিরত। অন্তঃশুদ্ধি ও বহিঃশুদ্ধি তথা তপ ও শান্ত্যাদি-গুণসকলও হরিসেবা-কামনাযুক্ত পুরুষকে স্বয়ং আশ্রয় করে।

বৈষ্ণবের সদ্‌গুণসমূহ

সদ্‌গুণসকল চরিতামৃতে সংগৃহীত হইয়াছে, যথা—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ।।
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭)

এই সমস্ত সদ্‌গুণ ভক্তির সহচর। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল অগ্রে সঞ্চিত হইলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয়, কি ভক্তিদেবী আবির্ভূতা হইলে এই সকল গুণগণ স্বয়ং ভক্তকে আশ্রয় করে?

ভক্তে গুণরাশি স্বয়ং উদিত হয় ; উহা সংগ্রহের চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ভক্তিশাস্ত্রমতে জীবের কোনপ্রকার ভক্তি-বাসনা-রূপ-সুকৃতিবলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে জীব সাধু-পদাশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ভজনে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাহার অনেক অনর্থ অর্থাৎ সদ্‌গুণ-বিরোধী ধর্ম্ম থাকে। ভজন করিতে করিতে সে-সমস্ত অনর্থ অনায়াসে ভক্তি ও সাধুসঙ্গবলে দ্রবীভূত হয় এবং তাহাদের স্থানে সদ্‌গুণসকল সহজেই উদয় হইয়া পড়ে। যে-পর্য্যন্ত অনর্থনাশ ও সদ্‌গুণ প্রকাশ না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভজনাভাস বা নামাভাস হইতে থাকে। অনর্থনাশ ও সদ্‌গুণ প্রকাশ একদিকে ও শুদ্ধভজন বা শুদ্ধনাম অন্যদিকে—যুগপৎ হইয়া থাকে। এই অবস্থার পরে আর অনর্থ বা পাপে সাধকের রুচি হয় না। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৭)

কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, ফল-দক্ষতা, অসৎকথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা, তুচ্ছকাম-ত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদয় হয়। অন্য গুণ উদয় করিবার প্রয়াস করা ভক্তজনের পক্ষে বিধেয় নয়। শুদ্ধভক্তির অনুশীলনই যথেষ্ট। অনর্থহানি ও সদ্‌গুণোদয় অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে।

যোগ ও নৈতিক মার্গ অপেক্ষা সাধুসঙ্গেই সদ্‌গুণরাশির আবির্ভাব সম্ভব

যোগভ্যাসে যে যম, নিয়ম, প্রত্যাহার শিক্ষার প্রথা আছে তাহা কষ্টকল্প, বহুকালব্যাপী এবং অনেক অবান্তর ব্যাঘাতদ্বারা প্রতিহত হয়। যে-পর্য্যন্ত ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা হয় নাই, সে-পর্য্যন্ত জীবের যোগমার্গীয় গুণসাধনের শ্রেয়তা দেখা যায়। অতএব উদিতশ্রদ্ধ পুরুষের সাধুসঙ্গে কেবল ভজন প্রয়াসেই সমস্ত গুণগণ উদয় হইবে। যোগমার্গে বা নৈতিকমার্গে গুণাভ্যাস হয়, তাহাতে ভক্তের প্রয়োজন নাই। তত্তন্মার্গে লব্ধগুণ পুরুষসকল ভক্তিহীন হইলে কুরূপা স্ত্রীর অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় সুন্দর শোভা লাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি সাধুকৃপায় ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা কোন ভাগ্যক্রমে লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই উত্তমাভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আশ্রয়ের উপদেশ

হে সদ্‌গুণশালী ভ্রাতৃবর্গ! আপনারা বৃথা সময় নাশ না করিয়া লব্ধ সাদ্‌গুণ্যের উত্তম ফলরূপ ভক্ত সাধুর পদাশ্রয় করিয়া জীবন ও ধর্ম্ম সফল করুন। সদ্‌গুণ সঞ্চয় করিতে পারিলেই যে ভক্তি হইবে এরূপ নয়। কিন্তু ভক্তি হইলে সদ্‌গুণ অনায়াসে উপস্থিত হইবে। কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্‌গুণ হইলেও যে-পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সমস্ত সদ্‌গুণেরও মাহাত্ম্য নাই। কৃষ্ণভক্তি-বিহীন সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল বলিয়া জানিবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

☆☆

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩২ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—কাহার সেবা করা কর্ত্তব্য?

উঃ—গুরু ও ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। Absolute Person-এর সঙ্গে যাঁহার adjustment হ'য়েছে, তিনি গুরুকে ঈশ্বররূপে, দেবতারূপে দেখ্ছেন। গুরু সেবক-ভগবান্ বা আশ্রয়-বিগ্রহ। এজন্য গুরু—ভগবান্ ও ভক্ত যুগপৎ। গুরু ভগবান্ হইয়াও ভগবৎ-প্রিয়তম।

গুরু পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ।।

যিনি ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবা করেন, সেই ভগবদ্ভক্ত গুরুরই সেবা করা দরকার। গুরুসেবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণবের সেবা করাও আবশ্যক ও মঙ্গলকর। তবে ভগবদ্ভক্ত ব'লে ভূয়ো লোকের সেবা কর্লে কোন লাভ হ'বে না। কলির প্রাবল্যে আজকাল ভক্ত বা বৈষ্ণবের নামে অনেক ভণ্ড ও পাষণ্ড দেখা যাচ্ছে। এইজন্যই বল্ছি—গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই কর্তে হ'বে, শুদ্ধভক্তের সেবা কর্লেই মঙ্গল হবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কেহ অভক্ত হ'য়ে যায়, তবে তার জন্য শ্রম স্বীকার কর্তে হ'বে না, তা'র সেবা কর্বার জন্য ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। কারণ অভক্তের সেবা কর্লেই অমঙ্গল হ'বে। ভগবদ্ভক্তেরই আনুগত্য ও সেবা করা দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা কর্তে হ'বে। 'বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা'—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। 'বিশ্রম্ভেণ' অর্থে—'দৃঢ় বিশ্বাসেন প্রীত্যা বা।' দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রীতির সহিত গুরু-বৈষ্ণবসেবা কর্লে মঙ্গল হ'বেই হ'বে, কৃষ্ণ প্রসন্ন হবেনই। গুরুকে মনুষ্য-বুদ্ধি কর্তে নাই। গুরু নির্দ্দোষ, সুতরাং তাঁহার দোষ দেখ্তে নাই।

সময় ও সুযোগ চিরকাল থাকে না। এজন্য সময় (আয়ুঃ) থাক্তে থাক্তে সাধুসঙ্গে হরিভজনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা দরকার।

প্রঃ—এ জগতে কি প্রকৃত সাধুর আদর আছে?

উঃ—কপটতা-পূর্ণ জগতে কপটেরই আদর। যে-সকল সাধু জীবগণকে বিপথগামী করেন না, সেইসকল খাঁটী সাধুর আদর এ জগতে নাই। হরিকথার নামে বর্ত্তমানকালে যাঁরা লোককে বিপথগামী কর্ছেন, তাঁদের বঞ্চিত হওয়াই বর্ত্তমানকালে একটা যুগধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা প্রকৃত সাধু—যাঁরা অসাধুকে ধরে দিতে চাচ্ছেন, অসাধুগণ—কপটগণ—চোরগণ তাঁ'দিগকে উল্টো 'ঐ চোর',

'ঐ অসাধু', 'ঐ ভণ্ড' ব'লে লোককে ধোকা দিয়ে নিজেদের পালাবার একটু ফাঁক খুঁজে নিচ্ছে। মায়া কিছুতেই জীবকে নিষ্কপট হ'তে দেবে না, তাই কতরকম ক'রে খাঁটী সাধুর কাছ থেকে দূরে রেখে দেবার কল-কৌশল কর্‌ছে।

প্রঃ—গুরুদর্শন না হইলে কি ভগবদ্দর্শন হয় না?

উঃ—না। শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত ভগবন্মন্দির। সেই মন্দিরে ভগবান্ বিরাজিত আছেন। প্রেমবশ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধু-গুরুর মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়া বাস করেন। শাস্ত্র বলেন,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম।।

অনেকে আপনাদিগকে ভগবদ্দর্শনের জন্য লালায়িত বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু গুরুদর্শন হইতেই যে ভগবদ্দর্শন হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। গুরুদর্শন না হইলে ভগবানের দর্শন হয় না। ভক্তির আরম্ভই হয় না যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে।

গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে অপার করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই হ'লেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনামের সেবাশিক্ষা দেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। কেবল সম্ভ্রমের সহিত দূরে থাকিয়া গুরুসেবা করিলে চলিবে না। বিশ্রম্ভের সহিত অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির গুরুসেবা করিতে হইবে। যেমন শ্রীল রঘুনাথ শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবা করিয়াছেন।

প্রঃ—গুরুকে ভুলিলেই কি অসুবিধা হ'বে?

উঃ—নিশ্চয়ই। যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই, সেই গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সেই মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত বা ভ্রষ্ট হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান কর্‌তে দৌড়াই, শীতনিবারণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এইসকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তে রক্ষা করেন, বর্ষপ্রবৃত্তি, মাসপ্রবৃত্তি, দিনপ্রবৃত্তি, মুহূর্ত্তপ্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত হ'ব। আমি তখন নিজে গুরু সাজ্‌তে চা'ব—অপরে আমাকে গুরু ব'লে পূজা করুক্, আমার এই দুর্ব্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে—ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আজ যে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

একদিনের জন্য গুরুপূজা কর্‌তে এসেছি, তা' নয়, প্রতিমহূর্ত্তেই আমাদের গুরুসেবা করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ—বৈষ্ণবের ছিদ্র কারা দেখে?

উঃ—যারা হরিভজন-বিমুখ, যা'দের বাহ্যবিচারে প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল, তা'রাই বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণ করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—ভগবদ্ভক্তের কখনও অমঙ্গল হয় না, তাঁদের কখনও বিনাশ নাই। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" যাঁরা অনন্যভজন করেন, তাঁরা কি কখনও অধঃপতিত হ'তে পারেন? তাঁরা নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করেন। আমাদের দৃষ্টিটা খারাপ, এজন্য আমি অপরের দোষ দেখি, তাই নিজে মঙ্গল লাভ কর্‌তে পারি না।

আমি আধ্যক্ষিক হ'য়ে পড়্‌লে অধোক্ষজ-সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'ব—গুরুপাদ-পদ্ম-সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যাব। আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে। আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই। আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পার্‌লে আর অপরের ছিদ্র দেখ্‌বার সময় হয় না।

প্রঃ—শ্রীগুরুদেব কি প্রত্যেক বস্তুতেই বিরাজমান?

উঃ—হ্যাঁ। আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাকে দয়া কর্‌বার জন্য উপস্থিত। ইঁহারা দিব্যজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্‌গুরুর বিম্ব প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতি-ফলিত। বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়-জাতীয় অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়-জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকাসমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব প'ড়েছে, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা কর্‌তে হ'বে—যিনি ইহা সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম। প্রতি জীবহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছেন, আশ্রয়জাতীয়-রূপে প্রতিবস্তুতে তাঁর অবস্থান। তিনি প্রতি বস্তুতেই বিরাজমান।

প্রঃ—হৃদয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি কখন হয়?

উঃ—যদি ভাগ্যক্রমে চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ, পর্য্যটন দেখ্‌তে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই সেই শুদ্ধচিত্তে ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হ'য়ে থাকে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎসেবা কর্‌বার জন্য প্রবুদ্ধ করেন, তাঁর সেবা বা প্রসন্নতা ব্যতীত ভগবৎসেবা লাভের আর উপায় নাই।

প্রঃ—পূর্ণভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না কর্‌লে কি ঠক্‌তে হবে?

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

উঃ—নিশ্চয়ই। আমরা মনে করি—আমরা গুরুর নিকট মন্ত্র পেয়েছি, কিন্তু যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে পূর্ণভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত না হই তা'হলে যে পরিমাণে কপটতা কর্‌লাম, সেই পরিমাণে ঠকে যাচ্ছি।

প্রঃ—জড়াভিনিবেশ হ'তে কে আমাকে রক্ষা কর্‌তে পারেন?

উঃ—শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীগুরুদেবই সংসার-রূপ মৃত্যুর হাত হ'তে আমাদিগকে রক্ষা করেন। কে গুরু, কে লঘু, আমরা তা' বিচার কর্‌বো। যিনি সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্যবস্তু, সেই পূর্ণবস্তুর সেবা যিনি অনুক্ষণ করেন, তিনিই গুরু। সেতার শেখান গুরু বা কসরৎ শেখান গুরুর কথা বল্‌ছি না, তা'রা মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারে না। ভাগবতের একটা শ্লোকেও পাই— সে গুরু গুরু নয়, সে পিতা পিতা নয়, সে মাতা মাতা নয়, সে দেবতা দেবতা নয়, সে স্বজন স্বজন নয়—যিনি আমাদিগকে মৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন—আমাদিগকে নিত্য-জীবন দিতে না পারেন—এ জড়জগতের অভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন।

অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জ্জন করি, পাগল হ'য়ে গেলে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লে বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য থাকে না। বাস্তব সত্যের যদি অনুসন্ধান না করি, তা'হলে আমরা অচেতন হ'য়ে যাই। যিনি মৃত্যু হ'তে উদ্ধার কর্‌তে না পারেন, তিনি কয়েকদিনের জন্য ভোগা দেওয়ার লোক। যিনি বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে লুব্ধ ক'রে থাকেন, তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের সেবা করাই কর্ত্তব্য।

প্রঃ— ভগবান্‌কে কিভাবে ডাকতে হ'বে?

উঃ—শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী এই যে, ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হ'লে তৃণাদপি সুনীচ হ'তে হ'বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না কর্‌লে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহায্য-প্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি—আমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচজন মিলে যে কার্য্যটী কর্‌তে হ'বে, তা কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন, একথা গুরুপাদপদ্মের নিকট হ'তে পাই। ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে ব'লেছেন, কিন্তু যখন ভগবান্‌কে ডাকি, তখন যদি তাঁকে ভৃত্যত্বে পরিণত বা নিজের কোন কার্য্য

[২] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

উদ্ধার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে চাই, তা'হলে তা'তে 'তৃণাদপি সুনীচতা' থাকে না। বাহ্য দৈন্য 'তৃণাদপি সুনীচতা' নয়, সেটা কপটতা। যেভাবে ডাক্‌লে তাঁবেদার-সকল উত্তর দেয়, সেভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পৌঁছে না। কারণ তিনি পরম-স্বতন্ত্র পূর্ণ-চেতনবস্তু, কা'রও বশ্য নন। নিজের অস্মিতাকে নিষ্কপট দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত না কর্‌লে পূর্ণস্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পৌঁছে না।

আর একটী কথা হচ্ছে—তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে ডাকার সঙ্গে যদি সহ্যগুণ-সম্পন্ন না হই, তা'হলে ডাকা হয় না। আমরা যদি কোন বস্তুর প্রতি লোভী হ'য়ে অসহিষ্ণুতা দেখাই, তবে তৃণাদপি সুনীচ ভাবের বিরুদ্ধ ভাবাবলম্বন করা হয়। আমরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হই—ভগবান্ পূর্ণবস্তু, তাঁ'কে ডাক্‌লে কিছু অভাব হবে না, তা'হলে সে সহনশীলতার অভাব হয় না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে—অসহিষ্ণু হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি—আমার নিজের কিছু কৃতিত্ব—সামর্থ্য অবলম্বন ক'রে কার্য্যোদ্ধার কর্‌ব, এরূপ মতলব এঁটে রাখি, তা'হলে ভগবান্‌কে ডাকা হয় না।

আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা অনুগ্রহ ক'রে স্তবাদি করি—ভগবান্‌কে না ডেকে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পারি, এরূপ বুদ্ধিও সহনশীলতার অভাবের পরিচায়ক। এই সকল মনোভাব হ'তে আমাদিগকে রক্ষা কর্‌বার জন্য এবং আমরা তৃণাদপি সুনীচ ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হ'য়ে থাকি, তা' হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য রক্ষকের আবশ্যক—সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন। ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" (ক্রমশঃ)

সন্দর্ভ-সার

[শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—২৫]

শ্রীগোপগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর সিদ্ধান্তিত হওয়ায় সাধক জীববিশেষের নন্দাদিরূপে আবির্ভাব অসম্ভব। বসুদেব ও দেবকী যেমন অংশে জীববিশেষে প্রবিষ্ট হইয়া সুতপা ও পৃশ্নিরূপে তপস্যা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্রজরাজ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোদা দ্রোণ ও ধরাতে আবিষ্ট হইয়া অংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভাগবতে যশোদার মহিমা এইরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্।। (ভাঃ ১০।৮।৪৫)

বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্যযোগ এবং পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

সেই শ্রীহরিকে যশোদা নিজ গর্ভজাত সন্তান মনে করেন। এই শ্লোকে যশোদার প্রেমভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ লাভ হইয়াছে বুঝা যায়।

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ।।

(ভাঃ ১০।৮।৪৬)

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যশোদার মাহাত্ম্য শ্রবণান্তে পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, —হে ব্রহ্মন্! নন্দ পরমশুভজনক কি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কি শ্রেয় অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্তন্য পান করিয়াছেন?

পিতরৌ নাম্ববিন্দেতাং কৃষ্ণদারার্ভকেহিতম্।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্।। (ভাঃ ১০।৮।৪৭)

শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতা (বসুদেব-দেবকী) শ্রীকৃষ্ণের যে উদার বাল্যলীলা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, তাঁহার জগৎপবিত্রকারী বালচরিত্র মহাবিজ্ঞ কবিগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা নন্দ-যশোদার ভাগ্যে আস্বাদনের সুযোগ ঘটিয়াছিল কি-প্রকারে?

"পিতরৌ নাম্ববিন্দেতাং"-শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বসুদেব-দেবকীর বাল্যলীলা আস্বাদনের সৌভাগ্য না হইয়া নন্দ-যশোদার ভাগ্যেই তাহা ঘটিল কিরূপে?

তদুত্তরে শ্রীশুকদেবের উত্তর,—বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও ধরা ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—আমরা যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিব, তখন আমাদের যেন বিশ্বেশ্বর শ্রীহরিতে ভক্তি হয়। ব্রহ্মা তাহাই হইবে বলিয়া বর দিয়াছিলেন। সেই মহাযশাঃ দ্রোণ ব্রজে নন্দ-নামে খ্যাত এবং ধরা যশোদারূপে অবতীর্ণ হন।

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্ গোপগোপীষু ভারত।। (ভাঃ ১০।৮।৫১)

হে ভারত! জনার্দ্দন ভগবান্ তাঁহাদের পুত্রীভূত হইলে এই দম্পতির তাঁহাতে নিরতিশয় ভক্তি হইয়াছিল।

পুত্রীভূত—পুত্র-শব্দের উত্তর 'চ্বি' প্রত্যয় যোগে পুত্রী নিষ্পন্ন। তাহার অর্থ—যিনি কখনও অন্যের পুত্র হন না, সেই শ্রীকৃষ্ণে ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর পুত্রভাব সঞ্জাত হইয়াছিল। কারণ, ভক্তিবিশেষ মাত্রে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বাৎসল্য-প্রেমদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়া কখনও পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন না। তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে হিরণ্যকশিপুর

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

সভাস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত শ্রীনৃসিংহদেবের ঐ স্তম্ভে এবং ব্রহ্মার নাসা হইতে আবির্ভূত শ্রীবরাহদেবের ব্রহ্মাতে পিতৃত্ব প্রযুক্ত হইত। যদি বলা যায়, ইঁহারা ত' গর্ভ হইতে আবির্ভূত হন নাই, এজন্য পুত্র হইতে পারেন না, কিন্তু যিনি গর্ভে প্রবেশ করেন, তিনিই পুত্র হইতে পারেন। তাহাও হয় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিতের জননী উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি উত্তরার পুত্র বা উত্তরা তাঁহার মাতা—একথা কখনও শুনা যায় না। সুতরাং বাৎসল্য-প্রেমই পুত্ররূপে আবির্ভাবের হেতু। সেই বাৎসল্যপ্রেম শুদ্ধ—ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাদিবিহীন নন্দ-যশোদাতে উদিত হইয়াছিল। তজ্জন্য গর্ভ-প্রবেশাদি ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণের নন্দযশোদার পুত্র-রূপে খ্যাতি।

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ। (ভাঃ ১০।৫।১)

এই শ্লোকে আত্মজ উৎপন্ন হইলে মহামনা নন্দের পরমানন্দ হইয়াছিল। এখানে 'আত্মজ'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দনরূপে স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছেন। আবার অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের ঋষ্যাদি-কথন-প্রসঙ্গে "নন্দতনয়ো দেবতা" বলিয়া মন্ত্রের দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে 'নন্দতনয়' বলা হইয়াছে। কিন্তু স্তম্ভাদির পুত্ররূপে শ্রীনৃসিংহদেবাদির কথা কখনও শুনা যায় নাই বা কোন শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত জীব যেমন চরম-ধাতুতে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাদৃশরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় নাই। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ বসুদেব-দেবকীর অপ্রাকৃত মনে আবিষ্ট হইয়াই আবির্ভাবলীলা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বলা হইয়াছে,—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।। (ভাঃ ১০।২।১৬)
ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ।।
(ভাঃ ১০।২।১৮)

বিশ্বাত্মা ভক্তগণের অভয়দাতা ভগবান্ প্রথমে বসুদেবের অপ্রাকৃত মনে আবিষ্ট হন। তৎপরে বসুদেব-কর্ত্তৃক সমাহিত জগন্মঙ্গল অচ্যুতাংশ দেবকীদেবী ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীও তদ্রূপ মনদ্বারা সর্ব্বাত্মক আত্মভূত শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছিলেন। বহিঃ প্রাকট্যের পূর্ব্বে মনে শ্রীভগবানের আবেশ কেবল যে দেবকী-বসুদেবে ঘটিয়াছিল তাহা নহে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায়। শ্রীনারদ-ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি মহাভাগবতগণ সম্বন্ধেও এইরূপ দেখা যায়—প্রথমে তাঁহাদের মনে আবির্ভূত হইয়া পরে বহির্দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ যেমন নারদাদির প্রেমের বিষয়, তদ্রূপ বসুদেব-দেবকীরও। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

ভগবানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব কল্পনা করা যায়। ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনাদ্বারা জানা যাইতেছে, যখন দ্রোণ ও ধরা বর প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি পাইতেছিলেন। এজন্য অন্য বর প্রার্থনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই প্রার্থনা করেন। অতএব প্রেমবিশেষই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের হেতু। প্রকটলীলায় উক্ত সিদ্ধান্ত হইল। এক্ষণে অপ্রকট-লীলায়ও ব্রজরাজদম্পতির নিত্য-সিদ্ধত্ব বিচারিত হইবে। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের অনাদিকাল হইতেই আদি-রসসিদ্ধ দাম্পত্যের ন্যায় ব্রজরাজদম্পতির ও শ্রীকৃষ্ণের অনাদিকাল হইতেই বাৎসল্যরসসিদ্ধ পিতৃ-পুত্রভাব বিদ্যমান। এইজন্য 'পুত্রীভূত' স্থলে কোন কোন স্থানে 'পুত্রভূত' পাঠও দেখা যায়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চিরকালই ব্রজরাজদম্পতির পুত্ররূপে বর্ত্তমান।

শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের নন্দরাজের প্রতি উক্তি,—

নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়োঽবাস্ত্যমানিনঃ।
নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা।।
ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ।।

(ভাঃ ১০।৪৬।৩৭-৩৮)

শ্রীকৃষ্ণের নিকট সকলই সমান। তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয়, উত্তম, অধম বা অসমান কেহ নাই। তিনি নিরভিমান। তাঁহার মাতাপিতা, ভার্য্যা, পুত্র, আত্মীয়-অনাত্মীয়, দেহ বা জন্মাদি কিছুই নাই।

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ।।

(ভাঃ ১০।৪৬।৪২)

এই ভগবান্ হরি কেবল আপনাদের পুত্র নহেন, সেই ঈশ্বর সকলেরই পুত্র, আত্মা, পিতামাতা ইত্যাদি। এই শ্লোকের বাহ্যার্থ—কৃষ্ণ-বিরহাতুর ব্রজরাজদম্পতির নিকট শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তাৎকালিক ঔদাসীন্য প্রকটদ্বারা সান্ত্বনা-বিষয়ক তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেও বাস্তব অর্থ—প্রিয়াপ্রিয় মাতাপিতা প্রভৃতি রহিত ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণ-রূপে বিশেষভাবে আপনাদেরই পুত্র। তিনি ঈশ্বররূপে অন্তর্যামিসূত্রে সকলেরই পুত্রাদিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। কিন্তু অন্যত্র তাহা মায়াময় বলিয়া তাহাতে আমাদের আদর নাই। আর আপনাদের পুত্ররূপ শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্তজনের প্রেমময় বলিয়া তাঁহাতে আমাদের নিরতিশয় আদর। নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণে পরমানুরাগ দর্শন করিয়া তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন,—

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিল গুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশী।। (ভাঃ ১০।৪৬।৩০)

আপনারা এ জগতে দেহধারিগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আপনারাই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। যেহেতু অখিলগুরু নারায়ণে এইরূপ মতি স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের নন্দমহারাজের প্রতি উক্তি,—

স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ।
শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্পৈঃ পোষরক্ষণে।। (ভাঃ ১০।৪৫।২২)

তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, যে দম্পতি পোষণ-রক্ষণে অসমর্থ বন্ধুজনত্যক্ত শিশুকে পুত্রবৎ লালন-পালন করেন। এই বাক্য ব্রজেশ্বরের সান্ত্বনার জন্য উক্ত হইয়াছে। শ্রীবলরামের পরপুত্রত্বহেতু একথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরপুত্রত্ব সূচিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিলেন,—

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহ-দুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্।।

(ভাঃ ১০।৪৫।২৩)

হে তাত! আপনারা ব্রজে গমন করুন। সুহৃদ্‌গণের সুখবিধান করিয়া স্নেহদুঃখিত জ্ঞাতি আপনাদিগের দর্শনার্থ আমরা আসিব। অর্থাৎ আপনাদিগকে দর্শন করিয়া আপনাদের নিকট অবস্থান করিব।

ব্রজবাসিগণের ভক্তিবশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বিহার করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রজরাজ-দম্পতির শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য ব্রহ্মার বরদান যথার্থ কারণ নহে—একথা মনে করিয়া শ্রীশুকদেব ব্রহ্মাদি হইতেও তাঁহাদের সৌভাগ্যাতিশয় স্থাপনের জন্য ব্রহ্মার বরদান প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই দামবন্ধন-লীলাত্মক অধ্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই অধ্যায় প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবানের বন্ধনরূপ মহাবশীকরণের কারণ-স্বরূপ বাৎসল্য-প্রেমের মহিমাদ্বারা জানা যায় যে, ভগবৎপ্রসাদ—যাহা শিব, ব্রহ্মা ও লক্ষ্মীদেবীরও দুর্ল্লভ, যশোদা প্রচুররূপে সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা,—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ।।

(ভাঃ ১০।৯।২০)

সুতরাং প্রেমই তাঁহাকে বন্ধন করিবার একমাত্র কারণ।

ব্রহ্মা নারায়ণের নাভিপদ্মে অধিষ্ঠান করিয়া অনেককাল চিন্তা করিয়াও নিজ কর্ত্তব্য-বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই, পরে শ্রীহরির নিকট মন্ত্র ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তব্য-বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হন। শ্রীব্রহ্মা আদিদেবের প্রথম শিষ্য বলিয়া তিনি আদর্শ বৈষ্ণব, কিন্তু তদপেক্ষা শম্ভুর ভক্ত্যাধিক্যহেতু অধিক মাহাত্ম্য ; এজন্য

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" বলিয়া দ্বাদশস্কন্ধে তাঁহার বৈষ্ণবতা শ্রেষ্ঠ—ইহা জানাইয়াছেন। তদুভয় অপেক্ষা লক্ষ্মীদেবীর মহিমা অধিক ; যেহেতু তিনি অঙ্গ-সংশ্রয়া। কিন্তু তিনিও ব্রজেশ্বরীর মত প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই।

দ্রোণ-ধরা যদি সাধারণ দেবতামাত্র হন তবে ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ ভক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার সৌভাগ্য অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের মহাভক্তগণের পক্ষে যে দুর্ল্লভ পুত্রভাব, ব্রহ্মাও তাঁহাদিগকে সেই বর প্রদান করেন নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত—"ব্রহ্মা এই প্রসাদ লাভ করেন নাই"—বাক্যে সেই প্রসাদপ্রাপ্তি-বিরহিত ব্রহ্মার পক্ষে তাদৃশ বর প্রদানও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। তাহা তিনি "তদ্দুরিভাগ্যং"-শ্লোকে পূর্ব্বেই উক্তি করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তার যেমন কোন কারণ নাই, তদ্রূপ নন্দ-যশোদারও শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্তির কোন কারণ নাই। যশোদা-নন্দনরূপেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—একথা চিরপ্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের মত লীলা করিবার জন্য তাঁহারা দ্রোণ-ধরারূপ অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোকুলমধ্যে শ্রীব্রজরাজ-দম্পতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পরমাশ্রয়-স্বরূপ।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ।। (ভাঃ ১০।৯।২১)

গোপিকাসুত ভগবান্ ভক্তিমান্ জনের যেমন সুখাপ (সুখে পাওয়া যায়), দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের বা দেহাভিমান-নিবৃত্ত জ্ঞানীদিগেরও তদ্রূপ সুখাপ নহেন। সুতরাং 'গোপিকাসুত' এই বাক্যে তিনি গোপিকার (যশোদারই) সুখলভ্য—ইহাও স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। 'গোপিকাসুত' এই বিশেষণদ্বারা ত্রৈকালিক ভক্তগণের সম্বন্ধে গোপিকাসুতের সুখাপত্বের বিরোধী গোপিকাসুতত্বের অযোগ এবং অন্য সুতত্বের যোগ ব্যবচ্ছিন্ন হইল। মূল শ্লোকে এই 'গোপিকাসুত' বিশেষণযুক্ত থাকায় তাঁহার নিত্য যশোদা-নন্দনত্বের বিচ্ছেদ ঘটে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

চামারের আত্মকাহিনী

আমি এক কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব। অনাদিকাল হইতে গায়ে 'চামারের' তক্‌মা লাগাইয়া ভবচক্রে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মরিতেছি। যুগ-যুগান্তরে চামড়ার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বৃথাই কাল অতিবাহিত করিয়াছি এবং বর্ত্তমানেও করিতেছি। আমার ন্যায় হতভাগ্য 'চামারের আত্মকথা' শুনিবার লোকের সময় ও ধৈর্য্য হইবে কিনা জানিনা, কিন্তু আত্মকথা বর্ণন করিলে আমার নিজের জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত দুঃখের ভারের কিছুটা হইলেও ত' লাঘব হইবে। চামার—চামড়া

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

লইয়া যাহার কারবার, তাহার আবার আত্মকথা কি?—ইহা ভাবিয়া অনেকে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চনপূর্ব্বক শ্রবণে বীতরাগ প্রদর্শন করিবেন জানি। 'চামার' সাধারণতঃ ইহ জগতের লোকের নিকট 'চর্ম্মকার', 'মুচি' প্রভৃতি নামে পরিচিত। যাহারা চামড়াদ্বারা বিভিন্ন ধরণের জুতা এবং সুন্দর সুন্দর ব্যবহারযোগ্য পদার্থ তৈয়ারী করিয়া থাকেন, তাহারা জাতি-চামার নামে প্রসিদ্ধ। আমি জাতি-চামার না হইলেও আমাদের উভয়ের কার্য্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ; উভয়েই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চামড়ার সহিত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

চৌরাশী লক্ষ জন্ম ধরিয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক প্রভৃতির সাহায্যে আমি যে নিজেকে জড়ের স্রষ্টা বা ভোক্তা বলিয়া অভিমান করিতেছি, তাহা আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। নর, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি জন্মে যে-কাল পর্য্যন্ত আমার 'জড়ের ভোক্তা' অভিমান, সেইকাল পর্য্যন্তই আমি জড়ের সঙ্গী। জগতের কৃষ্ণবিমুখ জীবমাত্রেই আমার সমগোত্রীয়, যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের বৃত্তির মধ্যেই চামড়ার প্রাধান্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংবাদপত্রে 'পাত্র-পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনে বিবাহের পূর্ব্বে বর ও কনেকে দেখা প্রভৃতির মধ্যে সর্ব্বত্রই চামড়ার গুণাগুণের বিচারই পরিলক্ষিত হয়। চামড়ার সহিত নিবিড় সম্পর্ক আছে বলিয়াই বোধ হয় Love marriage এর পরেও কোন কারণবশতঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কাহারও দেহ-সৌন্দর্য্যের হানি হইলে উভয়ের উভয়ের প্রতি আকর্ষণ কমিতে দেখা যায়। পাশ্চাত্যদেশের লোকেরা ত' আমার ন্যায় চামড়ার রঙীন নেশায় মত্ত রহিয়াছে। হস্তদ্বয়ের কণ্ডুয়নতুল্য চর্ম্মসুখ যে অতীব তুচ্ছ ও যন্ত্রণাদায়ক এই বিবেকজ্ঞান আমার কোনজন্মেই হইল না। নিয়ত চামড়ার কাজ করায় চামড়ার দুর্গন্ধ মুচির নাকে যেরূপ লাগে না, সেইরূপ ঘৃণার্হ বস্তুর চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করা আমার অভ্যাসেই পরিণত হইয়া গিয়াছে। কাঁটার আঘাতে মুখ ক্ষতবিক্ষত হইলেও উট যেরূপ কাঁটা খাইবার আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ জন্ম-জন্মান্তরে ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত হইয়া নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিলেও চর্ম্মসুখের প্রতি আসক্তি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। চামারকে কেহ কেহ যে 'নিষ্ঠুর' বলিয়া থাকে, তাহা অতি বাস্তবিক কথা। বিভিন্ন জন্মে চর্ম্মসুখের জন্য অপরের ক্ষতিসাধন করিতে আমি পিছপা হই নাই, যাহা আমার নিষ্ঠুরতার পরিচয়কেই বহন করে।

চর্ম্মদর্শনের অপর নাম কুদর্শন বা ভোগ্যদর্শন। জড়দর্শন বা চর্ম্মদর্শন আমাকে অনাদিকাল হইতে গৃহান্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কুকুর-শৃগালভক্ষ্য নিজ ও পুত্রাদি দেহে বর্ত্তমান জন্মেও 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি প্রকাশ করিতেছি। কোন

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

কোন জন্মে প্রাকৃত অর্থাৎ পুরুষাভিমানে ভগবানের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া নিজেকে ভোক্তা অভিমান করিয়া ভোগবিলাসে মত্ত থাকিয়াছি। পুরুষাভিমানে কেবলমাত্র পার্থিব আকার-দর্শন অর্থাৎ চর্ম্মদর্শন হইয়া থাকে। শুধু নারী দেহ নয়, শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য যে কোন বস্তুকে নিজের ভোগ্য বা যোষিৎরূপে দর্শন করিলে সমূহ বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। আবার কোন কোন জন্মে আমি স্ত্রীরূপে চর্ম্ম, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশাচ্ছন্ন ও অভ্যন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত, বায়ুময় জীবিত শবতুল্য শরীরধারী পুরুষাধমকে স্বামীজ্ঞানে সেবা করিয়াছি। আত্মদর্শনে স্ত্রী-পুরুষ-দর্শন বা চর্ম্ম-দর্শন নাই। ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিলে কুদর্শন বা চর্ম্মদর্শন আর থাকে না। যেখানে প্রাকৃত আকার দর্শন বা চর্ম্মদর্শন, সেখানেই সর্ব্বদা ভয়। যেখানে চর্ম্মদর্শন নাই, সেখানে কোন ভয়ও নাই। যেখানে প্রাকৃত অভিমান, সেখানে প্রাকৃত দর্শন। ভোক্তাভিমানে যে দর্শন, তাহাই কুদর্শন বা চর্ম্ম-দর্শন। চর্ম্মদর্শনই অভক্তি। সেব্যদর্শনে চর্ম্ম বা ভোগ্যদর্শন নাই, ভগবানের সেবক অভিমানেই সেব্যদর্শন হয়। ভগবানের সেবক অভিমান যতই জাগিবে, ততই চর্ম্মদর্শন দূর হইবে। বাহ্য আকার দর্শন না করিয়া সকলকে কৃষ্ণের সেবকরূপে দর্শন করিলে অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা থাকে না—মায়ামোহে থাকিয়া ইহা আমি ভুলিয়াই গিয়াছি।

আমার ন্যায় চামারের হৃদয় বলিয়া বোধ হয় কোন বস্তু নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহা ত' হৃদয়নাথ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইত। কই, সেইরূপ ত' দেখা যাইতেছে না। চর্ম্মদর্শন প্রবল হইবার ফলে আমার জড়াতীত বস্তুর চিন্ময় আকার দর্শনের সৌভাগ্যলাভ ঘটিতেছে না। চর্ম্মচক্ষু বিজাতীয় বস্তু, তাহার নিকট অপ্রাকৃত বস্তু কোনদিনই অবতীর্ণ হন না অর্থাৎ গোচরীভূত হয় না। বর্ত্তমানে মাংস তথা চর্ম্মের রূপই আমার চিন্তনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চর্ম্মের রূপের প্রতি সর্ব্বদাই আমি আকৃষ্ট হইতেছি। চর্ম্মসুখই আমার ব্রত, জপ-তপ সমস্ত কিছু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজেকে চর্ম্মাচ্ছাদিত এক মাংসপিণ্ড বলিয়া মনে করিতেছি এবং সর্ব্বক্ষণ মাংসের পশ্চাতে দৌড়াইতেছি। দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃই চর্ম্মসুখের প্রতি আমার এত লোভ ও প্রীতি জন্মিয়াছে। চর্ম্মসুখ লাভের জন্য আমি এতই প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি যে, মাংসপিণ্ড ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর ধারণাই আমার মনে জাগরিত হইতেছে না।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্র এই চর্ম্মদর্শন বা কুদর্শনকে বিশেষভাবে গর্হণ করিয়াছেন এবং এই চর্ম্মদর্শন-স্পৃহা কিরূপে প্রশমিত হয়, তাহাও জানাইয়াছেন। পরদুঃখদুঃখী সাধুগণ আমাকে কুদর্শন বা দেহাত্মবুদ্ধির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার

জন্য শাস্ত্রের মাধ্যমে আমার স্বরূপের কথা কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিতেছেন,—"হে জীব, ইহ জগতের তুমি কেহ নহ, তুমি রাজা-প্রজা, পুরুষ-স্ত্রী, ব্রাহ্মণ-চামার, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তৃণ-বৃক্ষ কোন কিছুই নহ। স্বরূপে তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণসেবা করাই তোমার নিত্য কর্ত্তব্য। কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়ার ফলেই তুমি এখানে যতই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছ।" সাধু-শাস্ত্রের এই মঙ্গলময় উপদেশে বিশ্বাস না থাকিবার ফলে বাস্তবিকপক্ষে সকলপ্রকার দুঃখ বা অসুবিধা আমার জীবনে জড়াইয়া রহিয়াছে।

চর্ম্মচক্ষে দর্শনের দ্বারা আমি সবকিছুকে মাপিয়া লইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছি। মাপা-বুদ্ধি ও ভগবৎসেবা-বুদ্ধি এক নহে। মাপিয়া লইবার চেষ্টার অপর নাম আরোহপথ। ভগবৎকৃপায় ভগবদ্দর্শনই অবরোহ পথ। সুদর্শনই অর্থাৎ অবরোহ-পথই জীবকে কুদর্শন বা চর্ম্মদর্শন তথা আরোহপথের হস্ত হইতে সতত রক্ষা করেন এবং কৃষ্ণসেবায় অধিকার প্রদান করেন। আমার ন্যায় দৃশ্য জীবের দ্রষ্টা অভিমান করিয়া যে দর্শনচেষ্টা, তাহা মায়া বা অন্ধকার দর্শন। ভোগ্যদর্শন বা চর্ম্মদর্শন নষ্ট হইলেই দিব্যদর্শন বা সুদর্শন লাভ হয়। চর্ম্মচক্ষে দর্শন বা ভোগ্যদর্শনই 'কাম', আর সর্ব্বত্র সেব্যদর্শনই ভক্তি বা বৈষ্ণব দর্শন। চর্ম্মদর্শন-স্পৃহা পরিত্যাগই সংসার হইতে প্রকৃত মুক্তিলাভ। গৃহত্যাগ, ভার্য্যাত্যাগ, দেশ-সমাজ প্রভৃতি স্থূলতঃ পরিত্যাগই সংসার ত্যাগ নহে, যদি চর্ম্মদর্শনের স্পৃহা দূর না হয়। চর্ম্মদর্শন বা ভোগ্যদর্শনের স্পৃহা দূর হইতেছে না বলিয়া আমি 'প্রকৃত মুক্তের' সংজ্ঞা লাভ করিতে সক্ষম হইতেছি না।

হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিতে গিয়া আমি প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপদকে আবাহন করিয়া আনিতেছি। চর্ম্মচক্ষে হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে দর্শনের চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শনলাভ হয় না। অক্ষজদৃষ্টিতে হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে দর্শন করিতে গিয়া আমাকে সর্ব্বদাই বঞ্চিত হইতে হইতেছে। এই বিপদ হইতে আমার বাঁচিবার একমাত্র উপায় শ্রৌতপথ অবলম্বন করা। সেইজন্য গুরুবর্গ শ্রৌতপথকেই অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন—কান দিয়া সাধুকে দর্শন করিতে বলিয়াছেন। শ্রবণ বাদ দিয়া প্রথমে রূপদর্শনের জন্য ব্যস্ত হইলে আমার আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক কামই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, কোনকালেই কৃষ্ণদর্শন সম্ভবপর হইবে না। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার দ্বারা আক্রান্ত হইবার ফলে আমার ন্যায় জীবের হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি আদর, শ্রদ্ধা বা আপনজ্ঞান হইতেছে না।

চর্ম্মদর্শন বা ভোগ্যদর্শন অজ্ঞান তিমিরান্ধতা হইতে জাত। পরমকারুণিক শ্রীগুরুদেবই আমার ভোগ্যদর্শন ধ্বংস করিয়া আমাকে দিব্যদর্শন প্রদান করিতে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

সমর্থ। "প্রত্যেক জীবহৃদয়ে ভগবান্ বিরাজমান, সবই কৃষ্ণের ভোগ্য"—এই তত্ত্ব অবগত করাইয়া আমার মঙ্গলের পথ তিনিই একমাত্র দেখাইতে সক্ষম। গুরুকৃপা ব্যতীত 'আমি ভোক্তা'—এই কুবুদ্ধি দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেবোন্মুখী-বৃত্তি আত্মচক্ষুর দ্বারা নিত্যকাল ভগবদ্দর্শনে সমর্থ হইতে হইলে আমাকে অবশ্যই গুরুকৃপা-বলের উপর ভরসা রাখিতেই হইবে। কৃষ্ণেতর ভোগ্যদর্শন বা চর্ম্মদর্শনের যোগ্যতা গুরুকৃপাবলে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আমি আত্মকর্ণের দ্বারা ভগবানের নিত্য গুণ-লীলা শ্রবণ করিয়া বাহ্য জগতের ভোগপ্রবৃত্তি হইতে নিত্য ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তিকে অপ্রাকৃত বিষয় কৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দসেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইব—এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে আমার অন্তরে পোষণ করিয়া আমাকে কৃষ্ণভজনে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা 'চামারের' উপাধি ঘুচাইয়া মায়ার রাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক অপ্রাকৃত সুখময় জগতে পৌঁছানো আমার পক্ষে কোনকালেই সম্ভবপর হইবে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

সাধু এক পরশমণি

পরশমণি-নামক পরম লোভনীয় বস্তুর কথা আমরা সকলেই শুনেছি। যার স্পর্শে নাকি লোহা সোনায় পরিণত হয়, কিন্তু সেটা কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না। তবে আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পরশমণির সন্ধান পাই। এ পরশমণি হল 'সাধু'। শাস্ত্রে সাধুগণকে পরশমণি-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধুর চরণে কোন অপরাধ না করলে এবং তাদের উপদেশ নিষ্কপটে পালন করলে, লৌহ কেন ততোধিক কঠিন পাপীও স্বর্ণ অপেক্ষা উজ্জ্বলতম চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। কেননা, সাধুর সংস্পর্শ লাভ করা মাত্র মায়া-কবলিত জীব অনায়াসে ভগবান্ কৃষ্ণের প্রেমিক ভক্তে পরিণত হতে পারে।

সাধুসঙ্গের ফলে অতিশয় মহাপাপী হিংস্র স্বভাব ব্যক্তিও যে কিরূপ চরম কল্যাণ লাভের সৌভাগ্য পেয়ে থাকে, তা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীসনাতন-শিক্ষায় ভক্ত ব্যাধের জীবনীতে দেখতে পাই।

একদিন ভগবানের প্রেমিক ভক্ত নারদ ঋষি প্রয়াগে চলেছেন বীণা যন্ত্রে ভগবানের নাম গান করতে করতে। হঠাৎ রাজপথ ছেড়ে কোন এক বনপথে প্রবেশ করলেন। কে জানত এর ভিতরে কি এক রহস্য আছে? পথ চলতে চলতে দেখতে পেলেন, একটা হরিণ বাণবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। কিছুদূরে আর একটা শূকর কোন এক ব্যাধের বাণবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হতেই একটী খরগোসকে ঐ একইভাবে দেখতে পেলেন তিনি। এসব নিষ্ঠুর

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

দৃশ্য দেখে ঋষির হৃদয়ে বড় কষ্ট অনুভূত হল। না জানি কোন্ পাপিষ্ঠ এইসকল প্রাণীকে এরূপভাবে যন্ত্রণা দিয়ে বধ করছে। এরূপ ভাবতে ভাবতে কিছুদূরে গিয়ে নারদঋষির দৃষ্টিপথে এল—এক বৃক্ষের আড়ালে মহা ভয়ঙ্কর ধনুর্ব্বাণ হাতে যমদূতের ন্যায় এক ব্যাধ আরও একটা হরিণকে তীরবিদ্ধ করবার সুযোগরত। নারদের আগমনে ব্যাধ লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, আর হরিণটি বনের মধ্যে কোথায় পালিয়ে গেল। ব্যাধের আর ক্রোধের সীমা রইল না। এই অবস্থায় ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক। ব্যাধ নারদঋষিকে ভর্ৎসনা করতে উদ্যত হল, কিন্তু ঋষির অদ্ভুত প্রভাবে ব্যাধের ক্রোধ প্রশমিত হল। ব্যাধ তখন বলল গোঁসাই,—তোমার চলার পথ ভুলে তুমি কেন এ বনপথে এসেছ? তোমাকে দেখে আমার লক্ষ্য পশুগুলো পালিয়ে গেল।

তখন নারদঋষি মৃদু হেসে বললেন,—"না, না, আমি পথ ভুলে আসব কেন? আমি এখানে এসেছি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে। আমার মনে একটা সংশয় জন্মেছে। এই রাস্তায় দেখলাম কয়েকটা পশু অর্দ্ধমৃত-অবস্থায় মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। মনে হয় সেগুলো তোমার। তুমি যদি পশুহত্যা কর, তবে কেন একেবারে প্রাণে না মেরে অর্দ্ধমৃত করে রেখেছ? ওদেরকে অর্দ্ধমৃত-অবস্থায় এত যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে তোমার কি লাভ হয়?"

নারদের কথা শুনে ঐ ব্যাধ তখন প্রফুল্ল-মনে বলল,—"গোঁসাই! আমি ব্যাধ, আমার নাম মৃগারি। পশু-হনন আমরা ব্যবসা। আমি আমার পিতার নিকট হতে ইহা শিক্ষা করেছি। ঐ জীবগুলোকে সম্পূর্ণভাবে মেরে ফেললেও আমার বাস্তবিক কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু অর্দ্ধমৃত পশুগুলো যখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে, তখন তা দেখে আমার খুব আনন্দ হয়। একেবারে মেরে ফেললে আমি সেইরূপ আনন্দ উপভোগ করতে পারি না। তাই প্রাণে না মেরে আধমরা করে রাখি।" দেখুন, ব্যাধের অন্তঃকরণ কত কঠিন, কত নিষ্ঠুর!

নারদ বললেন,—"তুমি যদি ওদের একেবারে প্রাণে মারতে তাহলে ওদের কষ্টের অনেক লাঘব হত।" মৃগারি এইসকল কথায় বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বলল,—"ঋষি, তুমি কি চাও বল? তুমি হরিণের ছাল চাও, না বাঘের ছাল চাও? যে কয়টী তোমার প্রয়োজন আমি বিনামূল্যে তোমাকে দেব।"

নারদ বললেন,—"না, না, আমি ঐ সকল কিছুই চাই না। তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ—আগামীকাল যখন তুমি মৃগয়া করবে, তখন ঐ পশুগুলোকে অর্দ্ধমৃত না রেখে প্রথমেই মেরে ফেলবে।"

ব্যাধ একথা শুনে ত' অবাক! কেবল এই তোমার ভিক্ষা, এতে তোমার কি লাভ হবে? আর পশুকে অর্দ্ধমৃত-অবস্থায় রাখলেই বা কি অসুবিধা?

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

তখন নারদঋষি বললেন,—"এতে জীব ভীষণ কষ্ট পায়। তুমি ব্যাধ, পশুহত্যা তোমার জীবিকা হলেও এতে পাপ হয়। জীবহত্যা পাপকার্য্য ; আর জীবকে প্রাণে না মেরে কেবল কষ্ট দেওয়াও পাপ। তুমি উভয়বিধ পাপেই পাপী। আজ তুমি যেরূপ জীবকে যন্ত্রণা দিচ্ছ, তোমাকেও আগামী জন্মে ঐরূপ ফল ভোগ করতে হবে। যাদের তুমি যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছ, তোমাকেও প্রত্যেকের হাতে তদ্রূপ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তোমার পাপের সীমা নেই। তোমাকে বহুজন্ম এইরূপে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে বাণবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করতে হবে। এখন চিন্তা করে দেখ, তোমার এ সমস্ত পাপের ফল পরিণামে তোমাকে কি অবস্থায় আনবে? দেখ, 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'—স্ব-স্ব কর্ম্মফল ভোগ থেকে কেহই রেহাই পায় না।"

যখন কোন ব্যক্তির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তখনই সাধুর দর্শন হয়, তখনই সাধুর বাণীতে শ্রদ্ধা জন্মে। "দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।" পরমভাগবত নারদঋষির দর্শনে এবং বাণী শ্রবণে এতক্ষণে ক্রূর ব্যাধের মন নির্ম্মল হল। তার মনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এসে গেল। ভবিষ্যতে কর্ম্মের ভীষণ পরিণামের কথা চিন্তা করে তার মনে ভয় হল,—উঃ! আমি কত-শত জীব হত্যা করেছি, কত শত জন্ম পর্য্যন্ত আমাকে ঐভাবে বাণবিদ্ধ হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে প্রাণত্যাগ করতে হবে। কি ভয়ানক কথা! এসব ভেবে ব্যাধ ভয়ে যেন শিহরে উঠল। নিজের ভাবী দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে নারদের চরণে পতিত হয়ে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুলভাবে কৃপা ভিক্ষা করল,—প্রভু! আমি অধম, দুরাচার, মহাপাপী। আমাকে উদ্ধার করুন।

বাল্যাবধি আজ পর্য্যন্ত আমি অগণিত পশুকে এইভাবে চরম দুঃখ-কষ্ট দিয়ে বধ করেছি। তখন বুঝতে পারিনি এর পরিণাম এত ভয়াবহ হবে। এখন এই অধমকে আপনি ছাড়া আর কে উদ্ধার করবে? ঐ সমস্ত পাপ থেকে কেমন করে আমি উদ্ধার পাব? আমি আপনার চরণে শরণাগত হলাম, আমাকে উদ্ধার করুন।

নারদঋষি করুণাপরবশ হয়ে বললেন,—"হে ব্যাধ! আমি তোমার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারি, যদি তুমি আমার কথা শোন, আমার উপদেশ মেনে নিতে পার, আমার কথা মত কাজ কর।" ব্যাধ তখন অত্যন্ত কাতরস্বরে বলল,—"প্রভু! আমাকে উদ্ধার করুন। আপনার বাক্য মেনে কাজ করব।" ঋষি তখন বললেন,—"এখন তুমি যদি জীবহত্যার পাপ হতে মুক্ত হতে চাও, তবে প্রথমেই তুমি ঐ অনর্থের মূল তোমার ধনুকটি ভেঙ্গে ফেল, তারপরে মুক্তির উপায় বলব।"

ধনুক ভাঙ্গার কথা শুনে ব্যাধ একটু চিন্তিত হল। সে ভাবল, ধনুকই আমার জীবিকার একমাত্র মূলধন। যদি সেই ধনুক ভেঙ্গে ফেলি, তবে বাঁচব কিভাবে?

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

একটু ইতস্ততঃ করে ঋষিকে বলল,—"ঠাকুর! ধনুক ভাঙ্গলে আমি জীবন নির্ব্বাহ করব কিভাবে?"

পরম করুণ নারদঋষি বললেন,—"সে-বিষয়ে তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। তুমি ধনুকটি ভেঙ্গে ফেল। আমি তার সব ব্যবস্থা করব। আমি রোজ তোমার যা দরকার তা ব্যবস্থা করে দেব। খাওয়া-পরার জন্য কোন চিন্তা কর না।"

নারদের সঙ্গপ্রভাবে ব্যাধের চিত্ত নির্ম্মল হয়েছে, তাঁর কথায় বিশ্বাস ও আস্থা জন্মেছে। তাই এই কথা শুনে ব্যাধ নির্দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ তার ধনুকটি খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে নারদের চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হয়ে নিজেকে আত্মসমর্পণ করল। তখন ঋষি করণার্দ্র-হৃদয়ে ব্যাধকে দু'হাতে উঠিয়ে তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। ব্যাধ! তুমি ঘরে যাও, তোমার যা কিছু আছে তা সকল সৎ ব্রাহ্মণগণকে দান কর। নিজের জন্য কিছুই রাখবে না। তারপর তুমিও তোমার পত্নীর যে কাপড় আছে, তা নিয়েই গঙ্গাতীরে নির্জ্জন স্থানে একটী কুটীর তৈরী করে তার সামনে একটী তুলসী-মঞ্চ স্থাপন করবে। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে ঐ তুলসীর সেবা ও পরিক্রমা করবে এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করবে। কোন গ্রাম্যকথায় থাকবে না। তুমি আহারের জন্য চিন্তা করবে না। শুধু আহার কেন, তোমাদের ভজনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই আমি কুটীরে পাঠিয়ে দিব। সঞ্চয় কর না। দু'জনার জন্য যতটুকু দরকার তাই তোমরা কেবল গ্রহণ করবে।

ব্যাধের মনে একটা চিন্তার উদয় হল। ঋষির কথামত গৃহে ফিরে গিয়ে না হয় নিজের সঞ্চিত সবকিছু ব্রাহ্মণকে দান করল। দু'জনার জন্য দু'টী বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই না রাখল, বনের তৃণাদি দ্বারা কুটীর তৈরী হল, কিন্তু রোজ রোজ খাওয়া ত' চাই। ঋষি ত' নিজেই ভিক্ষুক, তিনি নিজে ভিক্ষা করে খান, তিনি কি রোজই খাওয়াতে পারবেন? চিন্তার উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নয়। নারদঋষি তার ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ় করবার জন্য তাকে একটু ঐশ্বর্য্য দেখালেন—সেই অর্দ্ধমৃত মৃগ, শূকর ও শশককে তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিলেন।

নারদের অলৌকিক শক্তি দেখে ব্যাধ অবাক হয়ে গেল। যে ব্যক্তি মৃতপ্রায় জীবকে বাঁচাতে পারে, তাঁর পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। ব্যাধ তখন গুরুদেব শ্রীনারদকে প্রণাম করে তাঁর আদেশ-নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল।

"গুরুমুখ-পদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।"

এই বৃত্তি অবলম্বন করে ব্যাধ-দম্পতি তাদের ভজন-জীবন আরম্ভ করে দিল।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

নারদের কথামত "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—গীতার নির্দ্দেশ অনুসারে দেখা গেল প্রত্যহ ঐ ব্যাধ দম্পতির যা কিছু প্রয়োজন, তা আসতে লাগল। গ্রামের সর্ব্বত্র প্রচার হয়ে গেল যে, দুর্দ্দান্ত ব্যাধ গুরুদেবের কৃপায় বৈষ্ণব হয়েছে। গ্রামের সমস্ত লোক ব্যাধকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি এনে দিতে লাগল। এমন কি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ আনলেও তারা কিন্তু প্রয়োজনের অধিক গ্রহণ করত না। অল্পদিনের মধ্যে তাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হল। তারা নিষ্কিঞ্চন নৈষ্ঠিক ভক্তে পরিণত হল।

ভগবান্ই ভক্তের মহিমা প্রকাশ করেন। কিছুদিনের মধ্যে ক্রূর ব্যাধ পরম বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছে—এ সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হল। ভক্তের সমাবেশে তার কুটীরটি সবসময় হরিসঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হয়ে উঠল।

একদিন নারদঋষি পর্ব্বত মুনিকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাধের ভজন-কুটীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দূর হতে ঐ ভক্ত-ব্যাধ তার গুরুদেবকে দর্শন করা মাত্র গুরুদেবকে এবং তৎসহ পর্ব্বতমুনিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করার জন্য যত্নশীল হলেও তাড়াতাড়ি যেতে পারল না। কারণ, পথের সর্ব্বত্রই পিপীলিকা, পাছে পায়ের চাপে পিপীলিকার জীবন নষ্ট হয়। এমন কি, গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হয়েও সহসা দণ্ডবৎ করতে পারল না। কেননা, দণ্ডবতের জায়গায়ও যে পিপীলিকা আছে, শরীরের চাপে ঐ পিপীলিকা যে মারা পড়বে। তাই ব্যাধ নিজের পরণের কাপড় দিয়ে পিপীলিকা সরিয়ে তারপর দণ্ডবৎ করলেন।

দেখুন, সাধুসঙ্গের কি আশ্চর্য্য ফল। যে ব্যাধের ব্যবসাই ছিল পশুহত্যা, আজ সেই ব্যাধ সামান্য পিপীলিকার হত্যার ভয়ে পথ চলতে পারছে না। এসব ব্যাপার সাধারণ লোকের পক্ষে আশ্চর্য্যজনক হলেও ভক্তের কাছে আশ্চর্য্যের নয়। কারণ, হরিভক্তির এমনই প্রভাব। বৈষ্ণব কখনও অপরকে দুঃখ দেয় না। হরিভক্তের এটাই স্বভাব।

নারদঋষি সত্যই অত্যন্ত আনন্দবোধ করলেন এই চিন্তা করে যে, কোথায় সেই ব্যাধের নিষ্ঠুরতা! আজ তার সর্ব্বজীবের প্রতি করুণা। তবে এটা কি হরিভক্তের স্বাভাবিক গুণ? ভক্তির এমনই প্রভাব যে বজ্রসম কঠিন হৃদয়কেও কুসুমের মত কোমল করে তোলে। বিশেষ করে হরিভক্ত জানে সর্ব্বজীবেই হরির অধিষ্ঠান। কৃষ্ণসেবা, জীবে দয়াই হরিভক্তের চরিত্র।

ব্যাধ গুরু শ্রীনারদ এবং পর্ব্বতমুনিকে নিজ কুটীরে এনে যথাযোগ্য অর্ঘ্য প্রদান করল। তারপর তাঁদের শ্রীচরণ ধৌত করে সেই চরণামৃত ব্যাধ ও তার স্ত্রী পান করল এবং মস্তকে অর্পণ করল। বৈষ্ণবের পাদোদকের মাহাত্ম্য অসীম। তাই

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

গুরুদর্শনে, ভক্তের দর্শনে এবং গুরুবৈষ্ণবের পাদোদক পানের ফলে তাদের অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হল। প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে তারা ঊর্দ্ধবাহু হয়ে নৃত্য কীর্ত্তন করতে লাগল। তাদের দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদির উদয় হল।

যে ছিল নিষ্ঠুর ব্যাধ, তার এরূপ অপূর্ব্ব প্রেম দেখে পর্ব্বতমুনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে খুব উল্লাস ভরে নারদ ঋষিকে বললেন,—নারদ! সত্যই তুমি একটী **পরশমণি**। পরশমণির স্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণে পরিণত হয়, সেইরূপ তোমার আশীর্ব্বাদ এই ব্যাধরূপ লৌহকে প্রেমিক ভক্তরূপ সোনায় পরিণত করেছে। আমরা কিংবদন্তীতে পাই পরশমণি বলে নাকি এক বস্তু আছে, যার পরশে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়। কিন্তু সেটা কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না। তবে আজ যে প্রত্যক্ষ করলাম তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করল—লৌহ কেন তার থেকেও কঠিন এই চরম পাপী ব্যাধ তোমার স্পর্শে স্বর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বলতম চরিত্রের অধিকারী হয়েছে। কারণ, ঘোর পাপী আজ পরমভাগবত কৃষ্ণভক্তরূপে পরিণত হয়েছে। সুতরাং পরশমণি বলে কোন বস্তু থাকুক আর না থাকুক, তার উজ্জ্বলতা থাকুক বা না থাকুক, উত্তম ভাগবত যে পরশমণি অপেক্ষাও অধিক শ্রেষ্ঠ—যাঁর সংস্পর্শমাত্র মায়াকবলিত জীব ভগবান্ কৃষ্ণের প্রেমিক ভক্তে পরিণত হতে পারে।

—শ্রীনিত্যানন্দ দাস

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৪ পৃষ্ঠার পর]

সাধন আমরা করতে পারি, কিন্তু সফলতা লাভ হবে না যদি ভগবৎ-কৃপা না পাই তার পিছনে। ভগবান্ যখন কৃপা করবেন, তখন অনায়াসে সফলতা লাভ হবে—এ শিক্ষা রয়েছে। আমাদের বাহাদুরি কিছুই নাই। কিন্তু তুমি যে চেষ্টা করছ, তা' ভগবান্ দেখতে চান এবং দেখলে তিনি খুশী হন। ভক্তকে এটা করতে দেখলে তিনি খুশী হন এবং তিনি নিজেই ব্যবস্থা নিয়ে নেন। আমায় দয়া কর, কৃপা কর—এ বলার দরকার হয় না। মানুষ সাধারণভাবে বলে, কিন্তু ওটার দরকার হয় না। সাধক-সাধিকার মধ্যে ঐ ভাব দেখলে তিনি ব্যবস্থা নিয়ে নেন। গীতার মধ্যে বলছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।

কৃষ্ণ বলছেন অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে,—আমার এই মায়া দৈবীমায়া, দুরতিক্রমণীয়া, একে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু পারে, কে? 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে'—

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

যিনি আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করেন, শরণাগত হন, আত্মসমর্পণ করেন, তাঁর পক্ষে ওটা সহজ হয়ে যায়।

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।

আমার প্রতি আবিষ্টচিত্ত যে ব্যক্তি, আমাকে ছাড়া তিনি কিছু জানেন না, বুঝেন না, তার সব দায়িত্ব আমার। আমি তার সব দায়িত্ব নিয়ে নেই—খাওয়া, পরা, থাকা সবকিছু। যে ভগবান্ এত দয়ালু, কৃপালু তাঁর ভজন করব না ত' কার ভজন করব, কার সেবা করব, কার উপাসনা করব? শাস্ত্র বলছেন,—"কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।" সেই কথা ত' শিক্ষা দিচ্ছেন জগৎকে।

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।।

বুদ্ধিমান্ মনুষ্য যাঁরা, তাঁরা এমন কৃষ্ণ ছাড়া আর কারও শরণাপত্তি গ্রহণ করেন না, স্বীকার করেন না। যাঁরা কৃষ্ণভজন জানেন না, বুঝেন না, শেখেন না, তাঁরা সব বোকা—বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমতী বলা যায় না।

প্রাণবায়ু যেমন রূপ ও রসাদি বিষয়ের অপেক্ষা ব্যতীত জীবন রক্ষার উপযোগীরূপে কেবলমাত্র আহারাদি লাভ করেই প্রবাহিত হয়, মনস্বী ব্যক্তিও সেইরূপ যাতে জ্ঞান বিনষ্ট এবং বাক্য মনঃ বিক্ষিপ্ত না হয়, সেইরূপ জীবিকামাত্রেই সন্তুষ্ট থাকবেন। অর্থাৎ অনায়াসে যেটা লাভ হবে, তাতে সন্তুষ্ট থাকা। এটা বড় গুণ একটা সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে। "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।"—এই ভাবটা। যা পাবেন, তাতে সন্তুষ্ট। তার কোন Hankering নেই, আরও দাও, আরও দাও এ বৃত্তি নেই, চাহিদা নেই। যা পাবেন তাতে সন্তুষ্ট, তাই দিয়ে তিনি চালিয়ে নেবেন। এটা একটা বড় গুণ মানুষের।

বিষয়েষ্বাবিশন্ যোগী নানাধর্ম্মেষু সর্ব্বতঃ।
গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ।।

যোগী পুরুষ সুখ-দুঃখাদি-চিন্তারহিত চিত্তে নানাগুণযুক্ত বিষয়সমূহ ভোগ করেও বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র অনাসক্ত থাকবেন। আস্তিক-নাস্তিক বেছে বেছে কি বায়ু সেখানে প্রবাহিত হয়? সকলেই তাঁর সুযোগ-সুবিধা পায়, অথচ তিনি নির্লিপ্ত। কারও প্রতি তাঁর অত্যাসক্তি নেই, তাঁর নিজের যে কর্ত্তব্য, সেটা তিনি করে যান। এই গুণটা তিনি বায়ুর কাছ থেকে পেয়েছেন।

অব্যবসায়ী চঞ্চল-হৃদয় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি ভোগে নিযুক্ত থাকায় নানাপ্রকার ধারণা পোষণ করেন। তজ্জন্য গুণ ও দোষ প্রভৃতি চিন্তনীয় বিষয়সমূহ

তাহার উপর বিক্রম প্রকাশ করে। কিন্তু যিনি ওতে আসক্ত নন, তার ওসব চিন্তা-ভাবনা নেই, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা নেই। আমরা যদি কেবল ভালটুকু চিন্তা করতে পারি, তাহলে ভাল। আর যদি গুণ-দোষ বিচার করতে যাই, তাহলে মুস্কিল। আমরা ত' নিরপেক্ষ নই, বিচার করব কি করে? ভাল-মন্দ কি, জানা নেই আমাদের। ঠিক ঠিক ভাল কোন্‌টা, ঠিক ঠিক খারাপ কোন্‌টা—এটা জানা নেই আমাদের, এ Theory জানা নেই আমাদের। সুতরাং আমরা বিচার করতে গেলে ভুল বিচার করে ফেলব, Judgement—রায় উল্টো দিয়ে দেব। সেইজন্য বলছেন—নিরপেক্ষ থাকা ভাল। এই নিরপেক্ষ ভাবটা সাধুর থাকবে, সাধ্বীর থাকবে। সাধবঃ, সাধ্বী—একথাটা ভাগবতের বহু জায়গায় ব্যবহার আছে। সাধবঃ—সাধুগণ, আর শক্তিজাতীয়-ক্ষেত্রে সাধ্বী। ইনি সাধ্বী রমণী, অর্থাৎ সাধু রমণী। সৎ-শব্দ যদি পুরুষের বেলায় ব্যবহার করা হয়, তাহলে স্ত্রীলোকের বেলায় ব্যবহার হবে সতী। সাধু-শব্দটা ব্যবহার হবে পুরুষের বেলায়, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে সাধ্বী-শব্দ হবে।

শাস্ত্র নিরপেক্ষ বিচারক। আজকাল আবার মায়েদের মধ্যে অনেকে ঝগড়া-বিবাদ করছেন শাস্ত্রকারদের সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গেও। কেন? শাস্ত্র ত' ভগবানের রচিত। আদি ত' তিনি। সেখানে যদি উল্টো মতবাদ পোষণ করা হয়, তাহলে ভগবানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হল। মূল মালিকের সঙ্গে ঝগড়া করব আমরা? আমি বুঝি না কেন বলছেন? বুঝবার চেষ্টা করতে হবে, ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য চাই, তবে ত' আমি বুঝব। মুনি-ঋষিগণ সব অবিচার করেছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই রাজনীতি চলছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার সব ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সব মিলেমিশে সংসারে চলা ভাল। এখন আমাদের সরকার পৃথক্ পৃথক্ ঘর, পৃথক্ পৃথক্ হাঁড়ির ব্যবস্থা নিয়েছেন। টুকরো টুকরো করে দাও সব। British policy, divided rule. এগুলো রাজনীতি। সেইজন্য রাজনীতির মধ্যে ধর্ম্মনীতি নেই, আর ধর্ম্মনীতির মধ্যেও রাজনীতি ফেলে দিতে হবে না। দুটো এক জিনিষ নয়। স্বার্থপরতা হল রাজনীতি। পরার্থীপরতা হল ধর্ম্মনীতি। সকলের জন্য সমান—Co-existance, equal distribution। এ সকল কথা ধর্ম্মনীতির কথা, রাজনীতির কথা নয়। রাজনীতি ধার করে আজকাল এইসব কথাগুলো বলে। চালাকি-চাতুরী করে এইসব বলে। সাম্য—Equality, স্বাধীনতা—Liberty, মৈত্রী—Freternity—শব্দগুলো কোথা থেকে এল? বিচারের কথা এ সব। ধর্ম্মজগতের, ধর্ম্মনীতির কথা এগুলো। রাজনীতিতে এই সব কথাগুলো নেই। তাদের ধারণায় ওগুলো নেই। শাস্ত্র এগুলো বুঝিয়েছেন।

রাজনীতি মানে হল কূটনীতি—যাকে কোট্‌নামি বলে। কোট্‌নামি ভাল নাকি?

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

ওটা ভাল নয়। যে জিনিষটা আমি করব না, যে বিচারে আমি প্রতিষ্ঠিত নই, সেই জিনিষ নিয়ে টানাটানি, ঠেলাঠেলি। এর নাম হল রাজনীতি, কূটনীতি। শাস্ত্র বলছেন, ধর্ম্মনীতি নিয়ে যাঁরা চলছেন, তাঁরা সব নীতিই মানেন। বিচারের কথা। যত নীতি আছে এই পৃথিবীতে, সব নীতির উপর হচ্ছে ধর্ম্মনীতি। ধর্ম্মনীতি হল Proper judgement—ঠিক ঠিক রায়। শাস্ত্রের রায় হল—সত্যকে সত্য বল, মিথ্যাকে মিথ্যা বল। সত্যকে মিথ্যা বলতে যেও না, আর মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে যেও না—এই হল শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। কখনও কখনও সত্য মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও কখনও মিথ্যা সত্য হয়ে যাচ্ছে। সেটা বুঝতে হবে। ওটাও বুঝবার কথা বলেছেন শাস্ত্রে।

সত্য মিথ্যা হয় কখন? ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে, তাঁর প্রীতি-কামনায় যদি আমি সত্য কথা বলি, কিন্তু সেটা হয় ত' জাগতিক-বিচারে মিথ্যা, তথাপি ধর্ম্ম-জগতের ক্ষেত্রে ওটা ঠিক। এরকম উদাহরণ আছে নাকি? হ্যাঁ, আছে। শাস্ত্রেই আছে, বুঝান আছে। সাধারণ মানুষ বুঝবে না বলে সেজন্য বুঝানো হয় না ওটা। লোকে ভুল বুঝবে এইজন্য। সত্যরক্ষার জন্য যে মিথ্যার আবাহন, সেটা সত্য; আর মিথ্যা-রক্ষার্থে যে সত্যের আবাহন, সেটা মিথ্যা—এই হল Theory। এটা আমাদের শিখতে হয়।

একটা লোক কিছুতেই সেবা করবে না—ভগবদ্বিমুখ, তাকে উন্মুখ করে, তার দ্রব্যাদি সেবায় লাগিয়ে দিয়ে তার কল্যাণ করা—এটা হল মঙ্গলচিন্তা। যে কিছুতেই সেবা করবে না, সেবা বুঝে না, তার কিছু জমার ঘর বাড়িয়ে দিতে হলে কি করতে হবে? তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার জিনিষ এনে সেবায় লাগাতে হবে, তাহলে তার কল্যাণ হবে—একথা শাস্ত্রে বলা আছে। একজনের বাগানে অনেক ভাল ভাল ফুল হয়েছে, একটাও ফুল কোনদিন ঠাকুরের সেবায় দেয় না, চাইতে গেলে গালাগালি দিয়ে দেয়, কি করবে তখন? চুরি করে এনে সেই ফুল ঠাকুরকে দিতে হবে। এইরকম কথা আছে? হ্যাঁ, ওখানে চুরি করা মানে সাধারণ ব্যাপার! ওটা সেবায় লাগানই বড় জিনিষ। তাহলে তার কল্যাণ হল, তার জমার ঘর বাড়ল।

আমি তার ভাল জমার ঘর বাড়িয়ে দিলাম। শাস্ত্রে এইসব উপদেশ আছে। আমি মিথ্যা কথা বলি না মশায় জীবনে—কেউ কেউ বলেন অহঙ্কার করে আজকাল। তিনি মিথ্যা কথা বলছেন, কি সত্য কথা বলছেন, তা তিনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন? আছে তার ক্ষমতা? কারও হিম্মৎ আছে এরকম, তিনি বলবেন আমি সত্য কথা বলছি? সত্য-মিথ্যা তার ত' জানা চাই আগে, তবে ত' তিনি একথা বলতে পারেন। আসলে তিনি জানেন না কোন্‌টা সত্য, আর কোন্‌টা

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

মিথ্যা। তাহলে কিসে এটা বলা যাবে? ভগবান্ যেটা বলছেন, যেটা শিখাচ্ছেন, সেইটা সত্য। ভগবান্ বলছেন যেটাকে খারাপ, এটা তুমি কর না, সেটা মিথ্যা। Theory এইভাবে ভগবান্ থেকে এসেছে। যুক্তি-তর্ক সব এর ভিতরে আছে। ভগবান্ যেটা শিখিয়েছেন, সেটা ঠিক শিখিয়েছেন। ভগবান্ যেটা নিষেধ করছেন —এটা কর না, সেটা করব না। সেটা খারাপ। আর ভগবান্ যেটা বলছেন—এটা কর, এইভাবে চল তোমার ভাল হবে, সেটা হল সত্য। এই সত্য-মিথ্যার বিচার ভগবান্ থেকে এসেছে। এটা আমরা জানিনা, বুঝিনা। ভগবান্‌কে কেন্দ্র করে সব সত্য-মিথ্যার বিচার। শাস্ত্রে এসব যুক্তিগুলো বলা আছে, বুঝানো আছে আইনের দিকে। ভগবৎপ্রীত্যর্থে যদি ওরকম কিছু উল্টোপাল্টা করা যায়, তাতে একজনের জমার ঘর বেড়ে গেল। আমারও বাড়ল, আর পাঁচজনেরও বাড়ল। আর ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে যে বাহাদুরি, সেখানে ফেল করি আমি, সবাই ফেল করে। কিরকম? যুধিষ্ঠির মহারাজের একটু অহঙ্কার মনে মনে—আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ বললেন,—তুমি বল 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ'। তার মধ্যে চালাকি-চাতুরী আরম্ভ হয়ে গেল। ভগবান্ যা বলছেন তা সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে ফেলব, কোন বিচার নেই সেখানে। ভগবান্ বলছেন সাক্ষাৎ। উনি সেখানে একটু চালাকি-চাতুরী করলেন। অশ্বত্থামা-নামে একটা হাতী মারা গেল যখন, তখন তিনি বললেন,—'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ'। ও যুধিষ্ঠির! খানিকটা খুব জোর হল, আর খানিকটা খুব আস্তে আস্তে হল কেন? কৃষ্ণকে ত' ফাঁকি দেওয়া যাবে না। তিনি ত' অন্তর্যামী। 'অশ্বত্থামা'- নামে যে হাতীটা মারা গেল, আমি ত' তা বলতে বলিনি। আমি যা বলতে বলেছি সেইটাই তোমার মেনে নেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু তুমি চালাকি-চাতুরী করতে গেলে। তুমি ধর্ম্মরাজ আমাকে বাদ দিয়ে? যাও, নরক দর্শন কর। **(ক্রমশঃ)**

বিশেষ নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে যে, যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত বিগত ৫৩শ বর্ষের ও বর্ত্তমান ৫৪শ বর্ষের ভিক্ষা প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনতিবিলম্বে উক্ত ভিক্ষা প্রদান করিয়া আমোদিগকে সেবায় সহযোগিতা ও উৎসাহিত করিবেন।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কার্য্যাধ্যক্ষ

দেহ নিজ নিকট নিবাস

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন! করি এই নিবেদন,
দেহ নিজ নিকটে নিবাস ।
তোমার মহিমা যত, গায় রূপ-রঘুনাথ,
শুনি' জাগে এই অভিলাষ ॥১॥

কৃষ্ণ-ভুজ-দণ্ডোপরি, ছত্র যেন রূপ ধরি',
ইন্দ্র-গর্ব্ব করিলে বিনাশ ।
সেরূপে অনর্থ যত, নাশ করি' শুদ্ধচিত্ত,
দেহ তব পাদপদ্মে বাস ॥২॥

কন্দরে কন্দরে তব, শ্রীযুগল নিত্য নব,
রচিছেন মদনবিলাস ।
বাঁধি' মোরে কৃপাডোরে, দেখাও সে-রাধাবরে,
আকর্ষিয়া প্রভো! তব পাশ ॥৩॥

তব সানু-দ্রোণি-তটে, তরু-ঝর-শোভা লুটে,
দিব্য-রত্নবেদী পরকাশ ।
রামানুজে সখা-সনে, কর মত্ত ক্রীড়া-রণে,
বড় লোভ—রহি তব পাশ ॥৪॥

সাক্ষী তুমি প্রতিক্ষণ, যখন যুগলধন,
'দানকেলি' করে তব পাশ ।
সেই 'শ্যামবেদী'-স্থান, ভক্তানন্দ-রসধাম,
কভু মোরে দিবে কি নিবাস !!৫॥

হরিপ্রিয়-রাধাকুণ্ডে, আলিঙ্গিয়া নিজকণ্ঠে,
দেখ নিতি যুগল বিলাস ।
কৃপা বর্ষ' শিরোপরি, সে-কুণ্ড আশ্রয় করি',
যাতে হয় 'শ্রী'-চরণে বাস ॥৬॥

স্থল-জল-তল-তৃণ, দিয়া কর 'গো'-বর্দ্ধন,
সত্য তব 'গোবর্দ্ধন'-ভাষ ।
গণি' মোরে নিজ গণে, গোত্র বৃদ্ধি কর ক্ষণে,
রাখ পাশে দিয়া কৃপাভাস ॥৭॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

ইন্দ্র-বজ্র-বারি হ'তে, কৃষ্ণগোষ্ঠে সংরক্ষিতে,
অন্তর্গৃহ করিলে প্রকাশ ।
সেইরূপে কর ত্রাণ, ভক্তিবিঘ্ন বলবান্,
মোরে নাথ! রাখি' তব পাশ ॥৮॥

শ্রীবার্ষভানবী ঘোষে, মুগ্ধ হ'য়ে তব যশে,
—"তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিদাস" ।
সর্ব্ব-সেবা-অধিকারী, হও জানিবারে পারি,
রাখ মোরে তব দাসদাস ॥৯॥

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসে, ব্রজে সর্ব্ব প্রাণী ভাসে,
তা' সবার তুমি সুখোল্লাস ।
অপার করুণাধারা, ভাবি' তব হই হারা,
সদা তব পদছায়া-আশ ॥১০॥

শুনিয়াছি কর নাথ! গৌরভক্তে আত্মসাথ,
তাঁদের উচ্ছিষ্ট মোর গ্রাস ।
তাহা দেখি' শঠ-মোরে, পাত্রাপাত্র না বিচারে,
তরাইয়া লহ নিজ পাশ ॥১১॥

বিষয়-আশ্রয় তত্ত্ব, হও তুমি উভয়ত,
সর্ব্বাভীষ্ট দাও অনায়াস ।
রূপ-রঘু-আনুগত্যে, রাধাকৃষ্ণে বাঞ্ছি চিত্তে,
দেহ দেব! কর না হতাশ ॥১২॥

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

সংবাদ-প্রসঙ্গ

নিত্যলীলায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ২০শে কার্ত্তিক, ১৪০৯ (ইং ৭/১১/২০০২), বৃহস্পতিবার শ্রীদামোদর-ব্রতমাসে শ্রীগৌর-তৃতীয়া-তিথিতে বেলা ১২-২৫ মিনিটে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সুপরিচিত **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ** আমাদিগকে অকুল বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করত প্রয়াণকালে শ্রীহরিনাম

স্মরণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যাহ্ন-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীসমিতির শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রমের পার্শ্বে তাঁহার সংগৃহীত ভূমিতে তাঁহাকে সমাধি প্রদান করা হয়। চতুর্দ্দিক হইতে শ্রীসমিতির সদস্যগণ ও গুণমুগ্ধগণ একত্রিত হইয়া সকলে যেরূপে মহারাজের সমাধি-সেবায় যোগদান করেন, তাহাতে মহারাজের বিশেষ জনপ্রিয়তা অনুভব করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার স্নিগ্ধহৃদয়, সঙ্কীর্ত্তনে পরমোৎসাহ ও সেবাময় জীবনের আদর্শ ক্রিয়াকলাপ আমরা আর প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না।

২৫শে কার্ত্তিক (ইং ১২/১১/২০০২), মঙ্গলবার তাঁহার তিরোধান-উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এক বিরহ-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত দিবসে

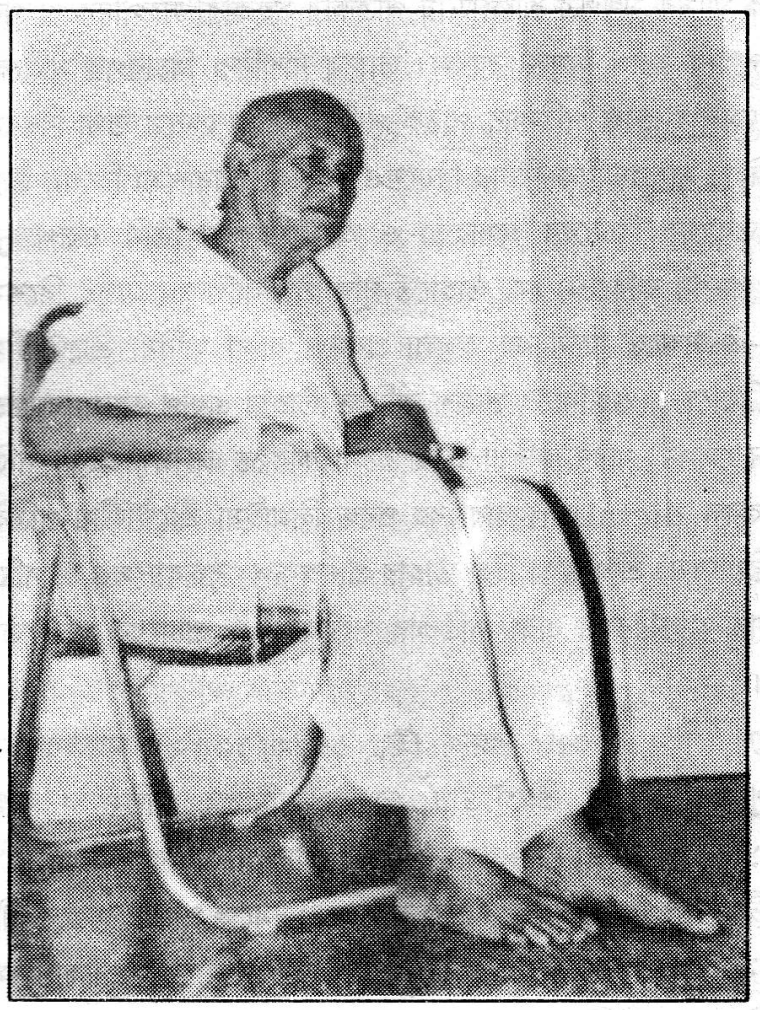

শ্রীনামভজনরত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও অন্যান্য সকল গৌড়ীয় মঠ হইতে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া মহারাজের অপ্রাকৃত গুণাবলী স্মরণ করিয়া ও করাইয়া কৃতার্থ হন।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ ১৭ই মাঘ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, সোমবার শ্রীকৃষ্ণ-তৃতীয়া-তিথিতে বর্দ্ধমান জেলার গোয়াড়া-গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রীরাধানাথ কুমার। জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীহরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া ২৮ বৎসর বয়সকালে পূর্ব্বাশ্রম ত্যাগ করিয়া শ্রীসমিতিতে যোগদান করেন এবং ১৩৫০ বঙ্গাব্দের অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীনামদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক **শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী**-নামে পরিচিত হন।

তদবধি তিনি শ্রীসমিতির বিভিন্ন সেবাকার্য্যে, পাঠ-কীর্ত্তন ও প্রচারাদিতে বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্তপূর্ণ বেদান্তের বিচার ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তে গভীরতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রথমে তাঁহাকে শ্রীসমিতির প্রকাশিত পারমার্থিক মাসিক মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক ও পরবর্ত্তিকালে প্রধান সম্পাদক-রূপে নিযুক্ত করেন। তাঁহার দার্শনিক বিচারপর সমালোচনামূলক ও প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণের হৃদয়ে তথা বিদ্বৎসমাজে বহু সমাদৃত ছিল। সাম্প্রদায়িক-বিচার-বিষয়েও তাঁহার পারদর্শিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেবলাদ্বৈতবাদের বিচারের অসারতা ও অযৌক্তিকতা তিনি এরূপ সুন্দর সুন্দর যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিতেন যে, তাহাতে যুক্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ মাত্রই বিশেষ চমৎকৃত হইতেন—এ সম্বন্ধে তিনি বহু অমূল্য প্রবন্ধও রচনা করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। শুদ্ধবিচার প্রকাশ করিতে তাঁহার এরূপ অদম্য আগ্রহ ছিল যে, তিনি যখন লেখনী ধারণ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও কেবল dictation-দ্বারা বহু প্রবন্ধ লিখাইয়া শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সেবা-বিধান করিয়াছেন। শ্রীপত্রিকা ছিল তাঁহার প্রাণস্বরূপ। বৃদ্ধবয়সেও শ্রীপত্রিকা-সেবার প্রতি তাঁহার আন্তরিকতা এবং পত্রিকার সংরক্ষণে ও প্রচারের প্রতি তাঁহার চেষ্টা অবর্ণনীয়।

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ (ইং ১১/৩/১৯৫২), মঙ্গলবার পরমপাবন শ্রীগৌর-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সমিতির স্তম্ভত্রয়কে তথা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের নক্ষত্রত্রয়কে সর্ব্বলোকসমক্ষে প্রকাশ করিতে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজকে যুগপৎ তত্তৎনামে সন্ন্যাস প্রদান করেন। তদবধি তাঁহারা নক্ষত্রত্রয়রূপে গৌড়ীয়-গগনে উদ্ভাসিত থাকিয়া অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন বদ্ধজীবকুলের আলোকবর্ত্তিকা-রূপে দেদীপ্যমান ছিলেন। তন্মধ্যে আমরা এক নক্ষত্রহীন হইয়া বিরহকাতর হইয়া পড়িয়াছি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা'র জন্মলগ্ন হইতেই শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজজীর অকপট সেবাযত্নে পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার প্রকটকালের শেষ গৌরাব্দ অবধি তিনি উক্ত পঞ্জিকার সম্পাদক-পদে অলঙ্কৃত থাকিয়া সকল গৌড়ীয় ভক্তগণকে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শুদ্ধবিচারধারায় পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। সমস্ত ব্রতোপবাসাদি-বিষয়ে তাঁহার প্রদর্শিত ও গৃহীত সিদ্ধান্ত অখণ্ডনীয় হওয়ায় উক্ত পঞ্জিকা একবাক্যে সকলের ভরসাস্থল-রূপে গণ্য হইয়াছিল।

শ্রীল মহারাজের বলিষ্ঠ ভাষণ বদ্ধজীবের হৃদয়ের অনর্থ-পাষাণ ছেদনের 'টঙ্ক'-স্বরূপ ছিল। বদ্ধজীব অনাদিকাল হইতে যে 'মনোব্যাসঙ্গ' সযত্নে লালন করিয়া জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে, তিনি সেই মনোব্যাসঙ্গচ্ছেদনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। যিনিই তাঁহার দর্শনার্থী হইতেন বা ঘটনাক্রমে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, কিংবা তাঁহার নিকট দিয়া গমনাগমন করিতেন, তাহাকেই তিনি অযাচিত-রূপেই প্রশ্নোত্তর-মাধ্যমে শ্রীহরিকথা পরিবেশন করিয়া কৃতার্থ করিতেন। ইহাতে তাঁহার পরদুঃখ-কাতরতাই প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ জীবের ভোগোন্মুখতা দূরীভূত করিতে তাহার অন্তরের অন্তরতম-স্থলে লুক্কায়িত সমস্ত দুষ্টগ্রন্থি তিনি সর্ব্বসমক্ষে হরিকথা-পরিবেশনের মাধ্যমে উন্মোচন করিতে এরূপ পারদর্শী ছিলেন যে, অনেক সময় শ্রোতৃবৃন্দের ভোগাসক্ত কর্ণকুহরে সেইসকল কথা অত্যন্ত শ্রুতিকটু বলিয়া মনে হইত। তজ্জন্য নিজেকে তিনি দৈন্য করিয়া 'আমি অত্যন্ত দুর্ম্মুখ, আমি ভাল কথা বলিতে পারি না'—এইরূপে অবশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। সাধকজীব সাধন-ভজনের প্রারম্ভ হইতেই যোষিদ্দর্শন ও বিষয়িসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে বদ্ধপরিকর হইবেন—ইহাই তাঁহার প্রধানতঃ বক্তব্য বিষয় থাকিত। এতৎপ্রসঙ্গে "আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্" (পদ্মপুরাণ), "যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্" (ভাঃ ৭।৯।৪৫), "কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ" (ভাঃ ১১।৩।১৮), "নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা" (ভাঃ ১১।৩।১৯), 'নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য" (চৈঃ চঃ) ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রীয় শ্লোক বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেন।

সাধনভজন-ক্ষেত্রে সাধকজীব সর্ব্বদাই নিজ অধিকার-বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকিবেন—নিজেকে উচ্চাধিকারী ভাবিয়া অনধিকার-চর্চ্চায় সাধকজীবের বরং ক্ষতিই সাধিত হয়—ইহাও তিনি বিশেষভাবে অঙ্গুলীদ্বারা দেখাইয়া দিতেন। চিত্ত নির্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকজীবের ষড়্‌বিধা শরণাগতি অবলম্বনপূর্ব্বক সুষ্ঠুভাবে বৈধীভক্তি-যাজনই কর্ত্তব্য ; অশুদ্ধচিত্তে নিগূঢ় উন্নতোজ্জ্বল-রসকথা শ্রবণ করিলে

যে লোভ উৎপন্ন হয় বলিয়া আপাত মনে হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃতপক্ষে অনুকরণ-স্বভাব-জাত, যথার্থ নহে—সেই কষ্টকল্পিত লোভদ্বারা রাগানুগ-ভজনে কখনই অধিকার লাভ হয় না, বরং তাহা অধিক অনর্থ আবাহন করে—ইহা তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ও লৌকিক যুক্তি-উদাহরণদ্বারা প্রদর্শন করিতেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি "স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" (ভাঃ ১১।২১।২) ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে 'সমুদ্রগড়'-স্থান দর্শনের সময় তিনি পরমপূজনীয় শ্রীমৎ নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের সহযোগে এমন এক দৃশ্যের অবতারণা করিতেন, তাহাতে সমগ্র দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দে আপ্লুত হইয়া যাইতেন। শ্রীল মহারাজজী পাণ্ডব ভীমসেনের পক্ষাবলম্বন করিয়া অপর পক্ষ রাজা সুমদ্রসেনরূপী শ্রীমৎ নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের সহিত এক অভূতপূর্ব্ব প্রবল বাগ্‌যুদ্ধের রচনা করিতেন। উভয়েই অত্যন্ত বলবান্ যুক্তি-প্রতিযুক্তিরূপ শস্ত্রদ্বারা এরূপ প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় দিয়া অপরকে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিতেন, তাহাতে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকিত না। পরিশেষে তিনি ভক্তিরই মহিমা স্থাপনোদ্দেশ্যে পরাজয় বরণ করিয়া সকলকে আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিতেন। সমুদ্রগড়-দর্শনকালে ভীমসেন-রূপী শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজের অভাবে দর্শনার্থী মাত্রই অতীত-স্মৃতিচারণে ডুবিয়া অবশেষে বিরহব্যাকুল হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীল মহারাজজীর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনে আগ্রহের সীমা ছিল না। সঙ্গীত-সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা না থাকিলেও তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা ও আর্ত্তি-সমুত্থিত কীর্ত্তন সকলকে মুগ্ধ করিত। "অবতার-সার, গোরা-অবতার, কেন না ভজিলি তাঁ'রে", " ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে", "রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে", "শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পদকমলে মন" ইত্যাদি তিনি বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিতেন। শেষোক্ত-কীর্ত্তনে তাঁহার আকুল আর্ত্তি ব্যক্ত হইয়া ব্রজবধূগণের কৃত শ্রীকৃষ্ণভজনেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাঁহার বাহ্য-কঠোরতা দেখিয়া অনেকেই তাঁহার অন্তরের অতি কোমল-স্বভাব ধারণা করিতে পারেন না। সৌভাগ্যবশতঃ যাঁহারা তাহা অনুধাবন করিতে পারেন, তাঁহারা শ্রীল মহারাজের বাহ্য-কটূক্তি শ্রবণ করিয়াও তাঁহার সঙ্গ নিত্য কামনা করেন। সত্যই, মায়ার বচন-মাধুরী-মুগ্ধজীব বৈষ্ণবগণের আপাতঃ শ্রুতিকটু গালাগালির অতুলনীয় মহিমা কল্পনাও করিতে পারে না।

সর্ব্বশেষে শ্রীল মহারাজের রচিত "শ্রীগুরুদেবের আরতি"-কীর্ত্তন—উহাতে যে সিদ্ধান্তের সমাবেশ হইয়াছে এবং ছদ্মভাবে অপর গুরুভ্রাতা স্তম্ভদ্বয়ের গুরু-

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

সেবার পরাকাষ্ঠা উল্লেখপূর্ব্বক নিজ-দৈন্য প্রকাশ হইয়াছে। তাহা প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীসমিতির সেবকগণ শ্রীগুরুদেবের আরতি-কীর্ত্তনকালে অনুভব করিয়া চমৎকৃত হন। "নানা ছাঁদে সজ্জন চামর ঢুলায়"—এই পদে 'সজ্জন'-শব্দে 'শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী' তথা সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এবং "গৌরজন উচ্চকণ্ঠে সুমধুর গায়"—এই পদে 'গৌরজন'-শব্দে 'শ্রীগৌরনারায়ণ দাসাধিকারী' তথা পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকেই উদ্দেশ করিয়াছেন। তদনন্তর স্বয়ং নিজেকে "দুরমতি" ঘোষণা করিয়া দূর হইতে উক্ত গুরুসেবার দ্রষ্টামাত্র অভিমান করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা, পক্ষান্তরে তাঁহার মহিমা-সৌরভই প্রকাশ করিয়া সকলকে নিত্যকাল আকর্ষণ করিতেছেন। পূজনীয় মহারাজ এইরূপে নিত্যকাল আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করুন—তাঁহার প্রদত্ত অমূল্য উপদেশরাজি আমাদের স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিয়া চিরকাল আমাদিগকে শুদ্ধভক্তিপথে পরি-চালিত করুন।

—জনৈক বিরহী

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের বিরহ-স্মৃতিতে
সাধারণ-সম্পাদক ও সহ-সভাপতি

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি *

সর্ব্বপ্রথমে আমি আমার পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-কমলে অনন্তকোটি দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করছি। তদনন্তর সমস্ত বৈষ্ণববৃন্দের চরণে যথাযোগ্য দণ্ডবৎ-প্রণাম জ্ঞাপন করছি। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপায় আমাদের ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার প্রথম ১৫ দিন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আজ এক অত্যন্ত দুঃখজনক সংবাদে আমরা বিরহকাতর হয়ে পড়েছি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীরায়রামানন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন,—"দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?" তদুত্তরে শ্রীরামানন্দ বললেন,—"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি পর।।" 'পর' অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম বা অত্যধিক। সুতরাং বৈষ্ণব-বিরহই সর্ব্বোত্তম দুঃখজনক।

---

* গত ৭।১১।২০০২, বৃহস্পতিবার ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালে বর্ষাণায় পরিক্রমা-মণ্ডলী পৌঁছাইলে মধ্যাহ্নে পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের অপ্রকট-সংবাদ শ্রবণানন্তর উক্ত দিবস সন্ধ্যায় আহূত বিরহ-সভায় প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের তিনজন বিশিষ্ট সেবক ছিলেন—পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং আমি। আমরা পূর্ণরূপে সমস্ত আত্মদ্বারা প্রাণ হাতে করে নিয়ে শ্রীল গুরু-মহারাজের সেবা করেছি। প্রথম হতেই গুরু-মহারাজ পূজ্যপাদ বামন মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং আমাকে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তিন স্তম্ভরূপে তৈরী করেছিলেন। বিশেষ করে শ্রীল বামন মহারাজ শ্রীল গুরু-মহারাজের বিভিন্ন প্রকারে সেবা করে-ছিলেন। তিনি মাসিক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এবং অন্যান্য গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন। শ্রীল গুরু-মহারাজের যখনই কোন পত্র, কোন লেখা বা কোন গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন হত, তখনই তিনি শ্রুতিলিখনের (dictation) কাজ করতেন। মঠে যোগদানের পূর্ব্বে আমি পুলিস-অফিসার ছিলাম। গুরু-মহারাজের সাথে ব্যক্তিগতভাবে তখনও আমার সাক্ষাৎ হয়নি। সেইসময় শ্রীল বামন মহারাজই আমাকে অত্যন্ত প্রেম ও স্নেহপূর্ব্বক পত্র লিখতেন। পত্রে আমাকে তিনি 'তিওয়ারীজী' বলে সম্বোধন করতেন। কারণ আমি এক উচ্চকুল-ব্রাহ্মণ 'তিওয়ারী' পরিবারভুক্ত ছিলাম। মঠে যোগদানের পর দীক্ষাগ্রহণ-কাল পর্য্যন্ত তিনি আমাকে 'তিওয়ারীজী' বলেই সম্বোধন করতেন। শ্রীল বামন মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মাতৃতুল্য ছিলেন—মঠবাসীদের যা কিছু কাপড়, প্রসাদ ইত্যাদির প্রয়োজন হত, তিনি সকলের তা পূর্ণ করতেন। আর গুরু-মহারাজ পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজকে প্রচারকার্য্যের ভার দিয়াছিলেন—অন্যান্য প্রচারকগণকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা ছিল তাঁর সেবা। তিনি স্বয়ং বর্দ্ধমান জেলায় প্রচার এবং ভিক্ষার জন্য যেতেন। গুরু-মহারাজ ত্রিবিক্রম মহারাজের মাধ্যমে মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা তথা অন্যান্য স্থানেও বিপুল প্রচারকার্য্য করেছিলেন।

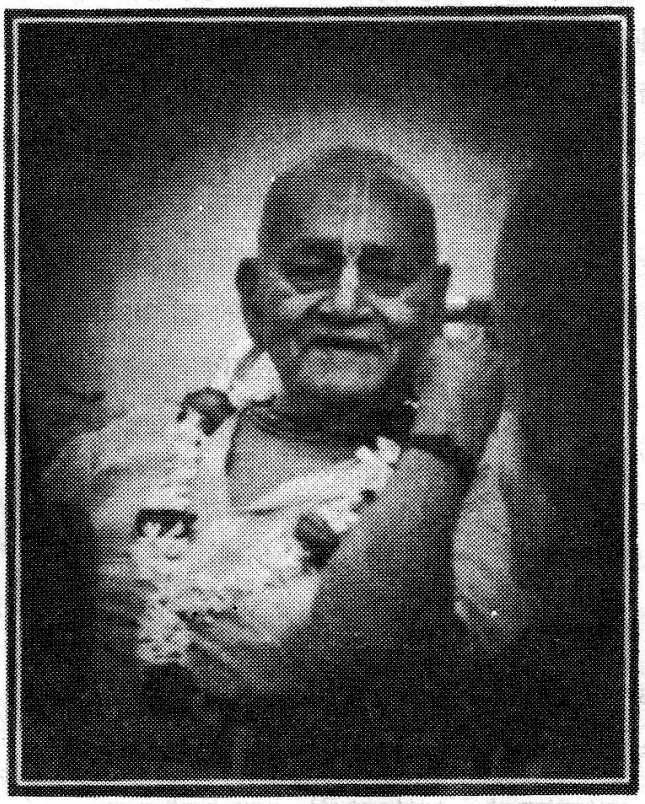

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

যখন থেকেই আমি মঠে যোগদান করেছি, তখন থেকেই শ্রীল বামন মহারাজের আমার প্রতি বিশেষ স্নেহ ছিল। কিন্তু তথাপি পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজজী আমার পর অত্যধিক স্নেহ প্রকাশ করতেন। গুরু-মহারাজ আমাকে ত্রিবিক্রম মহারাজের কাছে গচ্ছিত করে দিয়েছিলেন—সেহেতু আমরা দুজন একে অপরের অত্যন্ত নিকট হয়ে গিয়েছিলাম। শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ আমাকে কীর্ত্তন করা, প্রচার করা এবং ভিক্ষা করা ইত্যাদি শিখিয়েছিলেন। কখনও কখনও আমাকে আবার স্নেহভরে খুব ভর্ৎসনাও করতেন। শ্রীল গুরু-মহারাজ আমাকে কখনও ভর্ৎসনা করেন নি, কিন্তু পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ আমাকে স্নেহ এবং প্রেমপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করতেন। আমাদের দুজনের মধ্যে এত নিকট সম্বন্ধ ছিল যে, কখনও কখনও আমাদের কথাবার্ত্তায় বেশ গরম গরমও হয়ে যেত—দুজন পরস্পরে যুক্তি খণ্ডন করতাম। সে-সময় গুরু-মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক আমার পক্ষ নিতেন।

শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ গুরু-মহারাজের সঙ্গে সমস্ত ভারত প্রচারের জন্য যেতেন, আর আমি তখন গুরু-মহারাজের সেবকরূপে যেতাম। আমি গুরু-মহারাজের রান্না, কাপড় পরিষ্কার, পাদ-সম্বাহন প্রভৃতি সেবা করতাম। তখন গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না, সেজন্য লণ্ঠন নিয়ে তাঁর সাথে চলতাম। কখনও কখনও সে-সমস্ত সেবায় কিছু কিছু ত্রুটীও হয়ে যেত, সে-সময় শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ আমাকে রক্ষা করতেন। গুরু-মহারাজ প্রচারের জন্য নিয়মিতভাবে প্রত্যেক গ্রামে তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু তথা অন্যান্য ভগবৎপার্ষদগণের জীবনী-সম্বন্ধে ছায়াচিত্র (Slide show) দেখাইতেন। একসময় আমি স্লাইড্-প্রোজেক্টর আনতে ভুলে গিয়েছিলাম। যখন আমার এ কথা মনে হল, তখন আমি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, কারণ, গুরু-মহারাজ শুনলে আমার প্রতি রুষ্ট হবেন। তখন আমাকে চিন্তিত দেখে ত্রিবিক্রম মহারাজ আমাকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁকে সবকিছু খুলে বললে তিনি বললেন,—'চিন্তা করবেন না, আমি এই ঘটনা সামাল দিচ্ছি।' তারপর যখন শ্রীল গুরু-মহারাজ বক্তৃতা আর ছায়াচিত্রের জন্য প্রস্তুত হয়ে ত্রিবিক্রম মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কি, সবকিছু ঠিক ত'?' তখন তিনি উত্তর দিলেন,—'গুরু-মহারাজ আজ আকাশে বহু মেঘ, বৃষ্টি হতে পারে। যদি আপনার বক্তৃতার সাথে সাথে ছায়াচিত্র দেখান হয়, তবে কার্য্যক্রম দীর্ঘ হয়ে যাবে। আর সে-সময় বৃষ্টি আরম্ভ হলে সমস্ত লোক বক্তৃতা ছেড়ে চলে যাবে।' তাহা শুনে গুরু-মহারাজ বললেন,—'তাহলে এখন আমার কি কর্ত্তব্য?' ত্রিবিক্রম মহারাজ তদুত্তরে বললেন,—'আজ কেবল বক্তৃতাই হলে কেমন হয়?' তাতে গুরু-মহারাজ সন্তুষ্ট হয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। এভাবে তিনি আমাকে অনেক সময় রক্ষা করতেন।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

শ্রীল গুরু-মহারাজ ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। কিন্তু আন্তরিকভাবে তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদা দেখাশুনা করছেন এবং আমাদিগকে প্রেরণা দিচ্ছেন। বাহ্যিকভাবে শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ আমার গুরুপাদপদ্মের স্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং আমাকে সকল কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আমি যখন বিদেশে প্রচারকার্য্য এবং গ্রন্থ-অনুবাদকার্য্য শুরু করলাম, তখন শ্রীল বামন মহারাজ, শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীল পর্য্যটক মহারাজাদি সতীর্থগণকে পত্রদ্বারা পরামর্শ গ্রহণ করতাম, কারণ তাঁহারা সকলেই যোগ্য প্রচারক। পূজ্যপাদ বামন মহারাজ বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এবং শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন সবসময় আমার পত্রের উত্তর দিতে পারতেন না, কিন্তু তিনি আমার প্রচারকার্য্যে সদা সন্তুষ্ট। শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ আমাকে গ্রন্থানুবাদ, লেখনীকার্য্য এবং সারা বিশ্বে প্রচার করবার জন্য উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আমার পত্রের উত্তর দিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় একইস্থানে থাকার জন্য সঙ্গে সঙ্গে পত্রোত্তর দিতেন। আমি তাঁকে কখনও বিস্মৃত হব না।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজকে আমি শিক্ষাগুরু-রূপে স্বীকার করি। এই দুইজন আমাকে সর্ব্বদা পালন-পোষণ, সাহায্য এবং বিদেশে প্রচারকার্য্যে প্রেরণ করেছেন। ইঁহাদের প্রতি আমার অন্তরের ভাব জাগতিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না।

পূজ্যপাদ বামন মহারাজ প্রথম থেকেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের ছিলেন। কিন্তু পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজের সহিত আমার এরূপ সম্বন্ধ ছিল যে, আমরা একসাথে থাকতাম, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক তথা পরস্পর অত্যন্ত প্রীতিপূর্ব্বক অবস্থান করতাম।

কখনও কখনও আমরা কোন একটী বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক একে অপরের যুক্তি খণ্ডন করতাম। এরূপ হলেও ত্রিবিক্রম মহারাজ আমার প্রতি অধিক সম্মান জ্ঞাপন করতেন। আমি তাঁকে নিজের শিক্ষাগুরুরূপে সম্মান করা সত্ত্বেও তিনি শেষের দিকে কখনও কখনও আমাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করতেন। এমন কি, আমার অনুপস্থিতিতে আমার পাদুকাকেও প্রণাম করতেন। জ্যেষ্ঠ গুরু-ভ্রাতা হয়েও এরূপ আচরণ অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি এইরূপ বিনম্র ও দীন-হীনভাবে থাকতেন। তিনি সর্ব্বপ্রকারে একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব তথা সমগ্র জগতের কল্যাণ করতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে এইরূপ পত্র লিখতেন যে,—"আপনি যেরূপ শ্রীগুরুদেবের সেবা করছেন, আমি তদ্রূপ সেবা করতে পারিনি। এজন্য আমি আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

প্রদর্শন ও সমর্থন করি। আপনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রচার, গ্রন্থাদি রচনা ও প্রকাশ করুন।

আজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এক স্তম্ভকে হারালাম। তথাপি আমার হৃদয়ে এটাই সান্ত্বনা যে, কার্ত্তিকমাসের নিয়মসেবা-ব্রতে, শুক্লপক্ষে, শ্রীনবদ্বীপধামে, তৃতীয়া-তিথিতে ও বৃহস্পতিবারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যাহ্ন-লীলাকালে তিনি অপ্রকট হয়েছেন। তিনি আমাকে অন্নকূট-মহোৎসব, দীপাবলী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব উদ্‌যাপন করবার জন্য পাঠিয়েছেন। আন্তরিকভাবে তিনি আমাকে এইসকল উৎসব-শেষে এ জগৎ পরিত্যাগ করে যাওয়ার সঙ্কেত দিয়েছিলেন।

তাঁর প্রচুর কবিত্ব-প্রতিভা ছিল। তাঁহার বিরচিত 'শ্রীগুরুদেবের আরতি' শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সকল শাখামঠসমূহে প্রত্যহ গীত হয়। উক্ত আরতি-কীর্ত্তনের শেষ দুই পয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

"নানা ছাঁদে **সজ্জন** চামর ঢুলায়।
গৌরজন উচ্চকণ্ঠে সুমধুর গায়।।
সুমঙ্গল নীরাজন করে ভক্তগণ।
দুরমতি দূর হৈতে দেখে **ত্রিবিক্রম**।।"

বিবিধভাবে বিভাবিত হয়ে 'শ্রীসজ্জন' (শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের সন্ন্যাসের পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী) শ্রীল গুরুদেবকে চামর ব্যজন করছেন এবং 'গৌরজন' (আমার সন্ন্যাসের পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীগৌরনারায়ণ দাসাধিকারী) উচ্চকণ্ঠে শ্রীগুরুদেবের মধুর মধুর মহিমা কীর্ত্তন করছেন। আর সকল ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের শুভ আরতিতে অংশ গ্রহণ করে শ্রীগুরু-মহিমা গান করছেন এবং বিবিধপ্রকার সেবা করছেন। এই অযোগ্য ত্রিবিক্রম দূর হতে তাঁদিগকে দর্শন করছেন।

তিনি ব্যক্তিগত অধিকার সম্বন্ধে বলছেন যে,—আমি এত অভাগা এবং অযোগ্য যে, আমি শ্রীসজ্জনসেবক প্রভু ও শ্রীগৌরনারায়ণ প্রভুর ন্যায় শ্রীল গুরু-মহারাজের সেবা করতে পারছি না। একারণে আমি দূর হতে তাঁদের সেবা সন্দর্শন করছি। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর যেরূপ স্ব-রচিত ভজনগীতিতে নিজেকে অতি পতিত এবং দুর্গুণযুক্ত বলে বর্ণন করেছেন, শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজও তদ্রূপ নিজেকে অতি দীন বলে পরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ছিলেন এবং জীবনে কোনও শিষ্য করেননি।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর গণনা ছিল নির্ভুল। সে-কারণে অন্যান্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণও তাঁর নিকট পঞ্জিকা, ব্রত-তালিকা তথা একাদশী-ব্রতাদি ও অন্যান্য উৎসবের সঠিক তিথি-বিচার সম্বন্ধে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

পরামর্শ গ্রহণ করতেন। শ্রীশ্রীল গুরু-মহারাজ অপ্রকটের পূর্ব্বে তাঁকে বেদান্ত-আলোচনার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। তজ্জন্য তিনি শ্রীগুরুদেব অপ্রকটের পর বেদান্তের উপর বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে।

দশ-বার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজের বয়স যখন প্রায় ৭৫ বৎসর, তখন তিনি শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী প্রভুর সাথে শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে একমাস অবস্থানপূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করেছিলেন। পরিক্রমা করতে করতে তাঁর পায়ে ফোস্কা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি পরিক্রমা বন্ধ করতেন না। যদিও তিনি এই বৃদ্ধাবস্থায় প্রতি বৎসর শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় আসতেন, তথাপি উক্ত বর্ষে তিনি নিরন্তর ত্রিশ দিন শ্রীগিরিরাজের পরিক্রমা করেছিলেন।

আজ আপনাদের সকলের প্রতিনিধি হিসাবে আমি আমার হৃদয়ের ভাব এবং শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি তাঁর শ্রীচরণকমলে অর্পণ করছি। আমার মনে হয়, আজ শ্রীধাম নবদ্বীপে ভগবতী গঙ্গার তটে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়ে গেছে। তিনি এখন কোথায়? তিনি নিশ্চয় নবদ্বীপধামে অথবা ব্রজধামে হবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি-নিষ্ঠা ছিল এবং শ্রীনবদ্বীপধামে তিনি দেহত্যাগ করবেন—এই অভিলাষ সর্ব্বদা মনে পোষণ করতেন। এজন্য আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, তিনি শ্রীনবদ্বীপধামেই আছেন। বর্ত্তমান বর্ষে এখানে এসে আমাদের সঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা করবার তাঁর প্রবল ইচ্ছা ছিল। তজ্জন্য ২৮শে অক্টোবর কলকাতা থেকে তাঁর টিকেট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কলকাতা পৌঁছে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতএব তিনি এক স্বরূপে নবদ্বীপ-ধামে এবং অপর স্বরূপে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থেকে অহৈতুকী কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করছেন।

আজ আমি সকলের পক্ষে তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি,—তিনি আমার প্রতি এবং আপনাদের সকলের প্রতি কৃপাবর্ষণ ও প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে আমরা তাঁর ন্যায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা তথা ভজন করতে পারি।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজকী জয়।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজের বিরহ-তিথি কি জয়।

ফোন নম্বর পরিবর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রায় সকল শাখামঠের ফোন-নম্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নম্বরের পূর্ব্বে '২' যোগ করিয়া ফোন করিবেন। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ের ফোন নম্বর যথাক্রমে ২৫৪৩-১২৪৭ ও ২৫৫৫-৮৯৭৩ হইয়াছে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ ; ১৬ ডিসেম্বর, ২০০২

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৪শ বর্ষ } ২৬ নারায়ণ, প্রদ্যুম্ন, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ ২৯ পৌষ, মঙ্গলবার, ১৪০৯, ইং ১৪/১/২০০৩ { ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীদেবকীদেবী-কৃতং 'বাসুদেব-স্তোত্রাষ্টকম্'

[শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে তৃতীয়েঽধ্যায়ে—২৪-৩১]

শ্রীদেবক্যুবাচ—

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তা-মাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্ম-দীপঃ ॥ ১ ॥

হে দেব, বেদসকল যে অব্যক্ত-বস্তুকে আদ্য অর্থাৎ জগত-কারণ, ব্রহ্ম, জ্যোতির্ম্ময়, মায়া-রহিত, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, কেবল-স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করেন, আপনি সাক্ষাৎ সেই বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশক বিষ্ণু। অর্থাৎ নিরাকার নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, বিষ্ণু হইতে পৃথক্ নহেন—পরন্তু তাঁহারই অঙ্গকান্তি মাত্র ॥১॥

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে
মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু ।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কাল-বেগেন যাতে
ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষ-সংজ্ঞঃ ॥ ২ ॥

মহাপ্রলয়ে কালশক্তিবশতঃ চরাচর বিলীন হইলে, ক্ষিতি প্রভৃতি স্থূল-ভূতসকল সূক্ষ্ম-তন্মাত্র প্রাপ্ত হইলে, এবং ব্যক্ত পদার্থসকল অব্যক্তে লীন হইলে, অনন্ত-সংজ্ঞক এক আপনিই বর্ত্তমান থাকেন ॥ ২ ॥

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্ত-বন্ধো
চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্ ।
নিমেষাদির্ব্বৎসরান্তো মহীয়সাং
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥

হে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক, এই বিশ্ব যে কালের অধীন হইয়া চলিতেছে নিমেষ হইতে বৎসর পর্য্যন্ত, সেই সর্ব্বসংহারক মহান্ কালকে বেদসকল বিষ্ণুস্বরূপ তোমার লীলামাত্র বলিয়া বর্ণন করেন। আপনি সমস্তের ঈশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গল-কারণ। আমি আপনাতে প্রপন্ন হইতেছি ॥ ৩ ॥

মর্ত্ত্যো মৃত্যু-ব্যাল-ভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ ।
তৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ৪ ॥

এই মর্ত্ত্যলোক মৃত্যুরূপ সর্প-ভয়ে ভীত এবং ব্রহ্মাদি যাবতীয় লোকে আশ্রয় লাভের জন্য ধাবমান হইয়াও নির্ভয় হয় নাই। অদ্য যদৃচ্ছাক্রমে মহৎকৃপালব্ধ ভক্তিবলে আপনার পাদপদ্মের আশ্রয়লাভ করিয়া সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছে এবং এই মর্ত্ত্যলোক হইতে মৃত্যু দূরে পলায়ন করিতেছে ॥ ৪ ॥

স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন-
স্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্য-বিত্রাস-হাসি ।
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যান-ধিষ্ণ্যং
মা প্রত্যক্ষং মাংস-দৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ ॥ ৫ ॥

যেহেতু আপনি ভৃত্যজনের ভয়হারী, সেইজন্য ভীষণপ্রকৃতি কংসের ভয়ে ভীত আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং ধ্যানগম্য ভবদীয় বিষ্ণুরূপ অপ্রাকৃতরূপ দর্শনের অযোগ্য অজ্ঞানময়-চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত করিবেন না ॥ ৫ ॥

জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মাবিদ্যান্মধুসূদন ।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

হে মধুসূদন, চঞ্চলমতি আমি আপনার জন্য কংস হইতে উদ্বিগ্ন হইতেছি। অতএব আমার গর্ভে আপনার জন্মগ্রহণ-বার্ত্তা যাহাতে পাপী কংস জানিতে না পারে, তাহার উপায় করুন ॥ ৬ ॥

উপসংহর বিশ্বাত্মন অদো রূপমলৌকিকম্ ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥ ৭ ॥

হে বিশ্বময়, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-সুশোভিত, চতুর্ভুজ-যুক্ত এই অলৌকিক রূপ সম্বরণ করুন ॥ ৭ ॥

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্ ।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূ-
দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ ॥ ৮ ॥

আপনার এতাদৃশ অলৌকিক রূপ সম্বরণ করিতে বলিতেছি কেন, শ্রবণ করুন,—আপনি পরমপুরুষ, প্রলয়কালে চরাচরাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকে নিজদেহে অসঙ্কীর্ণ-ভাবে ধারণ করেন, সেই (ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ) বিষ্ণুরূপী আপনি আজ গর্ভগত হইয়াছেন। অহো, ইহা মনুষ্যজনের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা-বিশেষ ॥ ৮ ॥

শ্রীঅর্থপঞ্চক

তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্যই অর্থপঞ্চক

শ্রীমদ্ রামানুজস্বামীর প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংসারী জীবের তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তির জন্য এই অর্থপঞ্চক নিতান্ত আবশ্যক। স্ব-স্বরূপ, পর-স্বরূপ, পুরুষার্থ-স্বরূপ, উপায়-স্বরূপ ও বিরোধী-স্বরূপ-রূপ পাঁচটী অর্থের জ্ঞান ও তদ্বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

(ক) **জীবের স্ব-স্বরূপ**—১। নিত্য, ২। মুক্ত, ৩। বদ্ধ, ৪। কেবল, ৫। মুমুক্ষু।

(খ) **ঈশ্বরের পর-স্বরূপ**—১। পর, ২। ব্যূহ, ৩। বিভব, ৪। অন্তর্যামী, ৫। অর্চ্চাবতার।

(গ) **পুরুষার্থ-স্বরূপ**—১। ধর্ম্ম, ২। অর্থ, ৩। কাম, ৪। আত্মানুভব, ৫। ভগবদনুভব।

(ঘ) **উপায়-স্বরূপ**—১। কর্ম্ম, ২। জ্ঞান, ৩। ভক্তি, ৪। প্রপত্তি, ৫। আচার্য্যাভিমান।

(ঙ) **বিরোধী-স্বরূপ**—১। স্বরূপবিরোধী, ২। পরত্ববিরোধী, ৩। পুরুষার্থবিরোধী, ৪। উপায়বিরোধী, ৫। প্রাপ্যবিরোধী।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

(ক) জীবের স্বরূপ

(১) **নিত্যজীব**—সর্ব্বদা সংসার-সম্বন্ধ-দোষরহিত ভগবদানুকূল্যমাত্র ভোগ-যুক্ত, বৈকুণ্ঠনাথের মন্ত্রণাযোগ্য ঈশ্বর নিয়োগ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকরণে সমর্থ, ঈশ্বরের সর্ব্বাবস্থায় কৈঙ্কর্য্যশীল বিষ্বক্‌সেনাদি অমরবৃন্দ।

(২) **মুক্তজীব**—ভগবৎপ্রসাদে যাঁহাদের প্রকৃতিসম্বন্ধ-জনিত ক্লেশমল নিবৃত্ত হইয়াছে, ভগবদানন্দে উৎফুল্ল, স্তবপরায়ণ, সন্তোষানন্দ বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান মুনিগণ।

(৩) **বদ্ধজীব**—পাঞ্চভৌতিক অনিত্য সুখদুঃখানুভবী, আত্ম-দর্শন-স্পর্শনে অযোগ্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানজনক দেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত, স্বদেহ পোষণে রত, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিরুদ্ধ, অসেব্য সেবা, ভূতহিংসা, পরদার-পরদ্রব্যাপহরণ করত সংসারবর্দ্ধক ভগবদ্বিমুখ চেতনগণ।

(৪) **কেবল-জীব**—কেবল জীব একা। ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অন্য বস্ত্বাভাবে আপনাকে আপনি ভক্ষণ পান করেন। যোগাদি বাসনার্জ্জিত কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবই কেবল-জীব।

(৫) **মুমুক্ষু-জীব**—মুমুক্ষু-জীবসকল সংসারদাবাগ্নি-তপ্ত হইয়া সংসারদুঃখ নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানদ্বারা প্রকৃত আত্মবিবেক লাভ করত প্রকৃতিকে দুঃখাশ্রয় হেয়-পদার্থসমূহ স্বরূপ, আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পরতত্ত্বস্বরূপ এবং স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃ-সুখী, নিত্য অপ্রাকৃত-স্বরূপ জানেন। আনন্দময় পরমাত্মবিবেকে অশক্ততাবশতঃ প্রকৃতির অল্পরসে আপনাকে পূর্ব্বে দুঃখিত থাকা বোধ করেন। আত্মপ্রাপ্তি সাধক জ্ঞানযোগ নিষ্ঠাফলস্বরূপ আত্মানুভবই একমাত্র পুরুষার্থ বোধে সিদ্ধ অপ্রাকৃত শরীর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। মুমুক্ষুগণ উপাসক ও প্রপন্নভেদে দ্বিবিধ।

(খ) ঈশ্বরের পরস্বরূপ

(১) **পরতত্ত্ব**—পর-শব্দে পরমেশ্বর। নিত্যবর্ত্তমান, আদি, জ্যোতিরূপ পরবাসুদেব।

(২) **ব্যূহতত্ত্ব**—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ।

(৩) **বিভবতত্ত্ব**—রাম-কৃষ্ণাদি অবতার।

(৪) **অন্তর্যামীতত্ত্ব**—দুইপ্রকার। দাসের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। বাসুদেব আমার প্রাণস্বরূপ এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচারবান্ পুরুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান পরমসুন্দর নারায়ণ।

(৫) **অর্চ্চাবতার**—দাসগণের অভিমত নাম ও রূপবিশিষ্ট উপাস্য মূর্ত্তি। সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তি হইয়াও অশক্তপ্রায়, পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বামীপ্রায় মন্দিরে বর্ত্তমান।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ : ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

(গ) পুরুষার্থ-স্বরূপ

(১) **ধর্ম্ম**—প্রাণিরক্ষার একমাত্র উপায়রূপ বৃত্তির নাম ধর্ম্ম।

(২) **অর্থ**—বর্ণাশ্রমানুরূপ ধন-ধান্য সংগ্রহপূর্ব্বক দেবতা-পিতৃ-কর্ম্মে ও প্রাণি-রক্ষা-বিষয়ে উৎকৃষ্ট দেশ-কাল-পাত্র বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধিতে ব্যয় করার নাম অর্থ।

(৩) **কাম**—কাম দুইপ্রকার—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। পিতৃ, মাতৃ, রত্ন, ধন, ধান্য, অন্ন, পানীয়, দারা, পুত্র, মিত্র পশু, গৃহ, ক্ষেত্র, চন্দন, কুসুম, তাম্বূল, বস্ত্রাদি পদার্থে শব্দাদি বিষয়ানুভব-জনিত সুখ-স্পৃহা।

(৪) **আত্মানুভব**—দুঃখ নিবৃত্তিমাত্র অনুভব কেবল-আত্মানুভব। ইহাই একপ্রকার মোক্ষ।

(৫) **ভগবদনুভব**—ভগবদনুভবই পরমপুরুষার্থ লক্ষণ মোক্ষানুভব। প্রারব্ধ-কর্ম্ম ও পুণ্য-পাপনাশে—"অস্তি, জায়তে, পরিণমতে, বিবর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি"—তাপত্রয়াশ্রিত এই ছয় বিকাররহিত হইলে ভগবৎ-স্বরূপ আবরণপূর্ব্বক বিপরীত জ্ঞানোৎপাদক সংসার-বর্দ্ধক স্থূল-শরীর পরিত্যাগ করত সুষুম্নানাড়ীদ্বারে শিরঃ, কপাল ভেদপূর্ব্বক নির্গত হইয়া সূক্ষ্ম-শরীরে অর্চ্চিরাদি মণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক বিরজা-স্নানে সূক্ষ্ম শরীর ও বাসনা রেণু দূর করত সকল তাপনিবর্ত্তক শ্রীবিগ্রহ-করস্পর্শ লাভ করেন। তখন শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ পঞ্চোপনিষন্ময় জ্ঞানানন্দজনক, ভগবদ-নুভবপর তেজোময় অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরীট-যুক্ত অমরগণমধ্যে মহামণি-মণ্ডপে ভূ-শ্রী-লীলাসহিত বর্ত্তমান পরব্যোমনাথকে নিত্য অনুভবপূর্ব্বক তদীয় নিত্য কৈঙ্কর্য্যে বর্ত্তমান থাকেন।

(ঘ) উপায়-স্বরূপ

(১) **কর্ম্ম**—যজ্ঞ, দান, তপঃ, ধ্যান, সন্ধ্যা-বন্দন, পঞ্চমহাযজ্ঞাদি, অগ্নিহোত্র, তীর্থযাত্রা, পুণ্য-ক্ষেত্রবাস, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ, পুণ্য-নদী-স্নান, ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য, ফল-মূলাশন, শাস্ত্রাভ্যাস, ভগবৎ-সমারাধন, জপ, তর্পণ, কায়শোষণ ও পাপনাশাদি কার্য্যে শব্দাদি বিষয় গ্রহণকে কর্ম্ম বলা যায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গযোগও কর্ম্মাঙ্গ।

(২) **জ্ঞান**—আত্ম-তত্ত্বালোচনার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞানযোগের সহকারী ঐশ্বর্য্যের প্রধান স্থান। হৃদয়-মণ্ডল ও আদিত্য-মণ্ডলে বর্ত্তমান সর্ব্বেশ্বরকে লক্ষ্মী সহিত পদ্ম, শঙ্খ, চক্র, গদাধারীরূপে অনুভব। এই শেষোক্ত জ্ঞান ভক্তিযোগের সহকারী।

(৩) **ভক্তি**—তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভগবৎ-স্মৃতি-বিস্তাররূপ অনুভবকে প্রীতিরূপে আনিবার যোগ্যবৃত্তির নাম ভক্তি। ভক্তির স্বরূপ এই যে, তাহা প্রারব্ধ-

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

কর্ম্ম-নিবৃত্তি-উপায়রূপ সাধ্য-সাধন অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মার সঙ্কোচ বিকাশ করিতে যোগ্য হয়।

(৪) **প্রপত্তি**—ভক্তি উপায়স্বরূপ হইয়া ভগবদ্বিষয়ানুভবরূপ যে উপেয় ভাবকে উৎপন্ন করে তাহা প্রপত্তি। প্রপত্তি দুইপ্রকার—**আত্মরূপ-প্রপত্তি ও দৃপ্তরূপ-প্রপত্তি।** নির্হেতুক ভগবৎ-প্রসাদে শাস্ত্রাভ্যাস, আচার্য্যোপদেশক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে ভবদনুভব হয়। তখন ভগবদনুভবের বিপরীত দেহসম্বন্ধ, দেশসম্বন্ধ ইত্যাদি দুঃসহ হইয়া উঠিলে শ্রীবেঙ্কটনাথের গর্ভজন্ম-জরাধিব্যাধি-মরণাদি নিবর্ত্তকত্ব বিচারপূর্ব্বক গত্যন্তরশূন্য আমি দাস এই বাক্যের সহিত শ্রীবেঙ্কটনাথের শরণাগত হইয়া নমস্কার করত নিজ আর্ত্তি জ্ঞাপন করত একান্ত অনুগত হওয়ার নাম আর্ত্তরূপ-প্রপত্তি। **দৃপ্ত-প্রপত্তি** যথা,—দৃপ্ত-প্রপন্ন-পুরুষ স্বর্গ-নরকে বিরক্তিপূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্তি-মানসে আচার্য্যোপদেশক্রমে উপায় স্বীকারপূর্ব্বক বিপরীত-প্রবৃত্তি নিবৃত্তিপূর্ব্বক বেদ-বিহিত বর্ণাশ্রমানুষ্ঠান বাচিক, মানসিক ও কায়িক ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের শেষিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, স্বামিত্ব, শরীরিত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধারকত্ব, রক্ষকত্ব, ভোক্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, সম্পূর্ণত্ব, পূর্ণকামত্ব এবং নিজের শেষত্ব, নিয়াম্যত্ব, স্বত্ব, শরীরত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধার্য্যত্ব, রক্ষ্যত্ব, ভোগ্যত্ব, অজ্ঞত্ব, অশক্তত্ব, অপূর্ণত্ব অবগত হইয়া ঈশ্বরের কৃপানুসন্ধান করেন।

(৫) **আচার্য্যাভিমান**—আমি অশক্ত ও দীন—এই বুদ্ধিতে ভাগবত আচার্য্যের নিকট আপন দুঃখ জানাইয়া তাঁহার সহিত দৃঢ়সম্বন্ধে ভগবদ্ভজন করার নাম আচার্য্যাভিমান।

(ঙ) বিরোধী-স্বরূপ

(১) **স্বরূপ-বিরোধী**—দেহাত্মাভিমান অর্থাৎ এই জড়দেহে আত্মাভিমান, ভগবদ্দাস বলিয়া আপনাকে না জানা এবং নিজের স্বতন্ত্রতা—এই কয়েকটী স্বরূপ-বিরোধী।

(২) **পরত্ব-বিরোধী**—দেবতান্তরে পরত্ব-প্রতিপত্তি, সমত্ব-প্রতিপত্তি, ক্ষুদ্র দেবতা-বিষয়ে শক্তিযোগ-প্রতিপত্তি, অর্চ্চাবতারে অশক্তি-যোগ-প্রতিপত্তি—এইগুলি পরত্ব-বিরোধী।

(৩) **পুরুষার্থ-বিরোধী**—ভগবৎকৈঙ্কর্য্যে অনিচ্ছা এবং ভুক্তিমুক্তিরূপ পুরুষার্থান্তরে ইচ্ছা—এই দুইটী পুরুষার্থ-বিরোধী।

(৪) **উপায়-বিরোধী**—উপায়ান্তরে প্রতিপত্তি, অবতারে মনুষ্যত্ব-প্রতিপত্তি উপায়ে লাঘব-বুদ্ধি এবং উপেয়-তত্ত্বে গৌরব—এই তিনটী উপায়-বিরোধী।

(৫) **প্রাপ্তি-বিরোধী**—প্রারব্ধ শরীরে দৃঢ়সম্বন্ধ, অনুতাপশূন্য গুরূপসত্তি, ভগবদপচার, গুরুতর অন্যাপচার প্রভৃতি প্রাপ্তি-বিরোধী।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

এইপ্রকার অর্থপঞ্চকে জ্ঞানোৎপন্ন হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তির মোক্ষসিদ্ধি পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমানুরূপ অশনাচ্ছাদন স্বীকারপূর্ব্বক সকল পদার্থ ভগবন্নিবেদিত করিয়া প্রসাদ প্রতিপত্তিদ্বারা জীবনধারণ করিবেন। তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক গুরুর নিকট তাঁহার অভিমত আচরণ করিবেন। ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দৈন্য, আচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য, সংসারীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। প্রাপ্য-সাধনে অধ্যবসায়, বিরোধি-বিষয়ে ভয়, ইতর-বিষয়ে অরুচি, স্বদেহে অরুচি, স্বরূপ-জ্ঞান সংরক্ষণে আসক্তি করিবেন।

শ্রীমদ্গৌড়ীয় মতে—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দাস্যরস-বিচারে এই সমস্ত উপদেশই গ্রাহ্য। ঐশ্বর্য্যমিশ্র নারায়ণ-দাস্য-রস ও মাধুর্য্যমূলক কৃষ্ণ-দাস্য-রসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন। কৃষ্ণ-দাস্য-রসেও এই অর্থপঞ্চকের উপদেশ-সকল সামান্য ভাবান্তর করিয়া লইলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। এই দাস্য-রসে বিশ্রম্ভ ভাব হইলে সখ্য-রস হয়। সেইভাবে অসঙ্কোচ ও স্বাত্মনিবেদন জন্মিলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মধুরভাব হয়। সুতরাং শ্রীমদ্ রামানুজস্বামীর সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের গৌড়ীয়-প্রেম-মন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ জানিয়া আমরা তাঁহাকে বারবার দণ্ডবৎ-প্রণাম করি।

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭০ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—যাহার অর্থের প্রতি লোভ আছে, তাহার সঙ্গ কি পরিত্যাজ্য?

উঃ—অর্থ অনর্থের মূল। অর্থ ভগবৎ-সেবায় লাগাইতে পারিলেই মঙ্গল ; নতুবা অর্থদ্বারা অমঙ্গল বা সংসারই হইবে। এজন্য হরিভজনকারী সজ্জনগণ নশ্বর অর্থে লুব্ধ হইবেন না। নিত্য-অর্থ বা পরমার্থের প্রতি লোভই দরকার। কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর যেন অর্থের প্রতি আসক্তি না হয়। কারণ অর্থাসক্তি থাকিলে পরমার্থে আসক্তি হইবে না। তৎফলে জীবন বৃথাই যাইবে। যে-সকল ব্যক্তির অর্থলোভ আছে, সেই সকল ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির মুখদর্শন যেন জীবনের শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়, এই আশীর্ব্বাদ করিবেন।

প্রঃ—সকলে মিলিয়া মিশিয়া সেবা করাই কি ভাল?

উঃ—হ্যাঁ। আমরা সকলে মিলিয়া-মিশিয়া একতাৎপর্য্যপর হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে হরিসেবা করিব। সকলের সহিত বন্ধুত্ব রাখিয়া গুরুনিষ্ঠ ভক্তগণের সঙ্গে হরিসেবায়

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

নিযুক্ত থাকা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা সকলে ভগবৎ-সুখার্থ সতত হরিসেবায় ও গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিব। নিজসুখের জন্য ব্যস্ত হইতে গিয়াই জীব কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হয় এবং তদ্ধেতু দুঃখ পায়। এজন্য সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া সেবোন্মুখ থাকাই মঙ্গল।

প্রঃ—সাংসারিক কষ্টও কি ভগবানের দয়া?

উঃ—দয়াময়ের সবই দয়া। It is all for the best. ভগবান্ যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য। করুণাময় ভগবান্ যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন তিনি তখন অম্লানবদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্য বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কার জিনিষটাকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে নানাপ্রকারে যাতনা দেয়। মায়ার এই দণ্ড ভগবানের কৃপা-প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহাও ভক্তগণ আদর করেন, তাহা অম্লানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎ-কৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন।

যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

প্রঃ—যেখানে ভক্তগণ থাকেন, সেখানকার সকল লোক ভাল হয় না কেন?

উঃ—যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার থাকে না সত্য, কিন্তু আলোর নীচেই অন্ধকার দৃষ্ট হয়। যেখানে আলোক সেখানেই কিছু না কিছু অন্ধকার ; যেখানে পুণ্য সেখানেই অপাশ্রিতভাবে কিছু না কিছু পাপ থাকার আবশ্যকতা আছে। অন্ধকার না থাকিলে আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়ে না। মূর্খতা আছে বলিয়াই পাণ্ডিত্যের উপযোগিতা বোধ হয়। দুঃখ না থাকিলে সুখের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না।

প্রঃ—আমাদের জীবন কি আদর্শস্থল হওয়া উচিত?

উঃ—আমাদের আদর্শ চরিত্রে অন্য লোক যা'তে অন্য প্রকার দর্শন না করে, তজ্জন্য আমরা যেন সর্ব্বদা সতর্ক থাকি। কোমলশ্রদ্ধগণের প্রতিপদেই বিপদ্। তাঁরা অন্তর্দ্দর্শী নহেন, কেবল বাহ্যাকৃতি দেখিয়াই বিচার করেন।

প্রঃ—আমাদের ব্যাধি কি?

উঃ—নিজসুখার্থ কৃষ্ণেতর বিষয়সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি। আমরা বিষয়-রসে আনন্দ পাই ; কিন্তু সকল বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যে কৃষ্ণ—তাঁর নামে, তাঁর সেবায় আমরা আনন্দ পাই না, এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব!

পিত্তরোগীর যেমন মিছরী ভাল লাগে না, হরিবিমুখ বিষয়াসক্ত আমাদেরও তদ্রূপ পরমমধুর কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণসেবা রুচিকর হয় না। শরীরে বিষক্রিয়া হইলে মধুও তিক্ত লাগে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

মিছরীই পিত্তরোগের ঔষধ। মিছরী খাইতে খাইতে পিত্তরোগ সারিলে যেমন মিছরী মিষ্টবোধ হয়, তদ্রূপ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণসেবা করিতে করিতেই বহির্ম্মুখতা কমিবে, বিষয়াসক্তি কাটিবে। তখন ভগবৎ-সেবার মাধুর্য্য অনুভব হইবে। তখন কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্য স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা চিন্ময় বিষয়-বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিবে।

প্রঃ—গুরুসেবা কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ লাভ কর্‌তে হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয়, কিন্তু সেইসকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেরূপ ক্ষুদ্রফল-প্রদাতা নন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব-মঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হ'য়ে যা'বে সেই মুহূর্ত্তে নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ এসে উপস্থিত হ'বে। গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন—কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে হবে, কিভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার কর্‌তে হ'বে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে প্রাপ্ত রত্নও হারিয়ে ফেল্‌তে হ'বে।

প্রঃ—কাহার সঙ্গ করিব?

উঃ—কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত অপরের সঙ্গ করা উচিত নয়। কৃষ্ণভক্তগণই মঙ্গলময়, উপাদেয় ও নিত্য। দুঃসঙ্গদ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণছাড়া অন্যবস্তুর দ্বারা আমাদের সত্য সত্যই অমঙ্গল হয়। সেইজন্য যাহা কৃষ্ণ নহে অথবা যাহা কৃষ্ণভক্তি নহে—এরূপ বিষয়ের আদর করিবেন না।

এত হরিকথা শুনিয়াও সংসার বা সংসারাসক্তিকে আপনি এখনও বহুমানন করেন, ইহা দেখিয়া আমি বিস্মিত। ইহা দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়। দুঃসঙ্গ হইতে কৃষ্ণ-লাভ হয় না। দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ বরণ হইতেই হরিলাভ ঘটে, একথা মনে রাখিবেন।

বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিয়া দেখিলে তাহা জীবের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। জগৎ জগদীশ্বরের সেবার উপকরণ। কিন্তু হরি-সম্বন্ধীয় বস্তুকে নিজ ভোগ্য বিষয়-জ্ঞান করিলে জড়াসক্তি প্রবল হইয়া জীবের সংসার হইবে।

প্রঃ—সবই কি ভগবানের দয়া?

উঃ—দয়াময়ের সবই দয়া। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধা ও সঙ্গের মধ্যে রাখিয়া নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সেইসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

শ্রীগৌরহরি দয়া করিয়া অন্তর্যামিরূপে নিত্যসত্য নিষ্কপট ব্যক্তিকে জানাইয়া

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

দেন। যাঁহারা নিষ্কপটে হরি-গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনদিনই বিপথে গমনকারিগণের ভ্রমময় বাক্যে শ্রদ্ধা উদিত হয় না। দুর্ভাগা জীবই কপটবাক্য শুনিয়া ভ্রান্ত হয়। ভরসা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমল।

সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িবেন এবং প্রকৃত অর্থাভিজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকট তাহার ব্যাখ্যা শুনিবেন। আপনি নিরপরাধে নিঃসঙ্গে হরিনাম করিতে থাকুন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, প্রার্থনা, শরণাগতি পড়িতে থাকুন, ইহাতেই আপনার মঙ্গল হইবে। সাধুসঙ্গে হরিনাম করিলে গৌরহরি দয়া করিবেন।

প্রঃ—মন্ত্রসিদ্ধি ও ভক্তিসিদ্ধির মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সংসার হইতে মুক্তি হয়। তখন শুদ্ধভক্তি, সাধনভক্তি বা নিষ্ঠাভক্তি হয়। তৎপূর্ব্বে সাধনক্রিয়া বা ভজনক্রিয়া। "আগে হয় মুক্ত তবে কর্ম্মবন্ধ নাশ। তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।।" মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সাধক মুক্ত হয়। তখন আর প্রাকৃত অহঙ্কার থাকে না। তখন হইতেই নিষ্কাম হইয়া ভগবৎ-সুখার্থ ভগবৎসেবা করিবার সৌভাগ্য হয়। ইহাই শুদ্ধ দাস্য বা শুদ্ধভক্তি।

মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্তি হয়, আর ভক্তিসিদ্ধিতে প্রেম হইয়া থাকে। প্রেমিক ভক্তই সিদ্ধভক্ত বা মহাভাগবত।

মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্তি হয় কিন্তু নামাভাসেই মুক্তি হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণনাম মুক্তকুলের উপাস্য। শাস্ত্র বলেন,—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩)

প্রঃ—পার্থিব অসুবিধায় ভক্তের কি কর্ত্তব্য?

উঃ—সমস্তই ভগবদিচ্ছা। সুতরাং অসুবিধা উপস্থিত হইলে সহনশীল হইয়া ভগবৎ-করুণার প্রতীক্ষা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণকে নানাপ্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন ; সুতরাং আমাদের ভক্তিতে অবস্থান হইলেই নিজের পোষণ-রক্ষণ-চিন্তা থাকে না। ভগবৎ-প্রপত্তিক্রমে মায়িক জগতের অমঙ্গলসমূহ নিঃশেষিত হয়।

প্রঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ?

উঃ—নিশ্চয়ই। আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহারও নিকট কোন কৃপাপ্রার্থী নন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন—এই তাঁর শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের উপদেশ দেওয়াকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণযজ্ঞে বাতাস দেওয়াকে তিনি কৃপা জান্‌বার পরিবর্ত্তে ভীষণ হিংসা জ্ঞান করেন।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

প্রঃ—ভগবানের কৃপাতেই কি গুরু মিলে?

উঃ—হ্যাঁ। যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা'হলে সেই সুযোগ করিয়ে দেবার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁদের কপালের জোর আছে, তাঁরা এই সুবিধাটা পান। যাঁহার যেরূপ অধিকার, তাঁহার নিকট তদুপযোগী গুরু উপস্থিত হন।

প্রঃ—গুরুসেবার উপকরণে ভোগবুদ্ধি করা কি উচিত?

উঃ—কখনই না। ইহা অপরাধ। কাণ থাক্‌লে যদি হরিকীর্ত্তন শ্রবণ না হয়, যদি মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম প্রবল হয়, যদি আমরা চক্ষুকে নিযুক্ত করি—দৃশ্যবস্তুকে মেপে নেওয়ার জন্য, নাসিকাকে নিযুক্ত করি—গন্ধ ভোগ কর্‌বার জন্য, জিহ্বাকে নিযুক্ত করি—আস্বাদনীয় বস্তুর উপর প্রভুত্ব কর্‌বার জন্য, ত্বক্‌কে নিযুক্ত করি—স্পর্শের উপর আধিপত্য বিস্তার কর্‌বার জন্য, তা'হলে গুরুসেবার উপকরণে আমাদের ভোগবুদ্ধির উদয় হ'ল, সেব্যবস্তুতে—গুরুতে লঘুজ্ঞান হ'ল, আমরা মঙ্গল পেলাম না।

প্রঃ—পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর্‌লে কি মঙ্গল হবেই?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্‌বিচারপ্রণালী, অস্থিরসিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁর নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কারও কথা শুন্‌বার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কারও কাছে যেতে হয় না, তিনিই সদ্‌গুরু। সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ আমার সকল মঙ্গল যাঁর করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি সেই গুরুদেবের নিকট শতকরা শত পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা'হলে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি কপটতা, দ্বিহৃদয়তা, লোকদেখান মিছাভক্তি বা ভণ্ডামি করি, তা'হলে তিনি বঞ্চনা ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,—'তুমি শিষ্য হও নাই, তুমি শাসন নিবে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে, কপটলোকের বিচারের কথা শোনার দরুণ বর্ত্তমানে আমার কথা শুন্‌বার মত কাণ তোমার প্রস্তুত হয়নি, সুতরাং তুমি বঞ্চিত হ'লে। তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য—এটা হচ্ছে শরণাগতের লক্ষণ।

প্রঃ—আমাদের কোথায় অসুবিধা ঘটিয়াছে?

উঃ—আমি মঙ্গল চাচ্ছি, কিন্তু অমঙ্গলকে মঙ্গল ব'লে ঠিক ক'রেছি। আমি আমার রোগ উপশমের জন্য অনেক সময় ডাক্তার ডাকি। ডাক্তার এসে বল্‌লেন,—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

'তুমি এই ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ কর।' আমি বল্‌লাম,—আমার মনের মত, আমার রুচির মত ব্যবস্থা করুন। দেখুন, তা'হলে ডাক্তারীটা কর্‌লাম আমি। এতে কি রোগ সার্‌বে? সেইরূপ গুরুর কাছে এসে যদি তাঁর কথা না শুনে নিজের খেয়ালেই চলি, তা'হলে মঙ্গল কি ক'রে হবে? এজন্য খোসামুদে লোককে বৈদ্য বল্‌লে সুবিধা হ'বে না। আমার যে যে ঔষধ ও পথ্যে সত্য সত্য মঙ্গল হ'বে, তা' আমাকে প্রদান না ক'রে যদি বৈদ্য আমার খোসামোদ ক'রে আমার মনের মত কথা ব'লে বা ব্যবস্থা দিয়ে কেবল দর্শনীটা নিয়ে যান, তা'হলে তাতে আমার আপাত ক্ষণিক সুখ হ'বে বটে, কিন্তু ব্যাধি সার্‌বে না।

সন্দর্ভ-সার

[শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২৬]

যদি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে পরিকরগণের সহিত নিত্য বিহার করেন, তবে ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় শ্রীনারায়ণ কেন অবতীর্ণ হইয়াছেন? শ্রীনারায়ণের অবতরণ যদি শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশপূর্ব্বক হইয়া থাকে, তবে নিত্যই দ্বারকায় বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া শ্রীনারায়ণকে নিবেদন করিতে গিয়াছিলেন কেন? কেনই বা জন্মাদি- লীলা-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা, দ্বারকা ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর,—

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাদিতে নিত্য বিহার করেন, তিনি ব্রহ্মাদির নিকট প্রায়ই অপ্রকট থাকেন। আর ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ-নামা বিষ্ণু ব্রহ্মাদির নিকট প্রকট হইয়া তাঁহাদের পালনাদি করেন। তজ্জন্য ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ব্রহ্মাদি ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করেন। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি কংসের অত্যাচার-পীড়িতা পৃথিবীর ভার-হরণ জন্য শ্রীবিষ্ণুর নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। সেই পুরুষ ব্রহ্মাদিকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বয়ং ভগবানের অবতরণ-সময় উপস্থিত। সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণেই প্রবেশ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন। প্রকটলীলাবসানে সেই বিষ্ণুই বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকাদি ধামে নিগূঢ়ভাবে লীলা করিতে থাকেন। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—'নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ"—ভগবান্ মধুসূদন দ্বারকাতে নিত্য সন্নিহিত আছেন। (ভাঃ ১১।৩১।২৪)

প্রাচীনগণের উক্তি,—সূর্য্য প্রত্যহ প্রাতে জলরাশি হইতে উদিত হন ও অস্তকালে তাহাতেই প্রবেশ করেন। একথা সমুদ্রতীরবাসীদের দৃষ্টিতেই পতিত হয় ; কিন্তু উহা বাস্তব ঘটনা নহে। যদি সূর্য্যের সুমেরু পরিক্রমণাদি বাক্য প্রমাণে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

উক্ত শ্রুতির অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠারোহণ প্রসঙ্গেও অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে। বহু বাক্য যখন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাদিতে নিত্য বিহার-সম্বন্ধে প্রমাণ দিতেছে, তখন তাঁহার বৈকুণ্ঠারোহণ বাক্যের অন্য অর্থ করিতে হইবে। তিনি বিষ্ণুরূপ অংশে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরাদিতে নিত্যলীলা করেন। প্রকট ও অপ্রকটভেদে লীলা দ্বিবিধা। প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট যে লীলা অপ্রকাশিত থাকে, তাহা অপ্রকট-লীলা ; আর তাহাদের নিকট প্রকাশিত লীলা প্রকট-লীলা। অপ্রকট-লীলা আদি-মধ্য-অবসানরূপ পরিচ্ছেদরহিত, ইহা অনন্তকাল চলিতেছে। এই লীলাতেও শ্রীকৃষ্ণ যাদবেন্দ্ররূপে বা ব্রজযুবরাজরূপে মহাসভায় উপবেশনাদি বা গোচারণাদি লীলা-বিনোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরাদির ক্রমে বিকাশ প্রাপ্তি হয় এবং ভগবদিচ্ছাশক্তিদ্বারা আদি, মধ্য, অবসান হইয়া থাকে। কালের কোন শক্তি ইহাতে নাই।

অপ্রকট-লীলা—মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার উপাসনানুযায়ী একস্থানে নিত্যস্থিতি। স্বারসিকী লীলা বহুস্থান-ব্যাপিনী, নানাপ্রকাশ-ময়ী ও আদি-মধ্যাবসানহীনা। বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকাশে মন্ত্রোপাসনা-ময়ী লীলা বিদ্যমান। স্বারসিকী সে-সকলকে আপনার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া বিবিধ বিচিত্রতার সহিত অনন্তকাল চলিয়া আসিতেছে। মন্ত্রোপাসনাময়ীতে শ্রীরাধাগোবিন্দ যমুনা-তীরবর্ত্তী কুঞ্জে উপবিষ্ট আছেন, আর স্বারসিকীতে অভিসারের পর উভয়ের মিলন, কুঞ্জ-প্রবেশ, তথায় অবস্থানানন্তর বন ভ্রমণ ইত্যাদি বহু বিচিত্রতা আছে।

শ্রীউদ্ধব ব্রজরাজদম্পতিকে বলিতেছেন,—

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধ্যসি।। (ভাঃ ১০।৪৬।৩৬)

হে মহাভাগদ্বয়! আপনারা খেদ করিবেন না, কৃষ্ণকে সমীপেই দর্শন করিবেন। তিনি কাষ্ঠমধ্যে অগ্নির ন্যায় ভূতসমূহের অন্তর্হৃদয়ে বর্ত্তমান। তাঁহাদের নিকট স্থিতির অব্যভিচারী দৃষ্টান্ত—প্রাণিগণের হৃদয়ে পরমাত্মলক্ষণ জ্যোতিসদৃশ, আর কাষ্ঠে অগ্নিলক্ষণ জ্যোতিসদৃশ তিনি সতত বিদ্যমান। আপনাদের নিরন্তর স্ফূর্ত্তিই এ বিষয়ে প্রমাণ। এস্থলে 'অপ্রকট-লীলা'র নিকটে স্থিতি অর্থ না করিয়া অন্য অর্থ করিতে গেলে অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে। কারণ অন্তর্হৃদয়ে আছেন বলিয়াই যে দর্শন হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবদ্বারা গোপীগণের নিকট যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহাতেও নিত্যস্থিতির কথা বলিয়াছেন,—

ভবতানাং বিয়োগো মে ন হি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ।

(ভাঃ ১০।৪৭।২৯)

আপনাদের সহিত আমার সর্ব্বস্বরূপে কোনরূপ বিচ্ছেদ নাই।

প্রকটলীলায় বিরাজমান একপ্রকাশে বিয়োগ, অপ্রকটলীলায় বিরাজমান অপর প্রকাশে সংযোগ আছে ; সুতরাং সর্ব্বস্বরূপে বিচ্ছেদ নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণবিরহে যখন পরস্পর বিরুদ্ধশক্তির আশ্রয় তখন তদীয় বিভিন্ন প্রকাশে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রকাশও ভ্রান্তিজনক নহে। প্রকাশরূপে নানা ক্রিয়ার অধিষ্ঠানহেতু লীলারস পোষণের জন্য সেই প্রকাশ-সকলে অভিমান ভেদ এবং পরস্পরের অনুসন্ধান প্রায় স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণও তাঁহার স্বরূপ-শক্তিপর বলিয়া নিজ নিজ প্রকাশরূপ প্রবচনে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের মহিষী-বিবাহে দেবকী প্রভৃতিতেও প্রকাশভেদ দেখা গিয়াছিল—দেবর্ষি নারদ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীনারদ একস্থানে দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া ও উদ্ধবসহ পাশা খেলিতেছেন, আবার অন্যত্র উদ্ধবাদির সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন। এইরূপ দেবকীদেবীও কোথাও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিতেছেন, কোথাও বা কৃষ্ণ-অদর্শনে উৎকণ্ঠিতা। সুতরাং দ্বারকায় প্রকাশ ভেদ হইলে তজ্জন্য অভিমানভেদ ক্রিয়াভেদাদি যদি দৃষ্ট হয়, তবে বৃন্দাবনলীলাতেও তদ্রূপ দৃষ্ট হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবদ্বারা গোপীগণকে বলিতেছেন,—

যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায্বগ্নির্জলং মহী।
তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ।। (ভাঃ ১০।৪৭।২৯)

আকাশ প্রভৃতি কারণরূপ ভূতসকল নিজ নিজ কার্য্যরূপ ভূতে বর্ত্তমান আকাশের স্থিতি বায়ুতে, বায়ুর স্থিতি তেজে, তেজের স্থিতি জলে, জলের স্থিতি পৃথিবীতে, তদ্রূপ আমি আপনাদের মন প্রভৃতির আশ্রয়রূপে বিদ্যমান আছি। আমি না থাকিলে আপনাদের মনঃ প্রাণাদি আমার বিচ্ছেদে ক্ষণকালও থাকিত না। উগ্রসেনকে বিরহসংযোগে যুগপৎস্থিতি বর্ণন করিয়া সেই স্থিতি যাহাতে সম্ভবপর হয় এমন প্রকাশ-বৈচিত্র্যের বিষয়ে বলিতেছেন,—

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মনা।। (ভাঃ ১০।৪৭।৩০)

আত্মমায়ানুভাবদ্বারা ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মা আমি আত্মাতে আত্মাকে সৃষ্টি, নাশ ও পালন করি।

আত্মাতে—অনন্ত প্রকাশময় শ্রীবিগ্রহ লক্ষণ আপনাতে স্বয়ং আত্মাকে নিজ প্রকাশ বিশেষকে সৃষ্টি করি—অভিব্যক্ত করি। আত্মানুভাব—অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে সৃষ্টি করি, ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মাভূত পরমার্থ সত্যস্বরূপ যে আমার ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি যে-

সকল গুণ এবং তৎসমুদয়ের প্রকাশস্বরূপ—তদ্দ্বারা সৃষ্টি করি। এইরূপ প্রকাশ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া আবার কখনও অন্যত্র গমন করি। তৎপশ্চাৎ আবার কখনও পালন করি অর্থাৎ স্বয়ং আসিয়া নিজ বিরহব্যথিত জনগণকে রক্ষা করি।

পূর্ব্বশ্লোকে অপ্রকট-প্রকাশে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত স্থিতি বর্ণনপূর্ব্বক পক্ষান্তর অবলম্বনপূর্ব্বক বলিতেছেন,—

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ।
সুষুপ্তি-স্বপ্নজাগ্রদ্ভির্মনোবৃত্তিভিরীয়তে।। (ভাঃ ১০।৪৭।৩১)

আত্মা আমি শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের সুষুপ্ত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট মনোবৃত্তিসমূহ-দ্বারা অনুভূত হইতেছি। তাহা জ্ঞানময়—নানা বিদ্যাবিদগ্ধ, শুদ্ধ, ব্যতিরিক্ত (বিগত অতিরিক্ত যাহা হইতে) সর্ব্বোত্তম ; গুণান্বয়—সর্ব্বগুণশালী। অতএব সেই স্ফূর্ত্তি-রূপ অনুভব কোন সময়ে সাক্ষাৎকার বলিয়া মনে হইবে।

সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা ছাড়া অন্য কাহারও স্ফূর্ত্তি হয় না। কিন্তু ব্রজগোপীগণের সুষুপ্তি অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি নির্দ্দেশ থাকায় সর্ব্বদা তিনি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। জাগ্রৎস্বপ্ন—দুই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য স্ফূর্ত্তি হয় না। কিন্তু সুষুপ্তিতে অন্তরিন্দ্রিয় বাহ্যেন্দ্রিয় কোনটীরই সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু গোপীগণের জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থার অনুভব সুষুপ্তিতেও বিদ্যমান থাকে। প্রাকৃত লোকের সুষুপ্তি হইতে গোপীগণের সুষুপ্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সমাধিলক্ষণ সুষুপ্তিতেও শ্রীকৃষ্ণানুভব লাভ করেন। গরুড়পুরাণের উক্তি,—

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু যোগস্থস্য চ যোগিনঃ।
যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবেদচ্যুতাশ্রয়া।।

জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় যোগস্থ যোগিগণের মনোবৃত্তি যাহা কিছু সকলই অচ্যুতকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

যদি বল—সর্ব্বাবস্থায় আমরা তোমাকে অনুভব করি, কিন্তু আমাদের বিরহই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, তজ্জন্য বলিতেছেন আমার বিয়োগিতাভিমানী মনোবৃত্তি কোনরূপে অবরুদ্ধ করিতে পারিলে স্বতঃই নিত্য-সংযোগিতা উদিত হইবে। তজ্জন্য যোগশাস্ত্রের যুক্তি দিতেছেন,—

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়ানি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত।। (ভাঃ ১০।৪৭।৩২)

সুপ্তোত্থিত পুরুষ যেমন মিথ্যাভূত স্বপ্নের চিন্তা করে এবং ইন্দ্রিয়ার্থ প্রভৃতিকে যে মনদ্বারা চিন্তা করে এবং ইন্দ্রিয়গণ যে মনদ্বারা উহা প্রাপ্ত হয়, সেই মনকে নিরুদ্ধ করিবে। যদিও ব্রজরামাগণ স্বপ্নাদির মত অজ্ঞান জন্য অভ্যস্ত নহেন তথাপি প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি হেতু অপ্রকট-লীলায় অনুভবসিদ্ধ নিত্যসংযোগ

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

অনুসন্ধান করাইবার জন্যই তাদৃশ উপদেশ দান। মনোনিরোধ ভিন্ন বিক্ষিপ্তচিত্তে নিকটস্থ বিষয়ও উপলব্ধি হয় না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট-প্রকাশে গোপীদের নিকট বিরাজিত থাকিলেও প্রকট-লীলাগত বিরহ-বিক্ষেপজন্য তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। তজ্জন্য মনোনিরোধের প্রশংসার্থ বলিতেছেন,—

এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ।।
(ভাঃ ১০।৪৭।৩৩)

বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত নদীসকল যেমন সাগরে সম্মিলিত হয়, তদ্রূপ অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, সন্ন্যাস, স্বধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়দমন ও সত্য প্রভৃতি বিভিন্ন সাধন মনোনিরোধেই পর্য্যবসিত হয়। বেদবিদ্‌গণ মনোনিরোধের প্রশংসা করেন ; অতএব তোমরাও আমার বিচ্ছেদাভিমানী মনোবৃত্তির নিরোধ সাধন করিলেই তোমাদের নিত্যসংযোগের উপলব্ধি হইবে।

যদি এরূপ বল, তোমার বিরহে দুঃখিতা আমাদিগকে নিজপ্রাপ্তি-সাধন উপদেশ না করিয়া নিজে উপস্থিত হইতেছ না কেন? এই বিতর্কের আশঙ্কায় বলিলেন,—

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যান-কাম্যয়া।। (ভাঃ ১০।৪৭।৩৪)

আমি তোমাদের নয়নের প্রিয়, আমার দর্শন ভিন্ন তোমরা আর কিছুতেই সুখলাভ করিতে পার না। সেই আমি দূরে অবস্থান করিতেছি, তাহা কেবল নিয়ত আমার ধ্যানের জন্য মনের সান্নিধ্য ঘটাইবার নিমিত্ত। প্রিয়জনের প্রতি মনের যত আবেগ ঘটে ততই আনন্দ। যদি আমি নিকটে থাকি, তাহা হইলে তোমাদের আমার নয়নে আবেশ থাকিবে। আর দূরে থাকিলে মনেই আবেশ থাকিবে। তাহাতে কি হইবে?

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ।। (ভাঃ ১০।৪৭।৩৬)

তোমার অশেষ বৃত্তিরহিত মনকে আমাতে আবিষ্ট করিতে, নিয়ত আমার স্মরণ করিতে থাকিলে অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছেন,—

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্ম্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া।। (ভাঃ ১০।৪৭।৩৭)

হে কল্যাণিগণ! বৃন্দাবনে রাসবিহারকালে যে-সকল অবলা অবরুদ্ধ হওয়ায় আমার সহিত রাসক্রীড়ায় বঞ্চিতা ছিল, তাহারা আমার বীর্য্য চিন্তা করিতে করিতে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

শ্রীতুলসী-মাহাত্ম্য

শ্রীতুলসীর প্রণাম-মন্ত্রে পাওয়া যায়,—

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।

বৃন্দাদেবীরই অপর নাম শ্রীতুলসীদেবী এবং তিনি শ্রীকেশবের অত্যন্ত প্রিয়া ও বিষ্ণুভক্তিপ্রদাতৃ। অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ জীবকে তিনি ধামবাসের অধিকার প্রদান করেন।

তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সী।
যে তোমার শরণ লয়, সেই কৃষ্ণসেবা পায়,
কৃপা করি' কর তারে বৃন্দাবনবাসী।।

(শ্রীল কেশব গোস্বামী)

শ্রীতুলসী মহাপ্রসাদ-সাধিনী, সর্ব্বসৌভাগ্য বর্দ্ধনকারিণী ও নিত্য আধিব্যাধি-হারিণী। স্কন্দপুরাণের অবন্তীখণ্ডে উল্লেখ রহিয়াছে,—"শ্রীতুলসীকে দর্শন করিলে সকল পাপ নষ্ট হয়, স্পর্শ করিলে শরীর পবিত্র হয়, বন্দনা করিলে রোগসমূহের নিবারণ হইয়া থাকে, জলদ্বারাসিক্ত করিলে যম-ভয় থাকে না, রোপণ করিলে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিলে মুক্তিফল লাভ হয়।" অগস্ত্য সংহিতা বলিয়াছেন,—"তুলসী রোপণ, তাহাতে জলসিঞ্চন, দর্শন ও স্পর্শন করিলে পবিত্রতা লাভ হয় এবং যত্নসহকারে আরাধনা করিলে সর্ব্ব অভিলাষ সিদ্ধ হয়।" নিত্য তুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, নমস্কার, মাহাত্ম্য শ্রবণ, রোপণ, পূজা বা সেবা যাহা কিছু করা যায়, তাহাতেই মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।

এতৎপ্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে পাওয়া যায়,—

নিরীক্ষিতা নরৈর্যৈস্তু তুলসীবন-বাটিকা।
রোপিতা যৈশ্চ বিধিনা সৎপ্রাপ্তং পরমং পদম্।।
দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা।।
নবধা তুলসী নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগ-কোটিসহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে।।

"যে-সকল ব্যক্তি তুলসী দর্শন বা রোপণ করেন, তাঁহারা ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হন। প্রত্যহ তুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যন, কীর্ত্তন, প্রণাম, গুণশ্রবণ, রোপণ, সেবন ও পূজা করিলে অত্যন্ত শুভফল লাভ হয়। যাঁহারা নবধারূপে নিত্য তুলসীর

সেবা করেন, তাঁহারা নিত্যকালের জন্য শ্রীহরির ধামে বসবাস করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।"

যেস্থানে তুলসীকানন বা বৈষ্ণবগণ না থাকেন, সে স্থান শ্মশানবৎ। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে পাওয়া যায়,—"যে-গৃহে তুলসীমৃত্তিকা, তুলসীকাষ্ঠ ও তুলসীপত্র বিদ্যমান, সেই গৃহে বিষ্ণুর নিশ্চল স্থান।" শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

দুর্ল্লভা তুলসী-সেবা দুর্ল্লভা সঙ্গতিঃ সতাম্।
দুর্ল্লভা হরিভক্তিশ্চ সংসারার্ণব-পাতিনাম্।। (বৃহন্নারদীয়পুরাণ)

"সংসারসমুদ্রে পতিত জনগণের পক্ষে তুলসীসেবা দুর্ল্লভা, সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ ও হরিভক্তিও দুর্ল্লভা।" তুলসীমঞ্জরী—ভগবদাভিন্ন বস্তু ও মহাভাগবত। তুলসীর কানন সর্ব্বপাপহরা ও অত্যন্ত পবিত্রা। শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর হইতে পাওয়া যায়,—

পত্রং পুষ্পং ফলং কাষ্ঠং ত্বক্-শাখা-পল্লবাঙ্কুরম্।
তুলসী-সম্ভবং মূলং পাবনং মৃত্তিকাদ্যপি।।

"তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কাষ্ঠ, ত্বক্, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল, মৃত্তিকা প্রভৃতি সকলই পবিত্র।" প্রত্যহ পূজিতা তুলসী যাঁহার গৃহে অবস্থান করেন, দিন দিন তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে-মনুষ্য অনন্যমনে নিত্য তুলসীর স্তব করেন, তিনি পিতৃগণের, দেবগণের ও নরগণের প্রিয় হন। তুলসীসেবার দ্বারা দারিদ্র্য, যাবতীয় রোগ ও দুঃখ নষ্ট হয় এবং প্রচুর ধনলাভ হয়। যেস্থানে তুলসীদেবী অবস্থান করেন ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ করা হয়, সেইস্থানে শ্রীহরি অবস্থান করেন।

তুলসীকাননং যত্র তত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণ-পঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।।

কলিকালে দেবদেব জগৎপতি তুলসীকানন ব্যতীত অন্য কোন কাননেই প্রীতিলাভ করেন না। কলিযুগে কেশব সহস্র সহস্র তীর্থক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া তুলসীকাননে নিত্য বাস করেন।

হিত্বা তীর্থ সহস্রাণি সর্ব্বানপি শিলোচ্চায়ন্।
তুলসী-কাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ।। (স্কন্দপুরাণ)

তুলসীকানন দর্শন করিলে লোক সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ পায় এবং ব্রহ্মঘাতীও সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র হইয়া যায়। হরিভক্তিসুধোদয়ে পাওয়া যায়,—"পুণ্যাত্মা হউক আর পাপিষ্ঠই হউক, যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দিয়া বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহার নিকট যাইতে যমদূতগণের অধিকার নাই, তাঁহার মৃত্যু হইলে বিষ্ণুদূতসকল তাঁহাকে বৈকুণ্ঠপুরে লইয়া যায়।"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

তুলস্যাঃ পরিসরে যস্য কাননং তিষ্ঠতি দ্বিজ।
গৃহস্য তীর্থরূপত্বান্নায়ান্তি যমকিঙ্করাঃ।। (পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড)

"যাঁহার গৃহে তুলসীর কানন থাকে, তীর্থস্বরূপ বলিয়া তথায় যমকিঙ্করগণ আগমন করেন না।" ধ্রুবচরিতের মধ্যেও উক্ত হইয়াছে,—

তুলসী যস্য ভবনে প্রত্যহং পরিপূজ্যতে।
তদ্‌গৃহং নোপসর্পন্তি কদাচিৎ যমকিঙ্করাঃ।।

"যাঁহার গৃহে প্রত্যহ তুলসীর পূজা হয়, যমদূতগণ কখনও সেই গৃহের সম্মুখে যাইতে সমর্থ নহেন।"

তুলসী-দর্শন, তুলসীতে জলদান ও তুলসী-পরিক্রমা-মাহাত্ম্য

যাঁহার গৃহে প্রত্যহ শ্রীতুলসী জলসেচন-দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন, তাঁহার যাবতীয় মঙ্গল পরিবর্দ্ধিত হয়। "জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন।" (চৈঃ চঃ)। কৃষ্ণকে যিনি জল-তুলসী দেন, তাঁহার ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া কৃষ্ণ আপনার স্বরূপকে তদ্বিনিময়ে দিয়া ঋণ শোধ করেন। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তুলসীর পার্শ্বে বসিয়া সংখ্যানাম পূর্ণ করিতেন।

নির্জ্জন-বনে কুটির করি' তুলসী-সেবন।
রাত্রি-দিনে তিনলক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।। (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১০০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক তুলসীর সম্মান—

এক ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পুরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া।।
প্রভু বলে,—"আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসো যেন মৎস্য বিনে জলে।। (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"তুলসী দেখি', জুড়ায় প্রাণ, মাধবতোষণী জানি'।।" শ্রীল হরিদাস ঠাকুর লক্ষহীরা বেশ্যাকে উপদেশ করিয়াছেন,—

নিরন্তর নাম লও, তুলসী-সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।। (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৩৭)

বৃহন্নারদীয় পুরাণে যম-ভগীরথ-সংবাদে পাওয়া যায়,—"যিনি গণ্ডূষপরিমাণ জল তুলসীতে সেচন করিবেন, তিনি যতদিন চন্দ্রতারা থাকিবে, ততদিন ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের সহিত বাস করিতে পারিবেন।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণের মাধ্যমে তুলসীতে জলদানের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়,—

যথাবিধি করি' প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ৮।৭৩)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি' ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৮৭)
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি' 'হরি' 'হরি'।।
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।১০১)

শ্রীতুলসী-প্রদক্ষিণ প্রসঙ্গে অগস্ত্যসংহিতা বলিয়াছেন,—

প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীণমবশিষ্যতে।।

"যাঁহারা প্রত্যহ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তুলসীকে প্রণাম করেন, তাঁহাদিগের কোন পাপই ধ্বংস হইতে অবশিষ্ট থাকে না।" দেবর্ষি নারদ ধর্ম্ম ব্যাধকে উপদেশ করিয়াছেন,—

তুলসী-পরিক্রমা কর, তুলসী সেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিহ কীর্ত্তন।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।২৬১)

যাঁহারা তুলসীর দর্শন, তুলসীতে জলদান ও তুলসী-পরিক্রমা করেন, তাঁহাদিগের নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, তাঁহারা বিষ্ণুধামে গমন করেন।

তুলসী-রোপণ-মাহাত্ম্য

পৃথিবীতে কলিযুগে কেশবের প্রীত্যর্থ যাঁহারা তুলসী রোপণ করেন, তাঁহাদিগের করপল্লব ধন্য। কলিকালে স্নানে, দানে, ধ্যানে, কেশবপূজায় তুলসী ব্যবহার ও তুলসী রোপণ করিলে তুলসী পাপ দহন করেন। যে-সকল দেবমন্দিরে পবিত্র তুলসীবৃক্ষ রোপিত হয়, সেই সমস্ত স্থানই চক্রধর হরির তীর্থস্বরূপ। পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে পাওয়া যায়,—"সর্ব্বপাপহর ও সর্ব্বকামদ তুলসীবন রোপণ করিলে যমালয়ে গমন করিতে হয় না।" পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—'রোপণের পরে কণ্টকবেষ্টনীদ্বারা রক্ষিত ও জলসেচনাদিদ্বারা বর্দ্ধিত তুলসী যে গৃহে বিরাজ করেন, যমদূতগণ সেই গৃহের নিকট গমন করেন না।" বৃহন্নারদীয় পুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে,—"কেহ যদি পৃথিবীতে তুলসী রোপণ করেন, যম তাহা দর্শন করিয়া তাঁহার পাপলিপি মুছিয়া ফেলেন।" যিনি তুলসী রোপণ করিয়াছেন, তিনি দান, হোম, জপ, তপস্যা সকলই করিয়াছেন। যিনি তুলসীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন, তিনি কুলত্রয়ের সহিত বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করেন।

তুলসীমালা-ধারণ-মাহাত্ম্য

যে নর কণ্ঠদেশে তুলসীর মালা ধারণ করে না, পদ্মপুরাণ তাহাকে 'ব্রহ্মরাক্ষস' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। তুলসীমালা ধারণকারীর অঙ্গ পাপ কখনও স্পর্শ করিতে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

পারে না। যাঁহারা গলদেশে তুলসীমালা ধারণ করেন, যমদূতগণের তাঁহাদের নিকট কখনও গমন করিবার অধিকার নাই। এতৎপ্রসঙ্গে গরুড়পুরাণে রহিয়াছে,—

তুলসীকাষ্ঠমালাস্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ।
দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেণ বাতোদ্ধূতং যথা দলম্।।
তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতো ভ্রমতে যদি।
দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শস্ত্রজং ক্বচিৎ।।

"যমের কিঙ্করগণ তুলসীকাষ্ঠময়ী মালা দেখিয়া দূর হইতে বায়ু-বিতাড়িত পত্রবৎ পলায়ন করেন। তুলসীর মালা গলায় পরিয়া ভ্রমণ করিলে কোথাও দুঃস্বপ্ন, দুর্ঘটনা ও শঙ্কাজনিত ভয় থাকে না।" গরুড়পুরাণের অন্যত্র মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিয়াছেন,—

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে।।

"যে মানব তুলসীকাষ্ঠ-রচিত মালা ধারণ করেন, তাঁহার প্রায়শ্চিত্তে প্রয়োজন নাই এবং তাঁহার দেহে অশৌচ থাকে না।" কলিকালে তুলসীকণ্ঠের মালাসমূহে ভূষিত হইয়া পুণ্যক্রিয়া এবং পিতৃগণের কর্ম্ম করিলে কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। অগস্ত্যসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—"তুলসীমালা ধারণ করিয়া যিনি ভগবানের পূজা করেন, তিনি অনন্তফল লাভ করেন।" স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন,—"যাঁহার গল-দেশে তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালা দৃষ্ট হয়, তিনি নিশ্চয়ই ভগবদ্ভক্ত।" নারদীয় পুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে,—"যে-সকল ব্যক্তির কণ্ঠদেশে তুলসীমালা সংলগ্ন, সেই বৈষ্ণব-গণ জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন।"

তুলসী ব্যতীত বিষ্ণুপূজা অসম্ভব

তুলসীদেবী সামান্য বৃক্ষমাত্র নহে, তিনি—বার্ষ্কাচ্চাবতার। বৃক্ষজ্ঞানে তুলসীকে অবজ্ঞা করা অপরাধ ও তৎফলে নরক অবশ্যম্ভাবী। তুলসীদেবী অতুলনীয়া, এই জগতের কোনপ্রকার পুষ্প বা পত্রের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না।

জগতের যত ফুল,　　কভু নহে সমতুল,
সর্ব্বত্যজি কৃষ্ণ তব মঞ্জরী বিলাসী।

(শ্রীল কেশব গোস্বামী)

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে (১৮।২৯) বলা হইয়াছে,—

পারিজাতস্রজং হিত্বা যাং বিভর্ত্তি মুদা হরিঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া সা তুলসী কথং বারুৎসু গণ্যতে।।

"শ্রীহরি পারিজাতপুষ্পের মালা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে সহর্ষে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই হরিপ্রিয়া তুলসী কিরূপে সামান্য লতাসমূহের মধ্যে গণ্য হইবেন?"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

ভগবৎ-সেবার্থই তুলসী-চয়ন শাস্ত্রবিধি। ভগবৎসেবা ব্যতীত নিজের জন্য অর্থাৎ সর্দ্দি, কাশি, জ্বর প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের ঔষধরূপে তুলসী ব্যবহার করিলে অমঙ্গল ঘটে। এমনকি, তুলসীপত্রের দ্বারা অন্য দেবদেবীর পূজাও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

তুলসী-দলমাদায় যোঽন্যং দেবং প্রপূজয়েৎ।
ব্রহ্মহা স হি গোঘ্নশ্চ স এব গুরুতল্পগঃ।।

"যে ব্যক্তি তুলসীপত্রের দ্বারা অন্য দেবদেবীর পূজা করেন, তাঁহার ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা ও গুরুপত্নী-গমনের পাপ হইয়া থাকে।" শ্রীগুরুদেবের চরণে তুলসী দেওয়া অত্যন্ত অপরাধ।

যাঁহারা কোমল তুলসীপত্রের দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা কখনও কালের কবলে পতিত হন না। বৈষ্ণব বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া তুলসীপত্র গ্রহণ করেন না।

শ্রীমত্তুলস্যা পত্রস্য মাহাত্ম্যং যদ্যপীদৃশম্।
তথাপি বৈষ্ণবৈস্তন্ন গ্রাহ্যং কৃষ্ণার্পণ বিনা।।

"যদিও শাস্ত্রে তুলসীপত্রের অত্যাশ্চর্য্য মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণে অর্পণ না করিয়া উহা কদাচ গ্রহণ করেন না।" আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া গর্ব্ববোধ করে, লোকরঞ্জনের জন্য বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া তুলসীপত্র ধারণ করে। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"যথাবিধি লব্ধ বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি ভগবদ্বিষ্ণু-নৈবেদ্য তুলসীমঞ্জরীর সহিত অর্পণ না করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করেন না, কেন না, তুলসী—নিত্য কৃষ্ণপ্রেয়সী, তাহার মঞ্জরী-পত্রও সুতরাং কেশবের অত্যন্ত প্রিয়। বার্ক্ষার্চ্চাবতার তুলসীর মঞ্জরীর সহযোগেই অর্চ্চাবতার শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহের অর্চ্চন বিধেয়। বার্ক্ষার্চ্চার মঞ্জরীদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু-বিগ্রহের অর্চ্চন-বিধি ব্যবস্থা সকল সাত্বত বৈষ্ণব-স্মৃতি শাস্ত্রেই বিদিত।" তুলসীপত্র ভগবান্‌কে ভক্তি-পূর্ব্বক অর্পণ করিলে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।

বিনা স্নানে তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ। প্রাতঃস্নানান্তে তুলসীচয়ন সর্ব্বোত্তম। অসমর্থপক্ষে মন্ত্রস্নানপূর্ব্বক শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া তুলসীচয়ন কর্ত্তব্য। স্নান ও আহ্নিকের পর তুলসীকে স্নান করাইয়া প্রণামপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা সবৃন্ত এক একটী তুলসীপত্র বা কোমল মঞ্জরী সাবধানপূর্ব্বক চয়ন করিতে হয়। তুলসীস্নান-মন্ত্র,—

ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নপয়ামি জগদ্ধাত্রীং হরিভক্তিপ্রদায়িনীম্।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

অপর লোকের পক্ষে অন্যান্য দিনে তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ থাকিলেও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের পক্ষে কেবলমাত্র দ্বাদশী-তিথিতে তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ। পূর্ব্বদিনের বা বহুদিন পূর্ব্বে চয়ন করা, এমনকি শুষ্ক অনিবেদিত তুলসী-পত্রদ্বারাও পূজার বিধি রহিয়াছে। তুলসীদেবীর অসীম ও অপার মহিমা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। কামাদিতরঙ্গ-মধ্যে পতিত লক্ষ-অপরাধযুক্ত ভক্তিবিহীন ব্যক্তির পক্ষে শ্রীতুলসী-দেবীর শরণ গ্রহণ ব্যতীত মঙ্গলের অন্য কোন রাস্তা নাই।

ভক্ত্যাবিহীনা অপরাধলক্ষৈঃ ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি তরঙ্গমধ্যে।
কৃপাময়ি! ত্বাং শরণং প্রপন্না বৃন্দে নুমস্তে চরণারবিন্দম্।।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

প্রয়াগ-মাহাত্ম্য

শ্রীব্যাসদেবের পরামর্শানুসারে যুধিষ্ঠির মহারাজ ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, গান্ধারী, দ্রৌপদী, কুন্তী, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই ভীষ্মের দর্শনে গিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট ভীষ্ম ধর্ম্ম-অধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বকথা উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠির মহারাজের নিকট প্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া একটী উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। তাহা এইপ্রকার,—

অযোধ্যায় ধনপতি-নামে এক বৈশ্য বাস করিতেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী মহাধনশালী ছিলেন এবং অশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম সুমতি। সুমতি পরমা সুন্দরী ছিলেন। সেই বৈশ্য দম্পতি সর্ব্বসুখে সুখী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন সন্তান ছিল না। পুত্র-কামনায় তাঁহারা নানাবিধ ব্রত ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেও অদৃষ্টের দোষে তাঁহাদের কোন সন্তান হইল না। এইজন্য তাঁহাদের অন্তর সর্ব্বদাই দুঃখে ভরিয়া থাকিত।

ধনপতি বৈশ্য বাণিজ্যের কারণে দূরদেশে গমন করিলেন। একদিন তাঁহার পত্নী সুমতি দাসীগণ সমভিব্যাহারে সরোবরে স্নান করিতে গেলেন। সেই সরোবরটীর নাম রাম সরোবর। উপবনের মধ্যে অবস্থিত সরোবরটী খুবই সুন্দর ও পবিত্র। ঐ পবিত্র সরোবরে স্নান করিলে বহু পুণ্য লাভ হয়। সুমতি সরোবরে স্নান করিতেছেন। তিনি এমনই সুন্দরী ছিলেন যে তাঁহার অঙ্গচ্ছটায় যেন চারিদিক আলোকিত হইয়া গিয়াছে। সেইসময় লুব্ধক-নামে এক ব্যাধ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুমতিকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পাইবার আশায় লুব্ধক তাঁহার নিকট গিয়া অনেক মধুর বচন বলিতে লাগিল এবং তাহাকে বরণ করিতে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

বলিল। ইহা শুনিয়া সুমতি তাহাকে অনেক তিরস্কার বাক্য প্রয়োগদ্বারা অর্থাৎ গালাগালি করিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। সুমতি গৃহে প্রস্থান করিল।

ব্যাধ ছাড়িবার পাত্র নহে। সে মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়া বৈশ্যপত্নীর দাসীগণের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে অনেক প্রলোভন দেখাইল। কি উপায়ে সুমতিকে লাভ করা যায় জিজ্ঞাসা করিলে দাসীগণ তাহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিল। তাহাতেও সে হতোদ্যম না হইয়া বারম্বার দাসীগণকে সুমতিকে পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে দাসীগণের মধ্যে মালিনী-নাম্নী এক চতুরা দাসী কহিল,—"প্রয়াগে গিয়া সন্ন্যাসী হইয়া তপস্যা কর। প্রয়াগতীর্থের জলে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে। একসঙ্গে তিনদিন তিনরাত্রি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করত ভগবান্ শ্রীহরির ধ্যান করিবে। প্রয়াগতীর্থে এইভাবে যদি কঠোর তপস্যা করিতে পার, তাহা হইলে তুমি এই কন্যা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।"

মালিনীর মুখে এইকথা শুনিয়া সেই ব্যাধ সানন্দে প্রয়াগতীর্থে আগমন করিল এবং একাসনে তিনদিন তিনরাত্রি উপবাস করিয়া সমাহিত-চিত্তে শ্রীহরিস্মরণপূর্ব্বক ভজন করিতে লাগিল। ভক্তবৎসল শ্রীহরি তাহার এইপ্রকার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতেই দৈববাণী করিলেন,—"বৎস! তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি এই প্রয়াগতীর্থে পুনরায় স্নান কর, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" ব্যাধ শ্রীহরির এইপ্রকার আদেশ পাইয়া পুলকিত হইয়া প্রয়াগতীর্থে স্নান ও তর্পণ করিল। ইহাতে তাহার পাপশরীর পাপমুক্ত হইয়া গেল এবং তাহার দিব্যগতি লাভ হইল। সে সঙ্গে সঙ্গে ধনপতি বৈশ্যের আকৃতি লাভ করিয়া রূপে-গুণে তাহারই সমান হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ অযোধ্যায় আসিয়া ধনপতির গৃহে উপস্থিত হইল।

বৈশ্যপত্নী সুমতি তাহাকে দেখিয়া মনে করিল—তাহারই স্বামী বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে তাহাকে প্রণাম করিয়া পাদ্যর্ঘ্য দিয়া সিংহাসনে বসাইল। সে অনেক সোহাগবাক্যে তাহাকে হৃদয়ের আকুলতা ব্যক্ত করিল। ব্যাধ কহিল,—"আমি বহুদূরে বাণিজ্য করিতে গিয়া মহা বিপদের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম। রাক্ষসের হাতে ধন-জন সবই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র তোমার ন্যায় পতিব্রতা পত্নীর ভাগ্যের জোরে এবং দৈবের কৃপায় কোনরকমে প্রাণে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।" এইভাবে তাহাদের কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বৈশ্য নিজগৃহে বহু ধন-রত্নাদি লইয়া ফিরিয়া আসিল। অবিকল তাহারই মত দেখিতে একজনের সঙ্গে তাহার স্ত্রীকে গল্পে মত্ত থাকিতে দেখিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার পত্নীকে কহিল,—"তুমি পতিব্রতা বলিয়া জানিতাম, কিন্তু তোমার একি ব্যবহার! পরপুরুষের সঙ্গে এইপ্রকার আলাপে মত্ত।" বৈশ্যপত্নী দুইজনের আকৃতি,

প্রকৃতি, রূপ একইপ্রকার দেখিয়া কে যে তাহার প্রকৃত স্বামী তাহা ঠিক করিতে পারিতেছে না। তখন সে অনন্যোপায় হইয়া অগতির গতি শ্রীহরির পাদপদ্মে একান্তভাবে শরণাগতা হইল। স্ত্রীজাতির পক্ষে ইহাপেক্ষা আর সঙ্কট এবং মহা লজ্জার ব্যাপার কি হইতে পারে?

এইরূপ মহালজ্জা ও বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনের অশোক-অভয়-অমৃত-আধারস্বরূপ শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইয়া কাতরভাবে স্তব-স্তুতি করিতে লাগিল। তাহার আকুল প্রার্থনায় এবং স্তবে প্রসন্ন হইয়া বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ তথায় আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার ত্রিভঙ্গ ললিতরূপ শ্যাম-কলেবর মোহনমূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্রই বৈশ্যপত্নী সুমতি তাঁহার চরণতলে পতিতা হইল এবং ক্রন্দন করিতে লাগিল। তথায় সমুপস্থিত ধনপতি বৈশ্য এবং ব্যাধও প্রভুর দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া ভগবানের স্তুতি করিতে লাগিল। তাহারা প্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক মন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে।
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দনঃ।
গোবিন্দ-পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধবঃ।।

শ্রীভগবৎ-কৃপায় তাহাদের দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল। সুমতি করযোড়ে মিনতি করিয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে নিবেদন করিল,—'প্রভো! আমি মহাবিপদে পড়িয়াছি। এই দুইজন একই রকমের। দুইজনের একই রূপ। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িয়াছি। ইহাদের মধ্যে আমার প্রকৃত স্বামী যে কে, তাহা আমি চিনিতে পারিতেছি না! আপনার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া বুঝিবার ক্ষমতা আমার কোথায়? আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রকৃত স্বামীকে চিনাইয়া দিন। নচেৎ আমাকে সকলে দ্বিচারিণী বলিবে। ইহা অপেক্ষা আমার মরণই শ্রেয়ঃ। আমি আর এ প্রাণ রাখিব না, আপনার সম্মুখেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।"

ইহা শুনিয়া শ্রীহরি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ইহা দৈবের নির্ব্বন্ধ। খণ্ডন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তোমার অদৃষ্টে দুই স্বামী লিখিত আছে।" শ্রীহরির আদেশে বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আসিল। সেই রথে সশরীরে তিনজন ও ভগবান্ বৈকুণ্ঠের পথে চলিতে লাগিলেন। সেইসময় তাহারা দেখিলেন,—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজবিশিষ্ট দুইজন হরির কিঙ্কর বিমানে যাইতেছেন এবং সেই রথে একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষ রহিয়াছেন। সুমতি কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া নারায়ণকে

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! আপনার সদৃশ রূপধারী ঐ দুইজন কে? এবং তাঁহাদের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট অপর দুইজনই বা কে?" তখন ভগবান্ সুমতিকেই তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কহিলেন। সুমতিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই দুইজন চতুর্ভুজধারী হরি-কিঙ্কর কহিলেন,—"আমরা দুইজনই শ্রীহরির কিঙ্কর। এই যে একজন পুরুষ ও একটী স্ত্রী দেখিতেছ, ইহাদের পরিচয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।—

এই পুরুষটীর নাম ছিল কলিক। কলিক ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও অত্যন্ত পাপাচারী দুষ্ট ছিল। এমন কোন অসৎ কর্ম্ম নাই যে সে করে নাই। আর এই রমণীটী দ্বিচারিণী মহাপাপিনী বেশ্যা ছিল। ইহার নাম ছিল কলিঙ্কা। সৌভাগ্যক্রমে সে একটী শুকপক্ষী পালন করিয়াছিল। শুকপক্ষীটি সর্ব্বদাই 'রাধে কৃষ্ণ' 'রাধে কৃষ্ণ' নাম গান করিত। সেই শুকের মুখে কলিঙ্কা-বেশ্যা হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে মুগ্ধ হইয়া যাইত। ইহাতেই তাহার বহু সাধন হইয়া গেল। সে ত' বেশ্যা ছিল। অতি ভয়ঙ্কর সুমালী গন্ধর্ব্বের সহিতও সে সম্পর্কযুক্ত ছিল। একদিন কলিঙ্কা-বেশ্যা পুষ্প আহরণের জন্য একাকিনী বনে গেল। সেই সময় কলিক ক্ষত্রিয়ও মৃগয়া করিবার জন্য সেই বনে যায়। দুর্ম্মতি কলিক ঐ বেশ্যার রূপে মুগ্ধ হইল এবং জোরপূর্ব্বক তাহাকে রথে তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় সুমালী গন্ধর্ব্ব আসিয়া পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। দুইজনই পরাক্রমশালী। দুইজনই পরস্পরের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বাণের আঘাতে উভয়েই জর্জ্জরিত হইল। তাহারা দুইজনেই প্রয়াগের জলে পড়িয়া গিয়া ডুবিয়া মরিল। প্রয়াগতীর্থে মৃত্যুহেতু ইহাদের জন্ম-জন্মান্তরের সমূহ পাপ মোচন হইয়া গেল। এইজন্যই ইহাদিগকে বৈকুণ্ঠদূতগণ বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতেছেন।"

বিষ্ণুদূতগণের শ্রীমুখে ইহা শ্রবণ করিয়া বৈশ্যপত্নী সুমতি ভাবিল,—"অহো! এইজন্যই ব্যাধ আমার পতির রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই আমার কর্ম্মে ছিল।'—এই বলিয়া সে আশ্বস্ত হইয়া শ্রীহরির চরণে আত্মনিবেদন করিল। তাঁহারা তিনজনই বৈকুণ্ঠে দ্বারী হইয়া রহিল। প্রয়াগতীর্থের এইপ্রকার মহিমা।

কথায় বলে,—"প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা। যারে পাপী যথা তথা।।" প্রয়াগতীর্থের এমনই মাহাত্ম্য যে,—মহাপাপীও যদি ঐ তীর্থে মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্নান করে, তাহা হইলে সে অনায়াসে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করত শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইবে।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

সহজ ও কৃত্রিম

স্বভাব ও স্বরূপগত চেষ্টাই 'সহজ' বৃত্তি ; আর অভাব বা বিরূপগত চেষ্টাই 'কৃত্রিম'তা। আমরা অনেক সময়েই 'সহজ' ও 'কৃত্রিম' এই পরিভাষাদ্বয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে বিরত হই অর্থাৎ কখনও বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে সহজকে 'কৃত্রিম' ও কৃত্রিমকে 'সহজ' বলিয়া মনে করি। কখনও বা সহজ ও কৃত্রিমের সমন্বয়বিধানে প্রয়াসী হই। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের গতি ভিন্নমুখিনী। সহজটী প্রত্যক্‌পথে পরিচালিত, আর কৃত্রিমটী পরাক্‌পথে ধাবিত। স্বরূপগত সহজবৃত্তির নামই 'ভক্তিমার্গ' বা 'সেবা', আর বিরূপগত নৈসর্গিকী চেষ্টা বা কৃত্রিম চেষ্টার নামই অভক্তিমার্গ, কাম, কৈতব বা অপরাধ।

সহজ-ব্যাপারই কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে, আর কৃত্রিম চেষ্টা কৃষ্ণকে শতযোজন দূরে রাখে। সহজ ও কৃত্রিমের মধ্যে বাহ্য আকারগত বিশেষ পার্থক্য নাই, কিন্তু স্বরূপগত আকাশ-পাতাল ভেদ।

ব্রজবাসিজনগণের কৃষ্ণের প্রতি সহজ অহংতা, মমতা অর্থাৎ প্রীতি। নন্দযশোদার কৃষ্ণের প্রতি সহজ-বাৎসল্য, কান্তাগণের নন্দনন্দনের প্রতি সহজ-কাম অর্থাৎ প্রেম। এই সহজপ্রীতি 'রাগাত্মিকা ভক্তি' নামে অভিহিত। এই রাগাত্মিকা ভক্তি বা ব্রজবাসিগণের সহজ আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া যাঁহাদের সহজ রুচি উদিত হয়, অর্থাৎ যাঁহারা সেই অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মিগণের সেবায় লৌল্যবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের অনুগ অর্থাৎ তাঁহাদের আচরণের অনুসরণকারী হন, তাঁহারাই রাগানুগ। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব আত্মস্বরূপের নির্ম্মল অপ্রাকৃত সহজ ব্যাপারটী উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা সহজের অনুসরণ করিতে না পারিয়া 'আনুকরণিক' হইয়া পড়েন। ঐরূপ অনুকরণ সহজতাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া কৃত্রিমতারূপ হেয়তা আনিয়া দেয়। এই কৃত্রিমতা হইতেই জগতে নানা অনর্থ উদিত হয়।

সহজ ও কৃত্রিমের পার্থক্য বুঝিতে না পারিলে সাধন-রাজ্যে বিষম বিপত্তি ঘটে। সাধকমাত্রেরই এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। নতুবা তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইবে।

মানুষ অনুকরণপ্রিয়। অতি শিশুকাল হইতেই আমরা অনুকরণ-কার্য্যটী অভ্যাস করিয়া থাকি। যাঁহারা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই কথাটী ভাল বুঝিতে পারিবেন। জগতের অভিজ্ঞতার সমষ্টি অনুকরণ-প্রিয়তা স্বভাব হইতেই সঞ্চিত হয়। কিন্তু এই অনুকরণ-ক্রিয়াটী অনুসরণ বা আনুগত্যের বিকৃত-প্রতিফলিতা চেষ্টা। অনুকরণে কপটতা আছে, কৃত্রিমতা আছে, আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা আছে,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

দাম্ভিকতা আছে ; কিন্তু অনুবর্ত্তন,অনুসরণ বা আনুগত্যে ঐরূপ কপটতা, কৃত্রিমতা বা দাম্ভিকতা নাই। শিষ্য যখন গুরুর অনুবর্ত্তন করেন অর্থাৎ আনুগত্য করেন, তখন তাঁহার অনর্থাবস্থায় যে কৃত্রিমতারূপ কষায় তাঁহার হৃদয়ে ঈষৎ পরিমাণে বিরাজিত থাকে, সেইটুকুও গুরুকৃপায় বিধৌত হইয়া যায় এবং তাঁহার হৃদয়ের সহজ ভাবটী প্রকটিত হইয়া পড়ে। এইরূপে সহজভাব প্রকটন-চেষ্টার নামই সাধনভক্তি বা অবরোহ-পন্থায় ভগবদনুশীলন।

যাঁহারা সহজভাবের অনুবর্ত্তন না করিয়া, কৃত্রিমভাবে তাঁহার অনুসরণ করেন, তাঁহারাই 'প্রাকৃত সহজিয়া'।

শুদ্ধজীবাত্মার সহজ স্থায়ীভাবে যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী— এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর মিলন হয়, তাহা হইলেই অকৃত্রিম সহজভক্তিরসের উদয় হইয়া থাকে। আর যদি কৃত্রিমরতির সহিত জড়ীয় বিভাবাদি সামগ্রীর মিলন হয়, তাহা হইলে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর হেয় জড়রসের অভ্যুদয় হয়।

কৃষ্ণ অপ্রাকৃতরসের বিষয়-আলম্বন আর গোপীগণ অপ্রাকৃতরসের আশ্রয়-আলম্বন। শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ নিত্যানন্দপ্রভু বিষয়-আলম্বন ও শ্রীঅভিরাম, শ্রীসুন্দরানন্দ-ঠাকুরাদি দ্বাদশগোপাল তাঁহার আশ্রয়-আলম্বন। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীঅভিরামাদির চেষ্টা তাঁহাদের ব্রজলীলার সখ্যভাবগত সহজ চেষ্টা। কেহ কেহ যদি লোকের নিকট প্রেমিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য কিম্বা ব্যক্তিগত মানসজ বিকার চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের জয়মঙ্গল চাবুকদ্বারা প্রহার করিবার ন্যায় হস্তে একটী চাবুক গ্রহণপূর্ব্বক সকলকে প্রহার করিতে থাকে, তাহা হইলে এরূপ 'মতলবী পাগলামী' কৃত্রিমতা এবং বিষ্ণুবৈষ্ণব-চরণে অপরাধের পরিচয়ই প্রদান করিবে। অনেক সময় এইরূপ মতলবী পাগল অর্থাৎ ধর্ম্মের নামে ভণ্ড-ব্যক্তিগণ এইরূপ নানা চেষ্টা দেখাইয়া থাকে। কেহ বা হাতে একগাছি যষ্টি লইয়া, কেহ বা হাতে একটী বাঁশী গ্রহণ করিয়া, কেহ বা মাথায় চূড়া পরিধান করিয়া, কেহ বা বালগোপালের বেশে সজ্জিত হইয়া, কেহ বা প্রাকৃত রক্ত-মাংসের শরীরকে গোপীর বেশে সাজাইয়া, কেহ বা মহাপ্রভুর ন্যায় দিব্যোন্মাদদশা হইয়াছে জানাইবার জন্য নানাপ্রকার কৃত্রিম প্রজল্প বকিয়া নিজেকে অপরাধের চরম সীমায় উপনীত করিয়া থাকে।

ইহারা রসিককুলচূড়ামণি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্তকেও কৃত্রিমতার বলে অতিক্রম করিতে প্রয়াসী বলিয়া মনে হয়,—

"অতোঽপি যথোত্তর-স্বাদুবৈশিষ্ট্যভাঞ্জি স্নেহমান-প্রণয়রাগানুরাগমহাভাবাখ্যানি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

ভক্তিকল্পবল্ল্যা ঊর্দ্ধোর্দ্ধপল্লবগামীনি ফলানি সন্তি। ন তেষামাস্যাদ-সম্পদৌষ্ঠ্যশৈত্য-সংমর্দ্দসহঃ সাধকস্য দেহো ভবেদিতি ন তেষাং তত্র প্রাকট্যসম্ভব ইতি।"

অর্থাৎ ইহারও পর (শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত যে ক্রম তৎপর) উত্তরোত্তর স্বাদু (প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের তারতম্য-বৈচিত্র্য) স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব নামক যে যে কয়েকটী ভক্তিকল্পলতিকার ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর পল্লবগামী ফলরাজি উক্ত হইয়াছে, এই সাধকদেহ তাহাদের আস্বাদনের যোগ্য নহে, সাধকদেহে তাহাদের প্রাকট্যেরও সম্ভাবনা নাই।

শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ বীরভদ্র প্রভু ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ; তিনি তাঁহার সহজভাববশতঃ মস্তকে চূড়া পরিধান করিতেন। ক্ষুদ্রজীবকুল বিষ্ণুর অনুকরণ করিতে গিয়া জগতে 'চূড়াধারী সম্প্রদায়'-নামে একটী বিষ্ণু-অপরাধী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল। অপ্রাকৃত সহজ-রসিক রায়-রামানন্দাদি নিত্যসিদ্ধকুলের সহজভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া নানাবিধ অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। 'সহজ' ও 'কৃত্রিম' এই দুইটীর মধ্যে যে পরস্পর বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সদ্‌গুরুর আনুগত্যাভাবে জীবের হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় আত্মার সহজধর্ম্ম যে নিত্যশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম, সেই শুদ্ধধর্ম্মরাজ্যে নানাবিধ কলির উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর হরিদাসের সহজপ্রেমচেষ্টা অনুকরণ করিতে গিয়া ঢঙ্গবিপ্রের কৃত্রিমতা প্রকাশিত হইয়াছিল। জাতরুচি ভাবুক ও রসিক ভক্তগণের "ব্রজবধূসহ কৃষ্ণবিক্রীড়িত" শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ সহজধর্ম্মের অনুগমন চেষ্টার কৃত্রিমতা করিতে গিয়া আধুনিক প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের রাইকানুর রসগান, রাসপঞ্চাধ্যায় শ্রবণ-কীর্ত্তন (?) অপ্রাকৃত সহজচেষ্টার অনুকরণ—অনুসরণ নহে। অনুকরণে ক্রমোল্লঙ্ঘন, ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ও কৃত্রিমতা বিদ্যমান, অনুসরণে তাহা নাই—কেবল নিষ্কপট আনুগত্য আছে। কৃত্রিমতার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ পরমপ্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম হইতে ত' চিরতরে বঞ্চিত হইতেছেনই, অপিচ ভীষণ অপরাধে নিমজ্জিত হইতেছেন। অতএব সাধকমাত্রেরই 'সহজ' ও 'কৃত্রিম'—এই দুইটী বিষয়ে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম হইতে জানিয়া লওয়া আবশ্যক এবং সতত সতর্ক থাকিয়া ক্রমপন্থায় সহজের অনুগমন এবং কৃত্রিমতার সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

শ্রীগুরু-পূজনোৎসব

আজ শ্রীগুরুপূজা-বাসর—নিত্যারাধ্যতম পতিতপাবন প্রভু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথি। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর অকপট-কৃপার আশ্রিত-সম্প্রদায় অদ্য তৎপাদপদ্মে তাঁহাদের সদা-নিবেদিতাত্মস্বরূপের পুনর্নিবেদনাভিনয় করিয়া প্রসাদ লাভ করিবেন এবং পরমারাধ্যতম প্রভুও তাঁহার অকপট স্নেহ-কৃপাশ্রিতগণের প্রতি তাঁহার নিয়ত বর্দ্ধিত কৃপাদৃষ্টিপাতের প্রসন্নতা বিধান করিবেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম তদাশ্রিতগণের নিত্য আশ্রয় অর্থাৎ খণ্ড মায়িককালের জন্মেরও পূর্ব্ব হইতে নিত্যপ্রভু। তাদৃশ আশ্রিতগণের প্রতি নিত্যপ্রভু তাঁহার প্রচ্ছন্ন ব্যতিরেক আশ্রয়ের অবসান করিয়া যেদিন তাঁহার আশ্রিতগণের নিকট অন্বয় প্রত্যক্ষ কৃপাশ্রয়-স্বরূপের আবিষ্কার করিয়াছেন, সেইদিন নিশ্চয়ই তাঁহার সেবাশ্রিতগণের নিকট তাঁহার বদান্যতা-বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে। অপরপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মও তাঁহার নিত্যাশ্রিতগণের প্রতি নিজের কৃপাবৈশিষ্ট্যের সম্বেদন যেদিন তাঁহার আশ্রিতগণকে অন্বয় ও প্রত্যক্ষভাবে পাইবার জন্য ব্যস্ততার কারুণ্যঘনাঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইদিনও তাঁহার নিত্যস্নেহাস্পদগণের প্রতি স্নেহ-বিগ্রহত্বের উত্তেজক তাঁহার স্নেহার্দ্রতা-বৈশিষ্ট্যময়। এতাদৃশ দিবসে নিত্যাশ্রিতগণ ও নিত্যাশ্রয়বিগ্রহের পারস্পরিক প্রকাশিত স্বরূপের পুনঃ পরিচয়চেষ্টা নিশ্চয়ই অত্যন্ত সুন্দর।

অদ্য শ্রীগুরুদেবতাত্মগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈশিষ্ট্যময় পূজা বিধান করিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-সৌন্দর্য্যলুব্ধ ব্যক্তিগণও তাঁহাদের তাদৃশ সেবাসৌন্দর্য্যে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাদের অনুগমন করিবেন এবং মাদৃশ সেবাসৌন্দর্য্য-দর্শনহীন অন্ধও নিত্যাশ্রিত-বিচারে শ্রীগুরুসেবকগণকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসবে যোগদানের অভিনয় করিবে। অপরপক্ষে অনাশ্রিত-অভিমানী ব্যক্তিগণ এতাদৃশ অনুষ্ঠানে ঔদাসীন্য বা উৎপ্রেক্ষা অবলম্বন করিয়া নিজেদের অবস্থা-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিবেন। কিন্তু যাঁহারা নিজেদের নিত্যাশ্রিত স্বরূপের সাম্বন্ধিক সৌন্দর্য্যবৈশিষ্ট্য-বিচারে উল্লসিত হইবেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুপূজার অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যে নিজেদের উদ্ভাসিত করিবেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিয়তই সেবাবিমুখ মাদৃশ বদ্ধজীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য পূজানুষ্ঠানের অনুভূতিহীন হইয়া বিশ্বের সোনালী আবরণে—বিশ্বের মোহকর তাৎ-কালিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনের হিসাব-নিকাশে মস্‌গুল রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও কৃপাময় তৎসেবকগণ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ কারুণ্য-উদ্বেলিত হইয়া আমার নিকটও এই বৈশিষ্ট্যময় সাম্বাৎসরিক শ্রীগুরুপূজা-উৎসব উপস্থিত করিয়াছেন। আমি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

তাঁহাদের এই কৃপাবদান-গ্রহণে এখনও প্রকৃতই মনোযোগী হইব না? জগতের পান্থাবাসিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গরঙ্গে আর কতদিন মতিচ্ছন্ন হইয়া কপট মোহগ্রস্তের অভিনয় করিব!

যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণপ্রান্তে নিজেদের নিত্যসংলগ্ন ধূলিত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাদৃশ আমার শিক্ষাগুরুপাদপদ্মগণ অদ্যকার নিত্যানুষ্ঠেয় শ্রীগুরুপূজার বৈশিষ্ট্যবিজ্ঞানে আমার একমাত্র অবলম্বন, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে এখন আশ্রয় না পাইবার কপট দৈন্য পোষণ করিয়া নিজের বঞ্চিত অবস্থা স্বীকার করিতে চাহিতেছি না—তাঁহাদের সহিত গোষ্ঠীভুক্ত না হইবার কুমতলবে নিজের সৌভাগ্য প্রত্যাখ্যানই করিতেছি! শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আমার নিত্য-সম্বন্ধ-বন্ধনের অস্বীকারের কি হেতু আছে? জড়ানুভূতি প্রবল করিলে কিছু নিজের চেতনতা প্রসাদ লাভ করিবে না। ভগবানের প্রিয় শ্রীগুরুর সেবকগণের অদ্ভুতশীল শিক্ষা করিলেই—তাঁহাদের কৃপাপ্রদত্ত সঙ্গ লইলেই জড়াভিমানের বিক্রম ক্ষুদ্র বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে এবং শ্রীগুরুপূজনোৎসবের উৎসব-পীঠেও প্রবেশাধিকার পাওয়া যাইতে পারিবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার নিত্যাশ্রিতগণের নিত্যপূজা নিয়তই গ্রহণ করিতেছেন ও অদ্যও করিবেন। আমিও নিত্যাশ্রয় তাঁহার নিত্যাশ্রিত বলিয়া তিনি আমার অদ্যকার পূজাভিনয় অস্বীকার করিবেন না। নিজের মিথ্যা বিরূপাভিমানকে স্বেচ্ছায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে তিনি পূজাগ্রহণের পন্থান্তরও ত' গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহাও জানিয়া যদি অদ্যকার এই স্বরূপ-মহোৎসবে তাঁহার এই পূজায়ই আগ্রহ বর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে আমার ন্যায় কপটাচারী আর কে হইবে? দুর্ব্বলের জন্য যে ব্যবহার, কপটের জন্য তাহা নহে। নিজের চেতনতার প্রতি কিছুমাত্র মমতা থাকিলে বা চেতনতার জন্য কিছুমাত্রও মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন হইলে কপটীর সম্মান প্রয়োজন হয় না। স্বেচ্ছায় শ্রীগুরুপূজায় এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলে নিজের শোচনীয় আস্থাহীন অবস্থার কথা অবশ্যই বিচার করিতে হইবে না কি?

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যাশ্রিতগণই শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজাবিধান করিতে পারেন। যাঁহারা অনাশ্রিতাভিমানী, তাঁহারা নিশ্চয়ই আশ্রয়বিগ্রহের পূজা না করিয়া নিজেদের অনাশ্রয়েরই বহুমানন করিবেন। আমি যদি এখনও নিজের ব্যর্থ অনাশ্রিত অভিমানকে অযথা জিয়াইয়াই রাখিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমার দ্বারাও নিশ্চয়ই আশ্রয়-বিগ্রহের পূজা সম্ভব হইবে না—সকলই সম্পন্ন হইলেও নিজের অজ্ঞান-অহমিকাই পুষ্ট হইতে থাকিবে। ভবিষ্যতে সর্ব্বাত্মনাশ্রিত হইবার কপট কুমতলব লইয়াও

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

অদ্যকার অনুষ্ঠানে নিজের তাদৃশ বঞ্চিত দুর্ভাগ্যের সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের বিরূপাভিমানের কার্য্যকারিতার অশোভন পক্ষপাতিত্ব পরিহার করিয়া যদি নিজের স্বরূপাভিমানের প্রতি—নিজের চেতনের চির-আকাঙ্ক্ষিত অত্যুত্তম উপাদেয় সাম্বন্ধিক সংযোজনার প্রতি একটুও লক্ষ্য হেলা করিয়াও নিক্ষেপ করি, তাহা হইলেই ত' শ্রীগুরু-পূজোৎসবের স্নেহোজ্জ্বল কৃপাবর্ত্তিকার সক্রিয় আলোকরাশি ভ্রান্ত জীবনের ঘনঘটা অজ্ঞান-তিমির—বিরূপের ব্যর্থ অভিমানান্ধকার অবশ্যই বিদূরিত করিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাদৃশ আশ্রিতবাৎসল্য লইয়াই ত' অদ্যকার প্রাকট্য-মহোৎসবের আবিষ্কার করিয়াছেন। আমি অন্ধ হইয়া বিরূপের পক্ষপাতিত্বেই বিভ্রান্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের আমার উপর অহৈতুকভাবে ক্রিয়মান মহাবদান্যতা স্বীকার করিতেছি না মাত্র।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার অহৈতুক কার্য্যকারিতা নিজের বর্ত্তমান বঞ্চিত অবস্থার দৌরাত্ম্য অপসারণ করুক্। জড়াভিমানের পোষণে যে-সকল ব্যবহার নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বিগর্হিত ও বিদূরিত হইলেই নিজের উপর শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার অহৈতুক কার্য্যকারিতাই সমর্থিত হইবে। অদ্যকার শ্রীগুরু-পূজার শুভ-আয়োজনের মধ্যে নিজের এতাদৃশ ক্ষুদ্র সৌভাগ্য-চেষ্টাটুকু কি অন্তর্ভুক্ত করিব না?

যাঁহারা অদ্যকার মহোৎসবে নিজেদের শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিতের সৌভাগ্যে—নিজেদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কর্ত্তৃক অধিকৃত-স্বরূপের গৌরবে উল্লসিত হইবেন না, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীগুরুপূজার আনুষ্ঠানিক ব্যবহারের তাৎপর্য্যটুকুও কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। শ্রীনিত্যানন্দগুরুপাদপদ্ম উত্তম-অধম বিচার না করিয়া তাঁহার যে বদান্যতাবারিধি বিস্তার করিয়াছেন, তাহাতে লব্ধস্নান ব্যক্তিগণই অদ্যকার আয়োজনে প্রকৃত তাৎপর্য্যপর হইতে পারিবেন। যাঁহারা নিজেদের হৈতুকতার বন্ধনে শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের অহৈতুক কৃপাবারিধির স্পর্শ এখনও পান নাই, তাঁহারাও হয়ত' অদ্যকার সুযোগে স্পর্শ পাইতে পারিবেন, কিন্তু আমি কেন অদ্যকার এ শুভ আয়োজনের তাৎপর্য্যে ভরপূর হইতে পারি না? অদ্য সকল ছাড়িয়া নিজের প্রকৃত অবস্থার সৌভাগ্যে মহোৎসব হউক্। অদ্য শ্রীগুরুপূজা, সুতরাং আমাকে কিছু করিতে হইবে—ইহা একটু বন্ধ রাখিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে কি করাইতেছেন, তাহার অনুসন্ধান হউক্। তাহাই ত' শ্রীগুরুপূজার তাৎপর্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিবে।

☆☆

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

বিজ্ঞপ্তি-কুসুমাঞ্জলি

জয় জয় শ্রীশ্রীমদ্, ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব,
গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়।
জয় শ্রীচৈতন্যবাণী, পরমহংস-শিরোমণি,
জগদ্‌গুরু করুণ-হৃদয়।।
শ্রীমুকুন্দপ্রিয়জন, নিত্যসিদ্ধ মহাজন,
অভিন্ন-নিতাই গুণমণি।
অবিদ্যা-তিমির নাশি', প্রেমভক্তি পরকাশি',
জীবে দিলা কৃষ্ণচিন্তামণি।।
কৃপার মহিমা তব, বলিতে না পারে সব,
দেব-নর-সিদ্ধমুনিগণ।
যে করুণা বিন্দুমাত্র, করে 'শ্বপচ' পবিত্র,
কাকে করে গরুড় সমান।।
মূকেরে বাচাল করে, বামনেও চাঁদ ধরে,
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অনায়াসে।
অজ্ঞ, নীচ, মূর্খ যা'রা, কলিহত জীব তা'রা,
মুক্ত হৈয়া যায় কৃষ্ণপাশে।।
অলৌকিক লীলারীতি, এ সব মহিমাগীতি,
প্রতীতি করিল ভাগ্যবান্।
ভাগ্যহীন জন যা'রা, দেখিয়া না দেখে তা'রা,
করে মর্ত্ত্যজীব হেন জ্ঞান।।
সুদুর্ম্মতি এ পামরে, দেখি' তব কারাগারে,
পতিতের কেশেতে ধরিয়া।
আকর্ষিয়া শ্রীচরণে, দিলা স্থান অকিঞ্চনে,
অহৈতুকী করুণা করিয়া।।
কিন্তু কি দুর্দ্দৈব মোর, মিছামোহে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না সেবিনু তোমা।
নিরন্তর অপরাধ, যাহে হয় ভক্তিবাধ,
তাহা সদা করে এই জনা।।
দুরিত-দূষিত মনে, অসত্তৃষ্ণা সর্ব্বক্ষণে,
নাহি স্ফুরে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কথা।

কাম-ক্রোধ-রিপুগণ, আকর্ষিয়া মোর মন,
লয়ে ফিরে মোরে যথা-তথা।।
শাঠ্য, কপটতা করি', বৈষ্ণবের বেষ ধরি',
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার তরে।
সদাচার পরিহরি', অন্যে উপদেশ করি,
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে।।
এ হেন দুর্জ্জন আমি, বিচার করিলে তুমি,
দোষ বিনা গুণ নাহি পাবে।
তবু যদি নিজগুণে, গতিহীন দুষ্টজনে,
কৃপা কর, তবে গতি হ'বে।।
তব নিত্য নিজজন, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাজন,
শ্রীভকতি বেদান্ত বামন।
যাঁহার করুণা-বলে, কৃষ্ণপ্রেম-সেবা মিলে,
তাঁ'রে কভু নাহি ভুলি যেন।।
রূপানুগ শুদ্ধভক্ত, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ যত,
শ্রীআচার্য্য-সেবকানুচর।
মো হেন অধমজনে, অহৈতুকী কৃপাগুণে,
গুরুপূজায় দেহ অধিকার।।

শ্রৌতবাণী

১। শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ সেব্য-ভগবান্।

২। শ্রীগুরুদেব স্বয়ংপ্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ।

৩। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি-অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী।

৪। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে তদীয় জানিয়া ধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধ ভজনগীতিগুলিতে শ্রীগুরু-দেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ-প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৫। কৃষ্ণ—(minus বা বিয়োগ) গুরু—মায়াবাদীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ; গুরু—(minus বা বিয়োগ) কৃষ্ণ=সাংখ্যের প্রকৃতি বা মায়া।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

৬। শ্রীগুরুদেব শাসক ও নিয়ামক হইলেও তিনি আশ্রিতবর্গের ভোক্তা নহেন। শ্রীগুরুদেবের তত্ত্বে বা স্বরূপে ভোক্তৃত্ব নাই।

৭। শ্রীগুরুদেব জন্ম-মৃত্যু, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অতীত বস্তু ; তিনি মাদৃশ পতিত জীবকে উদ্ধারের জন্য নরোত্তমরূপে অবতীর্ণ হইয়া যে-সকল লীলা প্রকাশ করেন, তাহাতে কৃপা ও বঞ্চনা—এই দুইটী স্বরূপ প্রকাশিত হয়। নিষ্কপট সেবোন্মুখ তাঁহার কৃপায় অভিষিক্ত হন, আর আধ্যক্ষিক ভোগোন্মুখ তাঁহার বঞ্চনায় পতিত হন।

৮। শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহই আমার শ্রীগুরুদেব।

৯। শ্রীআচার্য্যদেব—সেব্য-ভগবানের অভিন্নাঙ্গ।

১০। শুদ্ধতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণৈকশরণ পরদুঃখদুঃখী মহাভাগবতই জগৎ-ত্রাতা শ্রীগুরুদেব।

১১। পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনিই গুরু হইবার উপযুক্ত।

১২। যেস্থানে মহান্তগুরুর পূজার অবকাশ নাই, সেরূপ অনেক স্থলেই চৈত্যগুরুও জগদীশ-জগদ্‌গুরু বা গুরুতত্ত্বের সন্ধানপ্রদানে পূর্ণ কারুণ্য প্রকাশ করেন না।

১৩। মহান্তগুরু লীলাপ্রবেশদ্বারে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্ম্মপর জনগণকে দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া জীবগণের হরিসেবায় রুচি প্রদান করেন।

১৪। যাহারা মুখে সবিশেষবাদ স্বীকার করিয়া কেবল একগুরুবাদের পক্ষাবলম্বী, তাহারা কার্য্যতঃ অদ্বয়জ্ঞানবিলাস বা বিচিত্রতার বিরোধী।

১৫। সকল মহান্ত-গুরুদেবের চিত্তবৃত্তি ঐকতানময় বলিয়া সকলেই অভিন্ন।

শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর]

Punishment—সাজা, ধর্ম্মরাজ হয়েও তাঁকে নরক যেতে হল। আর ভগবানের কথা সবটা মান্য করে অর্জ্জুন সখা হলেন। উল্টোপাল্টা করলে কারও রেহাই নাই, আইনটা এমনই। আবার সব আইনের উপরওয়ালা ভগবান্, তিনি ইচ্ছা করলে সবটাই করতে পারেন। কিন্তু তিনি ত' উল্টোপাল্টা করেন না, অনিয়ম-বেনিয়ম করেন না। যেটা ধর্ম্মের কথা সাক্ষাদ্ভাবে, সেটাকে তিনি প্রাধান্য দেবেন, তারই Preference তিনি স্বীকার করেন। যোগিপুরুষ সুখ-দুঃখাদি চিন্তারহিত হয়েও চিত্তে নানা গুণযুক্ত বিষয়ভোগ করে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র অনাসক্ত থাকবেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

বায়ু যেমন বিচার করে প্রবাহিত হয় না, সকলের জন্য সমান ব্যবস্থা—ঐরূপ নির্লিপ্ত। ওটা আমি বায়ুর কাছ থেকে শিক্ষা করেছি বলছেন ইনি।

পার্থিবেষ্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদ্‌গুণাশ্রয়ঃ।
গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক্।।

বায়ু যেমন গন্ধদ্বারা লিপ্ত হয় না, আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগী পুরুষও সেইরূপ পার্থিব দেহসমূহে প্রবেশ এবং তদীয় বাল্যাদি ধর্ম্মসকল গ্রহণ করেও তাতে আসক্ত হন না। আমি ইচ্ছা করলে কিছু করতে পারব? বাচ্চা বয়সে বাচ্চার কাজ বাচ্চা করবে, যুবক তার কাজ করবে, প্রৌঢ় তাঁর কাজ তিনি করবেন, বৃদ্ধ তাঁর কাজ তেমন হবে। এতে আমার কোন হাত নাই। এ হবেই, এটা মেনে নিতে হবে। এর উল্টোপাল্টা কেউ করতে পারে না। যোগের দ্বারা কিছু হতে পারে ; কিন্তু সেই যোগ সিদ্ধ হবে না, যদি ভগবান্ বিরূপ হন, বিমুখ হন আমার প্রতি। আর ভগবান্ যদি আমার পক্ষে থাকেন, তাহলে সব ঠিক আছে।

অরির্মিত্রং বিষং পথ্যম্ অধর্ম্মং ধর্ম্মোচ্যতে।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ।।

বিচারের কথা। 'অরির্মিত্রম্'—আমার পরমশত্রু, শত্রুতাচরণ করছে আমার পরে, কিন্তু ভগবান্ যদি আমার পক্ষে হয়ে যান, তাহলে মিত্র হয়ে যাবে সে ব্যক্তি আমার। 'বিষং পথ্যম্'—আমাকে বিষ খেতে দিয়েছে, বিষ খেলে মরবই। আমি ঠাকুরকে ভোগ না দিয়ে খাই না। দিয়ে দিয়েছি ওটা ঠাকুরকে, অমৃত হয়ে গেছে। অমৃত খেলে লোক মরে নাকি? না, মরে না। 'অধর্ম্মং ধর্ম্মোচ্যতে'—সাধারণ ব্যাপারে অধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে সংজ্ঞা পেয়ে গেল, ভাল হয়ে গেল। কিসে হল এটা? 'সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে'—হৃষীকেশ ভগবান্ যদি সুপ্রসন্ন হন, তাহলে এইরকম হয়ে যাবে সব। 'বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ'—আর ভগবান্ যদি আমার দিকে নাই, তাহলে আমার কিছু ভাল নাই। বিল্বমঙ্গল বলছেন তাঁর গ্রন্থে,—

"ত্বয়িপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নস্ত্বয্যপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ।"

হে ভগবান্, তুমি যদি আমার আছ, তাহলে ত' আমার সবই আছে। আর হে ভগবান্, যদি তুমি আমার নাই, তাহলে আমার কিছু নাই এ জগতে। ভগবান্ যদি আমার পক্ষে থাকেন, তাহলে সব আছে আমার ; আর তোমাকে যদি আমি বাদ দিয়ে দেই, তাহলে আমার কিছু নাই এ জগতে, Helpless—অসহায়। বিচারটা কোথা থেকে আসছে? ভগবানকে কেন্দ্র করেই আসছে, তাঁর থেকেই ভাল-মন্দটা আসছে। তাঁকে অস্বীকার করলে খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার, আর তাঁকে স্বীকার করলে সবটা ভাল হয়ে যাচ্ছে আমার। তাঁকে আমি স্বীকার করি, অথচ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

সব উল্টো হয়ে গেল—একথা হয় না কখনও। ওটা আমার পরে নির্ভর করবে আমি ভগবান্‌কে কতটা মানি, কতটা বিশ্বাস করি, কতটা তাঁর বাক্যে নির্ভর করি। এর পরে আমার আমিত্ব নির্ভর করে।

আমি সুরক্ষিত হব ভগবান্‌কে যদি আমি ঠিক ঠিক মানি, অন্তর থেকে মানি। বাইরে বাইরে নয়, লোকদেখানো নয়, ভগবানের কাছে পড়া দিতে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে। এ দুনিয়ার লোকের কাছে পাশ করলে হবে না, ভগবানের কাছে পরীক্ষা দিতে হবে। সেখানে পাশ করলে পাশ, ফেল করলে ফেল। এ দুনিয়ার লোকের কাছে ও বিচার চলবে না। সেখানে উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে ত'। দুনিয়ার লোকের যে বিচার, স্বার্থবিজৃম্ভিত সেটা। স্বার্থপরতা—Selfishness, সুবিধাবাদ—Opportunism—এগুলো এসে যাচ্ছে। জগতের সঙ্গে, পারমার্থিকতার সঙ্গে কোন মিল নেই, একেবারে Diametrically opposite। অথচ আমরা এটাকে আমল দেই বেশী, বাহাদুরি, বুঝি না বলে। আমি কিছুই করতে পারি না, আমার কোন কিছু করবার বাহাদুরি নাই। বাহাদুরি যা কিছু আছে ভগবান্ তোমার সব—এই বলে যদি আমি কাঁদতে পারি, তাহলে আমার কিছু হয়েছে, কিছু হবে। আর ভগবানকে বাদ দিয়ে যদি আমি চলতে চাই, সবটা ভুল হয়ে যাবে। যেটা খুব ভাল হওয়ার কথা ছিল, সেটা ভুল হয়ে গেল, যেহেতু ভগবানকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। আর ভগবান্‌কে নিয়ে চললে সবটা ঠিক হয়ে যাবে। সবটার মধ্যে ভগবানেরই বাহাদুরি—এই কথাই গীতা-ভাগবতে শিখানো আছে, বুঝানো আছে। যে কোন শাস্ত্র—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত—সবটার মধ্যেই একই কথা বুঝানো আছে। শাস্ত্র হওয়া চাই সেটা, অশাস্ত্র হলে চলবে না। শাস্ত্র কাকে বলে? শাস্ত্রেই বলা আছে,—

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঞ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।।
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ।।

ঋগ্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—চার বেদ, 'ভারতম্' অর্থাৎ মহাভারত, 'পঞ্চরাত্রকম্' অর্থাৎ হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রম্, নারদ-পঞ্চরাত্রম্ প্রভৃতি Authentic গ্রন্থ, 'মূলরামায়ণ-ঞ্চৈব'—বাল্মীকি রামায়ণ মূল। বাল্মীকি রামায়ণ মূল বললেন, আর কিছু ত' বললেন না। 'যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্'—এই মৌলিক যে গ্রন্থগুলি আছে, তার পক্ষে যত বক্তব্য আছে, সেগুলোও শাস্ত্র। 'অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ'—এই শাস্ত্রকে যারা Preference—প্রাধান্য দিচ্ছেন না, নিজেদের

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

খামখেয়ালি খুশীমত কথা কিছু বলছেন, তাদের কথা চলবে না বাজারে। সেটা প্রামাণিক নয়। কিন্তু এর অনুকূলে যেসব যুক্তি-তর্ক এসেছে, যাকে বলে ব্যাখ্যা-গ্রন্থ, প্রকরণ-গ্রন্থ, সেগুলোও শাস্ত্র। আর এর বিরুদ্ধ যে-সকল মতবাদ সেগুলো শাস্ত্র নয়। এর তালিকা দেওয়া আছে। আমরা কোন্‌গুলো মান্‌ব? শিবঠাকুর যদি বলেন, ব্রহ্মা যদি বলেন এই এই বইগুলো পড়, পড়ব না আমি। যদি তাতে ভগবানের গুণানুবাদ না থাকে, যদি তাতে ভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা, তাঁর পরিকরের কথা আলোচনা না থাকে, আমি তা পড়ব না। আমি সেটা আলোচনা করব না।

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ।।

ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাও যদি বলেন, পড় এটা, পড়ব না আমি। কেন? যুক্তি কি? ওর ভিতরে ভগবানের কোন কথা নাই। সুতরাং ওটা অপাঠ্য। ওটা পাঠ করে কোন লাভ হবে না। আত্মকল্যাণের জন্য সব ব্যবস্থা রয়েছে, আত্মকল্যাণ বাদ দিয়ে কেউ বড় হয় নাই এ সংসারে। আত্মকল্যাণকে যিনি যতটা নিতে পেরেছেন, ভগবানকে যতটা ভালবাসতে পেরেছেন, ভগবানের প্রতি যত নির্ভরতা শিক্ষা করেছেন, তিনি তত বড়। এই হল বড় হিসাব, সমঝদারের হিসাব। ভগবানকে বাদ দিয়ে কেউ বড় হয় নাই।

বড় হয় নাই? হ্যাঁ, অমুক হয়েছে, তমুক হয়েছে, সব নাম বলে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। 'অত্যুচ্চৈঃপতনায়তে'—যেখানে ভগবান্ minus—বাদ হয়ে গিয়েছেন, সেখানে চড়্ চড়্ করে বেড়ে গেল, আর একসঙ্গে heavy down fall—সব শেষ, ধীরে ধীরে নয়। বিচারগুলো এইরকম। এইভাবেই সব চিন্তা করা আছে, ব্যবস্থাগুলো এইরকম আছে। আমরা সেই ভগবানকে বাদ দিয়ে চলতে পারি না—We can not go without that Supreme Authority. সেই পরমেশ্বর ভগবানকে বাদ দিয়ে কিছু করা যায় না, চলা যায় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে রতিই ভক্তি

অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের ভগবৎসাম্মুখ্য ব্যতীত উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। ভগবদুন্মুখতাই ভগবদ্বিমুখতারূপ মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পথ একটী ; তাহা—ভক্তিপথ। ভগবৎসেবোন্মুখ ব্যক্তিমাত্রেই এই এক পথের পথিক। কেহ আগে, কেহ পশ্চাতে, কেহ ধীরভাবে, কেহ তীব্রগতিতে—সকলেই একই পথের পথিক হইয়া এক অদ্বয়জ্ঞান পরমেশ্বরের

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

শ্রীপাদপদ্মাভিমুখে ছুটিয়াছেন। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য লোভ হইয়াছে এবং যাঁহারা কৃষ্ণভজনকারী সাধুগুরুর অকপট আনুগত্য করিবার জন্য ঐকান্তিক রুচিবিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা দ্রুতগতিতে এই পথে অগ্রসর হইতেছেন। আর যাঁহারা প্রত্যাহার ও পরানুশীলনমুখে চলিয়াছেন, তাঁহাদের গতি ধীর। ইঁহারা সকলেই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত, অনুগত বা সেবক। ইঁহারা সকলেই আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রিত থাকিয়া আশ্রয়ের সুখেই বিষয়ের সুখ জানিয়া সতত তাঁহার সুখবিধানের জন্য ব্যস্ত। এই বিধানের ব্যতিক্রম যেখানে, সেখানে শুদ্ধভক্তিপথাশ্রয়ের কোন কথা নাই। কেন্দ্র ঠিক হইলে পরে যেমন বৃত্ত অঙ্কিত হয়, সেইপ্রকার লক্ষ্য বা পথ ঠিক হইলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছান যাইবে। ভক্তিপথের পথিকের লক্ষ্য কি? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম,　　কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান-মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই,　　এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে।।
গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য,　　চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি,　　এই সে উত্তমা গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু পঞ্চরাত্র-পুরাণাদি-বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ।।
প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।।
বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ।।
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্য সঃ সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ।।
যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্।।'

শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম রক্ষক হইয়া থাকেন, পরন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম

রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না ; অতএব সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুকেই প্রসন্ন করিবে। পুরুষ প্রথমতঃ শ্রীগুরুপূজা করিয়া অনন্তর আমার (শ্রীভগবানের) পূজা করিলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অন্যথা এই নিয়মের ব্যতিক্রমে পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে। যিনি জ্ঞানোপদেশক বৈষ্ণবগুরুকে বিষ্ণুতুল্যজ্ঞান এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই বস্তুতঃ বৈষ্ণব-পদবাচ্য হইয়া থাকেন। যিনি এক শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিও সর্ব্বদা পূজনীয় হইয়া থাকেন ; সুতরাং যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? যাহা মন্ত্র, তাহাই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ এবং যিনি গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ ; সুতরাং গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, হরিও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

গুরুসেবা ব্যতীত অন্য ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—

"নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা।।" (ভাঃ ১০।৮০।৩৪)

সর্ব্বভূতাত্মা আমি (ভগবান্) গুরুশুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, ইজ্যা, প্রজাতি, তপঃ বা উপশমদ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না।

শাস্ত্র বলেন,—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্।।"

শ্রীঅচ্যুতের সেবাফলে জীবের সিদ্ধি হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের পরিচর্য্যাফলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্যরূপে হইবেই।

যে-সমস্ত অনর্থ কখনও ছাড়া যায় না, অর্থাৎ অতীব কঠিন, তাহা ছাড়িবার একমাত্র উপায়—শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিচর্য্যা। মহাভাগবতের সেবা দুইপ্রকার,—পরিচর্য্যারূপা ও প্রসঙ্গরূপা। পরিচর্য্যা—শ্রীঅঙ্গের যাবতীয় সেবা-শুশ্রূষা ; প্রসঙ্গরূপা—শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য ও লীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ। সাধুর সেবাফলে হৃদ্দৌর্ব্বল্য, স্বরূপভ্রম, অনর্থ ও অপরাধাদি দূর হয় ; কেবল তাহাই নহে—তৎফলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তিও হইয়া থাকে। শ্রীগুরুসেবাদ্বারা শ্রীভগবান্ যেমন বশীভূত হন, অন্য কোনরকম ভগবৎসেবা বা ব্রতাদি পালনদ্বারা ভগবান্ তেমন বশীভূত হন না। ভগবানের পরিচর্য্যা অপেক্ষাও ভক্তের—সাধুগুরুর পরিচর্য্যার মাহাত্ম্য অধিক। কায়িক, বাচিক ও মানসিক আনুগত্যই সেবা। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯ পৌষ, ১৪০৯ ; ১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

卐 স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥ 卐

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।



নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

卐 অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ 卐

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫৪শ বর্ষ } ২৬ মাধব, কারণোদশায়ী, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৪০৯, ইং ১৩/২/২০০৩ { ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীস্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

স্ব-জন্মন্যৈশ্বর্য্যং বলমিহ বধে দৈত্যবিততে-
র্যশঃ-পার্থ-ত্রাণে যদুপুরি মহাসম্পদমধাৎ ।
পরং জ্ঞানং জিষ্ণৌ মুষলমনু বৈরাগ্যমনু যো-
ভগৈঃ ষড়্‌ভিঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ১ ॥

যিনি স্বীয় আবির্ভাবে ঐশ্বর্য্য, দৈত্যগণের বিনাশে বল, যুধিষ্ঠিরাদির রক্ষণে যশঃ, যদুপুরে সুধর্ম্মাখ্যসভা স্থাপনে ও পারিজাত আনয়নাদি মহাসম্পদ্, অর্জ্জুনে (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতানিষ্ঠ) পরমতত্ত্বজ্ঞান এবং (মুষলদ্বারা) যদুবংশ-নাশে পরম বৈরাগ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, উক্ত প্রকার ছয়টী ভগের (**ষড়ৈশ্বর্য্যের**) দ্বারা পরিপূর্ণস্বরূপ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ১ ॥

চতুর্ব্বাহুত্বং যঃ স্বজনি সময়ে যো মৃদশনে
জগৎকোটীং কুক্ষ্যন্তরপরিমিতত্বং স্ববপুষঃ ।
দধিস্ফোটে ব্রহ্মন্যতনুত পরান্তর্তনুতাং
মহৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ২ ॥

যিনি স্বীয় আবির্ভাব-সময়ে দেবকী ও বসুদেবের নিকটে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, মৃদ্ভক্ষণ-লীলায় স্বীয় মুখাভ্যন্তরে জননীকে জগৎকোটী দেখাইয়াছিলেন, দধিভাণ্ড-ভঙ্গলীলাতে নিজদেহের কুক্ষিগত পরিচ্ছিন্নত্ব ও বৎস-হরণ-লীলায় ব্রহ্মার বিস্ময়ের নিমিত্ত অনন্তবিগ্রহ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই মহা **ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ** শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ২ ॥

বলং বক্যাং দন্তচ্ছদনবরয়োঃ কেশিনি নৃগে
নৃপে বাহ্বোরঙ্ঘ্রেঃ ফণিনি বপুষঃ কংস-মরুতোঃ ।
গিরিত্রে দৈত্যেষ্বপ্যতনুত নিজাস্ত্রস্য যদতো-
মহৌজোভিঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৩ ॥

যিনি ওষ্ঠ ও অধরদ্বারা মায়াবিনী পূতনার স্তন-পানচ্ছলে প্রাণ হরণ করিয়া ওষ্ঠাধরের বল, কেশী-নামক দৈত্যে ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃগ-নামক নৃপে বাহুযুগলের বল, কালিয়নাগে চরণের বল, কংস ও বায়ুরূপী তৃণাবর্ত্তের প্রতি স্বীয় বিগ্রহের বল এবং শ্রীমহাদেব ও দৈত্যগণে নিজাস্ত্রসমূহের বল বিস্তার করিয়াছিলেন, **মহাবীর্য্য** পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৩ ॥

অসংখ্যাতা গোপ্যা ব্রজভুবি মহিষ্যো যদুপুরে
সুতাঃ প্রদ্যুম্নাদ্যাঃ সুরতরু-সুধর্ম্মাদি চ ধনম্ ।
বহির্দ্বারি ব্রহ্মাদ্যপি বলিবহং স্তৌতি যদতঃ
শ্রিয়াং পূরৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৪ ॥

ব্রজপুরে অসংখ্য ব্রজসুন্দরীগণ ও দ্বারকায় রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টোত্তর শতাধিক-ষোড়শ-সহস্র (১৬,১০৮) মহিষীগণ, প্রদ্যুম্নাদি সংখ্যাতীত পুত্রগণ, পারিজাত-বৃক্ষ ও সুধর্ম্মাখ্য সভাদি-ধন এবং পুরীর বহির্দ্বারে ব্রহ্মাদি দেবগণও বলিবহ স্বরূপে যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন, **শ্রী-সমূহে** পরিপূর্ণ সেই নন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৪ ॥

যতো দত্তে মুক্তিং রিপুবিততয়ে যন্নরজনি-
র্বিজেতা রুদ্রাদেরপি নতজনাধীন ইতি যৎ ।
সভায়াং দ্রৌপদ্যা বরকৃদতিপূজ্যো নৃপমখে
যশোভিস্তৎ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

যিনি রিপুগণকেও যথাসাধ্য সালোক্যাদি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, নর-জন্ম প্রকট করিয়াও রুদ্রাদি দেবগণকে পরাজয় করিয়াছেন, স্বয়ং স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তজন-বশবর্ত্তী, সভাস্থলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-সময়ে লজ্জানিবারণ-বিষয়ে বর-দাতা এবং যুধিষ্ঠিরাদির রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রপূজা-সম্বন্ধে অতিপূজ্য হইয়াছিলেন, **যশঃ-সমূহে** পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৫ ॥

ন্যধাদ্‌গীতারত্নং ত্রিজগদতুলং যৎপ্রিয়সখে
পরংতত্ত্বং প্রেম্নোদ্ধব-পরমভক্তে চ নিগমম্ ।
নিজ-প্রাণপ্রেষ্ঠাস্বপি রসভরং গোপকুলজা-
স্বতো জ্ঞানৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৬ ॥

যিনি প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে ভুবনত্রয়ে তুলনারহিত গীতারত্ন, পরমভক্ত উদ্ধবে প্রীতিসহকারে পরমতত্ত্ব-নিগম এবং নিজ প্রাণাধিকা প্রিয়তমা গোপাঙ্গনাসকলে রস-রাশি সমর্পণ করিয়াছেন, নিখিল **জ্ঞানে** পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৬ ॥

কৃতাগস্কং ব্যাধং সতনুমপি বৈকুণ্ঠমনয়ন্-
মমত্বস্যৈকাগ্রানপি পরিজনান্ হন্ত বিজহৌ ।
যদপ্যেতে শ্রুত্যা ধ্রুবতনুতয়োক্তাস্তদপি হা
স্ববৈরাগ্যৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৭ ॥

যিনি অপরাধকারী জরা-নামক ব্যাধকে সশরীরে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি করাইয়াছিলেন এবং মমতাস্পদ যদুবংশীয় পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কি আশ্চর্য্য! যদ্যপি তাঁহারা শ্রুতিকর্ত্তৃক নিত্যবিগ্রহরূপে কীর্ত্তিত, তথাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আহা! এবম্বিধ **স্ববৈরাগ্যে** পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৭ ॥

অজত্বং জন্মিত্বং রতিররতিতেহাররহিততা
সলীলত্বং ব্যাপ্তিঃ পরিমিতিরহন্তামমতয়োঃ ।
পদে ত্যাগাত্যাগাবুভয়মপি নিত্যং সদুররী-
করোতীশঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৮ ॥

যিনি জন্মরহিত হইয়াও জন্মশালী, আসক্তিযুক্ত হইয়াও আসক্তিশূন্য, নিশ্চেষ্ট হইয়াও সচেষ্ট, সর্ব্বব্যাপক হইয়াও হস্তপদাদিদ্বারা পরিমিত এবং অহংতা-মমতার পাত্রগণের ত্যাগ ও রক্ষণ—এই উভয়বিধ নিত্য অঙ্গীকার করিতেছেন, সেই পরিপূর্ণ ঈশ্বর শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৮ ॥

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

সমুদ্যৎ-সন্দেহ-জ্বরশতহরং ভেষজবরং
জনো যঃ সেবেত প্রথিত-ভগবত্ত্বাষ্টকমিদম্ ।
তদৈশ্বর্য্যস্বাদৈঃ স্বধিয়মতিবেলং সরসয়ন্
লভেতাসৌ তস্য প্রিয়-পরিজনানুগ্য-পদবীম্ ॥ ৯ ॥

যিন স্বয়ং ভগবানের উক্ত ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য অনুভবের দ্বারা স্বীয় মতিকে সাতিশয় রসসম্বলিত করিয়া হৃদ্‌গত সন্দেহ-জ্বরসমূহের বিনাশকারী ভেষজবরতুল্য এই বিখ্যাত ভগবত্ত্বাষ্টক নিত্য পাঠ করেন, তিনি সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বয়ং ভগবানের প্রিয় পরিকরগণের অনুগত পদবী লাভ করিবেন ॥ ৯ ॥

বেদান্ত-দর্শন

গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রকাশ

আমরা শ্রীযুত কৃষ্ণগোপালভক্ত-সম্পাদিত বেদান্ত-দর্শন পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থে মহর্ষি বেদব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র, সটীক গোবিন্দ-ভাষ্য, তথা শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত-বাচস্পতিকৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে-সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মতের সংস্থাপন করিয়াছেন ; এমত কি, যে-সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে-সম্প্রদায় ভারতে কিছুমাত্র আচার্য্যত্ব-সম্মান লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বোদন্তসকল উপনিষৎ আকারে নিত্য বর্ত্তমান। উপনিষদ্বাক্যসকল সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য। এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ তাহা সহজে বুঝা যায় না, সুতরাং বিদ্যার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্ত্তব্যতা কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদর্থ না জানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয় বিভাগপূর্ব্বক যে সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য, পাতঞ্জল. ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচার-নৈপুণ্যমাত্র

নয় ; কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক আর্য্য-গ্রন্থ বলিয়া ইহাতে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য যাঁহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন।

সারদাপীঠে শ্রীশঙ্কর-কর্ত্তৃক বৌধায়ন-ভাষ্য সঙ্গোপিত

ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সহজ নয়, সূত্রপাঠ করিলেই যে অর্থ বোধ হয় এরূপ নয়, সূত্রের ভাষ্য ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না অথবা কোন সদ্‌গুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। এস্থলে কঠিন এই যে, সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায় অথবা সূত্রার্থ-নির্ণায়ক সদ্‌গুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়। বৌধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু যত্নসহকারে শ্রীরামানুজস্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রী-ভাষ্য রচনা করেন—এরূপ সংস্কৃত প্রপন্নামৃত-গ্রন্থে দেখা যায়। সারদাপীঠ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থানবিশেষ। শঙ্করস্বামী অনেক যত্নে ঐ বৌধায়ন-ভাষ্য নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি? শঙ্করস্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার, তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরক-ভাষ্য রচনা করেন, সেই ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য বৌধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য

বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা। সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন যে, যে-কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক সূত্র রচনা করিলাম, তাহা সফল হইল না। আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইবে? শ্রীনারদের উপদেশে তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন, সেই সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, ব্যাসদেব তখন শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে।

শঙ্করস্বামি-কর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যদ্বয় সঙ্গোপন

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বৌধায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটী রীতিমত ভাষ্য প্রস্তুত করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটী ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদাজ্ঞা পালনরূপ কার্য্যোদ্ধারের জন্য মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করত পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বেদান্তের মধুর রস-প্রকাশক গোবিন্দ-ভাষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ বৌধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন-

পূর্ব্বক স্বীয় শ্রীভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে দিয়াছিলেন। সেই শ্রীভাষ্যে যে মধুর-রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্য শ্রীমদ্গোবিন্দদেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের চরণাশ্রিত সর্ব্ববেদাধ্যয়নশীল বলদেব জয়পুর-প্রদেশে এই গোবিন্দ-ভাষ্যের আবিষ্কার করেন। শ্রীমদ্গোবিন্দ-ভাষ্য অন্য সকল ভাষ্যের মধ্যে অধিক উপাদেয় হইবে সন্দেহ কি? মায়াবাদ-দূষিত পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, ভক্তমণ্ডলীতে গোবিন্দ-ভাষ্যের তুল্য আর মাননীয় গ্রন্থ নাই—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পঞ্চাঙ্গী ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন পাদের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে। বলদেব নিজভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—তত্র **প্রথমে** লক্ষণে সর্ব্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। **দ্বিতীয়ে** সর্ব্ব শাস্ত্রাবিরোধঃ। **তৃতীয়ে** ব্রহ্মাপ্তিসাধনানি। **চতুর্থে** তু তদাপ্তিঃ ফলমিতি। যত্র নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমান্ **অধিকারী**। সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ। বিষমো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্ত-শক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। প্রয়োজনন্ত্বশেষ-দোষবিনাশপুরঃসরস্তৎ সাক্ষাৎকার ইত্যুপরিস্পষ্টং ভাবি। যস্যাং খলু বিষয়-সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-সঙ্গতিভেদাৎ পঞ্চ-ন্যায়াঙ্গানি ভবন্তি। ন্যায়াধিকরণম্। বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যম্। সঙ্গতিরিহ শাস্ত্রাদি-বিষয়তয়া বহুবিধাপি ন বিতায়তে।

শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী প্রভু ইহার এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন,—এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায় সমস্ত বেদের **ব্রহ্মে সমন্বয়**। দ্বিতীয়ে সকল শাস্ত্রের সহিত **বিরোধ পরিহার**। তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির **সাধন**। চতুর্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই **পুরুষার্থ** উক্ত হইয়াছে। নিষ্কাম-ধর্ম্ম, নির্ম্মল-চিত্ত, সৎপ্রসঙ্গ-লুব্ধ, শ্রদ্ধালু, শমদমাদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের **অধিকারী**। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য, সুতরাং পরস্পর বাচ্যবাচক **সম্বন্ধ**। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য **বিষয়**, নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যা-নন্দশক্তি-সচ্চিদানন্দ-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষবিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎ-কারই ইহার **প্রয়োজন**। এই শাস্ত্রে **বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত** ও **সঙ্গতি**—এই পাঁচটীই ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশবিশেষের নামই ন্যায়। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম **বিষয়**। এক ধর্ম্মিত্বে পরস্পরবিরোধী নানাপ্রকার অর্থ বিচারের নাম **সংশয়**। প্রতিকূল অর্থের নাম **পূর্ব্বপক্ষ**। প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম **সিদ্ধান্ত**। পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের নাম **সঙ্গতি**। এই সঙ্গতি বহুবিধ, তাহা বাহুল্যভয়ে বিবৃত হইল না ; শাস্ত্রার্থাবগতিতে স্থানবিশেষে স্বয়ংই বিবৃত হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

গোবিন্দ-ভাষ্য অতি উপাদেয়, সুতরাং বৈষ্ণবমাত্রেরই পাঠ্য

এই গ্রন্থের পাঠক মহাশয়গণ দেখুন যে, এই সূত্র-ভাষ্য কিরূপ উপাদেয়, আবার গোস্বামী যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা কিরূপ প্রাঞ্জল ও নির্দ্দোষ। অতএব বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ উপকার-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি সকলেই যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করুন। অনেকেই মনে মনে করেন 'আমি বৈষ্ণব', কিন্তু কি কি বিষয় জানিলে ও কি কি করিলে জীব বৈষ্ণব-পদবাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দ-ভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য নিধি।

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১২ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—ভক্তি কি ক'রে লাভ হয়?

উঃ—ভক্ত-সঙ্গে ভক্তি লাভ হয়, অন্য উপায়ে ভক্তি হয় না। কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তিই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল। মহাভাগ্যফলে তাহা লাভ হয়। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হন।

গুরুর অনুগ্রহবলে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হ'লে অস্মিতায় ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা ও কৃষ্ণের কৃপা আলাদা নয়। প্রসাদ—যা প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব'লেছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।"

ভৃত্য হ'য়ে প্রভুকে সেবা করাই হ'ল ভক্তি। ভক্তি জিনিষটী প্রভুর সুখ-বিধান। নিজ-সুখার্থ প্রভুসেবা ভক্তি-পদবাচ্য নহে।

গুরুর নিকট থেকেই এই ভক্তি-বীজ লাভ হয়। মালী হ'য়ে এই বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে আরোপণ ক'রে তা'তে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন কর্‌তে হবে।

'আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম'—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই 'মালী' হওয়া। ভক্তিলতার বীজ—যা' গুরুর নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'লাম—যা' অহৈতুকী কৃপাবশতঃ কৃষ্ণ নিজেই গুরুরূপে প্রদান কর্‌লেন, সেই বীজ পেয়ে আমি কৃষ্ণ-সেবাই কর্‌ব। তা' না ক'রে যদি সেবায় উদাসীন হই, তবে অসুবিধায় পড়ে যাব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হবে। ভজনের বাধা অপসারিত হ'লে সুবিধা হবে।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

গুরুমুখ হ'তে—সাধুগণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। সাধু-গুরুর নির্দ্দেশমত পাঠাদি কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হ'লে নানা অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন হল জল ; সেচনকারী—শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য।

সাধু-গুরুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। ভক্তি-লতাকে সযত্নে পালন করা দরকার। সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা কর্‌তে হবে—এই বিচার হ'তে বিচ্যুত হ'লে নানা অসুবিধা এসে যাবে।

প্রঃ—আমরা জীবিত, না মৃত?

উঃ—জীব ভগবৎ-সেবক। ভগবৎ-সেবাই তা'র ধর্ম্ম। সেবাই চেতনের উদ্বুদ্ধ অবস্থা বা জীবিতাবস্থা। ভগবৎ-সেবাকারীই জীবিত ; সেবা-বিমুখ ব্যক্তিই মৃত।

কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই। জীব গুরু-কৃষ্ণের দাস। যথেচ্ছাচারিতায় জীবনের সদ্ব্যবহার পাওয়া যায় না—জীবন্মৃত অবস্থা মাত্র লাভ হয়। কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত ; মরে যাওয়ার দরুণই অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, সত্য কথায় অমনোযোগিতা। বাস্তববস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত অবস্থা। যে কৃষ্ণাধীন না থেকে মায়ার অধীন হ'য়ে আছে, সে জীবন্মৃত। শারীরিক ও মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ হ'বার চেষ্টা আত্মার ধর্ম্ম নয়, সেটা প্রাণহীনের বা অচেতনের কার্য্য—অজ্ঞানের কার্য্য। ভক্তিই একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই মৃত—উভয়েই দুঃখী—উভয়েই অশান্ত। নিষ্কাম ভক্তই জীবিত, সুখী ও শান্ত।

প্রঃ—কে সিদ্ধি লাভ কর্‌বেন?

উঃ—শ্রৌত-পন্থীই সিদ্ধিলাভ কর্‌বেন। তর্কের কোনদিন প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রৌত-পথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্ব্বদা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারেন।

প্রঃ—বহু ব্যক্তিকে গুরুর সমান মনে করা কি উচিত?

উঃ—না। গুরুর অবজ্ঞা কর্‌তে নাই—শ্রৌতবাণীর নিন্দা কর্‌তে নাই—বহু ব্যক্তিকে গুরুর ন্যায় পূজ্যজ্ঞানে গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা কর্‌তে নাই—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য মঙ্গল নাই।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম দয়ার সাগর। তাঁর দয়াসিন্ধুর একবিন্দু আমাকে আনন্দ-সাগরে মগ্ন কর্‌তে পারে।

শ্রীগুরুদেব কতই না দয়া করে আমাকে বল্‌তেন—তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

পবিত্রতা, তোমার আভিজাত্য প্রভৃতি সব পরিত্যাগ ক'রে আমার কাছে এস, আর কোথাও যেতে হবে না। তোমার যত ঘর, বাড়ী, প্রাসাদ, সৌধ দরকার আছে—যত পাণ্ডিত্য, প্রতিভার দরকার আছে—যত সংযম, সন্ন্যাসের দরকার আছে, সব পাবে, তুমি কেবল আমার কাছে এস। ঘর হউক্, দোর হউক্, পাণ্ডিত্য হউক্—এরূপ বুদ্ধিতে দৌড়াইও না—সাধারণ লোক যা'কে প্রয়োজন মনে কর্‌ছে, তা'কে প্রয়োজন মনে কর না।

সন্দর্ভ-সার

[শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২৭]

আমি যদি এখন প্রকটরূপে ব্রজে যাই, তবে জরাসন্ধাদি মনে করিবে যে ব্রজে আমার প্রীতি অক্ষুণ্ণ আছে। তাহা হইলে আমার অনিষ্ট-সাধনার্থ ব্রজে অত্যাচার করিবে। আমার বাহ্যিক ঔদাসীন্য দেখিয়া তাহারা মনে করিতেছে যে, আমার এখন আর ব্রজবাসিদের প্রতি সহানুভূতি নাই। সুতরাং তাহারা ব্রজে অত্যাচার করিতেছে না। আমি তাহাতে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইব না। বিরোধিজনগণকে প্রতারিত করার জন্যই আমি এখন ব্রজে আসিতেছি না।

এ-সকল বিচারের পর নিত্যসংযোগময়ী স্থিতি সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—

মযি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।।

(ভাঃ ১০।৮২।৪৪)

আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহাদ্বারা নিখিল প্রাণী অমৃতত্ব (বৈকুণ্ঠ গতি) লাভ করিতে পারে। আমার প্রতি আপনাদের স্নেহ আমার প্রাপ্তি-সাধক। সুতরাং বৃন্দাবনে নিত্যলীলা বিদ্যমান। সেই লীলায় তোমাদেরও অবস্থিতি আছে। আমি ব্রজাগমন-বিষয়ে যে বারম্বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে তোমাদের প্রেমযন্ত্রিত হইয়া যদুপুরী হইতে সত্বর তোমাদিগকে সতত দর্শন দান করিব।

আমার প্রেমের উপর কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোমাদের স্নেহ বলাৎকারে আমাকে তোমাদের সান্নিধ্য প্রাপ্তি করাইয়া থাকে। আমি তোমাদের নিকট যাই এবং প্রেমানুরূপ বিচিত্র বিহার করিয়া থাকি। কিন্তু তোমরা তাহা স্ফূর্ত্তি মনে কর।

উদ্ধবদ্বারা অপ্রকট-লীলায় নিত্য ব্রজে স্থিতি-সংবাদ প্রেরণ করিয়াছি। তোমাদিগকে অধ্যাত্ম-শিক্ষা দেওয়া হয় নাই ; কারণ বিরহানলে দগ্ধ চিত্তে অধ্যাত্ম-শিক্ষাদ্বারা বিরহ-সন্তাপ প্রশমিত হইতে পারে না। সাধারণ ভক্তের নিকটও তাহা

[২] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

তুচ্ছ। ব্রজরামাগণের নিকট তাহা নিতান্ত রসবিরোধী। উদ্ধব তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—

শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ।
যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্ত্তুরহস্করঃ।। (ভাঃ ১০।৪৭।২৮)

হে ভদ্রাগণ, তোমাদের প্রিয় সংবাদ শ্রবণ কর। তাহা তোমাদের অতি সুখকর। আমি তোমাদের ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের নির্জ্জন কার্য্য-সম্পাদক। সুতরাং উদ্ধব-দ্বারে সংবাদ প্রেরণ অপ্রকট-লীলায় নিত্যস্থিতির সংবাদ-জ্ঞাপক। ইহা বিদুরের যুধিষ্ঠিরের নিকট জতুগৃহ-দাহবার্ত্তা প্রেরণের মত। কেবল যুধিষ্ঠির মহারাজই তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এখানে ব্রজসুন্দরীগণও এই সংবাদের মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রিয়তমের সেই আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের স্মৃতি আগত হইয়াছিল। তাঁহারা উদ্ধবকে পূজা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা।
সঞ্জীবয়ন্ নু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ।।
(ভাঃ ১০।৪৭।৪৪)

শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আমরা শোকসন্তপ্ত। ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণদ্বারা নিদাঘতপ্ত বনকে সঞ্জীবিত করে, তদ্রূপ তিনি নিজ কর-স্পর্শাদিদ্বারা আমাদিগকে সঞ্জীবিত করার জন্য কি আসিবেন না? এই উক্তি অপ্রকটাবস্থায় মিলিতরূপে অবস্থান অনুভূত হওয়ায় তাঁহাদের চিত্তে সন্তোষ জন্মিয়াছিল।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রকট-প্রকাশে যে-সকল বস্তু দৃষ্ট হয়, সে-সকল অপ্রকট-প্রকাশগত লীলা হইতে পৃথক্ নহে। ব্রজগোপীগণও প্রকটাপ্রকট উভয় প্রকাশে বিরাজ করিলেও তাঁহাদের আত্মা দুইটী নহে। শ্রীবৃন্দাবনের উভয় প্রকাশ এবং গোপীগণের উভয় স্থানাগত প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াই আছে। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব ; আর গোপীগণ আশ্রিত-তত্ত্ব। আশ্রিত-তত্ত্ব ছাড়া আশ্রয়-তত্ত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং উভয়ের বিচ্ছেদ সম্ভব নহে। তাহারা নিত্যলীলারূপ রহস্যার্থ স্বীকার করিলেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রকটলীলাগত অভিনিবেশহেতু বিচ্ছেদভয় পাইয়া দৈন্যপ্রকাশের সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।। (ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

হে পদ্মনাভ, অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন যোগেশ্বরগণ-কর্ত্তৃক হৃদয়ে চিন্তনীয়, সংসার-

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

কূপে পতিত জনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন তোমার শ্রীচরণকমল গৃহসেবিনী আমাদের মনে সর্ব্বদা আবির্ভূত থাকুন।

নিষ্ঠুর বিধাতার কোপে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। তোমার দর্শন, দর্শনবার্ত্তা দূরে থাকুক, আমরা তাহার আশা করি না ; কিন্তু তোমার উপদেশ-অনুসারে তোমার চরণকমল আমাদের মনে উদিত হউক। চরণকে যে কমলরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার হেতু—চরণস্পর্শেই বিরহতাপ প্রশমিত হয় ; স্মরণদ্বারা হয় না। যাহারা সংসার-কূপে পতিত, তোমার চরণ চিন্তাদ্বারা তাহারা সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, কিন্তু বিচ্ছেদ-দুঃখ-প্রশমন তদ্দ্বারা হইতে পারে না। কূপে পতিত ব্যক্তি সামান্য রজ্জু অবলম্বনে উঠিতে পারে, কিন্তু সমুদ্রে পতিত জীবের উদ্ধার-জন্য অর্ণবপোত প্রয়োজন।

যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তাহা হইলে তোমরা এখানে আসিয়া আমার সাক্ষাৎ কর না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—আমরা গৃহসেবিনী—পরগৃহিণী ; অস্বাধীনা আমাদের সেরূপ আসার ক্ষমতা নাই।

গৃহসেবিনী-পদের অন্য অর্থ দেখাইতেছেন,—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে।। (কাব্যপ্রকাশ)

কোন নায়িকা নিজ-সম্পর্কে বলিতেছে,—যিনি কৌমারহর অর্থাৎ আমার পতি, তিনি আমার অভিমত বর। সেই চৈত্ররজনী,—মধুযামিনী, সেই মালতী কুসুমের গন্ধবাহী কদম্ববায়ু, আর সেই আমি। তথাপি আমার চিত্ত সুরতলীলাব্যাপার-বিষয়ে রেবাতীরবর্ত্তী বেতসীতরুতলে সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।

গোপীগণেরও উক্তি—তোমার সঙ্গ, তোমার পূর্ব্বসঙ্গম-বিলাসধাম শ্রীবৃন্দাবনই আমাদের অভীষ্টপূরণকারী। অতএব গোকুলেই তোমার সঙ্গলাভ ছাড়া সে বাসনা পূর্ণ হইবে না। প্রকটাপ্রকট উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা গোপীগণের, গোপগণের ও সকল প্রাণীর অন্তশ্চরী এবং অধ্যক্ষ—এই কথা জানাইবার জন্য শুকদেব বলিলেন,—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামিহ দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষং ক্রীড়নে নেহ দেহভাক্।।
(ভাঃ ১০।৩৩।৩৫)

সুতরাং অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণসহ নিরন্তর ক্রীড়াশীল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

সৃষ্টিতত্ত্ব-রহস্য

এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের মূল কারণ ভগবান্ বিষ্ণুই। তিনিই মূল সৃষ্টিকর্ত্তা ও মুক্তিদাতা। পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত জড়া প্রকৃতি সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। সৃষ্টি-বিষয়ে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব ও উদাসীনতা উভয়েই যুক্তিযুক্ত। সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে জড়া প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ও নিমিত্ত কারণ। পরমেশ্বরের কটাক্ষের দ্বারা চালিত হইয়াই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রসব করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।। (গীতা ৯।১০)

"হে অর্জ্জুন! পরমেশ্বর আমি যে প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি, তাহাতেই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করেন ; এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়।"

সৃষ্টির পূর্ব্বে গুণসাম্য থাকায় অর্থাৎ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের কোনরূপ ক্রিয়া না থাকায় পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত হন। সৃষ্টিকালে সেই গুণসাম্য (প্রকৃতি তত্ত্ব) পুরুষের ইচ্ছারূপ সন্নিধি বা অধিষ্ঠান লাভ করায় গুণব্যঞ্জন (গুণের প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব) উৎপন্ন হইল। বীজ যেমন ত্বকদ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ উক্ত প্রকৃতি-তত্ত্বকর্ত্তৃক মহত্তত্ত্ব আবৃত হইল। মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই ত্রিবিধ অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি। যেমন প্রকৃতি-তত্ত্বদ্বারা মহত্তত্ত্ব আবৃত, সেইরূপ মহত্তত্ত্বদ্বারা অহঙ্কারতত্ত্ব আবৃত হইল। তামস অহঙ্কার ক্ষুভিত বা বিকৃত হইয়া শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ আকাশের সৃষ্টি হইল। তামস অহঙ্কার শব্দতন্মাত্র ও আকাশকে আবৃত করিল। আকাশ ক্ষুভিত হইয়া স্পর্শ তন্মাত্রের সৃষ্টি করিল, স্পর্শ তন্মাত্র হইতে স্পর্শ গুণবান্‌বিশিষ্ট বলবান্ বায়ু উৎপন্ন হইল এবং আকাশ বায়ুকে আবৃত করিল। তৎপরে বায়ু ক্ষুভিত হওয়ায় রূপ তন্মাত্র ও জ্যোতিঃ (অগ্নি) উৎপন্ন হইল। রূপ তন্মাত্র ও জ্যোতিঃ উভয়কে বায়ু আবৃত করিল। জ্যোতিঃ ক্ষুভিত হওয়ায় রসতন্মাত্র জন্মিল, তাহা হইতে রসগুণবিশিষ্ট জলের জন্ম হইল ; জ্যোতিদ্বারা ইহারা আবৃত হইল। জল ক্ষুভিত হইয়া গন্ধতন্মাত্র সৃষ্টি করিল, গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইল ; জলদ্বারা ইহারা আবৃত হইল। পৃথিবীর গন্ধ, জলের রস, অগ্নির রূপ, বায়ুর স্পর্শ ও আকাশের শব্দ—এইগুলিকে তন্মাত্র বলা হয়।

পুরুষের অধিষ্ঠান ও মনের অনুগ্রহবশতঃ মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করে। জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ভূতাদি তামস অহঙ্কারদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড বহির্ভাগে আবৃত হইল। ঐ ভূতাদি আবার মহত্তত্ত্বদ্বারা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

আবৃত। ভূতাদির সহিত মহত্তত্ত্ব আবার প্রকৃতির দ্বারা আবৃত। নারিকেল ফলের মধ্যবর্ত্তী বীজ যেমন বাহিরের দল (ত্বক্) সমূহের দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ঐ সাতটী প্রাকৃত আবরণদ্বারা আবৃত ঐ অণ্ডে পর্ব্বতসমূহ, দ্বীপসকল, সমুদ্রসমূহ, দেবাসুরসমূহ, মানুষ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলসহ সমস্ত লোক (তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্গ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য প্রভৃতি চৌদ্দ ভুবন) উৎপন্ন হইল। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়া রজোগুণ অবলম্বন করত স্বয়ং ব্রহ্মা এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা রজোগুণোদিত স্বাংশ প্রভাববিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। কোনও কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবৎশক্তির আবেশ হইলে সেই জীব ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য বিধান করেন। এইরূপ ব্রহ্মাতে ভগবানের শক্তি সঞ্চার হয় বলিয়া তাহাকে আবেশাবতার বলা হয়। আবেশাবতার ব্রহ্মাতে রজোগুণের যোগহেতু বিষ্ণুর সহিত সাম্য স্বীকার করা যায় না। যে কল্পে তাদৃশ জীব না থাকায় বিষ্ণু স্বয়ংই ব্রহ্মা হন, সেই কল্পে ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন দর্শন করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রহিয়াছে,—

ভক্তিমিশ্র কৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন।।
গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা রূপ ধরি'।।
কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনি ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়।।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ঋক্, ত্রিবৃৎস্তোম, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ প্রভৃতি, দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃ, পঞ্চদশ ত্রৈষ্টুভচ্ছন্দস্তোম, বৃহৎসাম ও উক্থ (যজ্ঞবিশেষ) প্রভৃতি, পশ্চিমমুখ হইতে সকল সাম, সপ্তদশ জগতীচ্ছন্দস্তোম, বৈরূপ ও অতিরাত্র (যজ্ঞবিশেষ) প্রভৃতি এবং উত্তরমুখ হইতে একবিংশ অনুষ্টুভ-ছন্দস্তোম, অথর্ব্ববেদ, সোমসংস্থা ও বৈরাজ (যজ্ঞবিশেষ) প্রভৃতি সৃজন করিয়াছেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার জঘন হইতে তমোগুণসম্পন্ন অসুরগণ জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মা তমোমাত্রাত্মিকা তনু (তমোময়ভাব) ত্যাগ করিলে সেই তমোমাত্রাত্মিকা তনু পরিত্যক্ত হইয়া বিভাবরী হইয়া গেল। ব্রহ্মার মুখ হইতে সত্ত্বোদ্রিক্ত সুরগণ সমুদ্ভূত হইলে তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই তনু সত্ত্বপ্রায় দিন হইয়া গেল। এইজন্য অসুরেরা রাত্রিতে ও দেবগণ দিবায় বলবান্। সত্ত্বমাত্রাত্মিকা অন্য তনু ব্রহ্মা গ্রহণ করিলে তাহাতে তাহার পার্শ্ব হইতে পিতৃগণ জন্মে। ব্রহ্মা পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই তনু ত্যাগ

করিলে উহা পরিত্যজ্য হইয়া দিবারাত্রির অন্তবর্ত্তিণী সন্ধ্যা হইয়া গেল। তিনি রজোমাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করিলে তাহাতে রজোগুণপ্রধান মনুষ্য জন্মে। প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই দেহকে সদ্য ত্যাগ করিলে তাহা জ্যোৎস্না হইয়া গেল, যাহাকে প্রাতঃকাল বলা হয়। মনুষ্যগণ প্রাতঃকাল ও পিতৃগণ সন্ধ্যার সময় বলশালী হয়। রজোমাত্রাপ্রধান অন্য তনু গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার ক্ষুধা ও কোপ জন্মিলে তাহা হইতে অন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামদিগের সৃষ্টি হয়, তাহারা বিরূপ ও শ্মশ্রুল এবং পিশাচ ও যক্ষ-নামে পরিচিতি লাভ করে। যাহারা কেবল ভক্ষণই করে, তাহারা যক্ষ। যক্ষণ (ভক্ষণ) কর্ম্ম থেকে যক্ষ নাম হইয়াছে। যাহারা কেবল পিশিত (কাঁচা মাংস) অশন (ভক্ষণ) করে, তাহারা পিশাচ। ব্রহ্মার শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হয়। ইহারা গো (বাক্য বা গীতি) ধরণ উচ্চারণ বা গান করিতে করিতে জন্মিল বলিয়া গন্ধর্ব্ব-নামে অভিহিত। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুর শক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বচ্ছন্দতঃ বয়স হইতে বয়ঃ (পক্ষীজাতি), বক্ষ হইতে অবর (মেষজাতি) ও মুখ হইতে অজের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার উদর ও পার্শ্বদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গরু, মৃগ, উষ্ট্র প্রভৃতি তির্য্যগজাতির সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার লোম হইতে ফলমূলশালী ঔষধি জন্মে। গো, অজ, মেষ, অশ্ব, খর প্রভৃতিকে গ্রাম্যপশু বলা হয়। ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী, বানর, পক্ষী, সরীসৃপ, সর্প প্রভৃতি আরণ্যগণের মধ্যে গণ্য।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে গবাদি পশু, হরিণাদি মৃগ, দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট সিংহাদি হিংস্রজন্তু, রাক্ষস, পিশাচ ও মনুষ্যগণ—ইহারা জরায়ুজ (উল্ব) অর্থাৎ গর্ভকোষে জন্মগ্রহণ করে। পক্ষী, সর্প, কুমীর, মৎস্য, কচ্ছপ, স্থলজাত কৃকলাস ও নকুলাদি, জলজাত ভেক ও শঙ্খ প্রভৃতি অণ্ডজ অর্থাৎ অণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দংশ (ডাঁশ), মশা, যূকা (উকুন), মাছি, মৎকুণ (ছারপোকা)—ইহারা স্বেদজ অর্থাৎ স্বেদ হইতে উৎপন্ন। পতঙ্গ, পঙ্গপাল, কীট, পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণীও স্বেদজ। আগুন অথবা সূর্য্যের উত্তাপে পার্থিব দ্রব্যসমূহের মধ্যে যে ক্লেদপদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম স্বেদ।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট সমুদায় উদ্ভিদই স্থাবর। তন্মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে জন্মে ও কতকগুলি রোপিত শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা বহুপুষ্প ফলযুক্ত ও ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। যথা—ধান্য, গম, যব প্রভৃতি। যাহারা পুষ্পবন্ত না হইয়াই ফলবন্ত হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে। বৃক্ষগুলি ফুল ও ফল উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পুষ্পিত হউক্ বা কেবল ফলবান্ই হউক্, উভয়প্রকারকেই বৃক্ষ বলা হয়। গুচ্ছ ও গুল্ম নানাপ্রকার আছে। যাহার মূল হইতে অনেক শাখা জন্মায় অথচ কাণ্ড নাই, তাহার নাম গুচ্ছ।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

যেমন—মল্লিকা প্রভৃতি। আর যাহার একটী মূল থেকেই বহু অঙ্কুর উদ্গত হয়, তাহা নাম গুল্ম। যেমন—শর, ইক্ষু, বাঁশ প্রভৃতি। উলূখড় জাতীয় তৃণজাতিও বিবিধপ্রকার। বিবিধপ্রকার প্রতান ও বল্লী আছে। যাহারা মাটির উপরে লতিয়ে থাকে, তাহারা প্রতান, যেমন—লাউগাছ, কুমড়ো গাছ প্রভৃতি। যাহারা মাটি থেকে কোন বৃক্ষ বা অন্যকিছুকে বেষ্টন করিয়া উপরে উঠে, তাহাদিগকে বল্লী বলে, যেমন—গুড়ুচ্যাদি। এই উদ্ভিদগুলির কোনটি বীজ থেকে জন্মায় অর্থাৎ বীজপ্ররোহী এবং কোনটি বা কাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কাণ্ডপ্ররোহী। বৃক্ষগণ পাপকর্ম্ম থেকে উদ্ভূত তমোগুণের দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে। ঐ তমোগুণ নানারকম দুঃখানুভব করায় বলিয়া বৃক্ষগুলিও বিচিত্র দুঃখ অনুভব করে।

সকল প্রাণীর যে নামপ্রাপ্তি বা নামকরণ, কর্ম্মই তাহার নিমিত্ত—কর্ম্মানুসারে তাহাদের নাম হয়। (ভাঃ ১১।৭।২২)। "এক-দ্বি-ত্রি-চতুষ্পাদো"-শ্লোকে পৃথিবীতে একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ ও পদশূন্য নানাপ্রকার শরীর সৃষ্টির কথা পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে মনুষ্য শরীরই পুরুষার্থ-সাধনত্বহেতু ভগবানের প্রিয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীগুরুপাদপদ্মে রতিই ভক্তি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৮ পৃষ্ঠার পর]

সঙ্গ হয় চিন্তায়—আবেশে—প্রীতিতে—বিরহে—কৃপাপ্রার্থনায়—মাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তনে। তাঁহাদের সঙ্গ তাঁহাদের নাম-গুণ-লীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদির মধ্যেও হয়। তাঁহার কৃপা—সেবা লাভের জন্য লোভ—আবেশ হইলেই অবিরত সঙ্গ লাভ হইবে। চিত্ত যত নির্ম্মল হইবে—জড়জগতের প্রতি আসক্তি—অভিনিবেশ যত কমিতে থাকিবে—পুরুষাভিমান কমিয়া যত দীনতা—অকিঞ্চনতা—কৃপালাভের জন্য যত লোভ হইতে থাকিবে ততই শ্রীগুরুপাদপদ্মনখ-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইবে। নিকটে অথবা দূরে—যে কোন স্থানেই অবস্থান হউক না কেন, তাঁহার প্রকৃষ্ট সঙ্গ-অপ্রাপ্তির জন্য যে দুঃখ, অনুশোচনা, অন্তর্দ্দাহ, আত্মধিক্কার—তাহাই তাঁহার সন্নিকর্ষ-লাভের প্রকৃষ্ট পথ। তাঁহার প্রতি প্রীতি, ভালবাসা বা আপনজ্ঞানই তাঁহাকে পাইবার উপায়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ও আনুগত্য ব্যতীত উপায় নাই। পরতত্ত্ব-বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইবেই না, যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করা না হয়। যাঁহারা অতিলোলুপ, যাঁহাদের ইন্দ্রিয় নিগৃহীত হয় নাই, যাঁহারা বিষয়াসক্ত, তাঁহারা যদি কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা বা অভ্যাস-যোগাদির

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

দ্বারা তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শত শত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া কেবল সংসারভ্রমণই করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ উত্তালতরঙ্গায়িত সমুদ্রে কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া তদনুসরণক্রমে কায়মনোবাক্যে ভাগবত-ধর্ম্মানুশীলন করিলে ভগবানের সন্তোষ হয়। শ্রীগুরুদেবেরসঙ্গ লাভ করিলে বা কৃপা-সঙ্গপ্রার্থী হইলে আর বিপথগামী হইতে হয় না। তাঁহার কৃপায় পরমার্থপথের সমুদয় বিঘ্ন অপসারিত হয়—মন শাসিত ও ইন্দ্রিয় নিগৃহীত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা হইলে ভক্তিপথে চলিতে পারা যায়। নিষ্ঠা অর্থাৎ ঐকান্তিকতা—ব্যক্তিত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস। নিষ্ঠা না থাকিলে সেবা শুদ্ধ হয় না। অনর্থযুক্তের শুদ্ধ ভজন হয় না। নিষ্টা হইতেই প্রকৃত ভজন আরম্ভ হয়। যে-কোন অবস্থা আসুক, তাঁহাকে ছাড়িবার অসামর্থ্যই নিষ্ঠা। নিষ্ঠা হইলে সাধক ভক্তিবাতের মধ্যে পড়িয়া গেল ও গতি আরম্ভ হইল এবং রুচি হইলেই ভক্তিমন্দাকিনীর স্রোতে পড়িয়া তীব্রবেগে কৃষ্ণপাদপদ্মাভিমুখী হইয়া চলিতে থাকিল। যাঁহারা বাস্তবিকই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়া একান্তভাবে তৎশরণাপন্ন হইয়াছেন—যাঁহারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মধূলিতে নিত্যস্নাত হইতেছেন, তাঁহাদের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিময়ী সেবা কোনপ্রকার বাধা মানে না—মায়ার কোনপ্রকার প্রলোভন তাঁহাদিগকে বাস্তব সত্যপথ হইতে একচুলও বিচলিত করিতে পারে না। তখন বাধাবিপদাদি তাঁহার অনুকূলই হইয়া থাকে—তাঁহাকে দ্বিগুণবেগে শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইবারই সহায়তা করে—সদ্যকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলে। তখন তাঁহারা বলেন,—"কৃপা করি' তোল মোরে বলে", "পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্মধূলি করি', দেহ বিনোদসেবকে আশ্রয়।" "যে যে দশা ভোগী আমি, আমাকে না ছাড় স্বামি, অধমের এই নিবেদন", "আমি ত' তোমারই জন।" "আমাকে দণ্ড দিবে, ভর্ৎসনা-তিরস্কার করিবে, কর, কিন্তু ছাড়িও না।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মে "আমি সে তোমার হই, জান সর্ব্বথায়"—এই বিচারই প্রয়োজন। তাঁহার সেবা করিবার মতি হইলে সর্ব্বপ্রথমেই সেবকের হৃদয়ে এই বিচারস্থান পায়। এইরূপ বিচারের অভাব বা তারতম্যানুসারে সেবকত্বের তর-তমতার বিচার হয়। এইরূপ শরণাগত অকপট স্নিগ্ধ সেবকের অপরাধাদি গুরুকৃষ্ণ গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের সেবাপ্রয়াস দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন।

ঈশ্বর-স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ।।

(চৈঃ চঃ অঃ ১।১০৭)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

ভৃতস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্।।

শ্রীগুরুদেব—বিভুবস্তু, বিষ্ণুবস্তু, ঈশ্বরবস্তু। শ্রীগুরুদেব ভগবানের সহিত অভিন্ন—সেবক-ভগবান্। শ্রীগুরুদেব শরণাগত সেবকের কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না, অল্প হইলেও নিষ্কপট সেবাচেষ্টা দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহাকে প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—যিনি ভগবান্‌কে বেশী সুখ দেন, তিনিই আমাদের গুরুদেব। কোন্ বিধিতে মোক্ষ হয়—স্বরূপে অবস্থান হয় ; তাহা জানা'বার জন্য ভগবানের বেদান্তরূপে—শব্দরূপে, শ্রীবিগ্রহরূপে—নিজ-জন ভক্তরূপে অবতরণ। এই করুণা জীবগণকে মুক্ত ক'র্‌বার জন্য। তাঁ'রা অহৈতুকী কৃপা ক'রে নে'মে আসেন। আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সুবিধা বেশী। নিত্যানন্দের আশ্রয়ে, তাঁ'র যূথে কৃষ্ণভজনের সুযোগ বেশী। নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্য বা কৃপা-ছাড়া গতি নাই। যাঁ'র প্রতি বৈষ্ণবের দয়া হ'চ্ছে, পৃথিবীর কোন জিনিষ তাঁ'কে টলা'তে পারে না। মিশ্‌ছে, কিন্তু অভিনিবেশ নাই—পদ্মপত্রের মত জলে থাকে, জলের সঙ্গে মিশে না। ১০৮টী তীর্থ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থিত—এ বুদ্ধি যাঁ'র নেই, সেই গোখর। যে কৃষ্ণকে ও কার্ষ্ণকে আপনজ্ঞান করে না, তা'কে আপনজ্ঞান করা'বার জন্য যে চেষ্টা, তা' ক্ষীণতমা হ'লেও কৃষ্ণ কৃপা ক'র্‌বেন। এ বিষয়ে একটু সামান্য চেষ্টাই একমাত্র অভিধেয়—তাহাই আনন্দপ্রদ—তা'তে আনন্দের সাগরের সীমা ছাড়িয়ে যায়। শ্রীরূপের কৃপায়—শ্রীগুরুর কৃপায়—শ্রীনামপরায়ণ সাধুর কৃপায় ইহা লাভ হয়। নামের প্রিয় আমার শ্রীগুরুদেব। প্রিয় প্রিয়কে যে-ভাবে ডাকেন, সে-নামেই আমার ডাকা উচিত ; তবেই কৃপা লাভ হ'বে। Gurudeva is the giver of Bhakti. গুরু ভক্তিকে প্রকট করেন। গুরুদেবকে ছেড়ে ভক্তি থাকে না। ভক্তির Lineএর মধ্যে থা'ক্‌লে সংসার থাকে না। গুরু বা আচার্য্যের সহিত একচিত্তবৃত্তি হইলেই সুবিধা।

আমরা যাহাতে কৃপা-বাৎসল্য সান্ত্রমূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যাশ্রিত ধূলি থাকিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপার আশাবন্ধে জীবন পরিচালন করিতে পারি, ইহাই নিত্যবান্ধব শ্রীগুরুসেবকগণের শ্রীচরণে সতত প্রার্থনা।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের
৮২তম শুভাবির্ভাব-তিথি-বাসরে

দীনের ভক্ত্যর্ঘ্য

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলীর কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়া আত্মসংশোধন করিবার অভিলাষী হইতেছি।

শ্রীল মহারাজজী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট শ্রীহরিনাম গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে শিক্ষালাভ গ্রহণ করত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-আনুগত্যে সাধন-ভজনের দিকে অগ্রগামী হন। শ্রীল মহারাজের ভজনোন্মুখী ও সেবোন্মুখী- বৃত্তিতে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিতজন সকলেরই প্রিয়ভাজন হইয়া উঠিলেন।



শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট (১৯৩৭, ১লা জানুয়ারী)-লীলায় প্রবেশের পর শ্রীগৌড়ীয় মঠ-মিশনে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ এই বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ১৯৪০ সালে কলকাতাস্থ ৩৩/২, বোসপাড়া লেন, বাগবাজারে ভাড়া বাড়ীতে অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি** স্থাপন করেন।

পূজ্যপাদ বামন মহারাজ ইতিপূর্ব্বেই শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে শাস্ত্রীয়-বিধিমতে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষালাভ করিয়া **শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী**-নামে পরিচিত হন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করিবার জন্য শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার আশ্রিত ও যোগ্য সেবকবৃন্দকে সন্ন্যাস-গ্রহণে উৎসান দান করিলেন এবং ১৯৫২ সালে শ্রীগৌর-

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

পূর্ণিমা-তিথিতে নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে একসঙ্গে তিনজনকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া যথাক্রমে—

(১) **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** (শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী)

(২) **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ** (শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী)

(৩) **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ** (শ্রীগৌরনারায়ণ দাসাধিকারী)

নাম প্রদান করিলেন। তিনি এই নবীন ত্রয়ী সন্ন্যাসীর উপর সমিতির দায়িত্বভার ন্যস্ত করিলেন।

বিগত ইং ৬।১০।৬৮ সালে আচার্য্যকেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ নিজাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর সায়ংকালীন নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। পূজ্যপাদ শ্রীল বামন মহারাজ ইং ১৮।১০।৬৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হন।

শ্রীল গুরু-মহারাজের প্রকটকালে ও অপ্রকট-লীলাভিনয়ের পরে শ্রীল বামন গোস্বামী মহারাজ তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আচরিত-প্রচারিত ধর্ম্ম ও বাণীপ্রচারে উৎসাহিত হইয়া অধিক ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক বিশ্বের দরবারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা বক্তৃতা ও গ্রন্থের মাধ্যমে প্রচার আরম্ভ করিলেন। শ্রীধাম-পরিক্রমা, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশন, শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশাদি বিবিধ সেবাকার্য্য প্রবল উৎসাহের সহিত আরম্ভ করিলেন। তিনি গুরু-মনোঽভীষ্ট পূরণের জন্য বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর মহিমা-কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরসুন্দরের নাম প্রেমমালা গাঁথিয়া সকলের গলে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং লেখনী ধারণ করিলেন। শুদ্ধভক্তিধারা ও শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের মনোঽভীষ্ট-পূরণকল্পে তিনি সদাসর্ব্বদা গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন।

তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অপরিসীম। তিনি অত্যন্ত শ্রুতিধর ও মেধাবী ছিলেন। তিনি ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, মেধা, পাণ্ডিত্য, স্বল্পভাষিতা, বদান্যতা, পরোপকারিতা, সত্যসঙ্কল্পতা অর্থাৎ বৈষ্ণবের সর্ব্বগুণের আকরস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সেবাবৃত্তিও অতুলনীয় ছিল। তিনি ন্যাশানাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, রামমোহন লাইব্রেরী ও শ্রীরামপুর গ্রন্থশালার সঙ্গে যোগযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্ত প্রমাণ গ্রন্থ-তালিকাসহ লিপিবদ্ধ করা ছিল তাঁহার গ্রন্থ-প্রকাশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁহার শাস্ত্রীয়-সিদ্ধান্তে গভীরতা, তত্ত্বদর্শন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক বিচার শ্রবণ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে 'Goudiya dictionary' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন।

শ্রীল গুরুদেব 'মায়াবাদের জীবনী ও বৈষ্ণব-বিজয়' গ্রন্থ প্রণয়নকালে ১১২

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

খানি শাস্ত্রীয়-প্রমাণ-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রমাণ-গ্রন্থ সংগ্রহে শ্রীল বামন গোস্বামী মহারাজের প্রচেষ্টা এক গৌরবময় অধ্যায় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পরবর্ত্তিকালে তিনি স্বয়ং 'মায়াবাদের জীবনী ও বৈষ্ণব-বিজয়' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া 'Life Story of Impersonalism (Mayabad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava Vijaya)'-নামে গ্রন্থ সম্পাদন করেন। কারণ, মায়াবাদই শুদ্ধভক্তির প্রধান অন্তরায় বা শত্রু। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যতদিন পৃথিবীতে শাঙ্কর-দর্শন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন শুদ্ধভক্তির ব্যাঘাত ঘটিবে।"

শ্রীল মহারাজ তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীগুরু-মনোঽভীষ্ট পূরণে সতত ব্রতী ছিলেন এবং বর্ত্তমান বার্দ্ধক্যাবস্থাতেও সেই সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়া আরাধ্যতত্ত্বের সেবা সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার সেবাদর্শ সাধক-সাধিকাগণের একমাত্র পাথেয়।

অধুনা সারা বিশ্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীসরস্বতী-কেশব-ধারায় স্নাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী প্রচারের মাধ্যমে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা বহুলভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত প্রচার করিয়া বিশ্ববাসীর প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যে শ্রীল নারায়ণ মহারাজের উৎসাহদাতা শ্রীকেশবের করুণাশক্তি ও শ্রীল বামন গোস্বামী মহারাজ ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজের প্রেরণা।

শ্রীল বামন মহারাজ ধীর, শান্ত ও মার্জ্জিত ভাষায় সুমধুর কণ্ঠে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত প্রচারের মাধ্যমে যুবসমাজকে হরিভজনে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার শান্ত-সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনেও আকৃষ্ট হইয়া বহু দর্শনপ্রার্থী ও শ্রোতৃবৃন্দ বিমোহিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার বক্তৃতায় ছিল প্রবল আকর্ষণী শক্তি। মহতী ধর্ম্মসভায় সহস্র সহস্র শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল হরিকথা পরিবেশন করিতেন। এককালে তিন চার ঘণ্টা বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তাঁহার। তাঁহার মধুর ব্যবহার ও মিষ্ট ভাষায় আকৃষ্ট হইয়া বহু যুবক মঠাশ্রিত হইয়া হরিভজন করিতেছেন। তিনি কখনও কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না এবং বিরুদ্ধ কথাবার্ত্তায় কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার গুরুনিষ্ঠা, বৈষ্ণব-নিষ্ঠা, সেবানিষ্ঠা ও নামনিষ্ঠা এত প্রবল ছিল যে, সকলেই, এমনকি তাঁহার সতীর্থগণও এতাদৃশ গুণের প্রশংসা করিতেন। শাস্ত্রে কথিত আছে,—

গুরুপাদপদ্মে যার রহে নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি।।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

সেবকদিগের দোষ দেখিলে কদাচিৎ শাসন করিতেন ; কারণ গুরুর আদেশ অবহেলা করিলে অপরাধ হইবে—এই মঙ্গল চিন্তা করিয়াই স্থানবিশেষে শাসন করিতেন মৃদুভাবে।

আমরা বলিয়া থাকি যে, ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। কিন্তু শ্রীল মহারাজের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অপরিসীম, কল্পনার অতীত। তিনি যে কত বড়, কত মহান্ শক্তিধর পুরুষ, তা আমাদের চিন্তার অগোচর। তিনি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে তাঁহার সর্ব্বারাধ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

সেই সেবক ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সে প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন।।

শ্রীল বামন মহারাজ আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইয়াই তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পূরণকল্পে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া প্রথমেই (১) পুরীধামে শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ, (২) শিলিগুড়িতে শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, (৩) মেঘালয়ে শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, (৪) কলিকাতাতে শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, (৫) শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ, (৬) শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ, (৭) হরিদ্বারে শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ, (৯) শিলচরে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ, (১০) বালেশ্বরে শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি প্রচারোদ্দেশ্যে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার সতীর্থ শ্রীল নারায়ণ মহারাজও পাশ্চাত্ত্যে কয়েকটী মঠ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমঠ-মন্দিরের নামকরণেও তাঁহার বিচক্ষণতা ও তত্ত্বদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর সার্থকতা ফলপ্রসূ হইয়াছেন ও হইতেছেন শ্রীল বামন মহারাজের অপরিসীম উৎসাহে। তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠাশাবিমুখ ছিলেন। যেখানে প্রতিষ্ঠাশা আসিবার সম্ভাবনা, সেখান হইতে তিনি বহুদূরে অবস্থান করেন। আড়ম্বরবহুল প্রচারে তিনি সর্ব্বদাই অনীহা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত।।
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা।।

ইং ১৯৯৬ সালে 'শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছে'র পঞ্চম সংস্করণ নূতন কলেবর-রূপে প্রকাশ ও 'শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্ররত্নমালা' গ্রন্থদ্বয় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে গৌড়ীয়-কণ্ঠমালারূপে শ্রীল মহারাজের নব-উপহার বলিয়াই মনে করি। শ্রীগুরু-

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

পাদপদ্মের ইচ্ছাপূরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতার জন্য তাঁহার অভিলাষ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, এই বৃদ্ধবয়সে আর একবার সেবকবৃন্দকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অসম্পূর্ণ কার্য্য সমাধা করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার আদর্শ হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন।

মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়।।

শ্রীল বামন মহারাজের বাণী স্মরণ করিয়াই আমি শ্রীব্যাসপূজার ভক্ত্যর্ঘ্য সমাপন করিতেছি।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" প্রণিপাত চাই, পরিপ্রশ্ন চাই, সেবাবৃত্তি চাই। এই তিনটী জিনিষ নিয়ে তাঁর কাছে যাইতে হইবে, তবে তিনি কিছু উপদেশ করিতে পারেন। অন্যথায় উপদেশ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব এই তিনটী গুণও আমার দরকার। আমি সেই শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যে যাইব কিছু তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানিবার জন্য, শিক্ষার জন্য, সাধন-ভজন-পথ বুঝিবার জন্য, আমারও ত' কিছু অধিকার থাকা দরকার। তবে ত' তিনি আমাকে কিছু বলিবেন, উপদেশ করিবেন।

"অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে, অধিকার দিবে তুমি।"—মহাজনের এই শিক্ষাই আমাদের সাধন-ভজন-পথের পাথেয় হউক। হে করুণানিধি, আপনি মাদৃশ অধমকে কৃপা করুন, যাহাতে অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের গুণগান কীর্ত্তন করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

"প্রত্যেকের গৃহ এক একটী আশ্রম। তথায় ভগবদনুশীলনের জন্য আমরা অবস্থান করিব। কেবলমাত্র আহার-নিদ্রাদির জন্য যে-গৃহে বাস করা হয়, তাহা নরকের দ্বার-স্বরূপ। তামসিক দ্রব্যাদি আহারের দ্বারা জীবের চিত্ত অধিকতরভাবে ভগবদ্‌বৈমুখ্য লাভ করে, সুতরাং তাহা একান্ত বর্জ্জনীয়।"

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

[সংবাদ-প্রসঙ্গ]

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব বিশেষভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। 'শ্রীব্যাসপূজা'-অর্থে শ্রীব্যাসদেবের পূজাকেই লক্ষ্য করে। জ্যামিতি-মতে 'ব্যাস' অর্থে পরিধিদ্বারা সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে অবস্থিত সরলরেখাকে বুঝায়। এরূপ সরলরেখা অসংখ্য হইতে পারে ; কিন্তু অসংখ্য হইলেও প্রত্যেকটীরই একই ধর্ম্ম। সেইরূপ ব্যাস বহু হইলেও প্রত্যেকেই মূলতঃ একই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। গোলোক-মধ্যস্থিত কেন্দ্রকেই কৃষ্ণ কহে। তাহাতে সন্নিহিত রেখাস্বরূপ শক্তিই শ্রীব্যাস। তাঁহাকে কখনও অংশ, কখনও শক্তিরূপে গণ্য করা হয়। বেদাদি-বিভাগ কার্য্যদ্বারা বদ্ধজীবকে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই শ্রীব্যাসের কার্য্য। ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবেও তাহাই প্রধানরূপে পরিদৃষ্ট হয়। এ কারণে শ্রীগুরুদেবই শ্রীব্যাসদেব, শ্রীব্যাসদেবই শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুপূজাই শ্রীব্যাসপূজা। শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীব্যাসদেবের মনোঽভীষ্ট পূরণ করা শ্রীগুরুদেবের অন্যতম প্রধান কার্য্য বলিয়া গুরুপূজার নামান্তরই—'শ্রীব্যাসপূজা'।

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।।

"প্রথমতঃ গুরুপূজা করিয়া অনন্তর আমার পূজা করিলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্যথায় অর্থাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমে পূজা নিষ্ফল হয়।" জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"জগতে যতপ্রকার পূজ্যবস্তুর পূজা আছে সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম, আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজকের পূজা আরও অধিক বড়। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা করিয়া থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—শ্রীভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্-ভক্ত ; সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁর পূজা করে থাকেন, তাঁর পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড়।" ভবভয়ত্রাতা শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তগণ হৃদয়গুহায় অন্তর্নিহিত মায়াচ্ছাদিত কল্মষসমূহকে বিনাশপূর্ব্বক পরম প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য—শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ানুগত ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৮২তম শুভাবির্ভাব-তিথি তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীসমিতির পরিচালিত

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

অন্যতম প্রচারকেন্দ্র কলকাতা মহানগরীস্থ শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে গত ১২ই পৌষ, ১৪০৯ (ইং ২৮।১২।২০০২), শনিবার মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

শ্রীব্যাসপূজার পূর্ব্বদিবস শ্রীমঠ ও মন্দির বিচিত্র বর্ণের রঙিন পতাকা, পুষ্প, আম্রপল্লব, পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ ও বৈদ্যুতিক বাতির সাহায্যে সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীমঠের সম্মুখস্থ রাজপথের দুই প্রান্তে দুইটী এবং প্রবেশদ্বারেও একটী প্রবেশ-তোরণ তৈরী করা হয়। সবকিছু মিলিয়ে মঠপ্রাঙ্গন যেন কোন এক বিশেষ চিরা-কাঙ্ক্ষিতের সাদর অভিনন্দন জানাইবার জন্য প্রস্তুত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুভাবির্ভাব-তিথির সম্মান জ্ঞাপনার্থে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তদনুগামী ভক্তগণ মঠে উপস্থিত হইয়া এই মহোৎসবকে প্রাণবন্ত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলেন। এই উৎসবে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী

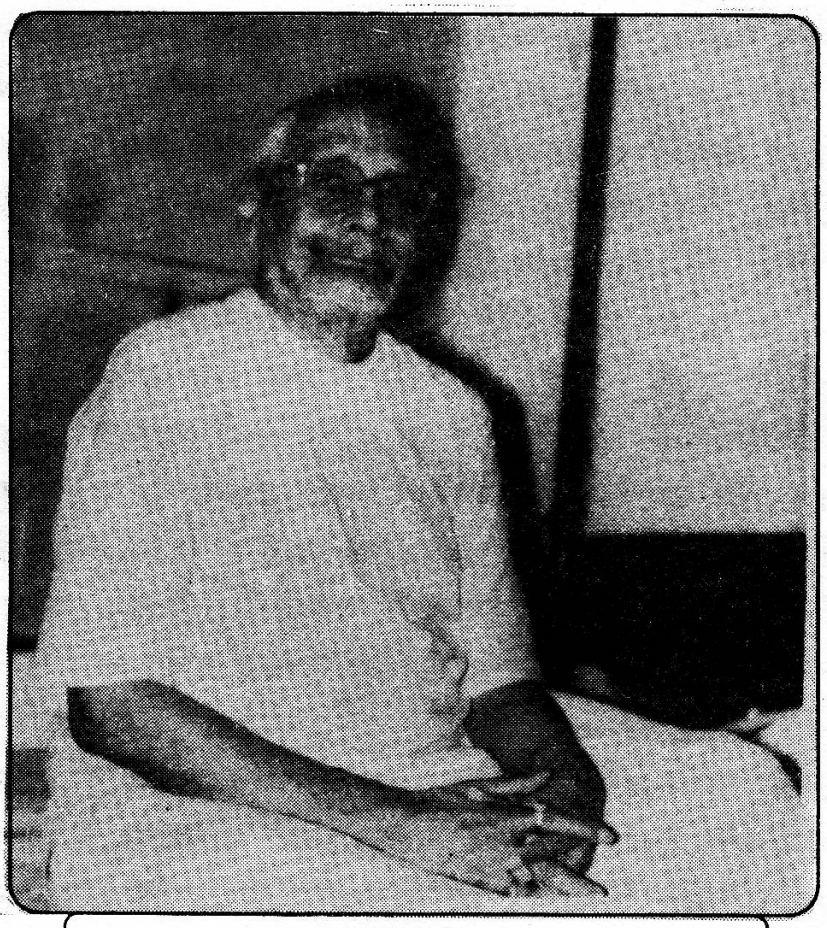

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্ব্বত মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

ব্যাসপূজার পূর্ব্বদিবস অর্থাৎ ১১ই পৌষ (ইং ২৭।১২।২০০২), শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় সুসজ্জিত গাড়ীতে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীগুরুবর্গের অর্চ্চালেখ্য লইয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতাল ও ব্যাণ্ড-সহযোগে এক বিশাল বর্ণাঢ্য নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা কলকাতা-শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীব্যাসপূজার অধিবাসান্তে উপস্থিত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ 'শ্রীব্যাস-পূজা-মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে অপূর্ব্ব হরিকথা পরিবেশন করেন।

১২ই পৌষ (ইং ২৮।১২।২০০২), শনিবার অর্থাৎ ব্যাসপূজা-দিবসে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারতি ও মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্দির-সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ-কর্ত্তৃক ব্যাসাসনে উপবিষ্ট ব্যাসাভিন্ন শ্রীল আচার্য্যদেবের আরতি এবং পরিশেষে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী-কর্ত্তৃক তাঁহাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত বিশেষ পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান-পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে পূর্ব্ব-ব্যবস্থানুসারে মঠের অনতিদূরে সভাস্থলে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন বক্তৃবৃন্দ শ্রীগুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর মধ্যাহ্নে পুষ্প-মুকুট ও বনমালা-সজ্জিত সৌন্দর্য্যকন্দ শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর ভোগারাত্রিকান্তে ত্রিসহস্রাধিক ব্যক্তিকে সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ব্রহ্মচারিগণ সুললিতকণ্ঠে শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সন্ন্যাসি ও ব্রহ্মচারিগণ 'শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীব্যাসপূজা-দিবসে শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ অস্ট্রেলিয়া হইতে টেলিফোনে শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীপাদপদ্মে ইহাই প্রার্থনা জানান যে,—"শ্রীল বামন মহারাজ সুস্থ হইয়া আরও দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভীষ্ট-সেবায় নিয়োজিত থাকুন।"

এই শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসবে শ্রীসমিতির সেবকবৃন্দ তথা শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র ও বিভিন্ন শাখামঠ হইতে বৈষ্ণবগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করায় ইহা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। স্থানীয় প্রশাসন-বিভাগের সহায়তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

—নিজস্ব সংবাদ

---

[৩] শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার

শ্রীগৌরশক্তি গদাধরের প্রকাশ সপ্তম গোস্বামী শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে,—"নিকট ভবিষ্যতে শ্যামকায় এবং শ্বেতকায় পুরুষ প্রসারিত-বাহু হইয়া সম্মিলিতভাবে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক প্রেমোন্মত্ত হইয়া হরিবোল হরিবোল করিবে।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁহারই সুপুত্র, বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ। তাঁহারই অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ। তাঁহার অনুগৃহীত অস্মদীয় শিক্ষাগুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমানে বিপুল সাফল্যের সহিত প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে প্রচার করিতেছেন। সাধনভূমি ভারতবর্ষ হইতে বিগত ২৮।১১।২০০২ তারিখে যাত্রা করিয়া ব্যাঙ্কক (থাইল্যাণ্ড), অষ্ট্রেলিয়াস্থ ব্রিস্‌বেন, সিডনী, Murwilliumbah প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া বর্ত্তমানে আমেরিকাস্থ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রচারে ব্যস্ত আছেন। এতাবৎকাল শ্রীল মহারাজ (১) ভয়ের কারণ ও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায়, (২) শ্রীনাম-মহিমা, (৩) গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা, (৪) ভক্তির তারতম্যে ভক্তের তারতম্য, (৫) ভক্তের তারতম্যে ভক্তির তারতম্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেন।

থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে দিবসত্রয়ব্যাপী প্রচারকালে তত্রস্থ National park লুম্বিনী পার্কে শ্রীনাম-মহিমা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তথায় ভক্তগণের সহিত সম্মিলিতভাবে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী তাহার স্বভাবসুলভ কীর্ত্তনের দ্বারা সহস্রাধিক ব্যক্তিকে উদ্দণ্ড নৃত্য করাইয়া থাকে। কৃষ্ণদাস কীর্ত্তন বন্ধ করিলেও দর্শকগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আবার কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে বাধ্য হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল মহারাজ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা-প্রসঙ্গে বলেন,—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতূন্ পুনাতি চ।।

কলিযুগে ধ্যান নহে, কীর্ত্তনই প্রধান ভক্তাঙ্গ। তন্মধ্যে কেবল কীর্ত্তন নহে, উচ্চসঙ্কীর্ত্তন। উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি মনও বশীভূত হইয়া যায়। দেখুন, আমাদের ছোট কৃষ্ণদাস কেমন আপনাদের সকলের মনকে একত্রিত করিয়া নাচাইয়া দিল। এই উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা আপনাদের সকলের এবং স্থাবর-জঙ্গম সকলের কল্যাণ হইল। মনে মনে জপ বা নাম কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তন-কারী ব্যক্তি নিজে পবিত্র হন, উচ্চৈঃস্বরে করিলে কীর্ত্তনকারী স্বয়ং এবং স্থাবর-অস্থাবর শ্রোতাগণ সকলেই পবিত্র হয়। ইহার দ্বারা কীর্ত্তনকারী ভগবানের অধিক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

কৃপা লাভ করেন। জপ অপেক্ষা উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন শতগুণে শ্রেষ্ঠ। এজন্য আপনারা সকলেই প্রতিদিন উচ্চসঙ্কীর্ত্তন করিবেন, ভগবানের কথা বলিবেন ও শুনিবেন। ভগবানের কথা নিরন্তর শুনিলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং শ্রবণকারীকে কখনও পরিত্যাগ করেন না। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

মৎকথা বাচকং নিত্যং মৎকথা শ্রবণে রতম্।
মৎকথা প্রীতিমনসং নাহং ত্যক্ষামি তং নরম্।।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান মহানগরী সিডনী, ব্রিস্‌বেনে শ্রীল মহারাজ নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন,—দেখুন, পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্যবাসী ভারতীয় সংস্কৃতিকে অপবাদ করিবার জন্য (পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ) মন্তব্য করেন—ক্রমবিকাশের ফলে ধীরে ধীরে বাঁদর বা বনমানুষ হইতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই Theoryর নাম Darwin theory। ইহা আপনারা ভালভাবেই জানেন। ইহার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। ইহা বদ্ধপাগলের মত বা 'The mad theory'। যদি ক্রমবিকাশের ফলে মনুষ্য হইত তবে মনুষ্যের পর আরও কিছু বিশেষ জীব বা কিম্ভূতকিমাকার জীবের সৃষ্টি হইত। কিন্তু বাস্তবে তাহা হইতেছে না।

পাশ্চাত্ত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ ভারতীয় সংস্কৃতিকে অপবাদ করিবার জন্য বলিয়া থাকেন,—হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতাই ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, যাহা প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া মনে করা হয়। তাহারা বলেন, প্রথমে প্রস্তর যুগ, পরে ক্রমশঃ লৌহযুগ, তাম্রযুগ এবং সর্ব্বশেষে সভ্যযুগ। এই সকল ধারণাও পাগলের প্রলাপ ব্যতীত কিছুই নহে। ভারতীয় সংস্কৃতি এত পুরাতন যে, সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ, পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ একত্রিত হইয়াও সেই কালের গণনা করিতে সমর্থ নহেন। আপনারা সকলেই ভারতবাসী অপেক্ষা অধিক অর্থমুখী এবং অধিক Internet লইয়া মাতামাতি করেন। বর্ত্তমান বিশ্বে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বলিয়া দাবী করেন, সেই আমেরিকার এক কোম্পানী 'NASA' satellite দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছে, তাহা আপনাদের শুনাইতেছি। শ্রীল মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ ব্রজনাথ দাসাধিকারী সভায় তাহা পাঠ করিয়া শুনান।

NASA Images Discover Ancient Bridge betwween India and Srilanka

(Courtesy : NASA Digital Image Collection)

"Space images taken by NASA reveal a mysterious ancient bridge in the park strait between India and Srilanka. The recently discovered bridge currently named as Adam's Bridge is made of chain of shoals, C.18 mi (30 km.) long.

The bridge's unique curvature and composition by age

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

reveals that it is man made. The legend as well as Archeological studies reveal that the first signs of human inhabitants in Srilanka date back to the a primitive age about 17,50,000 years ago and the bridges age is also almost equivalent.

The information is a crucial aspect for an insight into the mysterious legend called Ramayan, which was supposed to have taken place in Treta Yuga (more than 17,00,000 years ago). In this epic there is a mentioning about a bridge, which was built between Rameshwaram (India) and Srilanka coast under the supervision of a dynamic and invincible figure called Ram, who is supposed to be the incarnation of the Supreme.

This information may be much importance to the archeologists who are interested in exploring the origins of man, but it is sure to open the spiritual gates of the people of the world to have come to know an ancient history linked to the Indian mythology."

শ্রীল মহারাজ ইহার ভাবার্থ কোন সভাতে শ্রীপাদ মাধব মহারাজকে এবং কোন সভাতে শ্রীপাদ পুণ্ডরীক ব্রহ্মচারীকে শুনাইতে বলিলে তাহারা নিম্নরূপ ভাবার্থ করিয়া শুনান,—

'নাসা'র চিত্রানুসারে ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে প্রাচীন সেতুর প্রমাণ।

'নাসা'দ্বারা অন্তরীক্ষ হইতে গৃহীত প্রতিচ্ছবিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে প্রাচীন রহস্যময় সেতুর অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাপ্ত সেতুর নাম Adam's bridge রাখা হইয়াছে। ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উক্ত সেতুর মাঝখানে কোনরূপ স্তম্ভ বা Pillar নাই। সেতু নির্ম্মাণের কাল ও শিল্পকলা হইতে বুঝা যায় যে, ইহা মনুষ্য-নির্ম্মিত সেতু। বিশেষজ্ঞ এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান হইতে ইহাই জানা যায় যে, ভারত এবং শ্রীলঙ্কাতেই সর্ব্বপ্রথম মানব জাতির চিহ্ন প্রায় ১৭,৫০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল এবং উক্ত সেতুর আয়ুও প্রায় একই।

রহস্যময় প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ 'রামায়ণ'কে ভালভাবে বুঝিতে হইলে এই অনুসন্ধান অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। যাহা আনুমানিক ত্রেতাযুগের (কমপক্ষে ১৭,০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বের)। এই মহাকাব্যে এরূপ এক সেতুর বিবরণ পাওয়া যায় যাহা রামেশ্বর (ভারত) হইতে শ্রীলঙ্কার সমুদ্রতট পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল শ্রীরামচন্দ্রের নির্দ্দেশে—যাঁহাকে ভগবানের অবতার বলা হয়।

পুরাতত্ত্ববিদ্ এবং মনুষ্যের সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণারত, তাঁহাদের

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

পক্ষে এই সূচনা সম্ভবতঃ এত গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও ইহা অবশ্যই ধ্রুব সত্য যে, এই সূচনা সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট পারমার্থিক দ্বার উন্মোচন করিয়া দিবে তথা যাঁহারা ভারতীয় শাস্ত্র-সম্পর্কিত প্রাচীন ইতিহাসকে জানিতে চায়, তাঁহাদের নিকট ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভাবানুবাদ শ্রবণ করিয়া জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করেন,—গুরুদেব! 'নাসা'র তথ্য সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

শ্রীল মহারাজ—'নাসা'র এই নবীনতম গবেষণা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক দিগ্‌দর্শন করিয়া দিয়াছে।

জনৈক শ্রোতা—দুই একটী উদাহরণ দিলে বিষয়বস্তুটি আমাদের ন্যায় অনভিজ্ঞের নিকট পরিস্ফুট হইয়া যাইবে।

শ্রীল মহারাজ—শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রামাণিক শাস্ত্রানুসারে চার যুগে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) এক দিব্যযুগ। একাত্তর দিব্যযুগে এক মন্বন্তর, চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। এইরূপ সম পরিমাণ রাত্রি। এইরূপে ব্রহ্মার একশ বৎসর পরিমিত পরমায়ু। ব্রহ্মার একদিনে মর্য্যাদাপুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র একবার, লীলাপুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একবার এবং শ্রীকৃষ্ণের অব্যবহিত পরেই কলিযুগে প্রেম-পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি জগতে অবতীর্ণ হন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ হন নাই। সেই কালের হিসাব বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণার অতীত।

জনৈক শ্রোতা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত অষ্ট্রেলিয়ান্)—স্বামীজি! এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দিকের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় কি?

শ্রীল মহারাজ—আমার বক্তব্য সমাপনের পূর্ব্বে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিয়াছেন। আচ্ছা, তবে শুনুন। আপনিই সেই বৈজ্ঞানিক, হরিকথা আরম্ভের পূর্ব্বে আমাদের ভক্তগণ আপনার পরিচয় দিয়াছিলেন। দেখুন, ঐ সময় বা প্রাচীনকালে ভারতীয় বিজ্ঞান, স্থাপত্যকলা, বাস্তুকলা কত উন্নত ছিল, তাহা আপনাদের ধারণার অতীত। নাসা-কর্ত্তৃক এই নবীনতম অনুসন্ধানের সেতুটীতে ৩০ কিলোমিটারের মাঝখানে কোন স্তম্ভ নাই, আর না আছে কোন সিমেণ্ট, না আছে কোন লোহা। বর্ত্তমান সমগ্র বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণের সম্মিলিত-প্রয়াসেও কি ইহা সম্ভব? তদানীন্তন ভারত যে কত Civilized—সুসভ্য, Advanced—প্রগতিশীল ও Technology—প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত ছিল, তাহা আপনাদের ধারণার অতীত।

জনৈক বৈজ্ঞানিক শ্রোতা—স্বামীজি! আপনি Advanced technology-র বিষয় বর্ণন করিলেন, কিন্তু প্রাচীন ভারতের কোথায় ছিল Computer

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

science? ভারতীয়গণ ত' পাশ্চাত্ত্যদেশ হইতেই এই প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে বা শিখিয়াছে।

শ্রীল মহারাজ—আপনি আমাকে হাসাইলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান—বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ অনুভূত সম্পন্ন জ্ঞান, আর আপনাদের বিজ্ঞান—বিগত জ্ঞান অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞান নাই। আপনারা এককথায় Innocent—অজ্ঞ। আপনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত হইয়া একথা কিভাবে কল্পনা করিতে পারেন? প্রাচীন ভারতের সাহায্য ব্যতীত বা ভারতীয় সংস্কৃতির সহায়তা ব্যতীত বিশ্ব এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে পারিবে না। আপনি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের নাম শুনিয়াছেন?

শ্রোতা—হ্যাঁ, জানি, আমি বৈজ্ঞানিক হইলেও প্রতিদিন ভাগবত অনুশীলন করিবার চেষ্টা করি।

শ্রীল মহারাজ—ঠিক আছে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই আপনাকে Computer science-এর উদাহরণ দিতেছি। আপনি শমীক ঋষির পুত্র শৃঙ্গীর কথা জানেন? যিনি মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে মহারাজ পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দিয়াছিলেন।

শ্রোতা—হ্যাঁ, জানি। আমি আমার মায়ের নিকট শুনিয়াছি যে, এই অভিশাপের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত জগতে প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীল মহারাজ—আপনার মা নিশ্চয়ই ভক্ত হইবেন। ভক্ত ব্যতীত এই রহস্য সাধারণ লোক অনুধাবন করিতে পারিবে না। উক্ত অভিশাপের ঠিক অব্যবহিত পরেই সমস্ত মুনিঋষিগণ প্রায়োপবেশনকারী শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। মঙ্গোলিয়া হইতে মঙ্গলঋষি, কাস্পিয়ান্ সাগরের তট হইতে কশ্যপ ঋষি উপস্থিত হইলেন। দেখুন প্রাচীন ভারতের Internet system, communication, transporation ব্যবস্থা কত উন্নত ছিল যে তাঁহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলেই উপস্থিত হইয়া গেলেন।

জনৈক ভক্ত শ্রোতা—গুরুদেব! শ্রীমদ্ভাগবত আপনার এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। আপনি শ্রীনাম-মহিমা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। নাম-মহিমার সহিত NASA discovery-র কি সাদৃশ আছে, আমরা সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছি না।

শ্রীল মহারাজজী—NASA discovery-র যে সেতু, সেই সেতুতে কোন্ প্রযুক্তিবিদ্যা কাজ করিয়াছে জানেন? নাম-রূপ প্রযুক্তিবিদ্যা, অন্য কিছু নহে। ঐ সেতু নির্ম্মাণ করিবার সময় নল, নীল, হনুমান প্রভৃতি 'রাম' 'রাম' ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়া পাথর রাখিয়া দিত। শ্রীনামপ্রভাবে তাহা জলে ভাসিয়া থাকিত এবং সংযুক্ত হইয়া যাইত। নল, নীল বাল্যাবস্থায় ঋষিগণের পূজোপকরণ কোশাকুশী ইত্যাদি জলে ডুবাইয়া দিত। ঋষিগণ ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—তোমরা যাহা জলে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

ফেলিবে, তাহা জলে ভাসিবে, ডুবিবে না। নামপরায়ণ ঋষিগণের বাক্যে এত শক্তি। ঐ দিন হইতেই নল-নীলদ্বারা প্রদত্ত বস্তু জলে ডুবিত না। তাহাদের পক্ষে শাপে বর হইয়া গেল। যেমন—নামপরায়ণ নারদঋষির অভিশাপ আশীর্ব্বাদে পরিবর্ত্তিত হইয়া যমলার্জ্জুনরূপী নলকুবর ও মণিগ্রীবকে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরকে প্রাপ্ত করাইয়া দিয়াছিল। নামপরায়ণ দেবর্ষির অভিশাপ না হইলে নলকুবর ও মণিগ্রীব বৃক্ষজন্ম লাভ করিত না এবং ভগবদ্‌প্রাপ্তিও হইত না।

শ্রীনাম-মহিমা-সম্বন্ধীয় আলোচন Bangkok, Sydney, Brisbane, Murwillumbah, Honolulu, Hilo, Maui, Magic Island প্রভৃতি স্থানে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। হাওয়াই দ্বীপে প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীল মহারাজ আমেরিকাস্থ সানফ্রান্‌সিস্কো, লস্ এঞ্জেলস্, মিয়ামি, আলাচুয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচারপূর্ব্বক ব্রাজিল উদ্দেশ্যে রওনা হইবেন। ব্রাজিলস্থ Sao Paulo, Rio de generio প্রভৃতি স্থানে প্রচারকরিয়া ইউরোপস্থ জার্ম্মানীতে অবতরণ করিবেন। জার্ম্মানীর ফ্রাঙ্কফুট ও বার্লিনে প্রচার করিয়া আগামী ২৬।২।২০০৩ তারিখে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে অবতরণ করিবেন।

শ্রীল মহারাজের প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপুণ্ডরীক ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজনাথ দাসাধিকারী তাঁহার সঙ্গে আছেন। শ্রীপাদ মাধব মহারাজ শ্রীল মহারাজের সহিত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিতেছেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

বিশেষ নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে যে, যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত শ্রীপত্রিকার দেয় ভিক্ষা প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অনতিবিলম্বে উক্ত ভিক্ষা এবং আগামী ৫৫শ বর্ষের ভিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদিগকে সেবায় সহযোগিতা ও উৎসাহিত করিবেন।

শ্রীপত্রিকার আজীবন সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০০১ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন অথবা এক বৎসরে চারিটী সমান কিস্তিতে প্রদান করিতে পারেন। এ ব্যাপারে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী
কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
☎ ২৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
২৩শে মাঘ, ১৪০৯ ; ৬/২/২০০৩

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ৬ই ফাল্গুন, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯/২/২০০৩), বুধবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ৭ই ফাল্গুন (ইং ২১।২।২০০৩), শুক্রবার পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—১৯শে ফাল্গুন, বুধবার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরু-মহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজনগীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলি-প্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।

২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।

২১শে ফাল্গুন, শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্পর্কে ভাষণ।

☐ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ মাঘ, ১৪০৯ ; ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
এস. টি. ডি.ঃ ০৩৪৭২ ☎ ২৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন্-৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** সেবানুগত্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ২৮শে ফাল্গুন, ১৪০৯ (ইং ১৩।৩।২০০৩) বৃহস্পতিবার হইতে ৪ঠা চৈত্র, ১৪০৯ (ইং ১৯।৩।২০০৩) বুধবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন এবং নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল**। ইতি—১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য *ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির "সভাপতি-আচার্য্য" অথবা "সাধারণ-সম্পাদক"-এঁর নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।*

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৮শে ফাল্গুন (ইং ১৩।৩।২০০৩), বৃহস্পতিবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর-উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২৯শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।২০০৩), শুক্রবার ;—(৫) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; এবং (৬) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর। **শ্রীএকাদশী-ব্রতোপবাস।**

৩। ৩০শে ফাল্গুন (ইং ১৫।৩।২০০৩), শনিবার ;—(৩) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৪) **শ্রীসীমন্ত-দ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)। ***পূর্ব্বাহ্ণ ৯/৪৭ মধ্যে একাদশীর পারণ।***

৪। ১লা চৈত্র (ইং ১৬।৩।২০০৩), রবিবার ;—(৭) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৮) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৫। ২রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।২০০৩), সোমবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারীগুপ্তের পাট, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ৩রা চৈত্র (ইং ১৮।৩।২০০৩), মঙ্গলবার ;—**শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস ও সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব।**

৭। ৪ঠা চৈত্র (ইং ১৯।৩।২০০৩), বুধবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)। পূর্ব্বাহ্ণ ৯/৪৫ মধ্যে শ্রীগৌর-জয়ন্তী-ব্রতোপবাসের পারণ।**

জ্ঞাতব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। ২৭শে ফাল্গুন (ইং ১২।৩।২০০৩), বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন ; এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ আসিলে থাকা ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। পরিক্রমা ২৮শে ফাল্গুন (ইং ১৩।৩।২০০৩), বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৫টা হইতে আরম্ভ হইবে।

卐 **"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট"** এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয় দান ৮০জি ধারায় আয়কর-মুক্ত।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগ **শ্রীপত্রিকা** গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ৪০·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২২·০০ টাকা ও আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১·০০ টাকা এবং **বাংলাদেশবাসীপক্ষে** বার্ষিক ৫৫·০০ টাকা, যান্মাসিক ৩০·০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১,৫০১·০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য। চেক্ অথবা ড্রাফট্ "SHRI GOUDIYA-PATRIKA" নামে প্রদেয়।

৩। যে কোনও সময়ে **শ্রীপত্রিকার** গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণসূচক প্রবন্ধাদি **শ্রীপত্রিকায়** প্রকাশিত হইবে না। সৎ-সমালোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোন কিছু জানিতে বা গ্রাহক-মূল্য পাঠাইতে হইলে **কার্য্যাধ্যক্ষ** অথবা **প্রকাশক, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়**, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮, হালদার বাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সংস্করণ), ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী, ৯। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী, ১০। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১১। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১২। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৪। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৫। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৬। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৭। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৮। শ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ১৯। শ্রীগৌর-কথামালা, ২০। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ, ২১। সাংখ্য-বাণী, ২২। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ২৩। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২৪। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২৫। উদ্ধারের পথ, ২৬। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৭। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৮। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ৩০। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ৩১। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য, ৩২। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কণ্ঠহার, ৩৩। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, ৩৪। প্রেম-প্রদীপ, ৩৫। শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্ররত্নমালা, ৩৬। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, ৩৭। তত্ত্ববিবেক, ৩৮। ভক্তিতত্ত্ববিবেক, ৩৯। শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, ৪০। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ৪১। The Bhagavat, ৪২। Nam-Bhajan, ৪৩। The Vedanta, ৪৪। Vaishnavism, ৪৫। Rai Ramananda, ৪৬। Relative Worlds, ৪৭। A Few Words on Vedanta, ৪৮। Life Story of Impersonalism (Mayabad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava Vijaya) ।

CENTRAL REGD. No. R.N. 5111/57 ❑ POSTAL REGD. No. TECH/WB/RNP-9/2002
LICENCED TO POST WITHOUT PREPAYMENT ❑ LICENCE No. TECH/WB/RNP-9/LPWP-28/2002

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ** — তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ। ✆ ০৩৪৭২/৪০০৬৮
২। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ** — চৌমাথা, পোঃ চুচুঁড়া (হুগলী) পঃ বঃ। ✆ ০৩৩/৬৮০-৭৪৫৬
৩। **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ** — কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা) উঃ প্রঃ। ✆ ০৫৬৫/৫০-২৩৩৪
৪। **শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ** — দানগলি, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) উঃ প্রঃ । ✆ ০৫৬৫/৪৪-৩২৭০
৫। **শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ** — রাণাপতঘাট, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) উঃ প্রঃ। ✆ ০৫৬৫/৪৪-৪৯৬১
৬। **শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ** — সন্ন্যাস রোড, পোঃ কঙ্খল (হরিদ্বার) উঃ প্রঃ। ✆ ০১৩৩/৪১-২৪৩৮
৭। **শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ** — গৌরবাটসাহি, পোঃ পুরী (পুরী) উড়িষ্যা। ✆ ০৬৭৫২/৩১৪৭৪
৮। **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ** — ২৮, হালদার বাগান লেন, কলকাতা-৪। ✆ ০৩৩/৫৪৩-১২৪৭
৯। **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ** — শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (জলপাইগুড়ি)। ✆ ০৩৫৩/৪৬-২৮৩৭
১০। **শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র** — পোঃ রান্দিয়াহাট (বালেশ্বর) উড়িষ্যা। ✆ ০৬৭৮৪/৪১৭৪৪
১১। **শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ** — মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং) পঃ বঃ। ✆ ০৩৫৩/৪৬-১৫৯৬
১২। **শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার) পঃ বঃ। ✆ ০৩৫৮৩/৫৬১৩৪
১৩। **শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ** — শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫ (বর্দ্ধমান) পঃ বঃ। ✆ ০৩৪৩/৫৬-৮৫৩২
১৪। **শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ** — রংপুর, শিলচর-৯ (কাছাড়) আসাম। ✆ ০৩৮৪২/২৩৩৩৭
১৫। **শ্রীদুর্ব্বাসাঋষি গৌড়ীয় আশ্রম** — ঈশাপুর, পোঃ মাঠবন (মথুরা) উঃ প্রঃ। ✆ ০৫৬৫/৪৫-০৫১০
১৬। **শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ** — ১/১ কালীতলা লেন, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)। ✆ ০৩৩/৬৩২-৫৮৩৮
১৭। **শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ** —পোঃ তুরা (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়। ✆ ০৩৬৫১/২৩৬৯১
১৮। **শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ** — জহরলাল নেহেরু রোড, (ধুবড়ী) আসাম। ✆ ০৩৬৬২/২১৮৩০
১৯। **শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ গোলকগঞ্জ (ধুবড়ী) আসাম।
২০। **শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ আশুতিয়াবাড় (মেদিনীপুর) পঃ বঃ।
২১। **শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ** — সিধাবাড়ী, পোঃ রূপনারায়ণপুর (বর্দ্ধমান) পঃ বঃ।
২২। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ** — পোঃ বাসুগাঁও (কোকড়াঝাড়) আসাম। ✆ ০৩৬৬১/৮১৪৫৩
২৩। **শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ** — পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, (কোচবিহার) পঃ বঃ। ✆ ০৩৫৮২/২৯৪৪১
২৪। **শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ** — ভাস্করগঞ্জ, পোঃ বালেশ্বর (উড়িষ্যা)। ✆ ০৬৭৮২/৩৬৭২৫৬
২৫। **শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ** — রেলওয়ে স্টোর গেট্, পোঃ পাণ্ডু, গৌহাটী-১২। ✆ ০৩৬১/৫৭৩৪৮০
২৬। **শ্রীদাউজী গৌড়ীয় মঠ** — কৈলাস মার্গ, পোঃ বলদেও (মথুরা) উঃ প্রঃ।
২৭। **শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম** — গদখালি, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।
২৮। Shri Giriraj Govardhan Goudiya Math–54 Brisbane St. Murwillimbah N.S.W. Australia
২৯। Shri Binode Behari Goudiya Math–22 Mundaring Wier Rd. Kalamunda, Perth, Australia
৩০। Shri Gour Gobinda Goudiya Math–32 Handsworth Wood Road, Birmingham (U.K.)

BOOK POST

SL.NO.

TO

From :

SHRI GOUDIYA-PATRIKA OFFICE
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, HALDER BAGAN LANE
KOLKATA-700 004
✆ 555-8973
E-Mail : vedantasamiti@vsnl.net